ঈমানদীপ্ত দাস্তান

ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস

৮

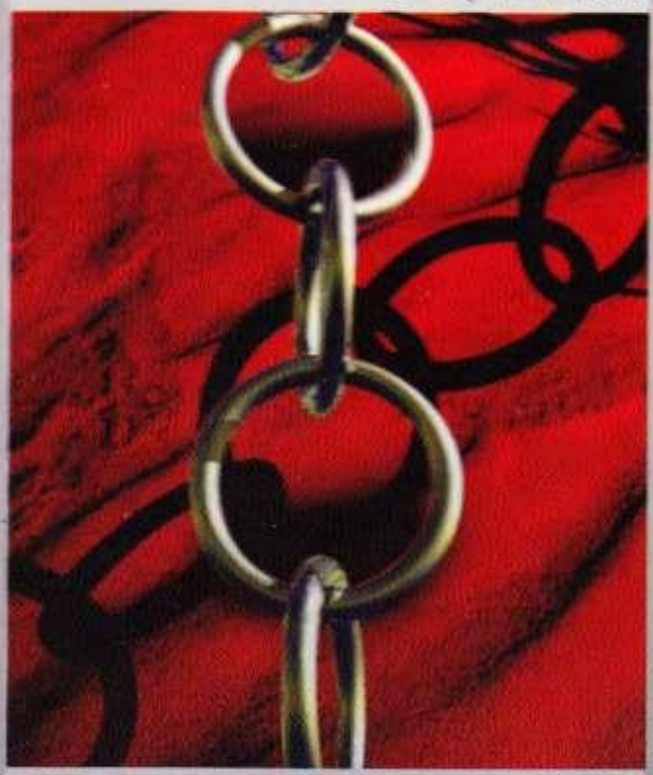

আলতামাশ

আ গে প ড়ু ন

দ্বাদশ শতাব্দির কাহিনী। ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ করে পৃথিবী থেকে ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলার গভীর চক্রান্তে মেতে ওঠে খ্রিস্টান দুনিয়া। ইসলামের পতন ঘটিয়ে বিশ্বময় ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেছে নেয় নানা কুটিল পথ। অর্থ, মদ আর ছলনাময়ী রূপসী নারীর ফাঁদ পেতে ঈমান ক্রয় করতে শুরু করে মুসলিম আমির ও শাসকদের। এক দল গাদ্দার তৈরি করে নেয় মুসলমানদের মাঝে। সেইসঙ্গে চালায় বহুমুখী সশস্ত্র অভিযান। মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে দখল করে রাখে ইসলামের মহান স্মৃতিচিহ্ন প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস।

সেই বিজাতীয় ক্রুসেডার ও স্বজাতীয় গাদ্দারদের মোকাবেলায় গোপনে-প্রকাশ্যে অবিরাম লড়াই চালিয়ে যান ইতিহাসের অমর নায়ক বিজয়ী মর্দে-মুমিন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। ১১৬৯ সালে শুরু-হওয়া তাঁর ওই লড়াই বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত থামেনি এক মুহূর্তের জন্যও।

একদিকে মনকাড়া রূপসী নারীর ফাঁদ, অন্যদিকে ঈমানের উপর অটল দাঁড়িয়ে থাকার অনুপম উদাহরণ। একদিকে ইসলাম ও মুসলমানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার ঘৃণ্য মহড়া, অন্যদিকে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষার জানকবুল সংগ্রাম।

সেই শ্বাসরুদ্ধকর অবিরাম যুদ্ধের নিখুঁত শব্দচিত্র সিরিজ উপন্যাস **'ঈমানদীপ্ত দাস্তান'**।

শুরু করার পর শেষ না করে উপায় নেই। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব পাঠকের সুখপাঠ্য বই। ইতিহাসের নিখুঁত জ্ঞান। উপন্যাসের অনাবিল স্বাদ। উজ্জীবিত মুমিনের ঈমান-আলোকিত উপাদান।

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

৮

www.pathagar.com

ঈমানদীপ্ত দাস্তান-৮

রচনা

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

প্রখ্যাত উর্দু ঔপন্যাসিক, ভারত

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন

দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)

মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা

প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

দোকান নং ৪৩, ইসলামী টাওয়ার (১ম তলা)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১৭১৭৮৮১৯

www.pathagar.com

পরিমার্জিত সপ্তম প্রকাশ : মার্চ ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৬

পৃষ্ঠা : ২১৬ (ফর্মা ১৩)

পরশমণি প্রকাশনা : ১২

© : সংরক্ষিত

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন
স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন

বর্ণবিন্যাস : পরশ কম্পিউটার

মুদ্রণ : জাহানারা প্রিন্টিং প্রেস

ডিজাইন : সাজ ক্রিয়েশন

ISBN-984-70063-0011-6

মূল্য : ২০০ টাকা মাত্র / US $ 5

www.pathagar.com

ঈমানদীপ্ত দাস্তান

৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মসুলের সন্নিকটে পাহাড়ের অভ্যন্তরে ক্রুসেডাররা যেসব অস্ত্র ও তরল দাহ্যপদার্থ মজুদ করেছিল, তা দ্বারা সমগ্র ইসলামি সাম্রাজ্যকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দারা মুহূর্তমধ্যে সব ধ্বংস করে দিল। ক্রুসেডারদের জন্য সে ছিল এক প্রচণ্ড আঘাত। তাদের সকল আয়োজন, সব নাটক অকার্যকর ও তছনছ হয়ে গেল।

সংগ্রহটা ছিল পাহাড়ের বিস্তীর্ণ গুহার অভ্যন্তরে। আগুন ধরে যাওয়ার পর বিস্ফোরণে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত মাটি কেঁপে উঠল, যেন ভূমিকম্প হয়েছে। কিন্তু কেউ জানল না, ঘটনাটা কীভাবে ঘটল।

এ-ঘটনায় ক্রুসেডারদের প্রধান মিত্র ইয্যুদ্দীনের কোমর ভেঙে গেছে। ক্রুসেডাররা নিশ্চিত, এটা কোনো দুর্ঘটনা নয়। এটা নাশকতা এবং সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দাদের কাজ।

মসুলের শাসনকর্তা ইয্যুদ্দীনকে মিত্র বানিয়ে মসুলের পার্বত্যাঞ্চলে অস্ত্র, গোলা-বারুদ ও রসদপাতি সংগ্রহ করে ক্রুসেডাররা সুলতান আইউবির উপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে চেয়েছিল। কিন্তু রাদি নামের একটামাত্র মেয়ে সঙ্গী হাসান আল-ইদরীসের পরিকল্পনা ও সহযোগিতায় সব ধ্বংস করে দিয়েছে।

জনগণকে এলাকা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে ক্রুসেডাররা দরবেশ-নাটক মঞ্চস্থ করে প্রচার করল, এই দরবেশ উক্ত পাহাড়ে ধ্যানে বসবেন এবং খোদা তাকে মসুলের বিজয়ের ইঙ্গিত দিবেন। তারপর মসুল তথা ইয্যুদ্দীনের সাম্রাজ্য দূর-দূরান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে যাবে। কিন্তু পরিণামে দরবেশও অস্ত্রগুদামের সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেল।

এক দিন কেটে গেছে। মসুলের জনগণ ভীত-সন্ত্রস্ত। রাতে যে-বিস্ফোরণটা ঘটল এবং এই যে মাটি কেঁপে-কেঁপে উঠেছিল, ঘটনাটা কী ঘটেছিল তারা জানে না। বিষয়টা তাদের বলবার মতো কেউ নেইও। দাহ্যপদার্থগুলো কয়েকদিন পর্যন্ত জ্বলতে থাকল। সেইসঙ্গে সুপরিসর গুহায় যেসব রসদ রাখা হয়েছিল, সেগুলোও পুড়ে গেল। ভয়ে কেউ ওদিকে পা বাড়াচ্ছে না। সকলের ধারণা, এটি হয় দরবেশের কারামত, নয় আল্লাহর গজব। এমনই এক ভীতিকর পরিস্থিতিতে তাদের কানে এক নতুন ঘোষণা ভেসে এল– 'তিনি জাহান্নামে চলে গেছেন। জাহান্নামের আগুনে পুড়ে তিনি কয়লা হয়ে গেছেন।'

www.pathagar.com

ইনি সবুজ আবাপরিহিত আরেক দরবেশ। মাথায় শাদা লম্বা চুল। মুখে আবক্ষলম্বিত শাদা দাড়ি। এক হাতে কাঁধ পর্যন্ত লম্বা একটা লাঠি, অপর হাতে পাক কুরআন। প্রথম দরবেশের মতো ইনিও হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে বাজারে ঢুকে পড়লেন। উৎসুক জনতা ভক্তিগদগদ চিত্তে তার চারপাশে এসে ভিড় জমাল। মাঝবাজারে দাঁড়িয়ে ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বললেন– 'তিনি জাহান্নামের আগুনে পুড়ে গেছেন, যিনি বলতেন, খোদা তাকে ইশারা দেবেন। তোমরা যদি তার পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ না কর, তা হলে তোমরাও সেই নরকের আগুনে ভস্ম হয়ে যাবে। খোদা রাতের বজ্রনিনাদে তোমাদের ইঙ্গিত দিয়েছেন। আকাশ-ছেয়ে-যাওয়া সেই কালো ধোঁয়ার কথা মনে করো। আল্লাহর রোষকে ভয় করো। আমার হাতে যে-পত্রখানা দেখতে পাচ্ছ, এটি মান্য করো। এটি আল্লাহর কালাম। এটি পাক কুরআন।'

'আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের বলুন' – এক বৃদ্ধ এগিয়ে জিজ্ঞেস করল – 'ওসব কী ছিল? তিনি কে ছিলেন? আপনি কে? বলুন, রাতে মাটি কেন কেঁপে উঠেছিল? কালো ধোঁয়াগুলো কী ছিল?'

'তিনি আত্মহারা ছিলেন' – নতুন দরবেশ বললেন – 'পাগল ছিলেন। তিনি আল্লাহর রহস্যের জগতে হস্তক্ষেপ করেছেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ বিজয় কিংবা কোনো আগাম সংবাদ দিতে পারে না। জয়-পরাজয়, আনন্দ-বেদনা সবই আল্লাহর হাতে। নিজেকে আল্লাহর দূত দাবি করে তিনি গুনাহগার হয়েছেন। তিনি তার শাস্তি পেয়ে গেছেন। তোমরা গিয়ে দেখে আসো, পাহাড় এখনও জ্বলছে। এখনও যদি তোমরা সেই মিথ্যাবাদী দরবেশকে সত্য বলে মান্য কর, তা হলে তোমরাও আগুনে ঝলসে যাবে।'

'বলুন সঠিক কে?' – জনতা জিজ্ঞেস করল – 'আপনি কি সত্য?'

'না' – দরবেশ উত্তর দিলেন এবং কুরআনখানা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে বললেন – 'আল্লাহর এই কালাম সত্য। তোমরা সেই দরবেশকে ভুলে যাও। এই কিতাবের কথা মান্য করো। আল্লাহ এর মধ্যে যে-ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা কোনো মানুষ দিতে পারে না।'

দরবেশ সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

◆◆◆

দরবেশ দিনভর মসুলের অলি-গলি ঘুরে-ঘুরে ঘোষণা দিতে থাকলেন– 'তিনি জাহান্নামে ভস্ম হয়ে গেছেন। তিনি নিজেরই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন।'

জনতা যেখানেই তাকে ঘিরে ধরছে, তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছেন– 'কোনো মানুষ গায়েব জানে না। কুরআনে যা-কিছু আছে, তা-ই খোদার ইঙ্গিত।'

দরবেশ এক মসজিদে জোহর আদায় করছেন। আসর পড়ছেন অন্য মসজিদে। মাগরিব আরেক মসজিদে। মসজিদে ঢুকলেই মুসল্লীরা তাকে ঘিরে ধরছে। তিনি ওয়াজ করছেন– 'লোকসকল! একমাত্র কুরআনই সত্য। তোমরা কুরআনের ইঙ্গিত অনুযায়ী আমল করো।'

www.pathagar.com

মাগরিবের নামায আদায় করে দরবেশ এক মসজিদ থেকে বের হয়ে বিজন এক অঞ্চল-অভিমুখে হাঁটতে শুরু করলেন। জনতাও তার পিছনে-পিছনে হাঁটছে। তিনি সবাইকে দাঁড় করিয়ে বললেন– 'এখন আর তোমরা আমার পেছনে এসো না। আমি সারা রাত ওই বিজন এলাকায় ইবাদাত করব, তোমাদের পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করব।'

নতুন দরবেশ মানুষের উপর এমন প্রভাব তৈরি করে ফেললেন যে, তাদের মন থেকে প্রথম দরবেশের ভীতি দূর হয়ে গেছে। জনতাকে নিয়ে তিনি হাত তুলে দু'আ করে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মানুষ ওখানেই দাঁড়িয়ে কানাঘুষা শুরু করল। নিষেধ করার পর একজন মানুষও দরবেশের পিছনে হাঁটতে সাহস করল না।

কিন্তু একজন মানুষ দরবেশের পিছু নিল। অন্ধকারে কেউ তাকে দেখেনি। দরবেশ জনতার চোখের আড়ালে চলে গিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন। তাকে অনুসরণকারী লোকটাও হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। হঠাৎ দরবেশ কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি দাঁড়িয়ে পিছনপানে তাকালেন এবং অন্ধকারে ছায়ার মতো কী যেন একটা দেখতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ ছায়াটা দাঁড়িয়ে গেল এবং বসে পড়ল। দরবেশ এদিক-ওদিক তাকিয়ে কিছু না দেখে আবার হাঁটতে শুরু করলেন। কিন্তু তার মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে। এখন তিনি বারবার পিছনে ফিরে তাকাচ্ছেন।

দরবেশ আরও কিছু পথ এগিয়ে গেলেন। এবার পিছনের লোকটা তার কাছাকাছি চলে এসেছে। দরবেশ দু'আ-কালাম পড়তে শুরু করলেন। তিনি হাঁটার গতি মন্থর করে দিলেন। পিছনের লোকটা কটিবন্ধ থেকে খঞ্জর বের করে বেড়ালের মতো পা টিপে-টিপে দরবেশের একেবারে কাছে চলে গেল এবং খঞ্জরধারী হাতটা উপরে তুলে ধরল। পিছন থেকে আঘাত হেনে দরবেশকে শেষ করে ফেলা তার পরিকল্পনা। খঞ্জরটা এখনও মাথার উপরে। এমন সময় দরবেশ দ্রুত মোড় ঘুরে দাঁড়ালেন এবং হাতের মোটা লাঠিটা ঊর্ধ্বে তুলে চারদিক ঘোরালেন। লাঠি আক্রমণোদ্যত লোকটার খঞ্জরধারী বাহুতে গিয়ে আঘাত হানল। সেইসঙ্গে লোকটার পেটে এমন প্রচণ্ড একটা লাথি মারলেন যে, লোকটা চিত হয়ে পিছনের দিকে পড়ে গেলেন। দরবেশের এক হাতে কুরআন। তাই লড়তে হবে অপর এক হাতেই। তিনি লোকটার মাথায় লাঠি দ্বারা আঘাত হানলেন। খঞ্জর হাত থেকে ছুটে পড়ে গেল।

দরবেশ খপ করে খঞ্জরটা তুলে নিলেন। আক্রমণকারী লোকটা ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল। দরবেশ তাকে বললেন– 'তোমার খঞ্জর এখন আমার হাতে। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকো; একটুও নড়াচড়া করো না।'

লোকটা উপুড় হয়ে শুয়ে থাকল। দরবেশ মুখে পশুর ডাকের মতো শব্দ করলেন। অমনি দূর একস্থান থেকেও অনুরূপ শব্দ ভেসে এল। দরবেশ পুনরায় সংকেত দিলেন। অন্ধকারে ধাবমান পায়ের শব্দ শোনা গেল। দুজন লোক

www.pathagar.com

দৌড়ে এসে দরবেশের কাছে দাঁড়িয়ে গেল। দরবেশ হেসে বললেন– 'আমরা যে-বিপদের আশঙ্কা করেছিলাম, এই হতভাগা তা-ই ঘটাতে যাচ্ছিল। আমার তো ধারণা ছিল, দিনেই মসুলের কোনো একস্থান থেকে তির এসে আমার হৃদপিণ্ডে গেঁথে যাবে। কিন্তু তারা আমাকে রাতে এর দ্বারা খুন করাবার চেষ্টা করেছে। এই নাও তার খঞ্জর।'

দরবেশ মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে-থাকা লোকটাকে লাঠি দ্বারা হালকা খোঁচা মেরে বললেন– 'ওঠ্ শয়তান। তুই কি মুসলমান?'

'হ্যাঁ; হযরত!' – লোকটা আদবের সঙ্গে উত্তর দিল – 'আমি মুসলমান।'

দরবেশ ও তার সঙ্গীরা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। দরবেশ বললেন– 'আমাকে হযরত বলো না বন্ধু! আমি তোমার চেয়েও বেশি যুবক।'

'তোমার ছদ্মবেশ সার্থক হয়েছে।' দরবেশের এক সঙ্গী বলল।

তারা আক্রমণকারী লোকটাকে সঙ্গে করে দূরে একটা তাঁবুতে নিয়ে গেল। তাঁবুর সন্নিকটে চার-পাঁচটা উট বাঁধা আছে। আশপাশ টিলায় ঘেরা। লোকটাকে তাঁবুতে বসিয়ে রাখা হলো। তাঁবুতে বাতি জ্বলছে। দরবেশকে আশি বছরের বৃদ্ধ বলে মনে হয়েছিল। এখন কথা বলছেন ঠিক একজন তরুণের মতো। দরবেশ মুখের শাদা কৃত্রিম দাড়ি এবং মাথার চুল খুলে আসল রূপে আবির্ভূত হলেন। ভিজা কাপড়ে মুখমণ্ডলটা ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেললেন। এখন তিনি বৃদ্ধ নন – পঁচিশ বছর বয়সের তাগড়া যুবক।

'তুমি আসলে কে?' আক্রমণকারী জিজ্ঞেস করল।

'যাকে তুমি হত্যা করতে এসেছ' – যুবক উত্তর দিল – 'আমাকে হত্যা করতে তোমাকে কে পাঠিয়েছে? লুকোবার চেষ্টা করলে তোমাকে বড় কষ্টদায়ক মৃত্যু বরণ করতে হবে।'

'আমার কাছে লুকোবার মতো কিছুই নেই' – লোকটা উত্তর দিল – 'মহলের এক কর্মকর্তা আহমদ ইবনে আমর আমাকে বললেন, শহরে এক দরবেশ ঘুরে ফিরছে। তিনি আমাকে আপনার গঠন-আকৃতি ও বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করে বললেন, লোকটাকে অন্ধকারে অতি গোপনে হত্যা করতে হবে। কাজটা করে গেলে আমাকে দুশো দিনার পুরস্কার দেবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন।'

'আহমদ ইবনে আমর কি আমাকে বৃদ্ধ এবং দরবেশই মনে করেছিলেন?'

'তা বলেননি' – লোকটা উত্তর দিল – 'শুধু বললেন, দরবেশকে খুন করতে হবে।'

ছদ্মবেশী এই দরবেশ ও তার সঙ্গীদুজন সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির আন্ডারগ্রাউন্ড দলের সদস্য। মসুলে কর্মরত। গত পর্বের কাহিনীর দরবেশের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দূর করার লক্ষ্যে আইউবিপক্ষের লোকেরা এই লোকটাকে দরবেশ সাজিয়ে নগরীতে ঘুরিয়েছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত মানুষগুলো দরবেশদের খোদার কণ্ঠ বলে বিশ্বাস করত। প্রথম দরবেশকে ক্রুসেডাররা তাদের এক প্রতারণা-পরিকল্পনা সফল করে তোলার জন্য ব্যবহার করেছিল।

www.pathagar.com

বিপরীতে সুলতান আইউবির লোকেরা তাদের এক যুবক সহকর্মীকে দরবেশের রূপে উপস্থাপন করে বিভ্রান্ত জনতাকে কুসংস্কার ও কল্পনাপূজা থেকে সরিয়ে কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট করার সফল প্রচেষ্টা চালাল।

আহমদ ইবনে আমর মসুলে ইবনে আমর নামে পরিচিত। মসুলের শাসনকর্তা ইয্যুদ্দীনের প্রশাসনের মন্ত্রী পদমর্যাদার এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তিনি সংবাদ পেলেন, এক দরবেশ শহরে প্রথম দরবেশের বিরুদ্ধে ঘোষণা দিয়ে ফিরছেন। তিনি বুঝে ফেললেন, এই দরবেশ সুলতান আইউবির পক্ষের লোক তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই তাকে খুন করা আবশ্যক। অন্যথায় মানুষের কাছে প্রথম দরবেশের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাবে এবং পাহাড়ের অভ্যন্তরে কীসব জ্বলছে জেনে ফেলবে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির এই লোকটিকে হত্যা করার জন্য প্রাসাদের নিরাপত্তা বিভাগের এক সৈনিককে নির্বাচন করা হলো। তাকে দুশো দিনার পুরস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে দরবেশকে হত্যা করার জন্য পাঠানো হলো। এই ভাড়াটে খুনী যাকে বৃদ্ধ মনে করছিল, সে এক তাগড়া যুবক বলে আত্মপ্রকাশ করল। তার জানা ছিল না, বৃদ্ধরূপী এই যুবক একজন অভিজ্ঞ লড়াকু গোয়েন্দা ও গেরিলা সৈনিক।

ইবনে আমর প্রেরিত এই ঘাতককে তাঁবুতে বাতির আলোতে বসিয়ে বহু কিছু জিজ্ঞেস করা হলো; কিন্তু কোনো তথ্য পাওয়া গেল না। সে ক্রুসেডারদের নিয়মতান্ত্রিক গুপ্তচর কিংবা নাশকতাকারী গ্রুপের সদস্য নয়। সে ভাড়ায় খুন করতে এসেছিল।

দরবেশরূপী লোকটি তার উভয় সঙ্গীর প্রতি তাকাল। তিনজন চোখে-চোখে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। একজন উঠে তাঁবু থেকে এক গজ লম্বা এক টুকরো রশি এনে লোকটার পিছন থেকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ধরে রাখল। লোকটা ছটফট শুরু করল। তারপর অল্পক্ষণের মধ্যেই নিথর হয়ে গেল।

পরদিন। আহমদ ইবনে আমর মসুলের শাসনকর্তা ইয্যুদ্দীনের দেউড়িতে তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান। ক্ষোভে বুকটা ফেটে যাচ্ছে তার। ইয্যুদ্দীনেরও চেহারায় অস্থিরতার ছাপ। ইবনে আমরের হাতে এক চিলতে কাগজ। সম্মুখে মেঝেতে পড়ে আছে একটা মৃতদেহ, যার গলায় রশি প্যাঁচানো। সেই রশির সঙ্গেই এই চিরকুটটা বাঁধা ছিল।

লাশটা নিরাপত্তা বাহিনীর সেই সৈনিকের, যাকে নতুন দরবেশকে হত্যা করতে পাঠানো হয়েছিল। ইবনে আমর সারাটা রাত তার অপেক্ষায় নির্ঘুম কাটিয়েছেন। ভোরে তার কাছে সংবাদ এল, তার বাসভবনের সম্মুখে একটা লাশ পড়ে আছে। তিনি দ্রুত ছুটে গেলেন। লাশটা তার সেই সৈনিকের। চোখদুটো খোলা। জিহ্বাটা বেরিয়ে আছে। গলায় রশি প্যাঁচানো। রশির সঙ্গে এক টুকরো কাগজ বাঁধা।

www.pathagar.com

কাগজে লেখা আছে–

'মসুলের তথাকথিত শাসনকর্তা ইয্যুদ্দীন! তোমার এক কর্মকর্তা আহমদ ইবনে আমর এই লোকটাকে আমাকে হত্যা করতে পাঠিয়েছিল। আমি তার মৃতদেহটা অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে আহমদ ইবনে আমরের আঙিনায় রেখে গেলাম। হতভাগা আমাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়নি। তুমিও তেমনি এক দুর্ভাগা যে, আজও সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির এতটুকু ক্ষতি করতে পারনি। আর ভবিষ্যতেও পারবে না। কাফেরদের দ্বারা তুমি লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুই অর্জন করতে পারবে না। আমরা তোমাকে স্বস্তিতে থাকতে দেব না। একদিন তোমার লাশটাও তোমার প্রাসাদের আঙিনায় এভাবে পড়ে থাকবে। আহমদ ইবনে আমরের মতো কর্মকর্তা-উপদেষ্টাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলো। এরা চাটুকারের দল। এরা কখনোই তোমার অনুগত নয়। তোমাকে এরা পতনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের শক্তিটা দেখো। তোমার সামরিক উপদেষ্টা এহতেশামুদ্দীন বৈরুতে ক্রুসেডারদের সঙ্গে চুক্তি করতে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা তাকে গুম করে ফেলেছি। এখন সে সুলতান আইউবির কাছে অবস্থান করছে। তোমার খ্রিস্টান বন্ধুরা পাহাড় খনন করে তার অভ্যন্তরে সামরিক সরঞ্জাম মজুদ করেছিল। আমরা সেসব ভস্ম করে তোমার সিংহাসনে কম্পন ধরিয়ে দিয়েছি। তুমি তোমার এক সৈনিককে আমাকে খুন করতে পাঠিয়েছিলে। আমরা তার লাশটা তোমাদের হাতে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আমরা জিন-ভূতের মতো তোমাদের উপর সওয়ার হয়ে থাকব; কিন্তু তোমরা আমাদের দেখতে পাবে না। তোমার পতন শুরু হয়ে গেছে। যদি মুক্তি পেতে চাও, তা হলে সালাহুদ্দীন আইউবির আনুগত্যের বিকল্প নেই। যাও; সুলতান আইউবির পায়ে লুটিয়ে পড়ো আর বাহিনীটাকে তার হাতে তুলে দাও। আমাদেরকে প্রথম কেবলা মুক্ত করতে হবে। এই জাগতিক ভোগ-বিলাস, রং-তামাশা ত্যাগ করো। রাজ্য-সিংহাসন কোনোদিন কারও সঙ্গে কবরে যায়নি।'

আহমদ ইবনে আমর লাশটা তুলে নিয়ে ইয্যুদ্দীনের সামনে রাখলেন। ইয্যুদ্দীন পত্রখানা পাঠ করে আহমদ ইবনে আমরের হাতে ফেরত দিয়ে গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেলেন। ইবনে আমর ক্ষোভ প্রকাশ করলেও ইয্যুদ্দীন ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চেষ্টা করছেন।

'আমি সংবাদ পেয়েছি, মসজিদগুলোতেও নাকি এই নতুন দরবেশের আলোচনা চলছে' – ইয্যুদ্দীন বললেন – 'এখন এই পত্র দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল দরবেশ আসলে দরবেশ নয় – সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দা।'

ইয্যুদ্দীন ইবনে আমরের হাত থেকে পত্রখানা নিয়ে প্যাঁচিয়ে লাশটার উপর ছুড়ে মারলেন।

'আমি তাকে খুঁজে বের করব' – ইবনে আমর ক্ষোভের সঙ্গে বলল – 'ধরে এনে জনসম্মুখে তার মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলব।'

www.pathagar.com

'আমাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে' – ইয্যুদ্দীন বললেন – 'এই একটা লোককে হত্যা করে তুমি সালাহুদ্দীন আইউবির কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমাদের অন্যকিছু ভাবতে হবে, অন্যকিছু করতে হবে। আমি চাচ্ছিলাম, ক্রুসেডাররা আইউবির উপর আক্রমণ করুক। কিন্তু জানি না, তারা কেন সামনে আসছে না। তারা চাচ্ছে, আমি প্রকাশ্যে আইউবির সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হই। পরে তারা আমাকে এভাবে সাহায্য করবে যে, তাদের গেরিলা বাহিনী আইউবির পার্শ্ব, পেছন ও রসদের উপর কমান্ডো আক্রমণ চালাতে থাকবে। এ-প্রক্রিয়ায়ও আমি যুদ্ধের ময়দানে সাফল্য অর্জন করতে পারি।'

'আর হবেও নিশ্চয়ই।' ইবনে আমর মেঝেতে পদাঘাত করে বলল।

'এই পত্রে সঠিকই লেখা হয়েছে যে, তোমরা চাটুকার' – ইয্যুদ্দীন বললেন – 'আমি এক মহাসংকটে নিপতিত আর তোমরা আমাকে খুশি করতে শিশুর মতো কথা বলছ। তোমরা কি আমাকে ভালো কোনো পরামর্শ দিতে পার না?'

ইয্যুদ্দীন হাতে তালি দিলেন। এক যুবতী সেবিকা ছুটে এসে অবনত মাথায় সালাম করে দাঁড়িয়ে গেল। ইয্যুদ্দীন বললেন– 'দারোয়ানকে বলো, লাশটা তুলে নিয়ে কোথাও দাফন করে ফেলুক।' বলেই তিনি নিজের খাস কামরায় চলে গেলেন। আহমদ ইবনে আমরও সঙ্গে আছেন। ইয্যুদ্দীন পুনরায় বেরিয়ে এসে সেবিকাকে বললেন– 'সোরাহি-পেয়ালা নিয়ে আসো। দারোয়ানকে বলে দাও, যেন এদিকে কাউকে আসতে না দেয়।'

সেবিকা লাশটা দেখে ভয় পেয়ে গেল। মোচড়ানো কাগজটার উপর তার চোখ পড়ল। মেয়েটা আরবি জানে। খুলে লেখাগুলো পড়েই কাগজটা কামিজের তলে লুকিয়ে ফেলল। তারপর একদৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দারোয়ানকে 'লাশটা দাফন করিয়ে ফেলো' বলেই সোনার থালায় করে একটা সোরাহি আর দুটা পেয়ালা নিয়ে ইয্যুদ্দীনের কক্ষে ফিরে গেল।

'আর্মেনীয় সম্রাট আমার বার্তার উত্তর দিয়েছেন' – ইয্যুদ্দীন ইবনে আমরকে বলছেন – 'তিনি আমাকে তাঁর রাজধানী তালখালেদের পরিবর্তে হারযাম যেতে বলেছেন। নিজে তালখালেদ থেকে রওনা হয়ে গেছেন। আমি দুদিন পরে যাচ্ছি।'

সেবিকা পেয়ালায় দ্রুত মদ ঢালার পরিবর্তে ধীরে-ধীরে কাপড় দ্বারা পেয়ালাগুলো মুছতে থাকল। সে মনোযোগসহকারে ইয্যুদ্দীনের বক্তব্য শুনছে।

'আমার মনে হচ্ছে, আর্মেনীয় সম্রাটের তালখালেদ ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ভুল।' ইবনে আমর বলল।

'কারণ, সালাহুদ্দীন আইউবি তালখালেদ-অভিমুখে অগ্রযাত্রা করছেন, তাই না?' – ইয্যুদ্দীন বললেন – 'তুমি ভয় করছ, আর্মেনীয় সম্রাটের অনুপস্থিতিতে সালাহুদ্দীন আইউবি তালখালেদ অবরোধ করে ফেলবেন। কিন্তু-না, এমনটা হবে না। হয়ও যদি আমরা আইউবির উপর পেছন দিক থেকে আক্রমণ চালাব। এই যুদ্ধকে আমরা দীর্ঘ করে তুলব এবং ক্রুসেডারদের অবহিত করব। তারাও

www.pathagar.com

আইউবির উপর আক্রমণ চালাবে। আমি নিশ্চিত, এমনটি হলে সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনী পিষে যাবে।'

'আপনি কবে যাচ্ছেন?' ইবনে আমর জিজ্ঞেস করল।

'দুদিন পর।' ইয্যুদ্দীন উত্তর দিলেন।

মদপরিবেশনে আর বিলম্ব করা যাচ্ছে না। সেবিকা পেয়ালাদুটোয় মদ ঢেলে দুজনের সামনে পেশ করল। ইয্যুদ্দীন বললেন, এবার তুমি চলে যাও। সেবিকা দেউড়িতে গিয়ে দেখল, লাশটা তুলে নেওয়া হয়েছে। মেয়েটা এখনই বাইরে বেরুতে পারছে না। ডিউটি আছে। সে বসে-বসে ভাবতে শুরু করল। হঠাৎ তার মুখ থেকে উচ্চশব্দে একটা 'আহ!' বেরিয়ে এল। সঙ্গে-সঙ্গে দু-হাতে পেটটা চেপে ধরে মাথাটা নত করে ফেলল। দারোয়ান ও অন্যান্য চাকররা ছুটে এল। সেবিকা কুঁকিয়ে-কুঁকিয়ে বলল– 'হঠাৎ পেটে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়ে গেছে।'

তৎক্ষণাৎ অন্য এক সেবিকাকে ডেকে তার জায়গায় বসিয়ে দিয়ে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সে ডাক্তারকে বলল, পেটে হঠাৎ ব্যথা শুরু হয়ে গেছে – প্রচণ্ড ব্যথা! ডাক্তার ওষুধ দিয়ে বললেন, তোমাকে দুদিন বিশ্রামে থাকতে হবে।

অল্প পরই সেবিকার সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। ডাক্তার তাকে দুদিনের ছুটি লিখে দিয়ে বললেন, নিজের কক্ষে গিয়ে আরাম করো। কিন্তু সেবিকা নিজকক্ষে না গিয়ে অলি-গলি ঘুরে ইয্যুদ্দীনের স্ত্রী রজী' খাতুনের কক্ষে চলে গেল।

রজী' খাতুন কক্ষে উপবিষ্ট। ইয্যুদ্দীনের সেবিকা কক্ষে প্রবেশ করল।

'পেটব্যথার বাহানা সাজিয়ে এসেছি' – সেবিকা বলল – 'ডাক্তার আজ ও কালকের ছুটি দিয়েছেন।'

মেয়েটা লাশের উপর থেকে যে-কাগজখানা কুড়িয়ে নিয়েছিল, সেটা কামিজের ভিতর থেকে বের করে রজী' খাতুনের হাতে দিয়ে বলল– 'এই চিরকুট এক সৈনিকের লাশের সঙ্গে ছিল।'

রজী' খাতুন কাগজটা খুলে পড়ে বললেন– 'শাবাশ! আমাদের মুজাহিদরা কাজ করছে। তো এর অর্থ হচ্ছে, হতভাগ্যরা আমাদের এই লোকটিকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। আমি সংবাদ পেয়েছি, আমাদের এই দরবেশ মানুষের অন্তর থেকে ক্রুসেডারদের দরবেশের ভীতি ও প্রভাব বের করে দিয়েছে।'

'এই পত্রখানা তারই' – সেবিকা বলল – 'আমি তার হাতের লেখা চিনি।'

রজী' খাতুন স্মিত হেসে বললেন– 'আমি জানি। তুমি তার হস্তাক্ষরই নয় – হৃদয়টাও চেন। তবে শুধু হৃদয়ের জালেই আটকে থেক না। মনে রেখো, কর্তব্য সবার আগে।'

সেবিকা লাজুক কণ্ঠে বলল– 'আমি এ-পর্যন্ত নিজের আবেগ-উচ্ছ্বাসকে কর্তব্যের পথে দাঁড়াতে দেইনি। ফাহাদকেও একথাই বলি যে, আমি তোমাকে ভালবাসি ঠিক; কিন্তু কর্তব্য যেন সব কিছুর উপরে থাকে।'

ফাহাদ সেই যুবক, যে দরবেশের রূপ ধারণ করেছিল। বাড়ি বাগদাদ। গোয়েন্দা হওয়ার জন্য যতগুলো গুণের প্রয়োজন, সবই তার মধ্যে বিদ্যমান।

www.pathagar.com

রূপবান যুবক। দু-বছর যাবত মসুলে অবস্থান করছে এবং সফলতার সঙ্গে গুপ্তচরবৃত্তি করছে। সে-সূত্রেই ইয্যুদ্দীনের এই সেবিকার সঙ্গে তার পরিচয় ও যোগাযোগ। দুজন দুজনের হৃদয়ে ঢুকে গেছে।

সেবিকা শহরে থাকে। তবে তার সময়ের বেশিরভাগ কাটে রাজপ্রাসাদে ডিউটিতে। গুপ্তচরবৃত্তির গোপন তৎপরতা ছাড়া অন্য প্রয়োজনেও তাদের দেখা-সাক্ষাৎ চলে।

'আমি যে-সংবাদ নিয়ে এসেছি, এখনও তা বলা হয়নি' – সেবিকা রজী' খাতুনকে বলল – 'ইয্যুদ্দীন দুদিন পর আর্মেনিয়ার রাজার সঙ্গে দেখা করতে হারযাম যাচ্ছেন। মদ পরিবেশনের সময় আমি তাকে একথা বলতে শুনেছি। তিনি আহমদ ইবনে আমরকে বলছিলেন, 'আর্মেনিয়ার সম্রাট বার্তা পঠিয়েছেন, তিনি তালখালেদ থেকে হারযাম-অভিমুখে রওনা করেছেন এবং আমার সঙ্গে ওখানে সাক্ষাৎ করবেন।' আমি বের হওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। তাই পেটব্যথার অজুহাত গড়ে আপনার কাছে এসেছি।'

রজী' খাতুন আপন উরুতে চাপড় মেরে বললেন– 'সালাহুদ্দীন আইউবি তালখালেদ-অভিমুখে এগিয়ে আসছেন। আমার জানা নেই, তালখালেদে আমাদের গুপ্তচর আছে কি-না। সংবাদটা আইউবিকে জানানো আবশ্যক। হতে পারে, তিনি দুজনকে হারযামেই পাকড়াও করে ফেলবেন। কাজটা তুমিও করতে পার। ফাহাদ কিংবা তার কোনো একজন সঙ্গীর কাছে যাও। সংবাদটা অবহিত করে আমার পক্ষ থেকে বোলো, সালাহুদ্দীন আইউবি এই মুহূর্তে তালখালেদের পথে থাকবেন, সংবাদটা যেন তাঁকে পৌঁছিয়ে দেয়। তুমি এক্ষুনি যাও।'

সেবিকা চলে গেল।

পরক্ষণেই ইয্যুদ্দীন রজী' খাতুনের কক্ষে প্রবেশ করলেন। মুখে প্রচণ্ড ভীতির ছাপ। রজী' খাতুন এর কারণ জানেন। তথাপি জিজ্ঞেস করলেন– 'আজ আপনাকে খুব বিচলিত দেখাচ্ছে; কারণটা কী?'

'আমি সালাহুদ্দীন আইউবির শত্রুতা আর ক্রুসেডারদের বন্ধুত্বের শিল-পাটায় পিষে যাচ্ছি।' ইয্যুদ্দীন পরাজিত কণ্ঠে বললেন।

'আমার পূর্ণ আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা আপনার সঙ্গে' – রজী' খাতুন বললেন – 'কিন্তু যখন আমি সালাহুদ্দীন আইউবির পক্ষে কথা বলি, তখন আপনার সন্দেহ জাগে, আমি তাঁর সমর্থক আর আপনার বিরোধী। আপনার প্রকৃত সমস্যা এই নয় যে, আপনার ও সালাহুদ্দীন আইউবির মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। প্রকৃত কারণ হচ্ছে, আপনি সেই জাতিকে বন্ধু ভেবে বসেছেন, যারা আপনার বন্ধু হতে পারলেও আপনার ধর্মের আপন হতে পারে না। ক্রুসেডাররা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আপনাকে ধোঁকা দেবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'তাই বলে আমি আইউবির কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করব নাকি?' – ইয্যুদ্দীন তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন – 'তা-ই যদি করি, তা হলে বাহিনীকে মুখ দেখাব কী করে!'

www.pathagar.com

'আইউবি আপনাকে প্রজা নয় – মিত্র বানাতে চান।' রজী' খাতুন বললেন।

'তুমি লোকটার মতলব বুঝতে পারনি' – ইয্যুদ্দীন বললেন – 'তিনি ইসলামি সাম্রাজ্যের কথা বলেন। আসলে তিনি ক্ষমতালোভী।'

'তার অর্থ হচ্ছে, আপনি তার সঙ্গে লড়াই করবেন' – রজী' খাতুন বললেন – 'এ-ই যদি আপনার সংকল্প হয়, তা হলে অস্থির না হয়ে আপনি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং সেনাসংখ্যা বৃদ্ধি করুন।'

'আমার পেরেশানির কারণটা হচ্ছে, আইউবি গোয়েন্দা ও নাশকতাকারীদের জাল বিছিয়ে রেখেছেন' – ইয্যুদ্দীন বললেন – 'তুমি বোধহয় জান, আমার এক যোগ্য সামরিক উপদেষ্টা এহতেশামুদ্দীন বল্ডউইনের সঙ্গে চুক্তি করতে বৈরুত গিয়ে সেখান থেকে নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমি সংবাদ পেয়েছি, সে সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে আছে। আমার সকল গোপন তথ্য তার পেটে। আমি খ্রিস্টানদের দ্বারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, তরল দাহ্যপদার্থ ও অন্যান্য যুদ্ধসরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়েছিলাম। কিন্তু সব ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আজ আমার নিকট আমার এক নিরাপত্তাকর্মীর লাশ এসেছে!'

'তাই না-কি? কেউ তাকে খুন করেছে না-কি? রজী' খাতুন কিছুই জানেন না ভান ধরে মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।'

'হ্যাঁ' – ইয্যুদ্দীন আসল কথাটা গোপন রেখে বললেন – 'কেউ তাকে হত্যা করেছে। তাকে বিশেষ এক কাজে পাঠানো হয়েছিল। ঘাতক সালাহুদ্দীন আইউবিরই লোক মনে হচ্ছে।'

লাশের সঙ্গে থাকা ফাহাদের পত্রখানা রজী' খাতুনের কাছে। কিন্তু তিনি ভান ধরেছেন, কিছুই জানেন না। ভাবলেন, ইয্যুদ্দীন এমনিতেই ভীত; তাকে আরও ভয় ধরিয়ে দেওয়া দরকার।

'আপনি ভালভাবেই জানেন, সালাহুদ্দীন আইউবি শুধু রণাঙ্গনেই লড়েন না' – রজী' খাতুন বললেন – 'তিনি যখন নিজের ঘরে ঘুমিয়ে থাকেন, তখনও তার শত্রুরা মনে করে, তিনি তাদের মাথার উপর বসে আছেন। এই মুহূর্তে তিনি তালখালেদ-অভিমুখে অগ্রযাত্রা করছেন। কিন্তু মনে হচ্ছে, যেন তিনি মসুলে বসে-বসে সরাসরি ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করছেন। ক্রুসেডারদের বাহিনীর অবস্থা দেখুন। আইউবির বাহিনীর তুলনায় তারা দশগুণ। তবু তারা মুখোমুখি এসে যুদ্ধ করার সাহস পাচ্ছে না। খ্রিস্টানদের তুলনায় আপনার যে-সৈন্য আছে, তা তো আপনি জানেন। তা ছাড়া আপনার বাহিনীতে এমনসব কমান্ডারও আছে, যারা আপনার অনুগত নয়। আপনাকে ওরা ধোঁকা দিতে পারে।'

ইয্যুদ্দীনের ভীতি আরও বেড়ে গেল। বললেন– 'আমি এমনটা এক অবস্থানে এসে পৌঁছেছি, যেখান থেকে সহজে বের হতে পারব না। দুদিন পর আমি বাইরে এক জায়গায় যাব। ভাগ্য প্রসন্ন হলে সফল হব।' তিনি নিশ্চুপ হয়ে গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেলেন। খানিক পর বললেন– 'রজী'! তোমার সঙ্গে আমি আমার একটি বাসনাকে সম্পৃক্ত করে রেখেছি।'

www.pathagar.com

'আপনার প্রতিটি কামনা-বাসনা আমি পূরণ করব' – রজী' খাতুন বললেন – 'আপনি যদি আমাকে সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে কোনো অভিযান পরিচালনা করতে বলেন, তা-ও করব। আমি আপনার একটা সন্তানের মা হয়েছি। আপনার বাসনা আমি পূরণ না করলে কে করবে। আপনার জন্য আমি কী করতে পারি বলুন। আপনি আমাকে কঠিন পরীক্ষায় নিক্ষেপ করুন।'

'আমি বাইরে যাচ্ছি' – ইয্যুদ্দীন বললেন – 'এখনই জিজ্ঞেস করো না কোথায় যাচ্ছি। বিষয়টি এখনও গোপন রাখতে হবে। ফিরে এসেই আমি সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করব। তবে পরিস্থিতি যদি আমার বিপক্ষে চলে যায়, তা হলে আমি তোমার কাছে আশা রাখব, তুমি সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমাকে সমঝোতা করিয়ে দেবে। হতে পারে, তখন আমি গেলে তিনি আমাকে গ্রাহ্য করবেন না।'

রজী' খাতুন ইয্যুদ্দীনকে এই পরামর্শ দিলেন না যে, তার চেয়ে বরং পরাজিত হওয়ার আগেই আপনি আইউবির সঙ্গে আপস করে নিন। ইয্যুদ্দীন কোথায় যাচ্ছেন, তা-ও তিনি জিজ্ঞেস করলেন না। সব তো তাঁর জানাই আছে। তা ছাড়া ইয্যুদ্দীন যখন বিষয়টা এখন গোপনই রাখতে চাচ্ছেন, তা হলে অযথা ঘাটানোর প্রয়োজন কী। তিনি জানেন না, তিনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির একজন বিজ্ঞ গোয়েন্দা নারীর সঙ্গে কথা বলছেন। যাহোক, রজী' খাতুন ইয্যুদ্দীনকে নিশ্চয়তা দিলেন, যখনই প্রয়োজন হবে আমি সুলতান আইউবির সঙ্গে আপনাকে সমঝোতা করিয়ে দেব।

ইয্যুদ্দীনের দীনতায় রজী' খাতুনের হৃদয়সাগরে আনন্দের ঢেউ খেলে উঠল।

ইয্যুদ্দীন অবনত মস্তকে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। রজী' খাতুনের ব্যক্তিগত সেবিকা কক্ষে প্রবেশ করল। মহিলা রজী' খাতুনেরই সমান বয়সী। কক্ষে ঢুকেই রজী' খাতুনকে জিজ্ঞেস করল, সম্রাটকে অনেক পেরশান দেখা গেল; ব্যাপারটা কী?

এই সেবিকাও রজী' খাতুনের গোপন মিশনের সহকর্মী।

'ঈমান আর চরিত্র ত্যাগ করলে মানুষের এই দশাই ঘটে' – রজী' খাতুন বললেন – 'এই যে-শাসকরা জাতি ও ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে আপন সাম্রাজ্যের রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন, এরা গাছ থেকে আলাদা হয়ে-যাওয়া ডালের মতো। এক সময় ডালের পাতাগুলো ঝরে যাবে। তারপর পরস্পর বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। শেষে ডালগুলো শুকিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। যে-বস্তুটা আমার স্বামীকে মদ-নারীর আসক্ত বানিয়েছে, সে হলো ক্ষমতার মোহ। লোকটা শিরায় ক্রুসেডারদের মধুর বিষ ঢুকিয়ে নিয়েছে। আমার স্বামী ইয্যুদ্দীন রণাঙ্গনের রাজা ছিলেন। তাঁর তরবারি ক্রুশের হৃদপিণ্ড কর্তন করত। কিন্তু আজ তিনি নিজঘরে ভয়ে কাঁপছেন। তার বীরত্ব হারিয়ে গেছে। আমার কাছে – একজন নারীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছেন। রাজত্বের নেশা আর মদ-নারী মানুষের এ-দশাই ঘটায়। তার ভাগ্যে পরাজয় লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। একজন সেনাপতি যখন

www.pathagar.com

সিংহাসনের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন তার গোটা বাহিনী দীন ও ঈমান থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। তারপর দেশ ও জাতির মর্যাদা মাটির সঙ্গে মিশে যায়। দুশমন মাথার উপর চড়ে বসে।'

◆◆◆

ইয্যুদ্দীনের সেবিকা ফাহাদকে তথ্য জানাতে রওনা হয়ে গেছে। ফাহাদ যেখানে থাকার কথা, সে-পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সে। কিন্তু ফাহাদের ঘরে তালা। সাধারণত উটচালকের বেশে থাকে ফাহাদ। দুটা উট সঙ্গে রাখে আর ব্যবসায়ীদের মালামাল ভাড়া টানে। ফাহাদ ভাড়ার অপেক্ষায় যেখানে উট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, মেয়েটা সেখানে গেল। ফাহাদ সেখানেও নেই। উটচালক হিসেবে ফাহাদের নাম অন্য। সেই নাম নিয়ে অপর এক উটচালককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, ফাহাদ ভাড়া নিয়ে একজায়গায় গেছে। সেবিকা জায়গাটার নাম জেনে নিয়ে সেদিকে হাঁটা দিল। কিন্তু মেয়েটা জানে না, একজন মানুষ তাকে অনুসরণ করছে।

লোকটা মসুলের মুসলমান; কিন্তু খ্রিস্টানদের চর এবং ইয্যুদ্দীনের মহলের কর্মচারী। সেবিকাকে সে ডাক্তারের কাছে দেখেছিল। মেয়েটাকে চিনত সে। সেবিকা ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে যখন মহল থেকে বের হচ্ছিল, তখনও তাকে দেখেছিল ও। তবে জানত না, মেয়েটা রজী' খাতুনের সঙ্গে দেখা করে এসেছে। সে দেখল, মেয়েটা এত দ্রুত হাঁটছে, যেন তার কোনো অসুখ নেই। লোকটা খ্রিস্টানদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচর। মেয়েটাকে তার সন্দেহ হলো। ইয্যুদ্দীনের গোয়েন্দাব্যবস্থা অত উন্নত নয়। খ্রিস্টানরা তার মহলে চর ঢুকিয়ে রেখেছে, তা তিনি জানেন না। তাদের কাজ দুটো। এক. ইয্যুদ্দীনের উপর চোখ রাখা, পাছে তলে-তলে তিনি সুলতান আইউবির বন্ধু হয়ে না যান। দুই. ইয্যুদ্দীনের মহলে ও মসুলে আইউবির যেসব লোক গোয়েন্দাগিরি করছে, তাদের চিহ্নিত করা।

খ্রিস্টানদের এই চর মেয়েটার অনুসরণ শুরু করল। যখন দেখল, সে আরও দ্রুত হাঁটছে এবং কাউকে খুঁজে ফিরছে, তখন তার সন্দেহ পোক্ত হয়ে গেল। এবার দেখতে হবে, সে কাকে তালাশ করছে। মেয়েটা সত্যিই যদি গোয়েন্দা হয়ে থাকে, তা হলে তার মাধ্যমে অন্য গোয়েন্দাদেরও ধরা যাবে। ফাহাদ ভাড়া নিয়ে যেখানে গেছে, মেয়েটা সেদিকে হাঁটা দিল। খ্রিস্টানদের চরটাও তার পিছনে-পিছনে হাঁটতে শুরু করল।

একজায়গায় উটের পিঠ থেকে মালপত্র নামানো হচ্ছে। ফাহাদও মালপত্র নামাচ্ছে। ফাহাদ মেয়েটাকে দেখে ফেলল। কাছ ঘেঁষে অতিক্রম করতে-করতে মেয়েটা ফাহ্দের চোখে চোখ রেখে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ফাহাদ তাড়াতাড়ি উটের পিঠ থেকে মালামাল খালাস করে মেয়েটার পিছনে চলে গেল। এক উটের লাগাম তার হাতে ধরা, অপরটার লাগাম এটার পিছনে বাঁধা।

মানুষ আসছে, যাচ্ছে। ফাহাদ মেয়েটার কাছে চলে গেল। মেয়েটা দাঁড়াচ্ছে না। মনে হচ্ছে, আনমনে হাঁটছে এবং আশপাশের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক

www.pathagar.com

নেই। ফাহাদেরও বাহ্যত সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। মেয়েটা ফাহাদকে তথ্য দিচ্ছে।

মেয়েটার ফাহাদকে যা বলবার বলা হয়ে গেছে। শেষে বলল, কাজ শেষ করে জায়গামতো এসো – গল্প করব। তবে কর্তব্য সকলের আগে। আচ্ছা, সুলতান আইউবির ফৌজ এখন কোথায় জান তো, না?'

'জানি' – ফাহাদ উত্তর দিল – 'আমি এখনই রওনা হয়ে যাচ্ছি।'

'আল্লাহ হাফেজ।'

'ফী আমানিল্লাহ।'

মেয়েটা একদিকে মোড় নিল। ওদিকে একটা গলিপথ। দেখল, একব্যক্তি তাকে অনুসরণ করছে। তার মনে পড়ে গেল, ফাহাদের সন্ধানে আসবার সময় লোকটাকে তিন-চারবার দেখেছিল। এই লোকটাকে সে মহলেও দেখেছে। মানুষটা কে হতে পারে, খানিক চিন্তা করার পর মনে পড়ল, ও মহলের কর্মচারী। মেয়েটার মনে সন্দেহ জাগল। লোকটার মতিগতি বুঝবার জন্য মেয়েটা কয়েকবার তার প্রতি তাকাল। লোকটা তার পিছু ছাড়ছে না।

মেয়েটা লোকালয় থেকে বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে গেল তাকে অনুসরণকারী লোকটাও। খানিক দূরে একস্থানে ঝোপ-জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। মেয়েটা সেখানে গিয়ে বসে পড়ল। লোকটা তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। তাতে বোধহয় তার সন্দেহ জাগল, মেয়েটা কারও অপেক্ষায় বসে পড়েছে। লোকটা আরও সম্মুখে চলে গেল।

মেয়েটা অত্যন্ত চতুর ও সতর্ক। সে দ্রুত ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে গেল। সেখান থেকে বসে-বসে ঝোপ থেকে বেরিয়ে একটা গলিপথে অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকটা বেশ দূরে চলে গিয়ে আবার ফিরে এল। অন্য এক পথে মেয়েটা যে-ঝোপের আড়ালে বসে পড়েছিল, সেখানে চলে এল। তার ধারণা, ওখানে আরও কেউ আছে। কিন্তু কাছে এসে দেখল, কেউ নেই। মেয়েটাও নেই। সে এদিক-ওদিক তাকাল। মেয়েটার চিহ্নও নেই।

লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে বুদ্ধিমতী সেবিকা নিজগৃহে চলে গেল।

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি আর্মেনিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। জীবনের সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটা মাথায় তুলে নিয়েছেন তিনি। খ্রিস্টান বাহিনী যেকোনো সময় ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর উপর হামলা করে বসতে পারে। অথচ তিনি একা – মিত্রহীন। মুসলমান আমিরগণ তাঁর প্রতিপক্ষ। আপন-আপন রাজ্য ও শাসনক্ষমতা আলাদা-আলাদাভাবে মুঠোয় রাখার জন্য নিজেদের ঈমান খ্রিস্টানদের কাছে বিক্রি করে ফেলেছেন তারা। গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যা ছিল মূলত খ্রিস্টানদেরই ষড়যন্ত্রের কুফল। এখন সুলতান আইউবি তরবারির জোরে সেই মুসলিম শাসকদের নিজের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করার পরিকল্পনা হাতে নিয়ে মাঠে নেমেছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, যে-শাসক আমার দলে ফিরে

www.pathagar.com

আসবে না, সে স্বাধীনও থাকতে পারবে না। ইতিমধ্যে তিনি কয়েকটা দুর্গ দখলও করে নিয়েছেন এবং সেগুলোর অধিপতিরা তাঁর আনুগত্য বরণ করে নিয়েছেন। এবার তিনি সেই শাসকদের প্রতি অগ্রসর হচ্ছেন, যারা অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী। তিনি অত্যন্ত বীরত্ব ও দক্ষতার সঙ্গে তাদের মাঝে বাহিনী নিয়ে ঘুরে ফিরছেন, যা মূলত বিরাট এক ঝুঁকি।

'লক্ষ্য যদি মহৎ হয়, তা হলে তোমাদের ভয় করা চলবে না' – সুলতান আইউবি তালখালেদের পথে এক ছাউনিতে বসে নিজ সালারদের বলছেন – 'আমি জানি তোমরা কী ভাবছ। আমি খ্রিস্টানদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর অবস্থায় ভুল পথে পা বাড়িয়েছি আমার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে যদি তোমাদের কেউ একমত না হয়ে থাক, তা হলে আমি তাকে সঙ্গতই মনে করব। আমি তাকে বলব না, আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তুমি আমার ভুল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করো। আমি বরং তাকে বলব, তুমি আমার লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম করো, অন্তর থেকে সমস্ত ভীতি ও কুমন্ত্রণা ঝেড়ে ফেলে দাও। আমাদের গন্তব্য বাইতুল মুকাদ্দাস, যা মুসলমানের প্রথম কেবলা। আল্লাহ আমাদের এক কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছেন যে, আমাদেরই কতিপয় ভাই ঈমান বিক্রি করে ফেলেছেন। প্রথম কেবলা নয় – তাদের ক্ষমতার প্রয়োজন। স্মরণ রেখো আমার বন্ধুরা! যখন ইতিহাস লিপিবদ্ধ হবে, তখন লেখা হবে, আমাদের কালের সৈন্যরা কাপুরুষ ও অযোগ্য ছিল। পরাজয়ের অভিশাপ সর্বদা সৈন্যদের ভাগেই ফেলা হয়। শাসক গোষ্ঠী যদিও তলে-তলে কাফেরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতে, তবু অনাগত বংশধর সৈন্যদেরই উপর অভিশাপ বর্ষণ করবে।

'একদিন আমাদের আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে। তিনি আমাদের উপর যে-কর্তব্য আরোপ করেছেন, তা পালন করতে হবে। সেই কর্তব্য পালনে প্রয়োজনে আমাদেরকে জীবন বিলিয়ে দিতে হবে। ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যারা কেন্দ্র থেকে আলাদা হয়ে গেছে, আমার হৃদয়ে তাদের প্রতি কোনো মমতা নেই। আজ যদি আমরা এই বিভক্তির ধারা প্রতিহত না করি, তা হলে একদিন এই প্রবণতা ইসলামের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। রাজ্যগুলো নামে ইসলামি থাকবে; কিন্তু তার শাসকরা নিজেদের রাজত্ব ও ভোগ-বিলাসিতা অটুট রাখার জন্য আপন শত্রুর সঙ্গে সমঝোতা করবে এবং ঈমান নিলাম করে বেড়াবে। আপন শত্রুকে তুষ্ট করার জন্য তারা তলে-তলে একে অপরের শিকড় কাটতে থাকবে। দুর্বল শত্রুকেও তাদের কাছে শক্তিশালী মনে হবে। একজন শাসক তার সকল প্রজাকে লাঞ্ছনার মুখে ঠেলে দেবে। কাজেই জাতির এই বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলোকে এখনই নিয়ন্ত্রিত করে ফেলার চেষ্টা করতে হবে।

'আমি কথাগুলো বারবার এজন্য ব্যক্ত করছি, যাতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি – যা কিনা সময়ের বড় প্রয়োজন – তোমাদের হৃদয়জগতে অঙ্কিত হয়ে যায় এবং পাছে আপন ভাইকে সামনে দেখে – যে কিনা আমাদের ধর্মের শত্রু – তোমাদের তরবারি অবনত না হয়ে পড়ে। জাতির কেন্দ্র ও ঐক্য বিনষ্টকারী

www.pathagar.com

ভাই শত্রু অপেক্ষা ভয়ংকর। আমি তোমাদের বলেছি, আমরা তালখালেদ অবরোধ করতে যাচ্ছি এবং এটি আমাদের সর্বশেষ বিরতি। এর পরেই তালখালেদের অবস্থান। অবরোধে কার-কার ইউনিট অংশগ্রহণ করবে, আমি তোমাদের তা অবহিত করেছি। রিজার্ভফোর্স আমার সঙ্গে থাকবে। কমান্ডো বাহিনী ছোট-ছোট উপদলে বিভক্ত হয়ে সেই পথগুলোকে আয়ত্তে নিয়ে নেবে, যেসব পথে খ্রিস্টান বাহিনীর আসবার আশঙ্কা আছে কিংবা আর্মেনীয় বাহিনী অবরোধ ভাঙতে আসতে পারে। গোয়েন্দাদের রিপোর্ট মোতাবেক খ্রিস্টান বাহিনীর আক্রমণের আশঙ্কা নেই। তারপরও সতর্ক থাকা আবশ্যক।

'আমরা আর্মেনিয়া দখল করতে চাই না। আর্মেনীয় সম্রাটকে আমাদের শর্ত মান্য করতে বাধ্য করতে হবে। আমি তোমাদের বলেছি, ইয্যুদ্দীন আর্মেনীয় সম্রাটের সাহায্যপ্রত্যাশী। আমাদেরকে আর্মেনিয়ার উপর আপদরূপে চড়াও হতে হবে, যাতে আর্মেনীয় সম্রাট ইয্যুদ্দীনকে সাহায্য দিতে না পারে। তবে আমি তোমাদের কোনো প্রকার আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত করতে চাই না। এমনও হতে পারে, আর্মেনীয় বাহিনী ও জনসাধারণ এমন কঠোর মোকাবেলা করবে যে, আমরা পিছপা হতে বাধ্য হব। আর তখন ইয্যুদ্দীনও আমাদের উপর আক্রমণ করে বসতে পারে। আক্রমণ করতে পারে হাল্বের শাসনকর্তা ইমাদুদ্দীনও। আমাদের পতন দেখে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র আমিরগণও আমাদেরকে ঘোড়ার পায়ের তলায় পিষ্ট করার চেষ্টা করবে। এসব ফলাফল ও আশঙ্কাসমূহকে সামনে রেখেই আমাদের লড়াই করতে হবে। আমি তোমাদের মানচিত্র দেখিয়েছি। কারও মনে কোনো সংশয় থাকলে দূর করে নাও। এই অবরোধ ও আক্রমণ আমাদের এমন মহাবিপদে ফেলে দিতে পারে যে, আমরা পরাজয়ও বরণ করতে পারি।'

◆◆◆

সুলতান আইউবি যখন ছাউনিতে সালারদের পূর্বপ্রদত্ত নির্দেশনাবলি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন রাতের শেষ প্রহর। মানচিত্রটা তাঁর সম্মুখে পড়ে আছে। দারোয়ান তাঁবুতে প্রবেশ করে সুলতানের কানে কী যেন বললে সুলতান বললেন– 'এক্ষুনি ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

দারোয়ান তাঁবুর পর্দা ফাঁক করে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল। ফাহাদ তাঁবুতে প্রবেশ করল। সে পথে কোথাও না থেমে মসুল থেকে এখানে এসে পৌঁছেছে। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ঠোঁট শুষ্ক। চোখদুটো বন্ধ হয়ে আসছে। গোয়েন্দা উপপ্রধান হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তাঁবুতে উপস্থিত।

'মনে হচ্ছে তুমি বিশ্রাম ছাড়াই পথ অতিক্রম করেছ' – সুলতান আইউবি ফাহাদকে উদ্দেশ করে বললেন – 'বসো।' সুলতান দারোয়ানকে ডাক দিয়ে বললেন– 'এর খাবার এখানেই নিয়ে আসো।'

'সংবাদটা এমন ছিল যে, বিশ্রাম নিয়ে সময় নষ্ট করা অপরাধ মনে হচ্ছিল' – ফাহাদ ক্ষীণ কণ্ঠে বলল – 'আমার ঘোড়াটা সম্ভবত জীবিত নেই।'

'খবর বলো।'

www.pathagar.com

'আর্মেনিয়ার সম্রাট তার রাজধানীতে নেই' – ফাহাদ রিপোর্ট দিতে শুরু করল – 'তিনি হারযামে তাঁবু গেড়েছেন। ইয্যুদ্দীন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হারযাম যাচ্ছেন। বোঝা-ই যাচ্ছে, তারা আমাদের ফৌজের বিরুদ্ধে চুক্তিবদ্ধ হবে। আর্মেনীয় সম্রাটের সঙ্গে তার দুই প্লাটুন সৈন্যও থাকবে। ইয্যুদ্দীনও দু-তিন প্লাটুন সৈন্য নিয়ে আসছেন।'

'এই রাজারা রাজকীয় ধারায় সমবেত হচ্ছে' – সুলতান আইউবি মুচকি হেসে বললেন – 'তা মসুলে খ্রিস্টানদের মতিগতি কী?'

'ক্রুসেডারদের কেমন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে' – ফাহাদ উত্তর দিল – 'তাদের অস্ত্রডিপোর ধ্বংসের সংবাদ আপনি শুনেছেন। আমরা ওখানকার লোকদের অন্তর থেকে প্রথম দরবেশের প্রভাব-প্রবঞ্চনা দূর করে দিয়েছি।'

'আর্মেনীয় সম্রাট ও ইয্যুদ্দীনের হারযামে সাক্ষাৎ ঘটবে এ-সংবাদ তোমরা কোথা থেকে পেয়েছ?' – সুলতান আইউবি জিজ্ঞেস করলেন – 'আমি কীভাবে বিশ্বাস করব এতথ্য সঠিক?'

'মোহতারামা রজী' খাতুনের তথ্য ভুল হতে পারে না।' ফাহাদ উত্তর দিল।

'আল্লাহ এই মহীয়সী নারীকে হেফাজত করুন।' সুলতান আইউবি বললেন। আবেগের আতিশয্যে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

'রজী' খাতুন আপনাকে সালাম বলেছেন' – ফাহাদ বলল – 'বলেছেন, ইয্যুদ্দীনের পা যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগেই উপড়ে গেছে। ভয় তাকে পেয়ে বসেছে। একটা আঘাত হানতে পারলে তার হাঁটু ভেঙে যাবে।'

'মসুলে কোনো সামরিক তৎপরতা চোখে পড়ছে কি?' – সুলতান আইউবি জিজ্ঞেস করলেন – 'কোনো যুদ্ধপ্রস্তুতি?'

'খ্রিস্টান গুপ্তচর ও উপদেষ্টারা তৎপর' – ফাহাদ উত্তর দিল – 'কোনো যুদ্ধপ্রস্তুতি চোখে পড়েনি। ইয্যুদ্দীন খ্রিস্টানদের থেকে কী ধরনের সাহায্য প্রার্থনা করছেন, তা তো আপনি ভালোভাবেই জানেন। নগরীতে আমাদের লোকেরা পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে এবং রজী' খাতুন ও তাঁর কন্যা শামসুন্নিসার প্রচেষ্টায় দুর্গ ও প্রাসাদের প্রতিটা কোণ ও প্রতিটা গোপন তথ্য আমাদের নজরে থাকছে।'

'শাবাশ! বন্ধু শাবাশ!' – সুলতান আইউবি দাঁড়িয়ে ফাহাদের গালে হাতের পরশ বুলিয়ে বললেন– 'তুমি জান না, তোমার এই তথ্য কত মূল্যবান। আমি আশাবাদী, এখন আর অত রক্তারক্তি হবে না, যতটুকু অবরোধ ও আক্রমণে হয়ে থাকে।' সুলতান সালারদের উদ্দেশ করে বললেন– 'এখন আর আমরা তালখালেদ অবরোধ করব না। ফৌজ ওদিকেই যাবে। গেরিলাদের একটিমাত্র ইউনিট আমার সঙ্গে হারযাম যাবে।'

◆◆◆

হারযাম একটা মনোরম জায়গা। চারদিকে সবুজের সমারোহ। ঝরনাধারা ও ঘন গাছ-গাছালিতে পরিপূর্ণ। আছে সবুজে ঢাকা টিলা-পর্বত। প্রাকৃতিক

www.pathagar.com

সৌন্দর্যের উপর আরও রং চড়িয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে জায়গাটাকে আর্মেনিয়ার সম্রাট জান্নাতে পরিণত করে নিয়েছেন। ক্যানভাসে-শামিয়ানায় তৈরী তাঁবুটা যেন একটি রাজপ্রাসাদ। ভিতরে রঙিন আলোর ঝাড়-লণ্ঠন। সম্মুখে দণ্ডায়মান ছটা ঘোটকযান ও রক্ষীবাহিনী। নাচ-গানের বিশেষ আয়োজন করা আছে। আর্মেনিয়ার সবচেয়ে রূপসী গায়িকাদের এনে হাজির করা হয়েছে। হেরেমের নির্বাচিত মেয়েদের জন্য আলাদা তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। আর্মেনীয় সম্রাট মারদিনের আমিরকেও আমন্ত্রণ করেছেন। মারদিন আর্মেনিয়ারই সন্নিকস্থ একটা অঞ্চল, যার আমির কুতুবুদ্দীন গাজী। মারদিন তার জমিদারি। শামিয়ানা-ক্যানভাস ও তাঁবু থেকে সামান্য দূরে আর্মেনীয় সম্রাটের দুই প্লাটুন সৈন্য তাঁবু স্থাপন করে অবস্থান নিয়েছে।

আর্মেনীয় সম্রাট মারদিনের আমিরের সঙ্গে দু-তিন দিন যাবত শিকার খেলতে থাকেন। তারপর একদিন মসুলের শাসনকর্তা ইয্যুদ্দীন এসে পৌঁছান। তিনিও সঙ্গে করে দু-প্লাটুন সৈন্য নিয়ে এসেছেন। রাতে নাচ-গানের আসর বসল। সোরাহির-পর-সোরাহি মদ শূন্য হতে থাকল। মদ আর নারী এমনই একটা অবস্থা তৈরি করে যে, এই মুসলিম আমির,-উজির ও সালারগণ প্রথম কেবলার সঙ্গে খানায়ে কা'বাকেও ভুলে গেছেন। রাতটা বিলাসিতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করে তারা দিনভর গভীর ঘুম ঘুমালেন। অপর দিকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি সেখান থেকে দু-আড়াই মাইল দূরে একস্থানে একটি গেরিলা ইউনিটের সঙ্গে পাথুরে মাটির উপর ঘুমিয়ে আছেন। তিনি ছোট্ট একখানা সফরি তাঁবু সঙ্গে রেখেছেন, যাতে স্থাপন করতে ও গুটাতে বেশি সময় না লাগে। এখানে তিনি সুলতান নন – একজন গেরিলা সৈনিক হয়ে এসেছেন।

সুলতান আইউবি হারযামের উক্ত রাজকীয় ক্যাম্পের পরিসংখ্যান গ্রহণ ও তথ্য সংগ্রহের জন্য যাযাবরের বেশে গুপ্তচর পাঠিয়ে দিয়েছেন। ফাহাদও আছে তাদের মধ্যে। ফাহাদের পরণে পুরাতন ছেঁড়া পোশাক। তিন-চারজন গোয়েন্দা আপন-আপন উটের লাগাম ধরে ক্যাম্পের চারপাশে ঘুরতে থাকল। কেউ তাদের সরে যেতে বললে তারা হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চায়। ফাহাদ রাজকীয় শামিয়ানার নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে গিয়ে সেই যুবতী সেবিকাকে দেখতে পেল, যে তাকে রজী' খাতুনের বার্তা পৌঁছিয়েছিল। ফাহাদ মেয়েটাকে চিনে ফেলল। মেয়েটা ইয্যুদ্দীনের খাস সেবিকা। এখানে তারই সঙ্গে এসেছে।

ফাহাদ ভিখিরীর মতো হাঁক দিল– 'শাহজাদী, আপনার গোলাম সফরে আছে; কিছু খেতে দিন-না।'

'ভাগো এখান থেকে' – মেয়েটা দূর থেকে ধমক দিল – 'নাহয় ধরা খাবে।'

'ফাহাদকে মসুলেও কেউ ধরতে পারেনি' – ফাহাদ আসল কণ্ঠে বলল – 'এখানে তুমি ধরিয়ে দেবে!'

'উহ!' – মেয়েটা এদিক-ওদিক তাকিয়ে লোকটার কাছে এল – 'তুমি এসে পড়েছ? দেখলে তো, আমার সংবাদ মিথ্যে ছিল না। কিন্তু এখানে আর

www.pathagar.com

একদণ্ডও দাঁড়িয়ে থেকো না। রাতে কোথায় থাকবে? আজ রাত আশা করি তাড়াতাড়ি অবসর হয়ে যাব।'

'তুমিই তো বলেছিলে, কর্তব্যের উপর আবেগকে জয়ী হতে দিয়ো না' – ফাহাদ বলল – 'আমাদের কর্তব্য এখনও পালিত হয়নি। বেঁচে থাকলে দেখা হবে।'

'সবকিছু দেখে নিয়েছ?' – মেয়েটা জিজ্ঞেস করল – 'সুলতান কোথায়?'

'শীঘ্রই এসে পড়বেন।' ফাহাদ উত্তর দিল।

'ওই, লোকটা কে রে?' – কারও কণ্ঠ শোনা গেল – 'হতভাগাকে ওখান থেকে তাড়িয়ে দাও।'

মেয়েটা ফাহাদকে ধমকাতে শুরু করল। ফাহাদ সেখান থেকে চলে গেল। মেয়েটা একটি তাঁবুর আড়ালে-আড়ালে ফাহাদের চলে যাওয়া দেখতে থাকল। ভাবল, ফাহাদের দায়িত্ব কতই-না ঝুঁকিপূর্ণ, কতই-না কষ্টকর! মেয়েটার চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে এল। এই সুঠাম যুবকটাকে মনে-প্রাণে কামনা করে সে। কিন্তু যখন তার সঙ্গে লুকিয়ে-লুকিয়ে সাক্ষাৎ করে, তখন আলোচনা আবেগের কম এবং কর্তব্যের বেশি হয়। সুলতান আইউবি যে-যুদ্ধগুলোতে জয়লাভ করেছেন, সেগুলো এই ফাহাদ আর এই মেয়েটার মতো গোয়েন্দাদের বদৌলতেই জিতেছেন। এরা শত্রুর ঘরে অবস্থান করে গোপন যুদ্ধ লড়ে। এদের জীবন প্রতিটা মুহূর্তে মৃত্যুর মুখে থাকে। এই যুবক ফাহাদ আর সেবিকা মেয়েটার মাঝে প্রেম আছে। কর্তব্য যদি প্রতিবন্ধক না হতো, তা হলে মেয়েটা তাকে এভাবে জীবন হাতে নিয়ে ঘুরে ফিরতে বারণ করে দিত। মেয়েটা জানে ফাহাদ এই পাথুরে ভূমিতে রাতে কোথায় ঘুমায়।

'যাক গে, আমরা আল্লাহর সান্নিধ্যে মিলিত হব।' মেয়েটা মনে-মনে বলে নিজের কাজে চলে গেল।

রাতের প্রথম প্রহর। হারযামের ক্যাম্পে আজ নাচ-গানের কোনো আয়োজন নেই। সর্বত্র নীরবতা বিরাজ করছে। আর্মেনীয় সম্রাটের শামিয়ানায় তার সঙ্গে ইয্যুদ্দীন ও মারদিনের আমির কুতুবুদ্দীন গাজী উপবিষ্ট। ইয্যুদ্দীন বলছেন–

'সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, সালাহুদ্দীন আইউবি তার সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করছেন। আমরা যদি তার জোটভুক্ত হয়ে যাই, তা হলে সে আমাদেরকে তার গভর্নর নিযুক্ত করে রাখবেন; আমরা স্বাধীন থাকতে পারব না। ইতিমধ্যে তিনি মুসলিম আমিরদের বেশ কটা দুর্গ দখল করে নিয়েছেন এবং সে সকল আমির ও দুর্গপতি তার সামরিক শক্তিতে ভীত হয়ে তার আনুগত্য বরণ করে নিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমি যদি তাকে প্রতিহত না করি, তা হলে তিনি মসুল দখল করেই ক্ষান্ত হবেন না – হাল্‌বের উপরও চড়াও হয়ে বসবেন। কিন্তু আমি একা তো আর তার সঙ্গে লড়াই করতে পারব না। ইয্যুদ্দীন আমার সঙ্গে আছেন। কিন্তু যে-পরিস্থিতিতে সালাহুদ্দীন বাহিনী নিয়ে লুটেরার মতো ঘুরে ফিরছে, সেই পরিস্থিতিতে ইমাদুদ্দীনের পক্ষে তার বাহিনীকে হাল্‌ব থেকে বের হতে দেয়া

www.pathagar.com

সমীচীন হবে না। হাল্‌বের প্রতিরক্ষা অধিক জরুরি। কারণ, অঞ্চলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

'আমি জানি' – আর্মেনীয় সম্রাট বললেন – 'খ্রিস্টানদের দৃষ্টিও হাল্‌বের উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে।'

'সে-কারণেই আমি খ্রিস্টানদের সঙ্গে কোনো চুক্তি করছি না' – ইয্‌যুদ্দীন বললেন – 'সাহায্যের বিনিময়ে আমাদের থেকে তারা হাল্‌ব দাবি করবে।'

'অবশ্যই করবে' – কুতুবুদ্দীন গাজী বললেন – 'আমি মনে করি, আপনাদের আপসে সন্ধি করে নেওয়া উচিত। আপনাদের দুজনের বাহিনী একত্র হলে সালাহুদ্দীন আইউবিকে পরাজিত করা কঠিন হবে না।'

'আমি জানতে পেরেছি, আইউবির বাহিনী তালখালেদ-অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে।' ইয্‌যুদ্দীন বললেন।

'আইউবির সঙ্গে আমার কোনো শত্রুতা নেই' – আর্মেনীয় সম্রাট বললেন – 'আমার বিশ্বাস, তিনি আমার সীমান্তের কাছে ঘেঁষবেন না। আমি তার অগ্রযাত্রা পর্যবেক্ষণ করেছি। তিনি অন্য কোনো দিকে যাচ্ছেন।'

'ক্রুসেডারদের উপর আমার কোনো আস্থা নেই' – ইয্‌যুদ্দীন বললেন – 'তারা আমাকে সাহায্য দিচ্ছে। কিন্তু যুদ্ধ তো শুধু সরঞ্জাম আর উপদেষ্টাদের দ্বারা লড়া যায় না। আমি তাদের পরামর্শ দিচ্ছি, আমি আইউবিকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলি আর তোমরা তার উপর আক্রমণ করো। তাদের আমি এই পরামর্শও দিয়েছিলাম যে, তোমরা দামেশ্‌ক ও বাগদাদকে অবরোধ করে ফেলো। যদি তারা আমার এই পরামর্শ অনুসারে কাজ করে, তা হলে সালাহুদ্দীন আমাদের সীমানা ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু জানি না, তারা কী চিন্তা করছে।'

'তারা আমাদের প্রত্যেককে তাদের প্রজা বানানোর চিন্তা করছে' – আর্মেনীয় সম্রাট বললেন – 'সালাহুদ্দীন আইউবি না থাকলে ক্রুসেডাররা আমাদের গিলে ফেলত। তাদের উপর আমাদের আস্থা না রাখা উচিত।'

'তা হলে আপনি আমাকে সাহায্য দিন' – ইয্‌যুদ্দীন বললেন – 'আমি এগিয়ে গিয়ে আইউবির উপর আক্রমণ করি – আপনিও হামলা করুন।'

এ-বিষয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা-পর্যালোচনা হলো। শেষে আর্মেনীয় সম্রাট এই শর্তে ইয্‌যুদ্দীনের প্রস্তাবে সম্মত হলেন যে, তার বাহিনীর সেনাসদস্য এবং পশুদের খাদ্যের দায়িত্ব ইয্‌যুদ্দীন বহন করবেন। ইয্‌যুদ্দীন শর্তটা মেনে নিলেন এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, তিনি সুলতান আইউবির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হবেন এবং আর্মেনীয় সম্রাটের বাহিনী সুলতান আইউবির বাহিনীর উপর পিছন থেকে আক্রমণ করবে। ইয্‌যুদ্দীন অভিজ্ঞ যোদ্ধা। তিনি যুদ্ধ লড়তেও জানেন, লড়াতেও জানেন। তিনি সেখানে বসেই যুদ্ধের পরিকল্পনা ঠিক করে ফেললেন।

◆◆◆

এখন রাত দ্বিপ্রহর। ইয্‌যুদ্দীন ও আর্মেনীয় সম্রাট যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রস্তুত করছেন। হঠাৎ কতগুলো ঘোড়ার পদশব্দে রাতটা যেন কেঁপে উঠল। আর্মেনীয়

www.pathagar.com

সম্রাট দারোয়ানকে ডেকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন– 'যেসব সৈন্যের ঘোড়া রশি খুলে ছুটে বেড়াচ্ছে, সকালে তাদের এখানে নিয়ে আসবে। গাধাগুলো কেমন অবচেতনের ঘুম ঘুমোচ্ছে।'

কিন্তু ঘোড়াগুলো তার ফৌজের নয়। এরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির গেরিলা সৈনিক। সংখ্যায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজনের মধ্যে। এটা তাদের কমান্ডো অপারেশন।

খানিক পরেই বাইরে প্রলয় শুরু হয়ে গেল। আইউবির গেরিলারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে ধেয়ে এসে ক্যাম্প অতিক্রম করে চলে গেল। তাদের হাতে প্রদীপ ছিল। তারা এই প্রদীপের আগুন দ্বারা ফৌজের তাঁবুগুলো ভস্ম করে চলে গেল। কয়েকটা তাঁবুতে আগুন ধরে গেল। ঘুমন্ত সৈনিকরা বিড়বিড়িয়ে উঠল। পরক্ষণেই বাহিনীর আরেকটা ঢেউ ধেয়ে এল, যারা বর্শা ও তরবারি দ্বারা যাকেই সামনে পেল, কেটে-কুটে অতিক্রম করে গেল। প্রজ্বলমান তাঁবুগুলো আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। এবার শুরু হলো তিরের বর্ষণ। জ্বলন্ত সলিতাওয়ালা তিরও আছে। রশিবাঁধা উট-ঘোড়াগুলোর মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। আহতদের আর্তচিৎকার কেয়ামতের বিভীষিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

এবার পশুগুলোর বাঁধন খুলে গেল এবং উট-ঘোড়াগুলো ছুটে এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করল। এই ঘটনাযজ্ঞ ও হাঁক-চিৎকারের মধ্যে ক্যাম্পের আশপাশ থেকে উচ্চকণ্ঠের শব্দ ভেসে এল– 'অস্ত্র ফেলে দাও। ইয্যুদ্দীন! তুমি এসে আমাদের হাতে ধরা দাও। আর্মেনিয়ার সম্রাট! তোমার তালখালেদ আমাদের অবরোধে আছে।'

কিন্তু একজনও এসে ধরা দিচ্ছেন না। ইয্যুদ্দীন তার এক কমান্ডারকে বললেন, আমাকে একটা ঘোড়া দাও। কমান্ডার বড় কষ্টে তাকে একটা ঘোড়া এনে দিল। তিনি তাতে আরোহণ করে সুযোগ বের করে এই প্রলয়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিজবাহিনী, ব্যক্তিগত আমলা-কর্মকর্তা এবং সঙ্গে-আনা-মেয়েদের কী হবে, তার কোনো ভাবনাই ভাবলেন না। আপন জীবনটা রক্ষা করে তিনি কোনোমতে পালিয়ে গেলেন।

সেকালের এক ঐতিহাসিক আসাদুল আসাদি লিখেছেন, সুলতান আইউবি ঘেরাও সংকীর্ণ করে সেই শাসকগুলোকে ধরে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই সেই পদক্ষেপ নেননি। তার একটি কারণ এই হতে পারে, তিনি সেই শাসকমণ্ডলিকে নিজের জোটভুক্ত করে ফিলিস্তিন জয়ে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন। তবে কারণ যা-ই থাকুক, ১১৮৩ সালের এই যুদ্ধ সুলতান আইউবি তাঁর গেরিলাদের দ্বারা এভাবেই লড়িয়েছেন। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কাউকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করেননি। এই গেরিলা অভিযান সুলতান আইউবি নিজে পরিচালনা করেছেন।

আর্মেনীয় সম্রাট পালানোর পরিবর্তে সেখানেই অবস্থান করা সঙ্গত মনে করলেন। রাত কেটে গেল। ভোর হলে এবার দেখা গেল আসল চিত্র। ক্যাম্পে

www.pathagar.com

ভস্মীভূত তাঁবুমালার ছাই-ভস্ম ছড়িয়ে রয়েছে। মৃতদেহগুলো এখানে-সেখানে পড়ে আছে। আহতরা ছটফট করছে। উট-ঘোড়াগুলো ওদিক-ওদিক ঘুরে ফিরছে। যারা আক্রমণ করল, তারা কোথায় গেল পাত্তা নেই। আর্মেনীয় সম্রাট জানতেন, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি এখানেই কোথাও অবস্থান করে থাকবেন। আইউবিকে কোথায় পাওয়া যাবে ভাবতে শুরু করলেন। ইত্যবসরে তিনি দুজন আরোহীকে দেখতে পেলেন। তারা এগিয়ে আর্মেনীয় সম্রাটের সম্মুখে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সালাম করল। লোকদুজন সুলতান আইউবির সামরিক কর্মকর্তা।

'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি আপনাকে সালাম বলেছেন' – একজন বলল – 'তিনি বলেছেন, কাউকে গ্রেফতার করার ইচ্ছে তাঁর নেই। ইয্যুদ্দীনকে বলেছেন, তিনি যেন মসুল চলে যান এবং ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করেন। আর আর্মেনীয় সম্রাটের জন্য সুলতানের বার্তা হচ্ছে, সুলতানের ফৌজ তালখালেদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আপনি সন্ধ্যানাগাদ সংবাদ পেয়ে যাবেন। আপনার ফিরে পৌঁছানোর আগেই আপনার রাজধানী আমাদের দখলে চলে আসবে। আপনি যদি মিসর-সিরিয়ার সুলতানের শর্তাবলি কবুল করে নেন, তা হলে তালখালেদ থেকে ফৌজ ফিরে আসতে পারে। তবে যদি আপনার মোকাবেলার ইচ্ছা থাকে, তা হলে আপনার জন্য আগে পরিণতি ভেবে দেখার পরামর্শ আছে। আপনি উত্তর দিন। এই মুহূর্তে আপনি আমাদের ঘেরাওয়ে অবস্থান করছেন।'

'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে আমার সালাম বলবে' – 'আর্মেনীয় সম্রাট বললেন – 'বিকালনাগাদ আমার একজন মন্ত্রীকে সুলতানের কাছে পাঠাব।'

উভয় আরোহী ফিরে গেল। আর্মেনীয় সম্রাটের যে-মন্ত্রী এ-মুহূর্তে তার সঙ্গে আছে, তার নাম বকতিমোর। সম্রাট তাকে বললেন, আইউবির সঙ্গে আমাদের শত্রুতায় জড়িয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই। ওদিকে তালখালেদ অবরুদ্ধ, এদিকে আমরা। তুমি যাও; আইউবিকে বোলো, আপনি আপনার ফৌজ প্রত্যাহার করে নিন; আমরা আপনার কোনো শত্রুর সঙ্গে সন্ধি বা ঐক্য গড়ব না।

বকতিমোর বিচক্ষণ মন্ত্রী। তিনি সুলতান আইউবির সঙ্গে কথা বললেন। সুলতান কঠিন-কঠিন শর্ত আরোপ করলেন। বকতিমোর সবগুলো শর্ত মেনে নিলেন। তিনি লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেন, আর্মেনীয় সম্রাটের বাহিনী সুলতান আইউবির কোনো শত্রুকে সাহায্য করবে না।

সুলতান আইউবি অবরোধ তুলে নিলেন এবং আর্মেনীয় সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই তালখালেদ-অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

◆◆◆

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দিয়ারেবকর। সে-যুগে জায়গাটার নাম ছিল উমাইদা। সামরিক দিক থেকে তার অপরিসীম গুরুত্ব ছিল। তার আশপাশের অঞ্চলে যারা বাস করত, তাদের অনেকেই যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। সুলতান

www.pathagar.com

আইউবির বহু সৈনিক এই অঞ্চলের বাসিন্দা। সেনাসংকট দেখা দিলে সুলতান আইউবি এখান থেকে লোক নিয়ে তা পূরণ করতেন। এখানকার সাধারণ মানুষ সুলতান আইউবির সমর্থক ছিল বটে; কিন্তু শাসকরা নিজ-নিজ স্বার্থে আইউবির বিরোধী ছিল এবং মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও খ্রিস্টানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টায় রত ছিল।

সুলতান আইউবি তাঁর বাহিনীকে দিয়ারেবকর অভিমুখে যাত্রা করার আদেশ দিলেন। অগ্রযাত্রা ছিল বিদ্যুদ্গতিসম্পন্ন। আইউবি তাঁর সালারদের শুধু এতটুকু অবহিত করলেন যে, দিয়ারেবকর অবরোধ করে জায়গাটা দখল করে নিতে হবে। বিজয় অর্জিত হলে তার আমিরের কোনো শর্ত মানা হবে না এবং তার প্রতি কোনো প্রকার ছাড় দেওয়া হবে না।

'আমার অভিমত হচ্ছে, ওই আমিরদের উপর কোনো প্রকার জুলুম না করাই উচিত হবে' – এক সালার বললেন – 'তাদের বাহিনীকে আমাদের বাহিনীতে যুক্ত করে নিয়ে তাদের নামকাওয়াস্তে আমির থাকতে দিন।'

'এখন আর আমি জাতির আস্তিনে কোনো সাপই পুষব না' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি সংবাদ পেয়েছি, এই লোকটা তার অঞ্চলের লোকদের আমাদের বাহিনীতে যোগ দিতে বাধা সৃষ্টি করছে এবং খেলাফতের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাচ্ছে। একটা কথা সব সময় মনে রাখবে, যে-শাসক কেন্দ্র থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন হতে চায়, তারা অবশ্যই বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত। তাদের এই গাদ্দারি খুবই ভয়ানক। কেননা, তারা জাতির শত্রু থেকে সাহায্য নিয়ে সেই সাহায্য জাতির বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। আমি এ-জাতীয় ব্যক্তিদের মস্তকগুলো পিষে ফেলতে চাই, যাতে আমার প্রকৃত শত্রু তথা খ্রিস্টানরা যখন আমার মুখোমুখি লড়াইয়ে লিপ্ত হবে, তখন পেছন থেকে আমার উপর আক্রমণ করার মতো কেউ না থাকে এবং মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে কোনো সাপ যেন আমাকে দংশন করতে না পারে। দিয়ারেবকর আল্লাহর সৈনিকদের ভূখণ্ড। আমাদের বাহিনীর এক-চতুর্থাংশ সৈনিক এই ভূখণ্ডের লোক। আমরা যদি আমাদের সেই যোদ্ধাদের বিশ্বাসঘাতক শাসকদের ক্ষমা করি, তা হলে এই ভূখণ্ডের সাধারণ লোকদেরও ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদের যুদ্ধবিদ্যা হারিয়ে যাবে।'

'সমগ্র জাতি তথা কোনো দেশের সকল মানুষ গাদ্দার কিংবা বেঈমান হয় না। শাসক যদি ঈমানবিক্রেতা হয়; তা হলে জাতির ঈমানও নষ্ট হয়ে যায়। উন্নত জাতিও মর্যাদাহীন হয়ে পড়ে। তাদের চেতনা মরে যায়। পরিণতিতে জাতি একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে জীবিত থাকে না। আমাদেরকে এ-জাতীয় শাসকদের পতন ঘটিয়ে সালতানাতে ইসলামিয়ার জন্য একটি কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। আপনারা দেখেছেন, বাগদাদের খেলাফত পঙ্গু হয়ে গেছে। খেলাফতের আদেশ-নিষেধ পালিত হলে আমাদেরকে এসব সামরিক অভিযান পরিচালনা করে ফিরতে হতো না। দেশের অস্থিতিশীলতা দূর করা এবং ঈমান

www.pathagar.com

নিলামকারী শাসকদের নির্মূল করা সেনাবাহিনীর কর্তব্য। আমি পুনর্ব্যক্ত করতে বাধ্য যে, ইতিহাস বলবে, হিজরি ষষ্ঠ শতকের বাহিনী অকর্মা ছিল। তারা না তাদের খেলাফতের মর্যাদা অটুট রেখেছে, না শত্রুকে দমন করেছে।'

◆◆◆

দিয়ারেবকর অবরোধের কাজ এত দ্রুত সম্পন্ন হলো যে, ভিতরের লোকেরা মোকাবেলা করার সুযোগই পেল না। সুলতান আইউবি ঘোষণা করেছেন, চেষ্টা করবে সাধারণ নাগরিকদের ক্ষয়ক্ষতি যত কম হয়। ভিতরে আইউবির গোয়েন্দা ছিল। তা ছাড়া সুলতান নিজেও নগরীর শাসকদের মহল ও হেডকোয়ার্টার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কাজেই মিনজানিকের সাহায্যে যেসব তরল দাহ্যপদার্থের পাতিল নিক্ষেপ করা হলো, সব সরকারি ভবনগুলোর উপরই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বাইরে থেকে ঘোষণা করা হলো– 'দিয়ারেবকরের আমির, অস্ত্র ত্যাগ করে বেরিয়ে আস।'

কিন্তু আমির দুর্গের পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে পালটা ঘোষণা দিলেন, আমরা অস্ত্র ত্যাগ করব না। যদি পার যুদ্ধ করে নগরী দখল করে নাও।

দিয়ারেবকরের বাহিনী দৃঢ়পায়ে মোকাবেলা করল। সুলতান আইউবি অবরোধ-বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু প্রতিরোধ দেখে তিনি বুঝে ফেললেন, এই অবরোধ দীর্ঘ হবে এবং এর জন্য অপেক্ষাকৃত বেশিই কুরবানি দিতে হবে।

পাঁচিল ভাঙার দায়িত্বে নিয়োজিত সৈন্যরা রাতের অন্ধকারে পাঁচিলের কাছে পৌঁছে গেল। কিন্তু উপর থেকে তাদের উপর আগুন ও ভারী পাথর নিক্ষিপ্ত হলো। প্রধান ফটকের উপর মিনজানিকের সাহায্যে দাহ্যপদার্থভরা পাতিল নিক্ষেপ করে সলিতাবাঁধা তির ছোড়া হলো। তাতে ফটকের কাঠের অংশটা পুড়ে গেল বটে; কিন্তু লোহার অংশ অটুট থাকল, যার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। তথাপি ফটক ডিঙানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকল। আকাশে তির উড়ছে।

সুলতান আইউবি বিস্মিত যে, ভিতরের লোকেরা এত কঠোর মোকাবেলা করছে কেন! রহস্যটা পরে উন্মোচিত হলো, অবরোধের সংবাদ প্রকাশ পাওয়ামাত্র শহরে ঘোষণা করে দেওয়া হয়, ক্রুসেডাররা শহর অবরোধ করেছে। এই ঘোষণায় নগরবাসী জীবন বাজি রেখে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা ফৌজের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেখা গেল, চারদিকে ফৌজের সঙ্গে সাধারণ মানুষও যুদ্ধ করছে। কিন্তু সুলতান আইউবি তারপরও নির্দেশ দেননি, নগরীর উপরও গোলা নিক্ষেপ করো।

অবরোধ আট দিন অব্যাহত থাকল। বেশি ক্ষতি আইউবির বাহিনীর হচ্ছিল। কেননা, তাঁর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সেনাদল একের-পর-এক সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছিল আর তিরের নিশানায় পরিণত হচ্ছিল। কিন্তু পরে বিস্ময়কর ঘটনা এই ঘটল যে, হঠাৎ একদিন নগরীর পাঁচিলে ধ্বনিত হয়ে ওঠে– 'এরা ক্রুসেডার নয় – ইনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। তাঁর পতাকা দেখো। মুসলমানগণ, তোমরা

www.pathagar.com

আপসে লড়াই করছ।' পরক্ষণে সুলতান আইউবির বাহিনীতে দিয়ারেবকরের যেসব সৈন্য ও কমান্ডার ছিল, তারা উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিতে শুরু করল– 'আমরা তোমাদেরই সৈন্য – তোমাদেরই ভাই। দুর্গের ফটক খুলে দাও।'

নগরীর ভিতরে সুলতান আইউবির যে-গুপ্তচর ও আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মী ছিল, অবস্থা বেগতিক দেখে তারাই ছুটে গিয়ে জনতার কানে দিয়েছে, অবরোধকারীরা খ্রিস্টান বাহিনী নয় – মুসলমান এবং ইনি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি। কাজটা সহজ ছিল না। একজন শত্রুর গোয়েন্দা জনগণকে স্বাধীনতা ও সরকারি ঘোষণার পরিপন্থী কথা বলতে পারে না। এই অভিযানে দু-চারজন গোয়েন্দা ধরাও পড়েছে। তারা সাফল্য অর্জন করে ফেলেছে। অবরোধের ৯ দিনের মাথায় ফৌজ ও সাধারণ নাগরিকদের চিন্তা-চেতনা বদলে গেল। জনগণ প্রশাসনের বাধা ও হুমকি উপেক্ষা করে নগরীর ফটক খুলে দিল। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি নগরীতে প্রবেশ করলে জনগণ তাকবীরধ্বনি তুলে তাঁকে স্বাগত জানাল। নারীরা বাড়ির ছাদ ও বারান্দা থেকে মাথার ওড়না ছুড়ে সুলতানকে স্বাগত জানাল।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি দিয়ারেবকরের আমিরকে নগরী ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। তিনি নুরুদ্দীন ইবনে কারা আরসালানকে নগরীর আমির নিযুক্ত করলেন এবং তাকে জরুরি নির্দেশনা দিয়ে উক্ত অঞ্চল থেকে আরও সৈন্য সংগ্রহের নির্দেশ জারি করলেন।

১১৮৩ সালের মে মাসে সুলতান আইউবি দিয়ারেবকরের ক্ষমতা দখল করে হাল্‌ব-অভিমুখে রওনা হন। হাল্‌বের শাসনকর্তা ইমাদুদ্দীন ও মসুলের শাসনকর্তা ইয্‌যুদ্দীন তাঁর সবচেয়ে বড় মুসলিম দুশমন। তাই হাল্‌ব-মসুল এখন তাঁর টার্গেট।

www.pathagar.com

বিজয় অর্জন করে কে-না আনন্দিত হয়? সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি কোনো যুদ্ধ কিংবা অবরোধে জয়ী হলে তাঁর চেহারায়ও আনন্দের দ্যুতি ভেসে উঠত। তাঁর বাহিনী উৎসব করত, উট-বকরি-দুম্বা জবাই করে ভালো খাবারের আয়োজন করত এবং আরামে একটা ঘুম দিত। কিন্তু ১১৮৩ সালের এই দিনগুলোতে তাঁর চেহারায় আনন্দের কোনো ছাপ ছিল না। তাঁর সৈন্যদেরও উল্লাস করতে দেখা যায়নি। অথচ এক বছরে তিনি বেশ কটা দুর্গ জয় করেছেন এবং আর্মেনীয় সম্রাটের মতো শক্তিশালী শাসক থেকে পরাজয়ের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর নিয়ে তাকে কঠিন-থেকে-কঠিনতর শর্ত মান্য করতে বাধ্য করেছেন।.

ঐতিহাসিকগণ এ-সময়টাকে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বিজয়ের কাল আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মানসিক অবস্থা ছিল, যেন প্রতিটি জয়ের পর তাঁর চেহারায় একটা করে রেখা জন্ম নিচ্ছে – বার্ধক্য ও হতাশার বলিরেখা। এর একটি বিজয়েও তিনি আনন্দিত নন। তাঁর গেরিলা বাহিনীর অধিনায়ক সারেম মিসরি বিজয়ীর ঢংয়ে একের-পর-এক রিপোর্ট দিচ্ছেন, গত রাতে আমার বাহিনী অমুক স্থানে গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে দুশমনের এ-পরিমাণ ক্ষতি করেছে, অমুক সময় আমরা এই সাফল্য অর্জন করেছি ইত্যাদি। কিন্তু রিপোর্ট শুনে সুলতান আইউবি শুধু মাথা দুলিয়ে তাকে সাধুবাদ জানিয়েই মাথাটা নত করে ফেলছেন, যেন তাঁর হৃদয়ের উপর এমন একটা বোঝা এসে চেপেছে, যা সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

'আমাকে মোবারকবাদ সেদিন জানাবে, যেদিন তোমরা ক্রুসেডারদের পরাজিত করে বিজয়ী বেশে ফিরে আসবে।' একদিন সুলতান আইউবি তাঁর সালারদের বললেন। তারা দিয়ারেবকরের বিজয়ের পর সুলতানকে মোবারকবাদ জানাতে এসেছিল। শুনে তাঁর চোখদুটো টকটকে লাল হয়ে উঠল, যেন তিনি উদ্গত অশ্রুধারা রোধ করার চেষ্টা করছেন– 'তোমরা হয়ত ভুলে গেছ, আমরা ক্রুসেডারদের পরাজিত করতে এবং আমাদের ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করতে বেরিয়েছিলাম। কর গণনা করে বলো, তোমরা কত বছর ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ? হিসাব করো, আমরা একে অপরের কী পরিমাণ রক্ত ঝরিয়েছি। একে কি তোমরা বিজয় বলবে? এই গৃহযুদ্ধে আমি যে-বিজয় অর্জন করছি, তা আমার-তোমার বিজয় নয় – এগুলোও ক্রুসেডারদেরই বিজয়। দুই ভাই যখন আপসে লড়াই করে, তখন তাদের উভয়ের শত্রু সফল হয়। আমরা আপন ভাইদের উপর যে-বিজয় অর্জন করেছি, আমি তাকে বিজয় বলতে রাজী নই

www.pathagar.com

'ক্রুসেডাররা দমে গেল কেন?' – এক সালার বললেন – 'আমরা আপনাকে তাদের উপরও বিজয় অর্জন করে দেখাব।'

'তারা যেখানে থমকে বসে রয়েছে, সেখান থেকে তাদের বের হওয়ার এবং যুদ্ধ করার প্রয়োজন কী?' – সুলতান আইউবি বললেন – 'যুদ্ধের প্রথম নীতিটি কী? শত্রুর সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করা। খ্রিস্টানরা আমাদের সামরিক শক্তিকে আমাদের ভাইদের হাতে ধ্বংস করানোর সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে রেখেছে। আমরা আপসে যুদ্ধ করে-করে দুর্বল হয়ে চলেছি আর ক্রুসেডাররা সেই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে দিন-দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ফিলিস্তিনিদের উপর তাদের কব্জা শক্ত হয়ে চলছে। শাসন-রাজত্ব মূলত আল্লাহর। মানুষের উপর যখন রাজত্বের নেশা চেপে বসে, তখন ধর্ম ও জাতির মর্যাদা মূল্য হারিয়ে ফেলে। ক্ষমতালোভী মানুষ আপন কন্যাদের উলঙ্গ করে নাচাতে শুরু করে। মিথ্যা ও প্রতারণাকে বৈধ ও জরুরি মনে করে। ক্রুসেডাররা উম্মতে রাসূলকে রাজ্যে-রাজ্যে বিভক্ত করে চলেছে আর আল্লাহর সৈনিকদের এই রাজ্যে-রাজ্যে ভাগ করে ইসলামের সামরিক শক্তিকে টুকরো-টুকরো করে ফেলছে।'

'আমরা এসব অঞ্চল থেকে ফৌজের জন্য অনেক ভর্তি পাচ্ছি' – এক সালার বললেন – 'ভালো-ভালো সৈনিক ও অশ্বারোহী সেনা ভর্তি হচ্ছে।'

'কিন্তু আমি এতে আনন্দিত নই' – সুলতান আইউবি সবাইকে চমকে দিয়ে বললেন – 'তারা আমাদের বাহিনীতে শুধু এজন্য ভর্তি হচ্ছে যে, তারা জানে, আমরা যে-শহর জয় করি, আমাদের বাহিনী সেখানে লুট করে বেড়ায় এবং সেখানকার রূপসী মেয়েরা তাদের হয়ে যায়।'

'আমরা তো আমাদের বাহিনীকে এমন লুটতরাজ ও নারীর শ্লীলতাহানির অনুমতি কখনও দেইনি!' অপর এক সালার বললেন।

কিন্তু আমাদের শত্রুরা আমাদের ফৌজের বিরুদ্ধে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, সালাহুদ্দীন আইউবি তার বাহিনীকে লুটতরাজ ও বিজিত অঞ্চলের যুবতী মেয়েদের তুলে এনে উপভোগ করার অনুমতি দিয়ে রেখেছে। আমাদের ফৌজের বিরুদ্ধে তাদের এই অপপ্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যাতে স্বয়ং মুসলমানদেরই অন্তরে ইসলামি ফৌজের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আমরা কোথাও থেকে জনগণের সাহায্য না পাই। বরং কোনো নগরী অবরোধ করলে সেখানকার মানুষ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও যেন আমাদের বাহিনীর মোকাবেলা করে। মনে রেখো আমার বন্ধুরা! সেনাবাহিনী ছাড়া জনগণ আর জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ব্যতীত সেনাবাহিনী দুশমনের জন্য সহজ হয়ে যায়। তোমরা আপন শত্রুর পরিচয় লাভ করো। আমাদের শত্রু বুদ্ধিমান। তারা আমাদের জাতি ও ফৌজের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টি করার ভালো-ভালো ব্যবস্থা করে রেখেছে। কুরআন সিসাঢালা প্রাচীরের রূপ ধারণ করার আদেশ শুধু জনগণকে কিংবা শুধু সেনাবাহিনীকে প্রদান করেনি। সিসাঢালা প্রাচীর জনগণ ও সেনাবাহিনী মিলেই কেবল গড়তে পারে। এই প্রাচীরে ফাটল ধরানোর সকল

www.pathagar.com

পন্থা হচ্ছে সেনাবাহিনীকে অযোগ্য, কাপুরুষ ও দস্যুতে পরিণত করা, যাতে তারা জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলে।'

'দিয়ারেবকরের মানুষদের উপর তো এমন কোনো ক্রিয়া দেখা যায়নি' – সারেম মিসরি বললেন – 'তারা যখনই জানতে পারল, অবরোধকারী আমরা এবং তাদের শাসকরা তাদের বাহিনীকে ইসলামি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে তারা আমাদের জন্য নগরীর ফটক খুলে দিয়েছে।'

'সেখানে আমাদের অনেক গোয়েন্দা ছিল' – সুলতান আইউবি বললেন – 'সেখানকার সব কটি বড় মসজিদের ইমাম আমাদের লোক ছিলেন। তারা সেখানকার মানুষদের শুধু নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাতের ওয়াজই শোনাননি। সেইসঙ্গে তাদেরকে ক্রুসেডারদের প্রত্যয়-পরিকল্পনা এবং নিজেদের ঈমান নিলামকারী আমির-শাসকদের সম্পর্কেও সম্যক ধারণা দিয়েছেন। তারা জনসাধারণকে এই ধারণাও দিয়েছেন যে, কোনো মুসলমান যখন অপর মুসলমানের রক্ত ঝরায়, তখন আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে এবং আল্লাহ সেই লোকালয়টার উপর গজব নাযিল করেন। তোমরা বোধহয় জান না, দিয়ারেবকরে দরবেশ, সুফী ও আলেমের বেশে ক্রুসেডারদের গোয়েন্দারা অবস্থান করছিল এবং মুসলমানদের চেতনা ধ্বংসের জন্য কাজ করছিল। কিন্তু আমাদের লোকেরা তাদের কয়েকজনকে গোপনে অপহরণ করে হত্যা করেছে এবং তাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা এখন যে-ভূখণ্ডে অবস্থান করছি, এখানে ক্রুসেডারদের নাশকতা-অরাজকতা সফল হয়ে চলছে।'

'এই যেসব সৈনিক লুটতরাজের লোভে ভর্তি হচ্ছে, এরা কি গোটা বাহিনীকে নষ্ট করবে না?' সালার জিজ্ঞেস করলেন।

'তুমি কি দেখনি, তাদের কী ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে?' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি তোমাদেরকে প্রশিক্ষণে সামরিক মহড়ার নতুন যে-পদ্ধতি শিখিয়েছি, তা-ই তাদের সঠিক চিন্তা-চেতনার উপর নিয়ে আসবে। আমি বাহিনীতে তাদের এমনভাবে বণ্টন করছি যে, তারা বাহিনীর উপর নয়; বরং বাহিনীই তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। আমি অনতিবিলম্বে লিখিত আদেশ জারি করতে যাচ্ছি, আমাদের কোনো সৈনিককে লুটতরাজ কিংবা কোনো নারীর প্রতি হাত বাড়াতে দেখলে তাকে ঘটনাস্থলেই শায়েস্তা করে ফেলবে। দুশমনের অভিযোগগুলোকে ভুল ও মিথ্যা প্রমাণের একটা পন্থা হলো, ফৌজ আপন চরিত্রবলে বিজিত লোকদের উপর এবং স্বজাতিরও মন জয় করে নেবে। আমাদেরকে সব সময় মনে রাখতে হবে, ইহুদি-খ্রিস্টানরা সর্বকালে ইসলামের সৈনিক ও জনগণের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টির চেষ্টা করতে থাকবে। তারা যেমন আমাদের জনসাধারণের চরিত্র ধ্বংসের চেষ্টা করবে, তেমনি সেনাবাহিনীরও। এভাবে উভয় পক্ষের ঈমান ও জাতীয় চেতনা বিনষ্ট করে একে অপরের শত্রুতে পরিণত করে রাখবে। আর কাজটা তারা মুসলমানদেরই হাতে করাবে।'

www.pathagar.com

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ফোরাতের কূলে তাঁবুতে অবস্থান করছেন। ইতিমধ্যে তিনি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কয়েকটা মুসলিম প্রজাতন্ত্রের শাসকদের অনুগত বানিয়ে নিয়েছেন এবং বেশ কটা দুর্গও জয় করে ফেলেছেন। এরা সেসব মুসলিম শাসক, যারা গোপনে-গোপনে ক্রুসেডারদের বন্ধু এবং সুলতান আইউবির বিরোধী ছিলেন। সুলতান আইউবির গন্তব্য বাইতুল মুকাদ্দাস, যাকে খ্রিস্টানরা দখল করে 'জেরুজালেম' নাম রেখেছে। কিন্তু আপন মুসলিম শাসক ও আমিরগণ তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ফৌজকে দিনকয়েকের বিশ্রাম দেওয়ার লক্ষ্যে সুলতান ফোরাতকূলে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এখানে বসে-বসে তিনি ঘোড়া, খচ্চর, উট ও রসদের অভাব পূরণ করে নিচ্ছেন।

অল্প পরেই সূর্যটা অস্ত যাবে। সুলতান আইউবি ফোরাতের কূলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অশ্বারোহী বাহিনীর সালার ও গেরিলা বাহিনীর অধিনায়ক সারেম মিসরি তাঁর সঙ্গে আছেন। তাদের থেকে সামান্য দূরে শাদা জুব্বাপরিহিত এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান। লোকটি দু'আর জন্য হাত উত্তোলন করে রেখেছেন। সুলতান আইউবি ওদিকে এগিয়ে গেলেন। কাছে গিয়ে দেখলেন, সেখানে চারটা কবর বিদ্যমান। একটার শিয়রে একটা লাঠি গাড়া আছে। তার সঙ্গে একখানা তক্তা বাঁধা। তক্তায় লাল বর্ণে আরবিতে লেখা আছে–

'ওমর আল-মামলুক!

আল্লাহ তোমার শাহাদাত কবুল করুন।

–নাসরুল মামলুক'

তার পাশের কবরটার উপর তেমনি অপর একটা তক্তায় অনুরূপ লাল হরফে লেখা আছে–

'নাসরুল মামলুক!

আল্লাহ আমার শাহাদাত কবুল করুন।'

সুলতান আইউবি লেখাদুটি পড়ে যে-লোকটি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পাঠ করছিলেন, তার প্রতি তাকালেন। পোশাকে-ধরনে লোকটিকে বিজ্ঞ আলেম মনে হলো। সুলতান তার পানে তাকালে তিনি সামান্য অবনত হয়ে বললেন– 'আমি এই পাড়ার মসজিদের ইমাম। যখনই জানতে পাই অমুক জায়গায় শহীদের কবর আছে, সেখানে ছুটে গিয়ে ফাতেহা পড়ি। আমার বিশ্বাস, যে-স্থানে শহীদের রক্ত ঝরে, সেই জায়গা মসজিদের মতো পবিত্র হয়ে যায়। আমি মানুষকে বলে থাকি, মুজাহিদ এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁর ঘোড়ার খুরের উড়ানো ধূলিকে আল্লাহও সম্মান করেন। মহান আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকে সর্বোত্তম ইবাদাত আখ্যা দিয়েছেন।'

'কিন্তু যারা আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে শাহাদাতবরণ করেন, তাদের কেউ চেনে না। ইতিহাসে তাদের নয় – আমার নাম আসবে। অথচ যাদের মাধ্যমে আমি মর্যাদা লাভ করেছি, তারা হচ্ছে এরা, আপনি যাদের কবরে ফাতেহা পাঠ

www.pathagar.com

করছেন।' সুলতান তাঁর সালারদের প্রতি তাকালেন এবং কবরের ফলকদুটোতে হাত বুলিয়ে বললেন– 'এই শব্দগুলো লাল রঙে আঙুল চুবিয়ে লেখা হয়েছে। উভয় ফলকের লেখক একই ব্যক্তি মনে হচ্ছে।'

'লাল রং নয় সুলতানে মুহতারাম!' – গেরিলা বাহিনীর সালার সারেম মিসরি বললেন – 'এ হচ্ছে রক্ত। ওমর আল-মামলুকের ফলকের লেখাটা নাসরুল মামলুক আপন দেহের রক্ত দ্বারা লিখেছেন। আর আপন কবরের ফলকও নিজের রক্তে লিখে শাহাদাতবরণ করেছেন। ষোলো-সতেরো দিন আগে আমরা নদী থেকে বড় একটা নৌকা পাকড়াও করেছিলাম। তাতে দুশমনের গেরিলাদের জন্য রসদ বহন করা হচ্ছিল। সেই তথ্য আপনি জানেন। নৌকাটা আমাদের আটজন গেরিলা ধরে এনেছিল। তাদের এ-চারজন শহীদ হয়ে গেছেন। আমরা প্রথমে সংবাদ পাই, রাতে নদীপথে বড় একটা নৌকা অতিক্রম করবে, তাতে দুশমনের রসদ ও অস্ত্র থাকবে। আমি আমার আটজন সৈনিককে প্রেরণ করি। তারা ছোট্ট একটা নৌকায় করে অভিযান চালায়।

'মধ্যরাতের দিকে নদীর অপর তীর ঘেঁষে-ঘেঁষে নৌকাটা যাচ্ছিল। আমাদের কাছে তথ্য ছিল, তাতে চার-পাঁচজন লোক থাকবে। কিন্তু আমাদের গেরিলাদের নৌকা তার কাছে গিয়ে পৌঁছলে দেখা গেল, তারা অন্তত বিশজন। আমাদের গেরিলারা দুশমনের নৌকায় ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই দুশমনের তলোয়ারধারী সৈনিকরা লাফিয়ে আমাদের নৌকায় উঠে যায়। আমাদের গেরিলাদের নৌযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল। তারা নৌকা থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে দুশমনের নৌকায় উঠে গিয়ে তার পালের রশি কেটে দেয়। উভয় নৌকায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। আমাদের গেরিলারা দুশমনের বড় নৌকা থেকে আমাদের নৌকায় অবস্থানরত দুশমনের প্রতি তির ছোড়ে। মোটকথা, আমাদের সৈনিকরা বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলে যুদ্ধ করে উভয় নৌকা নিয়ে ফিরে আসে। দুশমনের প্রাণে রক্ষা পাওয়া সৈন্যরা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ওপারে পৌঁছে যায়।

'নৌকাদুটি কূলে এসে ভিড়ে। সংবাদ পেয়ে আমি তাদের দেখতে যাই। সূর্য উদিত হচ্ছিল। এক নৌকায় ওমর আল-মামলুক ও তার দুই সঙ্গীর লাশ। অন্যরা সবাই আহত। নাসরুল মামলুকের অবস্থা গুরুতর। তার গায়ে দুটা গভীর জখম বর্শার আর দুটা তলোয়ারের। তার সংজ্ঞা ছিল। ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার পর বললেন, আমাকে একখানা তক্তা এনে দিন। আমি তাকে তক্তা এনে দিলাম। এ-সময় তিনি আর তার চিকিৎসা করতে দেননি। তক্তা পেয়ে তাতে তিনি নিজের রক্তে আঙুল চুবিয়ে-চুবিয়ে ওমর আল-মামলুকের নাম ও এই লেখাগুলো লিখলেন। তারপর তক্তাটা আমাকে দিয়ে বললেন, এটি ওমর আল-মামলুকের কবরের উপর স্থাপন করে দিন। আমি তক্তাখানা একটা লাঠির মাথায় বেঁধে ওমর আল-মামলুকের শিয়রে গেড়ে রাখি।

'নাসরুল মামলুকের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরুতেই থাকল। কোনোক্রমেই রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছিল না। তৃতীয় দিন তার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। আমি

www.pathagar.com

তাকে দেখতে এলে ডাক্তার নিরাশা ব্যক্ত করলেন। স্বয়ং নাসরুল মামলুক অনুভব করতে শুরু করলেন, তিনি বাঁচবেন না। তিনি অনুরূপ আরেকখানা তক্তা দিতে বললেন। তক্তার ব্যবস্থা করে দিলে তিনি তক্তাখানা নিজের কাছে রেখে দিলেন। রাতে সংবাদ পেলাম, নাসরুল মামলুক শহীদ হয়ে গেছেন। আমি গেলাম। তার এক আহত সঙ্গী তক্তাখানা আমাকে দিয়ে বলল, নাসর নিজের একটা ক্ষতস্থানের ব্যান্ডেজ খুলে ফেললে সেখান থেকে দরদর করে রক্ত বেরুতে শুরু করল। সেই রক্তে আঙুল চুবিয়ে-চুবিয়ে এই লেখাটা লিখেছেন– "নাসরুল মামলুক! আল্লাহ আমার শাহাদাত কবুল করুন।" সঙ্গী জানাল, নাসরুল মামলুক বলেছিলেন, তাকে যেন তার বন্ধু ওমর আল-মামলুকের পাশে দাফন করা হয়। এভাবে এই দুটি ফলক একই শহীদের রক্তে লেখা হয়েছে।'

'এরা দুজন মামলুক ছিল মহামান্য ইমাম!' – সুলতান আইউবি ইমামকে উদ্দেশ করে বললেন – 'আপনি জানেন মামলুক কোন বংশের মানুষ। এরা সেই গোলাম বংশের মানুষ, যাদের মুক্ত করা হয়েছিল। আমাদের নবীজি (সা.) দাসপ্রথা নিষিদ্ধ করে বলেছেন, মানুষ মানুষের গোলাম হতে পারে না। দেখলেন তো এই গোলামরা কেমন কীর্তি দেখাল! এরা আটজন ছিল। কিন্তু বিশজন শত্রুসেনার হাত থেকে এত বড় নৌকাটা ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে! ফৌজের মামলুক আর তুর্কি সেনাদের প্রতি আমার যতটুকু আস্থা আছে, অন্যদের প্রতি ততটা নেই।'

'এখন মানুষ আবার মানুষের গোলামে পরিণত হতে যাচ্ছে' – ইমাম বললেন – 'সিংহাসনের মালিক হওয়ার কসরত এজন্যই করা হচ্ছে যে, মানুষকে গোলাম বানানো হবে। কিন্তু তারা বোঝে না, সিংহাসন কোনোদিনও কারও সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেনি, সদয় আচরণ করেনি। ফেরাউনও মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। আল্লাহ সেই মানুষগুলোকে শিক্ষামূলক শাস্তি দান করেছেন, যারা সিংহাসনে আসীন হয়ে মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে।'

সুলতান আইউবির রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে। লোকটির অবস্থা বলছে, সে দীর্ঘ সফর করে এসেছে। কমান্ডার কাছে এসে বলল– 'কায়রো থেকে দূত এসেছে।'

'কী সংবাদ নিয়ে এসেছ?' সুলতান আইউবি দূতকে জিজ্ঞেস করলেন।

'সংবাদ ভালো নয়।' বলেই দূত কটিবন্ধ থেকে ভাঁজকরা একখানা কাগজ বের করে সুলতান আইউবির হাতে দিল। সুলতান নিজতাঁবুতে চলে গেলেন।

◆◆◆

তাঁবুতে বসে সুলতান কাগজের ভাঁজ খুললেন। গোয়েন্দাপ্রধান আলী বিন সুফিয়ানের লেখা চিঠি। আলী লিখেছেন–

'আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশি দীনদার ও দুঃসাহসী নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুস দশদিন যাবত নিখোঁজ। ক্রুসেডারদের নাশকতা ও অপতৎপরতা দিন-দিন বেড়ে চলছে। এখানে আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড যুদ্ধ লড়ছি। ঈমান-বিক্রেতাদের

www.pathagar.com

সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এ-সমস্যায় আপনার পেরেশান হওয়ার আবশ্যক নেই। আমরা দুশমনকে সফল হতে দেব না। পেরেশানি সৃষ্টি করেছেন হাবীবুল কুদ্দুস। তার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু তার নিখোঁজ হওয়াই অস্থিরতার একমাত্র কারণ নয়। আমরা আরও একটা আশঙ্কা অনুভব করছি। আপনি জানেন, হাবীবুল কুদ্দুসের অধীনে যে-কটি সেনা-ইউনিট রয়েছে, প্রতিজন সৈনিক তার এতই অনুরক্ত যে, তারা তার ইঙ্গিতে জীবন কুরবান করে দিতে প্রস্তুত থাকে। আশঙ্কা হচ্ছে, যদি তিনি নিজ থেকে গিয়ে দুশমনের সঙ্গে যোগ দিয়ে থাকেন, তা হলে অধীন সৈন্যদের তিনি সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উস্‌কে দিতে পারেন। আমি তার অনুসন্ধানে এখনও নিরাশ হইনি। আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করছি, অনুসন্ধানকালে যদি তিনি সামনে এসে পড়েন আর আমার তাকে হত্যা করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তা হলে হত্যা করব কি-না। আপনার স্থলাভিষিক্ত আমীরে মেসের আমাকে এর অনুমতি দেননি। তিনি এই অনুমতি সরাসরি আপনার থেকে নিতে বলেছেন। আমি যদি তাকে খুঁজে বের করতে না পারি, তা হলে আপনি আমার কাছে জবাব চাইবেন। আর যদি তিনি আমার হাতে খুন হন, তা-ও হয়ত আপনি পছন্দ করবেন না। এই নায়েব সালারের দুশমনের কাছে থাকা আমাদের জন্য বড়ই বিপজ্জনক।'

সুলতান আইউবি তখনই কেরানিকে ডেকে চিঠির উত্তর লেখাতে শুরু করলেন–

'প্রিয় আলী বিন সুফিয়ান!

তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। হাবীবুল কুদ্দুসের উপর আমার যতটুকু আস্থা ছিল, ততটুকু আছে তোমারও উপর। যেলোক নিজের ঈমান বিক্রি করতে সম্মত হয়ে যায়, সে আল্লাহকে ভয় করে না। এমতাবস্থায় সে আমার মতো একজন সামান্য মানুষকে ভয় করবে কেন? হাবীবুল কুদ্দুসের মতো মানুষও ধোঁকা দিতে পারে, এর জন্য তোমাদের বিস্মিত না হওয়া উচিত। ঈমান একটা শক্তি, একটা সম্পদ। কিন্তু এই শক্তি-সম্পদ হিরা-মাণিক্যের মতো চিকচিক করে না। এর মধ্যে নারীর রূপের আকর্ষণও নেই। তা ছাড়া ঈমান ক্ষমতার মসনদও নয়। মানুষের মধ্যে যখন দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতা, হিরা-জহরতের মোহ সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন তার ঈমান পরিত্যাগ করতে সময় লাগে না। হাবীবুল কুদ্দুসকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করো। প্রয়োজন মনে করলে আমি তাকে হত্যা করার অনুমতিও দিলাম। তবে জানবার চেষ্টা করো, তাকে অপহরণ করা হয়েছে কি-না। পরিস্থিতি তুমিই ভালো জান। যা ভালো মনে হয় করো। সালতানাতের স্বার্থ আর ধর্ম অগ্রগণ্য। যেখানে হাজার-হাজার সৈনিক শত্রুর হাতে জীবন দিচ্ছে, সেখানে একজন মানুষের জীবন-মৃত্যু বড় কোনো বিষয় নয়। হাবীবুল কুদ্দুস গাদ্দার প্রমাণিত হলে তার পেছনে বেশি সময় ব্যয় করো না। সময় অনেক মূল্যবান সম্পদ। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকো। আমরা

www.pathagar.com

সবাই গুনাহগার। একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সত্তাই পবিত্র। তোমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

সুলতান আইউবি পত্রের নিচে সীলমোহর এঁটে দূতের হাতে দিয়ে বললেন, রাতটা বিশ্রাম করে সকাল-সকাল রওনা হয়ে যেয়ো।

সময়টা ছিল ইসলামের ইতিহাসের এক সংকটময় কাল। এদিকে আরব ভূখণ্ড মুসলমানদের রক্তে লাল হয়ে চলছে; খ্রিস্টান ও ইহুদিরা মুসলমানদের মাঝে গাদ্দার ও কুচক্রী সৃষ্টি করে মুসলমানদের গৃহযুদ্ধে উসকে দিয়েছে, ওদিকে মিসরে এই কাফেররাই মুসলিম কর্মকর্তাদের মাঝে গাদ্দার জন্মদানে ব্যস্ত রয়েছে। তারা জনসাধারণের মাঝে সুলতান আইউবির শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি করছে এবং আইউবির বাহিনীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত লজ্জাজনক সব অপবাদ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তারা এসব তৎপরতা চালাচ্ছে গোপনে – অতি সন্তর্পণে। আলী বিন সুফিয়ান ও কায়রোর কোতওয়াল গিয়াস বিলবিস এসব অভিযান-অপপ্রচারের প্রতিক্রিয়া দূর করার এবং অপরাধীদের পাকড়াও করার কাজে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করছেন।

একজন নায়েব সালারের নিখোঁজ হওয়া সাধারণ ঘটনা নয়। কিন্তু তার কোনোই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। হাবীবুল কুদ্দুস বিশ্বাসঘাতকের দলে যোগ দিতে পারেন কেউ ভাবতেই পারছেন না। কিন্তু সময়টাও এমন যে, গাদ্দারি একটা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে। হাবীবুল কুদ্দুস নিখোঁজ হওয়ার পর অনেকে মন্তব্য করেন, কেন, তিনি ফেরেশতা তো আর নন। তার তিনজন স্ত্রী আছে। এটা কোনো দোষের বিষয় ছিল না। তার স্তরের কর্মকর্তাদের ঘরে চার-চারজন করে স্ত্রী আছে। হাবীবুল কুদ্দুস জীবনে কোনোদিন মদ স্পর্শ করেননি। নামায-রোযার পাবন্দ ধার্মিক মানুষ। যুদ্ধের ময়দানে দুশমনের জন্য আতঙ্ক হয়ে আবির্ভূত হওয়ার মতো দুঃসাহসী ও সমরবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব।

তার সবচেয়ে বড় গুণটি হচ্ছে, বাহিনীর প্রতিজন সৈনিকের তিনি প্রিয় মানুষ। তার অধীন কমান্ডার ও সৈনিকরা এমন ধারায় লড়াই করে, যেন তারা তার নির্দেশে নয় – ভক্তি-শ্রদ্ধার বলে যুদ্ধ করছে। অনেক সময় মনে হতো, এই বাহিনী তার নিজস্ব ফৌজ এবং তারা সুলতান আইউবির নয় – হাবীবুল কুদ্দুসের ইঙ্গিতে লড়াই করছে। তার ইউনিটে তিন হাজার পদাতিক ও দু-হাজার অশ্বারোহী সৈনিক আছে। তারা তিরন্দাজিতে এত দক্ষ যে, অন্ধকারে শব্দকে লক্ষ্য করে তির ছুড়লে সেই তিরও ব্যক্তির গায়ে গিয়ে আঘাত হানে।

আলী বিন সুফিয়ান অভিজ্ঞ গোয়েন্দা। পুলিশপ্রধান গিয়াস বিলবিস সিভিল ইন্টেলিজেন্সে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এই দুজনেরই অভিমত হচ্ছে, দুশমন হাবীবুল কুদ্দুসকে জালে আটকে ফেলেছে। উদ্দেশ্য হতে পারে, তার মাধ্যমে তারা আমাদের পাঁচ হাজার সৈন্যকে বিদ্রোহী বানাতে চাচ্ছে। পাঁচ হাজার সৈন্য কম কথা নয়। হাবীবুল কুদ্দুসের নিখোঁজ হওয়ার পর এই সৈনিকদের নিরস্ত্র করে ফেলার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবিস এই

www.pathagar.com

বলে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন যে, এটা করা হলে তারা বিদ্রোহ করার না হলেও বিদ্রোহী হয়ে যাবে। তদস্থলে তাদের মাঝে নানাবেশে গোয়েন্দা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, যারা ব্যারাকে সৈনিকদের সঙ্গে মিশে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। কমান্ডারদের প্রতিও নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়।

গভীর নজরদারি রাখা হয়েছে হাবীবুল কুদ্দুসের ঘরের উপর। তার তিন স্ত্রীর একজনের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। দুজন চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সী। জিজ্ঞাসাবাদে তারা শুধু এটুকু বলল যে, একদিন সন্ধ্যায় তার কাছে দুজন লোক এসেছিল। তিনি তাদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন; পরে আর ফেরেননি। চাকর-বাকরদের কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। তাদের থেকেও কোনো তথ্য পাওয়া গেল না। গোপনে স্ত্রীদের সম্পর্কে তথ্য নেওয়া হলো। তাদের একজনও সন্দেহভাজন প্রমাণিত হলো না। শুধু এটুকু তথ্য পাওয়া গেল, কম বয়সী দুজনের একজনের সঙ্গে তার সম্পর্ক বেশি ছিল। তার নাম যোহরা। মেয়েটা এক আরোহী প্লাটুন কমান্ডারের কন্যা।

কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করা হলো, নিজের সমান বয়সী একজন পুরুষের কাছে যুবতী মেয়েকে বিয়ে দিলে কেন? হাবীবুল কুদ্দুস কি তোমাকে বাধ্য করেছিল?

'না' – কমান্ডার উত্তর দিল – 'নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুস ইসলাম ও জিহাদের অতটুকু অনুরক্ত, যতটুকু ভক্ত আমি। আমি তাঁর সঙ্গে অনেক যুদ্ধে লড়েছি। তিনি বলতেন, মুমিনের তরবারি খাপ থেকে বের হওয়ার পর দুশমনের সর্বশেষ সৈনিকটাকে শেষ না করা পর্যন্ত খাপে না ফেরা উচিত। তিনি আরও বলতেন, কুফরের ফেতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত থাকে। তিনি গাদ্দারদের এত ঘৃণা করতেন যে, এক সীমান্ত লড়াইয়ে সুদানিরা আকস্মিকভাবে হামলা করলে আমাদের দুজন অশ্বারোহী সেনা পালাতে উদ্যত হয়। নায়েব সালার ঘটনাটা দেখে ফেলে তাদের ধরে আনতে আদেশ করেন। তাদের ধরে আনা হলো। নায়েব সালার তাদের কিছু জিজ্ঞেস করা বা কিছু বলা ব্যতিরেকেই তাদেরকে ঘোড়ার পেছনে বেঁধে পিঠে একজনকে বসিয়ে ঘোড়া হাঁকাতে নির্দেশ দেন। ঘোড়া যখন তাদের নিয়ে ফিরে আসে, তখন ঘোড়ার দেহ থেকে অঝোরে ঘাম ঝরছিল এবং তাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। পেছনে বাঁধা সৈনিকদের অবস্থা এই ছিল যে, তাদের পরনে কাপড় ছিল না এবং গায়ের চামড়া ছিলে-ছিলে গোশত খসে পড়েছে। যখন যুদ্ধ শেষ হয়, ততক্ষণে সুদানিদের অধিকাংশ সৈনিক মারা গেছে। কিছু ধরা পড়েছে এবং বাকিরা পালিয়ে গেছে। হাবীবুল কুদ্দুস বাহিনীর সকল সৈন্যকে একত্রিত করে নিজের দুই সৈনিকের লাশ দেখিয়ে বললেন, আল্লাহর পথে লড়াই থেকে পলায়নকারীদের এই শাস্তি ইহকালীন। পরকালে তাদের দেহ অক্ষত হয়ে যাবে এবং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

'আমরা সবাই জিহাদ ও শাহাদাতের জযবায় উদ্দীপ্ত। একদিন আমার এই মেয়েটা আমার সঙ্গে ছিল। আমার পিতা আমাকে যে-প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, আমিও

www.pathagar.com

মেয়েকে সেই প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছি। আমার এক পুত্র এ-মুহূর্তে সুলতান আইউবির ফৌজের সঙ্গে সিরিয়ায় অবস্থান করছে। আমি মেয়েকে বলতাম, আমাদের নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুস সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির মতো এক মর্দে-মুজাহিদ। সেদিন নায়েব সালার আমার মেয়েকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ কে? বললাম, আমার মেয়ে এবং মুজাহিদা। অনেক দিন পর তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমার সেই মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাই।

'আমি মেয়ের মায়ের সঙ্গে আলাপ করি। সে বলল, মেয়ে তো আগে থেকেই বলছে, সে ইসলামের একজন সৈনিকের স্ত্রী হতে ইচ্ছুক। এভাবে আমি খুশি মনে আমার এই মেয়েকে নায়েব সালারের কাছে বিয়ে দিই। এখন শুনেছি, তার নাকি কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমি আপনাকে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারি, এই দুর্ঘটনায় কেউ যদি অন্তর থেকে ব্যথা পেয়ে থাকে, তো সে শুধু আমার কন্যা। তার অপর স্ত্রীরা বলছে, মরে গেলে তারা অন্য কাউকে বিয়ে করে নেবে।'

◆◆◆

'আমি এখন নিশ্চিত, তার মস্তিষ্ক আমাদের কব্জায় এসে পড়েছে' – কণ্ঠটা কায়রো থেকে বহু দূরে সেসব ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে উত্থিত হলো, যেখানে কোনো এক ফেরাউন তার আমলে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। সে-যুগে জায়গাটা অত্যন্ত সুন্দর, মনোরম ও সবুজ-শ্যামল ছিল। অঞ্চলটা পাহাড়ি এবং নীলনদের কূলে অবস্থিত। পর্বতমালা গাছ-গাছালি ও সবুজ-শ্যামলে ঢাকা। নদীটা পার্বত্যাঞ্চলের খানিক অভ্যন্তরে ঢুকে গেছে। এখন এলাকাটা এক ভীতিময় জায়গা। প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের গায়ে শেওলার আস্তর জমে আছে। চিলের মতো বড়-বড় চামচিকারা দল বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে। ধ্বংসাবশেষের অলিন্দ ও কক্ষগুলোতে মানুষের অসংখ্য হাড়-খুলি পড়ে আছে। সেকালের নানারকম অস্ত্রও এদিক-ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। এখন কেউ সেদিকে মুখ করে না। জনশ্রুতি আছে, জায়গাটায় এখন জিন-পরী ও ভূতেরা বাস করে, যারা জীবিত মানুষদেরকে শিকার করে বেড়ায়।

সেই ভয়ংকর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বসে একব্যক্তি বলছে– 'আমি নিশ্চিত, তার মস্তিষ্ক আমাদের কব্জায় এসে পড়েছে। তবে না-ই যদি আসে, তা হলে বেটাকে এখান থেকে জীবিত যেতে দেব না।'

'আমরা লোকটাকে এখানে হত্যা করতে আনিনি' – অন্য একজন বলল – 'হত্যা করা-ই যদি উদ্দেশ্য হতো, তা হলে ঘর থেকে বের করে এখানে তুলে আনার প্রয়োজন ছিল না। আমরা তাকে বিশেষ এক কাজের জন্য এনেছি। সে-কাজের জন্য তাকে প্রস্তুত করতে হবে।'

'হাশিশ ক্রিয়া করছে।'

হাশিশ দ্বারা তোমরা কারও ঈমান ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে পারবে না। এই লোকটা পাঁচ হাজার সৈনিকের সামরিক শক্তির মালিক। শুধু তাকে নয় –

www.pathagar.com

তার গোটা বাহিনীকে আমাদের হাতে আনতে হবে এবং তাদের দ্বারা মিসরি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাতে হবে। তারপর মিসর আমাদের হবে এবং সালাহুদ্দীন আইউবির অবস্থা সেই সিংহের মতো হয়ে যাবে, যে বহু শিকারের বেষ্টনিতে আবদ্ধ থেকে গর্জন করে বেড়াচ্ছে; কিন্তু তার ভাগ্যে মৃত্যু অবধারিত হয়ে আছে। আইউবির এই নায়েব সালার যদি তার বাহিনীকে একটু ইশারা করে, তা হলে কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই অকুণ্ঠ চিত্তে তারা তার আদেশ মান্য করবে।'

হাবীবুল কুদ্দুস উক্ত ধ্বংসাবশেষের একটা কক্ষে উপবিষ্ট। মেঝেতে নরম গালিচা বিছানো। পিছনে গোল তাকিয়া। আয়েশের সকল উপকরণই ওখানে বিদ্যমান। একব্যক্তি সম্মুখে বসে তার চোখে চোখ রেখে বলছে– 'মিসর আমার রাজ্য। সালাহুদ্দীন আইউবি ইরাকি কুর্দি। তিনি আমার রাজ্য দখল করে আছেন। আইউবি আমার রাজ্যের রূপসী মেয়েদের দ্বারা নিজের হেরেম ভরে রেখেছেন। আমার পাঁচ হাজার জানবাজ সৈন্য সমগ্র মিসর দখল করে নেবে।'

হাবীবুল কুদ্দুসের ঠোঁটে মুচকি হাসি। চেহারায় খুশির আভা। তিনি বিড়বিড় করে উঠলেন– 'আমার তলোয়ার কোথায়? আমার ঘোড়া প্রস্তুত করো। আমি সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করব। আমার পাঁচ হাজার জানবাজ সৈন্য একদিনে মিসরের বাহিনীকে অস্ত্রসমর্পণে বাধ্য করে ফেলবে।'

'ক্রুসেডাররা আমার বন্ধু' – লোকটা তার চোখে চোখ রেখে বলল – 'তারা আমাকে সাহায্য করবে। বন্ধু তো সে, যে বিপদের সময় সাহায্য করে।'

'আমার তরবারি কোথায়?' – হাবীবুল কুদ্দুস খানিক স্পষ্ট কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন – 'মিসর অনেক সুন্দর হয়ে গেছে। মিসরের মেয়েরা অত্যন্ত রূপসী হয়ে গেছে। মিসর আমার, মিসর আমার।'

একটা মেয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। তার পরিধানের পোশাক এমন, যেন সে উলঙ্গ। মাথার রেশম-কোমল চুলগুলো খোলা। হাল্কা গোলাপি বর্ণের সুডৌল দেহ। মেয়েটা হাবীবুল কুদ্দুসের গা-ঘেঁষে বসে একটা বাহু হাবীবুল কুদ্দুসের কাঁধের উপর আলগোছে রেখে দিল। তার রেশমি চুলগুলো হাবীবুল কুদ্দুসের গণ্ডদেশ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছে। তিনি আচ্ছন্ন কণ্ঠে বললেন– 'মিসর অনেক সুন্দর হয়ে গেছে।'

মেয়েটা একধারে সরে গিয়ে বলল– 'কিন্তু আমাকে সুলতান আইউবি দখল করে আছেন।'

হাবীবুল কুদ্দুস তড়াক করে মেয়েটাকে টেনে কাছে টেনে বাহুতে জড়িয়ে ধরে বললেন– 'কেউ তোমাকে দখল করতে পারবে না। তুমি আমার। মিসর আমার।'

যে-যাবত সালাহুদ্দীন আইউবি জীবিত আছেন কিংবা যতক্ষণ পর্যন্ত মিসরের উপর তার রাজত্ব আছে, সে-যাবত না আমি তোমার, না মিসর তোমার।'

www.pathagar.com

'আমি তাকে হত্যা করে ফেলব' – হাবীবুল কুদ্দুস বললেন – 'আমি আইউবিকে হত্যা করব।'

'থামো' – কক্ষে একটা ক্ষুব্ধ কণ্ঠ গর্জে উঠল। লোকটা খ্রিস্টান। মিসরি ভাষায় কথা বলছে– 'তোমরা হাসান ইবনে সাব্বাহর অনুসারীরা হাশিশ আর গুপ্তহত্যা ছাড়া কিছুই জান না। মেয়েটাকে ওর কাছে থাকতে দাও। তুমি আমার সঙ্গে আসো।'

লোকটা তাকে সঙ্গে করে বাইরে নিয়ে বলল– 'এখন আর তাকে হাশিশ দিও না। নেশা কেটে যেতে দাও। তার দ্বারা সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করাতে হবে। তার মাধ্যমে তার বাহিনীকে বিদ্রোহে উস্কে দিতে হবে। আমার এসে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। অন্যথায় আমি তার এই অবস্থা হতে দিতাম না। সংজ্ঞা ঠিক রেখে তাকে সালাহুদ্দীন আইউবির শত্রু বানাতে হবে। তোমরা লোকটাকে যেরূপ দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে অপহরণ করে এনেছ, আমি অন্তর থেকে তার জন্য তোমাদের প্রশংসা করি। এর বিনিময়ে তোমরা এত পুরস্কার পাবে, যা তোমরা অতীতে কখনও পাওনি। কিন্তু হাশিশ প্রয়োগ করে তোমরা আমাদের কাজ কঠিন করে দিলে। এখন তার নেশা দূর করার ব্যবস্থা নাও।'

ক্রুসেডারদের গুপ্তচরবৃত্তি, নাশকতা ও মুসলিম যুবকদের চরিত্র ধ্বংসের পন্থা-পদ্ধতি অত্যন্ত পরিপক্ব। তাদের এই বিদ্যার বিশেষজ্ঞগণ মানবীয় স্বভাবের দুর্বলতা ও চাহিদা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাদের দৃষ্টি সুলতান আইউবির ফৌজ ও প্রশাসনের প্রতিজন অফিসার-কর্মকর্তার উপর নিবদ্ধ। অপরদিকে আরবের আমির-উজির ও বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রের মুসলিম শাসকদের দুর্বলতা সম্পর্কেও তারা অবহিত। তাদের প্রচেষ্টা, অধিক-থেকে-অধিকতর শাসক ও কর্মকর্তা তাদের অধীন হয়ে যাক এবং সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াক। ইহুদিরা সম্পদ ও নারী দিয়ে তাদের ভরপুর সাহায্য করে যাচ্ছে। কাফেররা মুসলিম শাসক প্রমুখদের অনেকগুলো দলে বিভক্ত করে রেখেছে।

একটা দল সুন্দরী নারী, মদ আর হিরা-জহরতের বিনিময়ে নিজেদের ঈমান বিক্রি করে ফেলেছে। একটা দল তাদের, যারা স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তার স্বাধীন শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। তৃতীয় দলে আছেন তারা, যাঁরা দেশ ও জাতির অফাদার ও পরিপক্ব মুসলমান। এই তৃতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হাত করা ক্রুসেডারদের স্বতন্ত্র একটা মিশন। সুলতান আইউবির গোপন পলিসি-পরিকল্পনা সময়ের আগে অবগত হওয়া এবং তাঁর সৈন্যদের দ্বারা তাঁরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করানো ইত্যাদি নানা উদ্দেশ্যে তারা এই মিশন পরিচালনা করছে। এই পরিপক্ব দীনদার ও নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের হাত করতে তাদের কাছে কয়েকটা পন্থা আছে। তার একটা পন্থা হচ্ছে অপহরণ করে দলে ভেড়ানো। একটা হলো হত্যা করা। প্রয়োজন হলে হাসান ইবনে সাব্বাহর ঘাতকদের ভাড়ায়ও খাটানো হতো।

www.pathagar.com

নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুস এমন একজন কর্মকর্তা, যাকে হত্যা করায় ক্রুসেডারদের কোনো লাভ নেই। বরং তাকে হাত করে তার বাহিনীকে সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে উস্‌কে দিতে হবে। ক্রুসেডাদের মুসলিম এজেন্টরা তাদের অবহিত করেছে, হাবীবুল কুদ্দুস ঈমান নয় – জীবন দেওয়ার মতো মানুষ এবং তার মধ্যে এমন জযবা ও যোগ্যতা আছে, যদি তাকে তার বাহিনীসহ এক লাখ শত্রুসেনার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়, তা হলে মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য দ্বারা এই বিশাল শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হবে না।

ক্রুসেডাররা বিষয়টা যাচাই করে দেখেছে। কখনও কোনো রূপসী যুবতীকে নিরাশ্রয়, এতিম কিংবা নির্যাতিতার বেশে সাহায্যের জন্য পাঠিয়ে কিংবা কোনো মেয়েকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের নামে প্রেরণ করে। কখনওবা ভোজসভা কিংবা খেলাধুলার অনুষ্ঠানে কোনো সুন্দরী মেয়েকে তার পিছনে লেলিয়ে দিয়ে। কিন্তু হাবীবুল কুদ্দুস কখনোই তাদের জালে ধরা দেননি, যেন তিনি পাথর।

মিসরে বিদ্রোহ করানো ক্রুসেডারদের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। কেননা, সালাহুদ্দীন আইউবি সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের অঞ্চলগুলোতে বিচ্ছিন্ন হয়ে-পড়া মুসলিম আমিদের যুক্তি-প্রমাণ কিংবা তরবারির মাধ্যমে নিজের অনুগত বানিয়ে চলেছেন। এর পরই তিনি ফিলিস্তিন-অভিমুখে যাত্রা করবেন। ফিলিস্তিন থেকে তাঁর মনোযোগ সরানোর একটা পন্থা এই হতে পারে যে, মিসরে তাঁর যে-ফৌজ আছে, তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য উস্‌কে দেওয়া হবে।

ইতিপূর্বে ক্রুসেডাররা সুদানিদের মিসরি ফৌজের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল। সুদানি বাহিনী হামলাও করেছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশ সৈনিক ছিল হাবশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন। দ্বিতীয়ত, তারা ছিল হুজুগে মাতাল। এই একযোগে লড়াই করে তো এই একসঙ্গে পালিয়ে যায়। ক্রুসেডাররা তাদের মিসরের বিরুদ্ধে উসকে রাখে; কিন্তু যুদ্ধ করাবার কথা ভাবেনি। এখন তারা মিসরি বাহিনীরই দ্বারা বিদ্রোহ করানোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। তাদের বিবেচনায় হাবীবুল কুদ্দুসই এ-কাজের জন্য যথোপযুক্ত ব্যক্তি। তাই খ্রিস্টান গোয়েন্দা ও সমরবিশেষজ্ঞরা তাকে অপহরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং হাসান ইবনে সাব্বাহর ফেদায়িদের দ্বারা কর্মটি করিয়ে ফেলল।

এক সন্ধ্যায় দুজন লোক হাবীবুল কুদ্দুসের ঘরে গেল। তারা একটা গ্রামের নাম উল্লেখ করে বলল, ওখানকার একটি মসজিদের ছাদ ধসে গেছে; এখন পুরো মসজিদটিই নতুন করে নির্মাণ করতে হবে। এলাকাবাসী আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে কাজটা করে ফেলতে প্রস্তুত। এখন আমাদের একজন মুরুব্বীর প্রয়োজন। আপনি এলে কাজটা সহজে হয়ে যাবে। এই মর্মে তারা আবেগময় কথা বলে হাবীবুল কুদ্দুসের হৃদয়টা গলিয়ে ফেলল। তিনি লোকগুলোর সঙ্গে রওনা হয়ে গেলেন। নগরী থেকে বেরিয়ে গেলে আরও চার ব্যক্তি তাদের সঙ্গে যোগ দিল। হঠাৎ ছয়জন মিলে তাকে ধরে উল্লিখিত স্থানে নিয়ে গেল। ওখানে পৌঁছেই তার অজান্তে তারা তাকে হাশিশ খাইয়ে দিল।

www.pathagar.com

♦♦♦

কায়রোতে মিসরি গোয়েন্দারা হাবীবুল কুদ্দুসের অনুসন্ধানে গলদঘর্ম সময় অতিবাহিত করছে। সকলেরই ধারণা, তিনি সুদানি কিংবা ক্রুসেডারদের কাছে চলে গেছেন। নিজবাহিনীর উপর হাবীবুল কুদ্দুসের কী পরিমাণ প্রভাব বিদ্যমান, আলী বিন সুফিয়ানের তা জানা আছে। সেই কারণে তিনি মিসরের ভারপ্রাপ্ত গভর্নরের অনুমতিক্রমে বিষয়টি সুলতান আইউবিকে অবহিত করে রেখেছেন। ধারণা ছিল, তিনি তার নির্ভরযোগ্য কমান্ডারদের কাছে কোনো বার্তা পাঠাবেন। গোয়েন্দারা চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে রাখল। কিন্তু কারও প্রতি তার কোনো বার্তা আগমনের তথ্য পাওয়া গেল না। তার বাহিনীর কোনো কমান্ডার উধাও হয়ে যায় কি-না, সেদিকেও কড়া নজর রাখা হচ্ছিল। কিন্তু এত দিনে একজন কমান্ডারও উধাও হয়নি।

খ্রিস্টান লোকটা সারাটা রাত হাবীবুল কুদ্দুসের নেশার ক্রিয়া দূর হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকল। পরদিন সে হাবীবুল কুদ্দুসের পাশে গিয়ে বসল। হাবীবুল কুদ্দুস এখনও সজাগ হননি। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে তিনি এদিক-ওদিক তাকালেন। খ্রিস্টান লোকটার উপর চোখ পড়ামাত্র তিনি উঠে বসলেন এবং গভীর দৃষ্টিতে তার প্রতি তাকিয়ে থাকলেন।

'আমি দুঃখিত যে, লোকগুলো আপনার সঙ্গে অনেক খারাপ আচরণ করেছে' – খ্রিস্টান বলল – 'আপনার বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ। অভাগারা আপনাকে হাশিশ পান করিয়ে সুন্দর-সুন্দর স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছিল। আপনি হাশিশ আর ফেদায়ীদের পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই অবগত আছেন। তারা আপনাকে অপমান করেছে। এর জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি আপনাকে কোনো স্বপ্ন দেখাব না। আপনার সম্মুখে আমি অত্যন্ত সুদর্শন এক বাস্তবতা উপস্থাপন করব। আপনি নিজেকে কয়েদি ভাববেন না। আমি আপনার মর্যাদা উঁচু করে দেব; আপনার একবিন্দু অপমান হতে দেব না।'

'এরা প্রতারণার মাধ্যমে আমাকে প্রথমে এখানে নিয়ে এসেছিল' – হাবীবুল কুদ্দুস বললেন – 'পরে বোধহয় অন্য কোথাও নিয়ে গিয়েছিল।' তিনি দৃষ্টি ঘুরিয়ে চারদিকে তাকালেন এবং বিস্মিত কণ্ঠে বললেন – 'সেটা অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম জায়গা ছিল। আমাকে এখানে কে এনেছে?'

'আপনি নিজেকে সচেতন করুন' – খ্রিস্টান বলল – 'এসব হাশিশের ক্রিয়া। আপনি প্রথম দিন থেকেই এখানে আছেন।'

'আমাকে অপহরণ করা হয়েছে?' – হাবীবুল কুদ্দুস বাস্তবতায় ফিরে আসতে শুরু করেছেন। খানিক ভয়জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন – 'তুমি কে?'

'আমি আপনার এক মুসলমান ভাই' – খ্রিস্টান বলল – 'আপনার থেকে আমার নেওয়ার মতো কিছুই নেই। আমি আপনাকে কিছু দিতে চাই।'

'আমি যদি এই লেনদেন অস্বীকার করি, তা হলে?'

www.pathagar.com

'তা হলে আপনি জীবিত ফেরত যেতে পারবেন না' – খ্রিস্টান বলল – 'আপনি কায়রো থেকে এত দূরে আছেন যে, আমরা আপনাকে মুক্ত করে দিলেও আপনি মরে যাবেন।'

'সেই মৃত্যুকেই আমি বরণ করে নেব' – হাবীবুল কুদ্দুস বললেন – 'আমি শত্রুর কারাগারে মরতে চাই না।'

'আপনি না আটক আছেন, না আপনি আমাদের শত্রু' – খ্রিস্টান বলল – 'অপদার্থগুলো আপনার সঙ্গে অপমানজনক আচরণ করে আপনার মধ্যে কুধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছে। আপনার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা আছে।'

'কথাগুলো বলার জন্য অপহরণ করে আমাকে এত দূরে নিয়ে আসার কী প্রয়োজন ছিল?'

'আমি যদি কায়রোতে বসে আপনার সঙ্গে কথা বলতাম, তা হলে আমরা দুজনই এত দিনে কয়েদখানার পাতাল প্রকোষ্ঠে চলে যেতাম' – খ্রিস্টান বলল – 'ওখানে আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবিস পায়ে-পায়ে গোয়েন্দা দাঁড় করিয়ে রেখেছে।'

হাবীবুল কুদ্দুসের মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়ে গেছে। দেমাগ ভাববার যোগ্য হয়ে উঠেছে। বুঝে ফেলেছেন, তিনি খ্রিস্টান দুবৃত্তদের কবলে এসে পড়েছেন। জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি ক্রুসেডারদের লোক, না-কি সুদানিদের?'

'আমি মিসরের লোক' – খ্রিস্টান উত্তর দিল – 'আপনিও মিসরি। আপনি বাগদাদি, শামি কিংবা আরবি নন। মিসর মিসরিদের। এ-দেশটা নুরুদ্দীন জঙ্গি আর সালাহুদ্দীন আইউবির জমিদারি নয়। এটা ইসলামি রাষ্ট্র। এখানে আল্লাহর রাজত্ব চলবে। এবার শাসন করবে মিসরি মুসলমানরা। আপনি কি কখনও ভেবে দেখেননি, যারা আমাদের উপর রাজত্ব করছেন, তারা বাগদাদ ও দামেশ্ক থেকে এসেছেন এবং মিসরকে সিরিয়ার সঙ্গে একীভূত করে এক রাজ্য গঠন করেছেন?'

'তুমি কি আমাকে সালাহুদ্দীন আইউবি থেকে মিসরকে মুক্ত করার জন্য উস্কানি দিচ্ছ?'

'আমি জানি, আপনি সালাহুদ্দীন আইউবিকে পয়গম্বর না হলেও অবশ্যই পীর-মুরশিদ মনে করেন' – খ্রিস্টান বলল – 'আমি তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলব না। আইউবির মধ্যে অনেক গুণ আছে। আপনি তাকে যতটুকু পছন্দ করেন, আমি তার চেয়ে কম করি না। কিন্তু আমাদের ভেবে দেখতে হবে, লোকটি আর কত দিন বেঁচে থাকবেন। তারপর মিসর তার যে ভাই কিংবা পুত্রের হাতে আসবে, তার মধ্যে তো আর আইউবির গুণাবলি থাকবে না। তখন মিসর আরেক ফেরাউনের কব্জায় চলে যাবে।'

'আমার দ্বারা তুমি কী কাজ করাতে চাও?'

'আপনি যদি আমার বক্তব্য বুঝে থাকেন, তা হলেই আমি বলব আপনি কী কাজ করতে পারেন' – খ্রিস্টান উত্তর দিল – 'আপনার মনে যদি সন্দেহ থাকে,

www.pathagar.com

তা হলে আমাকে জিজ্ঞেস করুন। আগে সন্দেহ দূর করুন। আমি আপনাকে চিন্তা করার সুযোগ দিলাম। আপনি এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন। অভাগাদের হাশিশের ক্রিয়া এখনও দূর হয়নি। আমি আপনার জন্য নাস্তা পাঠাচ্ছি। এত দিনে লোকগুলো আপনাকে গোসল করার সুযোগটা পর্যন্ত দেয়নি। আমি আপনাকে একটা কূপে নিয়ে যাব।'

খ্রিস্টান লোকটা উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল। সামান্য পরে আরেক ব্যক্তি এসে বলল– 'আমার সঙ্গে চলুন; নাস্তার আগে গোসলটা সেরে নিন।'

ওখান থেকে হাবীবুল কুদ্দুসকে অন্য এক পথে বের করে নেওয়া হলো। পথটা পার্বত্যাঞ্চলের ভিতরের দিকে চলে গেছে। খানিক দূরে একটা ঝরনা, যার স্ফটিকস্বচ্ছ পানি ক্ষুদ্র একটা প্রাকৃতিক পুষ্করিনীতে গিয়ে সঞ্চিত হচ্ছে। হাবীবুল কুদ্দুস কয়েকটা পর্বত ঘুরে ঝরনার কাছে পৌঁছে দেখতে পেলেন, দুটা মেয়ে একদম নগ্ন শরীরে গোসল করছে আর একজন অপজনের গায়ে পানি ছিটাচ্ছে। তারা পানিতে খেলা করছে। হাবীবুল কুদ্দুস মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। মেয়েদুটো হঠাৎ চিৎকার জুড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। এই বিজন ভূমিতে মেয়েদুটোকে জিন-পরী বলে মনে হলো। হাবীবুল কুদ্দুস এদিক-ওদিক তাকালেন। সবদিকেই পাহাড়। তিনি পিছন দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সঙ্গে-আসা-লোকটা তার সামনে-সামনে হাঁটছে।

হাবীবুল কুদ্দুস হঠাৎ ছোঁ মারার মতো করে একটা বাহু দ্বারা লোকটার ঘাড় ঝাপটে ধরলেন এবং সাধ্যপরিমাণ চেপে ধরে অপর হাত দ্বারা পূর্ণ শক্তিতে তার পেটে তিন-চারটা ঘুষি মারলেন। লোকটা দম আটকে মরে গেল। হাবীবুল কুদ্দুস লাশটা টেনে-হেঁচড়ে একটা ঘন ঝোপের পিছনে ফেলে দিয়ে নিজে পালাতে উদ্যত হলেন। এক পাহাড়ের মধ্যকার পথটা তিনি আগেই দেখে নিয়েছেন। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন, একব্যক্তি বর্শা তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা শুধু বলল– 'ফেরত'। হাবীবুল কুদ্দুস নিরস্ত্র। অগত্যা মাথানত করে পিছনপানে মোড় ঘোরালেন। কয়েক পা অগ্রসর হয়েছেন মাত্র। হঠাৎ উক্ত খ্রিস্টান লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। লোকটা মিটিমিটি হাসছে।

'আমি আপনাকে বুদ্ধিমান মনে করি' – খ্রিস্টান বলল – 'আপনি এই অঞ্চল থেকে বের হতে পারবেন না। অযথা বোকা সাজবেন না। গোসল করে আমার সঙ্গে আসুন।'

হাবীবুল কুদ্দুস সুবোধ বালকের মতো পুকুরে নেমে গোসল করে কাপড় পরিধান করলেন। খ্রিস্টান লোকটা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। পথে তিনি খ্রিস্টানকে জিজ্ঞেস করলেন– 'এই মেয়েগুলো কি তোমাদের সঙ্গে থাকে?'

'হ্যাঁ, এমনি বিজন অঞ্চলে এমন চাকচিক্য সঙ্গে রাখতে হয়' – খ্রিস্টান বলল – 'আপনারও তো ওখানে তিনটা বউ ছিল। এখন প্রয়োজন হলে আপনিও এদের যাকে পছন্দ হয়, সঙ্গে রাখতে পারেন।'

www.pathagar.com

এমন সময় একমেয়ে নাস্তা নিয়ে এল। হাবীবুল কুদ্দুস তার প্রতি তাকিয়ে থাকলেন। মেয়েটা তার পাশে বসে পড়ল আর খ্রিস্টান লোকটা বেরিয়ে গেল। মেয়েটা কথায় ও আচরণে হাবীবুল কুদ্দুসকে পাগল করে তুলল। অনেক পরে যখন খ্রিস্টান লোকটা ফিরে এল, তখন মেয়েটা চলে গেল। তখন হাবীবুল কুদ্দুসের মনে আক্ষেপ জাগল।

'আপনি স্বাধীন মিসরের প্রধান সেনাপতি হবেন' – খ্রিস্টান বলল – 'আপনার বাহিনীতে যে তিন হাজার পদাতিক আর দু-হাজার অশ্বারোহী আছে, তারা প্রত্যেকে আপনার অনুগত ও অনুরক্ত। আপনি তাদেরই সাহায্যে মিসরের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিতে পারেন।'

'সালাহুদ্দীন আইউবি যদি আক্রমণ করেন, তা হলে কি আমি এই বাহিনী দ্বারা মিসরকে তার থেকে রক্ষা করতে পারব?'

'মিসরের বাহিনীতে যেসব সুদানি মুসলমান আছে, তারা আমাদের সঙ্গে থাকবে' – খ্রিস্টান বলল – 'আইউবির বাহিনীতে যেসব মিসরি আছে, আমরা তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছিয়ে দেব, এটা গৃহযুদ্ধ নয় – এটা মিসরিদের মিসরকে মুক্ত করার লড়াই। আপনি আপনার বাহিনী দ্বারা বিদ্রোহ করাবেন। আপনাকে সামরিক শক্তি সরবরাহ করার দায়িত্ব আমাদের।'

খ্রিস্টান লোকটা হাবীবুল কুদ্দুসকে তাদের পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ দিল। হাবীবুল কুদ্দুস এখন আর আপত্তি করছেন না। বরং এমনভাবে প্রশ্ন করছেন, যেন তিনি সম্মত হয়ে গেছেন এবং পরিকল্পনাটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

'আমি কায়রো ফিরে না গেলে বিদ্রোহ কীভাবে করাব?' হাবীবুল কুদ্দুস জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনাকে কায়রো যেতে হবে না' – খ্রিস্টান বলল – 'আপনি এখান থেকেই আপনার আস্থাভাজন সঙ্গীদের বার্তা পাঠাবেন। বার্তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা আমরা করব। আপনি আমাদের একজন মূল্যবান লোককে হত্যা করে ফেলেছেন। সেই অপরাধে আমরা আপনাকে মেরেও ফেলতে পারি। আমাদের বাহু এত লম্বা যে, আপনার বংশের প্রতিজন সদস্যকে আমরা খুন করতে পারি। আপনি যদি আমাদের ধোঁকা দেন, তা হলে আমরা তা-ই করে দেখাব।'

'তার মানে, এখানে আমাকে বহুদিন থাকতে হবে।' হাবীবুল কুদ্দুস বললেন।

'কিছুদিন তো থাকতেই হবে।' খ্রিস্টান উত্তর দিল।

'আমার একটা প্রয়োজন পূরণ করে দাও' – হাবীবুল কুদ্দুস বললেন – 'তুমি আমাকে দুটা মেয়ে পেশ করেছ। আমি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে চাই। এমনও হতে পারে, এমন রূপসী মেয়েদের জালে ফেঁসে গিয়ে আমি আসল উদ্দেশ্য ভুলে যাব। তার চেয়ে বরং আমার ছোট স্ত্রীকে এখানে এনে দাও। তার নাম যোহরা। বার্তা আদান-প্রদানের কাজেও আমি ওকে ব্যবহার করতে পারব।'

www.pathagar.com

'তা হলে তো তাকে অপহরণ করতে হবে' – খ্রিস্টান বলল – 'আমরা যদি বলি, আপনি তাকে আসতে বলেছেন, তা হলে তিনি বিশ্বাস করবেন না। তা ছাড়া তিনি আমাদের ধরিয়েও দিতে পারেন। বরং আমি আপনাকে যে-প্রস্তাব উপস্থাপন করেছি, আপনি তা-ই বরণ করে নিন। সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য অন্য কারও ঠিকানা দিন।'

'এর অর্থ হলো, তোমরা আমাকে বিশ্বাস করছ' – হাবীবুল কুদ্দুস বললেন – 'আমাকে কায়রো পৌঁছিয়ে দাও; আমি এক মাসের মধ্যে বিদ্রোহ করিয়ে দেব।'

'এটা হতে পারে না' – খ্রিস্টান বলল – 'আমরা যা-কিছু করছি মুহতারাম! মিসরের স্বার্থেই করছি। আর তাতে আপনারও সুবিধা আছে। আমি কিংবা আমার সংগঠনের কোনো সদস্য মিসরের শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখি না। আপনি বুঝবার চেষ্টা করুন।'

'আমি বুঝে ফেলেছি' – হাবীবুল কুদ্দুস বললেন – 'আর আমি বুঝে-শুনেই কথা বলছি। তোমরা আমার স্ত্রী যোহরাকে আমার কাছে চলে আসতে সংবাদ পাঠাও। সে যে-কাজ করতে পারবে, অন্য কেউ তা পারবে না। তার আসার পর দেখবে, আমি কীভাবে পরিকল্পনা সফল করে তুলি।'

◆◆◆

যে-মহিলা যোহরার পথ আগলে দাঁড়াল, সে একজন ভিখিরিনী। মহিলা দু-তিনদিন যাবতই দেখে আসছে, প্রতিদিন দুপুরের পর যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসের ঘর থেকে বের হয়ে পিতার ঘরে যাচ্ছে। ভিখিরিনী তার প্রতি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল– 'নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুস আপনাকে যেতে বলেছেন; এই নিন তার নিজ হাতে লেখা চিঠি।'

যোহরা কাগজখানা হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলে পড়ল। তার স্বামীরই হাতের লেখা। ভিখিরিনী বলল– 'তিনি যেখানেই আছেন নিজে গেছেন। এত বড় ব্যক্তিত্বটাকে কেউ তুলে নিয়ে যেতে পারে না। তিনি কেবলই আপনাকে কামনা করছেন এবং বলছেন, আমি যোহরাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না। আমি আপনাকে এও বলে দিচ্ছি, যদি আপনি আমাকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন কিংবা পুলিশে খবর দেন, তা হলে দুজনই খুন হয়ে যাবেন। হাবীবুল কুদ্দুসের কাছে আপনার যাওয়া খুবই জরুরি।'

'আমি তোমাকে কীভাবে বিশ্বাস করব?' যোহরা জিজ্ঞেস করল।

'আমি ভিখিরিনী নই' – মহিলা উত্তর দিল – 'এটা আমার ছদ্মবেশ। আমিও আপনার মতো রাজকন্যা। আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ ও পবিত্র। আপনি মনে কোনো সংশয় রাখবেন না।'

মহিলা আরও এমন অনেক কথা বলে, যার ফলে যোহরা প্রভাবিত হয়ে পড়ল। সে মহিলার কথামতো রাতে একস্থানে চুপি-চুপি উপস্থিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। সে এই ভয়ে কাউকে কিছু বলল না যে, মহিলা বলেছিল,

www.pathagar.com

বিষয়টি আপনার ও আপনার স্বামীর জীবন-মরণের এবং মিসরের স্বাধীনতা-গোলামির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

রাতে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে যোহরাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ভিখিরিনীর সঙ্গে দুজন পুরুষ এসে হাজির হলো। অন্ধকারে যোহরা লোকগুলোকে চিনতে পারল না। ভিখিরিনীকে চিনেছে তার কণ্ঠে। কিন্তু এখন তার ভিখিরিনীর বেশ নেই। এখন সে এক রূপসী তরুণী। সে যোহরাকে বলল– 'মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে এদের সঙ্গে চলে যান; অন্তরে কোনো ভয় রাখবেন না।'

যোহরাকে একটা ঘোড়ায় তুলে বসানো হলো। তারাও ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। যোহরা এমন এক সফরে রওনা হলো, যার গন্তব্য তার জানা নেই। মহিলা ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। শহর থেকে দূরে একজায়গায় পৌঁছে আরোহীরা যোহরাকে বলল, তোমার চোখে পট্টি বাঁধতে হবে। যোহরা একা। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের শক্তি তার নেই। তার চোখে পট্টি বেঁধে দেওয়া হলো।

দুদিন পরে খবর বেরোল, নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুসের ছোট স্ত্রীও নিখোঁজ হয়ে গেছে। প্রাথমিক তদন্ত চালানো হলো। গোয়েন্দারা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় তাকে অপহরণ করা হয়েছে। হাবীবুল কুদ্দুস সম্পর্কেও সকলের ধারণা, তিনি ক্রুসেডার কিংবা সুদানিদের কাছে চলে গেছেন। এখন মানুষ বলছে, তার স্ত্রীও তার কাছে চলে গেছে। কেউ জানে না, মহিলা কখন কীভাবে গেছে।

এতক্ষণে যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসের কাছে পৌঁছে গেছে। সেই কক্ষে তার চোখ খোলা হলো, যেখানে তার স্বামী তার সম্মুখে দণ্ডায়মান। মেয়েটা এই গোটা রাত এবং আগের আধা দিন সফরে ছিল। পথে শুধু খাওয়ার সময় তার চোখ খুলে দেওয়া হয়েছে। অপহরণকারীরা তার সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো কথা বলেনি। তারা তাকে অভয় দিয়ে-দিয়ে নিয়ে এসেছে।

হাবীবুল কুদ্দুসকে দেখার পর যোহরার দেহে প্রাণ ফিরে এল। খ্রিস্টান লোকটা সঙ্গে আছে। হাবীবুল কুদ্দুস যোহরাকে বলল– 'ইনি আমাদের বন্ধু। আমরা এখানে কারুর কয়েদি নই। তুমি অনেক ক্লান্ত। আজ রাতটা বিশ্রাম নাও। কাল সকালে বলব তোমাকে কী করতে হবে। তুমি অনেক সময় আমাকে বলতে, তোমার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমার জিহাদ করতে ইচ্ছে হয়। আমার এই বন্ধু তোমার জন্য বেশ ভালো একটা সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

খ্রিস্টান লোকটা দুজনকে একাকি রেখে বাইরে বেরিয়ে গেল।

যোহরা এখনও তরুণী। রূপে আকর্ষণ আছে। ছেলেবেলার চাঞ্চল্য, দুরন্তপনা এখনও পুরোপুরি বিদ্যমান। হাবীবুল কুদ্দুস যে-দুটা মেয়েকে পুকুরে গোসল করতে দেখেছিলেন, সন্ধ্যার খানিক আগে তারা যোহরার কক্ষে এসে হাজির হলো এবং এমনভাবে আলাপ জমিয়ে ফেলল, যেন যোহরা তাদের বহুদিনের পরিচিত। তারা যোহরাকে অন্তরঙ্গ বান্ধবীর মতো সঙ্গে করে নিয়ে গেল। এলাকাটা ভয়ংকর একটা ধ্বংসাবশেষ বটে; কিন্তু মেয়েগুলো যেখানে

www.pathagar.com

থাকে, সেটা একটা সাজানো-গোছানো কক্ষ। রঙিন ঝাড়বাতি জ্বলছে। এই কক্ষে প্রবেশ করলে ধ্বংসাবশেষের কল্পনাও মনে আসে না। যোহরা অল্প সময়ে তাদের সঙ্গে মিশে গেল। একমেয়ে যোহরাকে বলল– 'তোমার বাবা-মা কত নিষ্ঠুর, তারা তোমার মতো ফুটন্ত কলিটাকে এই বৃদ্ধের পায়ে নিক্ষেপ করেছেন। লোকটা তোমাকে ক্রয় করেনি তো?'

'হ্যাঁ' – যোহরা বেদনামাখা কণ্ঠে বলল – 'তিনি আমাকে ক্রয় করেছেন। আমি কোথাও পালিয়েও যেতে পারছি না। আমার অন্য কোনো আশ্রয়ও নেই।'

'আশ্রয় পেলে পালাবে?'

'সেই আশ্রয় যদি আমার বর্তমান জীবন থেকে উন্নত হয়, তা হলে অবশ্যই পালাব' – যোহরা বলল এবং জিজ্ঞেস করল – 'তিনি আমাকে এখানে কেন ডেকে পাঠিয়েছেন? তোমরা কারা? তিনি আমাকে বিক্রি করছেন না-কি?'

'তুমি যদি আমাদের কাছে এসে পড়, তা হলে রাজকন্যা হয়ে থাকবে' – এক মেয়ে বলল – 'তোমাকে বলে দেব আমরা কারা। তবে তার আগে দেখতে হবে তুমি আমাদের সঙ্গে থাকার যোগ্য কি-না। তুমি কি আমাদের সঙ্গে বাইরে গিয়ে আমাদের মতো উলঙ্গ হয়ে পুকুরে গোসল করতে পারবে?'

'ওই পশুটা থেকে আমাকে মুক্ত করে দাও, তো যা বলবে তা-ই করব।' যোহরা উত্তর দিল।

একব্যক্তি যোহরাকে খাওয়ার জন্য ডাকতে এল। বলল, নায়েব সালার দস্তরখানে আপনার অপেক্ষা করছেন।

যোহরা চলে গেলে খ্রিস্টান লোকটা কক্ষে প্রবেশ করল। মেয়েরা আনন্দ প্রকাশ করে বলল– 'মেয়েটা আমাদের কাজের এবং বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি তার প্রচণ্ড ঘৃণা। তুমি অনুমতি দিলে আমরা তাকে নিজেদের রঙে রঙিন করে নিতে পারি। দেখেছ তো কত রূপসী। চঞ্চলতা, দুরন্তপনা সবই আছে। দেহ কঠোরতা সহ্য করতে পারবে। প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।'

'কিন্তু আমি ভাবছি, লোকটা বলত, এই স্ত্রীর উপর তার আস্থা আছে; বার্তা আদান-প্রদান করতে পারবে' – খ্রিস্টান বলল – 'মেয়েটা সত্যিই যদি তাকে ঘৃণা করে থাকে, তা হলে তো সে তাকে ধোঁকা দেবে এবং আমাদের প্রত্যেককে ধরিয়ে দেবে। তার অর্থ হচ্ছে, এ-কাজে আমাদের তাড়াহুড়া করা যাবে না। লোকটা আমাদের জালে এসে পড়েছে। আমাকে সে মিসরি মুসলমান ও দেশপ্রেমিক বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে এবং আমাদের হয়ে কাজ করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। মেয়েটা যদি তাকে ধোঁকা দিতে রাজি হয়, তা হলে আমরা ওকে ব্যবহার করতে পারি। আমি ওকে যাচাই করে দেখব। তোমরা রাতে অল্প সময়ের জন্য তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাকে আমার কাছে রেখে কোনো এক বাহানায় তোমরা বেরিয়ে যেয়ো।'

আহারের কিছুক্ষণ পর মেয়েরা পুনরায় গল্পের নাম করে যোহরাকে নিয়ে এল। তারা তাকে পূর্বের চেয়ে বেশি ফ্রি বরং বলা চলে অনেকটা বেহায়া বানিয়ে

www.pathagar.com

ফেলেছে। খ্রিস্টান এসে উপস্থিত হলে যোহরাকে রেখে মেয়েদুটো বেরিয়ে গেল। মেয়েরা যোহরার সঙ্গে যে-ধারায় কথা বলেছিল, পুরুষ লোকটাও একই ধারায় কথা বলল। খ্রিস্টান তাকে যাচাই যা করার করে একপর্যায়ে বাহুতে আকড়ে ধরে কাছে টানতে শুরু করল। যোহরা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল– 'আমি এমন সস্তা নই যে, একটু ইঙ্গিত পেলেই কারও কোলে লুটিয়ে পড়ব।'

উত্তরটা খ্রিস্টান লোকটার ভালো লাগল। যে-কারুর হাতে আসবার মতো মেয়ে নয়। তাদের গোয়েন্দা ও নাশকতাকারী মেয়েদের যেসব গুণ থাকে, এর মাঝেও সেসব বিদ্যমান। শুধু সামান্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। যোহরা তাকেও বলেছে, স্বামীর প্রতি আমার প্রচণ্ড ঘৃণা। কিন্তু যেহেতু সে বাধ্য এবং ঘৃণার কথা প্রকাশ করতে পারে না, তাই তিনি মনে করেন, আমি তাকে ভালবাসি।

'এখনও ঘৃণা প্রকাশ করে না' – খ্রিস্টান বলল – 'আমি তোমাকে তার থেকে মুক্ত করিয়ে দেব। তুমি রাজকন্যাদের মতো জীবন যাপন করবে। তুমি এখানেই বসে থাকো; আমি তোমার বান্ধবীদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

খ্রিস্টান কক্ষ থেকে বেরিয়ে মেয়েদের কাছে চলে গেল। বলল– 'মেয়েটা কাজের। ওকে নিজেদের ছায়ায় নিয়ে নাও। হাবীবুল কুদ্দুস ওকে মনে-প্রাণে ভালবাসে। আমরা ওকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে নিয়ে সংবাদ আদান-প্রদানে কাজে লাগাব। ওকে জালে আটকানো তোমাদের কাজ। ওকে রাজকীয় জীবনের মুলা দেখাও। আর ওকে কী উদ্দেশ্যে কীভাবে প্রস্তুত করতে হবে, তা তোমরা জান।'

যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসের সঙ্গে হৃদয়-উজাড়-করা ভালবাসা প্রকাশ করতে থাকল এবং খ্রিস্টান পুরুষ ও মেয়েদুটোকে বলতে থাকল, স্বামীর প্রতি আমার অন্তহীন ঘৃণা। মেয়েদুটো তাকে সঙ্গে রাখতে এবং বাইরে নিয়ে যেতে শুরু করেছে। ঝরনার পুকুরে নিয়ে গেলে যোহরা অবলীলায় পরিধানের সমুদয় কাপড় খুলে সম্পূর্ণ নির্বসনা হয়ে পুকুরে নেমে মেয়েদুটোর সঙ্গে খেলতে শুরু করল। তারপর এটা তার রোজকার কর্মসূচিতে পরিণত হয়ে গেল। যোহরা রাত কাটাচ্ছে স্বামীর সঙ্গে। আর দিন অতিবাহিত করছে মেয়েদুটোর সাথে। মাঝে-মধ্যে দিনের বেলা খ্রিস্টান পুরুষও তার সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ কথাবার্তা বলছে। চার-পাঁচ দিনেই যোহরা সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে আগের মেয়েদুটোর রঙে রঙিন হয়ে গেল। তার চাঞ্চল্য ও দুরন্তপনা বেহায়াপনার রং ধারণ করতে শুরু করেছে। মেয়েরা ধীরে-ধীরে তাকে তাদের রহস্যময় জীবন সম্পর্কে ধারণা দিয়ে চলছে।

ইতিমধ্যে খ্রিস্টান লোকটা হাবীবুল কুদ্দুসের সঙ্গে বিদ্রোহের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ফেলেছে। পরিকল্পনা-প্রণয়নে হাবীবুল কুদ্দুস তাকে বেশ সাহায্য করেছেন। হাবীবুল কুদ্দুস এখন তার পূর্ণ আস্থাভাজন ব্যক্তি। সে হাবীবুল কুদ্দুসকে মিসরি ফৌজের দুজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং প্রশাসনের উচ্চপদস্থ দুজন অফিসারের নাম বলল, যারা গোপনে-গোপনে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বিরোধিতা করছে এবং বিদ্রোহের পরিকল্পনা আঁটছে। হাবীবুল কুদ্দুসকে হাত করার চিন্তা প্রথমে তাদেরই মাথায় এসেছে। এই খ্রিস্টান লোকটা

www.pathagar.com

নিজেকে দেশপ্রেমিক মিসরি মুসলমান পরিচয় দিয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করল। তার দায়িত্ব মিসরে সেনাবিদ্রোহ ঘটানো।

যোহরা মেয়েদুটোর সঙ্গে এমনভাবে একাকার হয়ে গেল যে, এখন বলার উপায় নেই, সে কোনো সম্ভ্রান্ত পিতামাতার কন্যা এবং একজন মুসলিম নায়েব সালারের স্ত্রী। হাবীবুল কুদ্দুস তাকে নিজের অনুগত স্ত্রী মনে করতেন।

একদিন যোহরা মেয়েদের বলল, এই জীর্ণ ভবন আর পর্বতবেষ্টিত জগতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। মেয়েরা বলল, ঠিক আছে, আমরা তোমাকে এর বাইরের জগত দেখানোর ব্যবস্থা করব। তারা এক পার্বত্য পথে তাকে একটা ঝিলের পাড়ে নিয়ে গেল। কূল বেয়ে-বেয়ে আরও অগ্রসর হলে সে নীলনদ দেখতে পেল। এই নীলনদেরই পানি পার্বত্য অঞ্চলে ঢুকে ঝিলের সৃষ্টি হয়েছে। একস্থানে একটা পাহাড়ের আড়ালে একটা নৌকা বাঁধা আছে। তাতে বৈঠা ও দুটা দাঁড় আছে। জায়গাটা খুবই সুদৃশ্য ও মনোরম। যোহরা মেয়েদের সঙ্গে সেখানে হাসি-তামাশায় মেতে রইল।

'এখানে ফেরাউনদের রাজকন্যারা খেলা করত।' একমেয়ে বলল।

'আর তোমরা দুজন তাদের প্রেতাত্মা।' যোহরা রসিকতা করল।

'তোমার তুলনায় আমরা প্রেতাত্মা-ই।' অপর মেয়ে বলল।

'শোনো যোহরা!' – একমেয়ে বলল – 'তুমি কি বুঝতে পেরেছ, তোমার এই বৃদ্ধ স্বামী এখানে কেন লুকিয়ে বসে আছে এবং তোমাকে কেন ডেকে এনেছে?'

'সে তো তিনি প্রথম দিনই আমাকে বলে দিয়েছেন' – যোহরা বলল – 'আমি কাজটা করে দেব। কিন্তু তিনি কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে বলছেন।'

'আর তুমি কি জান, আমরা স্বাধীন মিসরের রাজকন্যা হব?'

'আমাকে যদি এই স্বামী থেকে মুক্ত করিয়ে দিতে পার, তা হলে আমি তোমাদের রাজকন্যা মনে করব।' যোহরা বলল।

'সেই পরিকল্পনা ঠিক হয়ে আছে' – একমেয়ে বলল – 'কিন্তু তোমার স্বামী বিষয়টা জানে না। এ-ক্ষেত্রে তোমাকে যে-কাজটা করতে হবে, তুমি কি তার জন্য প্রস্তুত আছ?'

'সময় এলেই দেখবে' – যোহরা বলল – 'আমার যদি এই কাজটা করতে না হতো, তা হলে স্বামীটাকে এখানেই খুন করে ফেলতাম। সুযোগ ভালোই ছিল।'

◆◆◆

যোহরা পরদিনও মেয়েদের সঙ্গে নদীর কূলে চলে গেল। মেয়েরা তাকে যে-পথে নদী পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে, একা গেলে যোহরা সে-পর্যন্ত পথ খুঁজে পেত না। পথটা প্রাকৃতিক এবং গোপন। যোহরা আবদার জানাল, চলো, আমরা নৌকায় চড়ে নদীতে বেড়িয়ে আসি। কিন্তু মেয়েরা তাতে অসম্মতি জানায়।

হাবীবুল কুদ্দুসের উপরও এখন আগের মতো পাবন্দি নেই। তিনি নিশ্চিত করেছেন, তিনি স্বাধীন মিসরের সমর্থক এবং সালাহুদ্দীন আইউবির মসনদ না

www.pathagar.com

উলটিয়ে ক্ষান্ত হবেন না। এখন তিনি আগ বাড়িয়ে কথা বলছেন। এক অভাবিতপূর্ব বিপ্লব এসে পড়েছে তার মধ্যে।

এক-দুদিন পর ভগ্ন প্রাসাদে আরও দুজন লোকের আগমন ঘটল। একজন সুদানি, অপরজন মিসরি। তাদেরকে হাবীবুল কুদ্দুসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করানো হলো। তিনি লোকগুলোকে চেনেন না। তাদের সঙ্গে সুদান, মিসর ও আরবের মানচিত্র আছে। আছে কিছু কাগজপত্রও।

তারা হাবীবুল কুদ্দুসের সঙ্গে বিদ্রোহের বাস্তব পরিকল্পনা নিয়ে দীর্ঘ আলাপ ও মতবিনিময় করল। হাবীবুল কুদ্দুস শুধু আন্তরিকতাই প্রকাশ করেননি; বরং তাদের এমনসব পরামর্শও দিলেন, যা ইতিপূর্বে তাদের মাথায় খেলেনি। তারা হাবীবুল কুদ্দুসকে আরও কয়েক ব্যক্তির নাম জানাল, যারা গোপনে-গোপনে মিসরের ফৌজ, প্রশাসনের কর্মকর্তা ও সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে পরিবেশ তৈরি করছে। লোকদুজন আরও জানাল, মিসরের সীমান্ত এলাকায় মিসরি ফৌজের যে-বাহিনীটি কর্তব্য পালন করছে, তাদের ভুল নির্দেশ দিয়ে সীমান্ত প্রতিরক্ষায় এমন একটা ফাটল ধরাতে হবে, যার সুযোগে সুদানের কিছু সৈন্য ভিতরে অনুপ্রবেশ করে বিদ্রোহে সহযোগিতা দিতে পারে।

'বিদ্রোহ সফল হলে মিসরের গভর্নর কে হবেন?' হাবীবুল কুদ্দুস জিজ্ঞেস করলেন।

'সংগঠন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, স্বাধীন সেনাপতি আপনি হবেন। সেই সুবাদে গভর্নরও হবেন আপনিই।' মিসরি বলল – 'সালাহুদ্দীন আইউবি আক্রমণ করবেন এবং যুদ্ধ দীর্ঘতা লাভ করতে পারে, তাতে সন্দেহ নেই। সে কারণে স্বাধীন মিসরের প্রথম গভর্নর প্রধান সেনাপতিই হওয়া যুক্তিযুক্ত। কারণ, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে অসামরিক লোককে ক্ষমতার মসনদে বসানো ঠিক হবে না। আর আপনার মধ্যে যেসব গুণ আছে, অন্য কোনো সালারের মধ্যে তা নেই।'

হাবীবুল কুদ্দুসের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে গেল। বুকটা ফুলে উঠল। ঘাড়টা মোটা হয়ে গেল। মিসরের গভর্নর হওয়া কি চাট্টিখানি কথা!

'প্রয়োজন হলে আমরা খ্রিস্টানদের থেকেও সাহায্য গ্রহণের ব্যবস্থা করে রেখেছি। আশা করি, এতে আপনার কোনো আপত্তি থাকবে না।' সুদানি বলল।

'তাদেরকে বিনিময় কীভাবে দেবেন?' হাবীবুল কুদ্দুস জিজ্ঞেস করলেন।

'তাদের জন্য বিনিময় এটুকুই যথেষ্ট যে, আমরা সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব এবং মিসরকে তার কবল থেকে মুক্ত করব' – মিসরি বলল – 'তারা মিসর চায় না। তারা ফিলিস্তিনকে আইউবির হাত থেকে রক্ষা করার কাজে ব্যস্ত। মিসর হাতছাড়া হয়ে গেলে আইউবি মিসরের সেনাবাহিনী, এখানকার রসদ ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বেন। মিসর আক্রান্ত হলে তার সঙ্গে যেসব মিসরি সৈন্য আছে, তারা তাদের মিসরি ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। খ্রিস্টানদের জন্য এ এক বিরাট পাওয়া।'

www.pathagar.com

হাবীবুল কুদ্দুস তাদের চমৎকারসব বুদ্ধি শিখিয়ে দিলেন এবং তাদের নিশ্চয়তা প্রদান করলেন, আমার অধীনে যে পাঁচ হাজার সৈন্য আছে, তারা আমার এক ইঙ্গিতে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। এখন সিদ্ধান্ত নিতে হবে, বিদ্রোহের জন্য তাদের রাজি করানোর পন্থা কী হবে।

'এক হতে পারে, আমি ফেরত চলে যাব' – হাবীবুল কুদ্দুস বললেন – 'এটিই উত্তম পন্থা। তবে আমার ফেরত না যাওয়াই উচিত। কারণ, গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোথায় ছিলাম। যোহরা আমাকে বলেছে, আলী বিন সুফিয়ান ও গিয়াস বিলবিস বলছেন, আমি আপন মর্জিতে শত্রুর কাছে চলে এসেছি। ফিরে গেলে এই সন্দেহের ভিত্তিতে তারা আমাকে হেফাজতে নিয়ে নেবেন। তারপর শুরু হওয়ার আগেই আমাদের খেল খতম হয়ে যাবে। আমি আসলে স্ত্রীকে এখানে ডেকে এনে ভুল করেছি। যদি তাকেও ফেরত পাঠিয়ে দেই, তার সঙ্গেও অসদাচরণ করা হবে। আমাকে এখানেই থাকতে হবে। আপনারা আমাকে ভাববার সুযোগ দিন, আমি কোন-কোন কমান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

হাবীবুল কুদ্দুসের আনুগত্যে আর কোনো সন্দেহ থাকল না।

◆◆◆

'হাল্‌বের অবরোধ সহজ হবে না' – সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ফোরাতের কূলে বসে তাঁর সালারদের বলছেন – 'তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে, আগেও একবার আমরা এই নগরী অবরোধ করেছিলাম। কিন্তু হাল্‌বের মানুষ এমন মরণপণ লড়াই করল যে, আমরা অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। সে ছিল হাল্‌ববাসীদের বীরত্ব, যা আমাদের ফিরে আসতে বাধ্য করেছিল। এখন সেই পরিস্থিতি নেই। তথাপি আমাদেরকে প্রতিটি আশঙ্কার মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে। এখান থেকে ফৌজে যে-ভর্তি নেয়া হয়েছে, তাদের উপর এখনও নির্ভর করা যাবে না। মিসর থেকে সাহায্য তলব করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। আমি নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুসের বাহিনীটা নিয়ে আসব।'

বলেই সুলতান আইউবি থেমে গেলেন। তাঁর মুখের রং বদলে গেল। তিনি চাপা-চাপা কণ্ঠে বললেন–

'আমি স্বীকার করতে পারছি না, হাবীবুল কুদ্দুস আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। লোকটা গেল কোথায়? আমি যখন মিসর থেকে রওনা হই, তখন সে আমাকে বলেছিল, আপনি মিসরের চিন্তা মাথা থেকে ফেলে দিন। ক্রুসেডার কিংবা সুদানিরা যদি আপনার অনুপস্থিতিতে মিসরে আক্রমণ চালায়, তা হলে আমার তিন হাজার পদাতিক আর দুই হাজার অশ্বারোহী সৈনিক তাদের আক্রমণ ঠেকিয়ে দেবে। আর যদি মিসরের ভেতর থেকে কেউ মাথা জাগায়, তা হলে তার মাথা ধড়ের সঙ্গে থাকতে পারবে না। আমরা আল্লাহর সৈনিক। কিন্তু হাবীবুল কুদ্দুস তো আল্লাহর সিংহ ছিল!'

www.pathagar.com

'মনে হয় এসব গুণ দেখেই দুশমন তাকে গুম করে ফেলেছে' – এক সালার বললেন – 'আমাদের অর্ধেক ফৌজের উপর তার গভীর প্রভাব আছে। এদিক থেকে তিনি স্বয়ং একটি শক্তি ছিলেন। দুশমন আমাদের সেই শক্তিটি ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

'তাকে যদি শেষ পর্যন্ত খুঁজে না-ই পাওয়া যায়, তা হলে তার বাহিনীটা আমি এখানে নিয়ে আসব' – সুলতান আইউবি বললেন – 'তবে এত তাড়াতাড়ি ডাকব না। মিসরের প্রতিরক্ষা বেশি জরুরি। আশঙ্কার ব্যাপার হচ্ছে, মিসরের বাইরে থেকে অতটুকু সমস্যা নেই, যতটুকু ভেতর থেকে আছে। ঈমানবিক্রেতারা আমাদের ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে আছে। তারা ফিলিস্তিনকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।'

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির পরম বিশ্বস্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন নায়েব সালার কায়রো থেকে দূরে পাহাড়বেষ্টিত এক ভীতিকর জীর্ণ প্রাসাদে বসে বিদ্রোহের সকল আয়োজন-পরিকল্পনা সম্পন্ন করে ফেলেছেন। এখন রাত। জীর্ণ প্রাসাদে উৎসব চলছে। বাইরে থেকে কোনো লোক এখানে এলে ভয়ে পালিয়ে যেত এবং এই কতক পুরুষ আর রূপসী মেয়েদের দেখলে জিন-পরী মনে করত।

এরা আট-দশজন পুরুষ। হাবীবুল কুদ্দুস প্রথম দিন থেকে পরিচিত খ্রিস্টান ব্যক্তি আর পরে আসা মিসরি ও সুদানি লোকদুজনকে ছাড়া আর কাউকে চেনেন না। অন্যদের এই আজই প্রথমবার দেখলেন। তারা সবাই এই প্রাসাদে হাবীবুল কুদ্দুসের আগমনের পূর্ব থেকেই অবস্থান করছে। কিন্তু তারা পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে-লুকিয়ে পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। হাবীবুল কুদ্দুস পালাতে গিয়ে যে-লোকটাকে হত্যা করেছিলেন, এরা তারই সহকর্মী। এখন আর পাহারার প্রয়োজন নেই। হাবীবুল কুদ্দুস তাদের বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেছেন। তারা গোপনে-গোপনে তাকে পরীক্ষাও করে দেখেছে।

আজ রাত পুরো দলটা উৎসবে হাজির। কোনো রাজপ্রাসাদে যেরূপ নিমন্ত্রণের আয়োজন করা হয়, আজ এখানেও অনুরূপ আয়োজন করা হয়েছে। একের-পর-এক মদের সোরাহি খালি হচ্ছে। মেয়েদুটো নাচ দেখিয়েছে। হাবীবুল কুদ্দুস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি মদপান করতে অস্বীকার করলেন। তাকে বাধ্য করা হলো না। যোহরা অন্য মেয়েদের মতো মদ পরিবেশন করল; কিন্তু নিজে পান করল না। খ্রিস্টান লোকটা সুদানি ও মিসরিকে যোহরা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলে দিল। অন্যথায় হাবীবুল কুদ্দুস বিগড়ে যেতে পারে। যোহরা অনুষ্ঠানের আনন্দ-উল্লাসে অংশগ্রহণ করলেও অন্য মেয়েদের মতো অশ্লীলতা প্রদর্শন করেনি।

মধ্যরাতনাগাদ মদমত্ত লোকগুলো সবাই অচেতন হয়ে পড়ল। মিসরি ও সুদানি লোকদুজন মেয়েদুটোকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসকে চোখে ইশারা করল। হাবীবুল কুদ্দুস উঠে গেলেন। মিসরি ও সুদানি

www.pathagar.com

মেয়েদুটোকে নিয়ে যে-কক্ষে গিয়েছিল, যোহরা সেই কক্ষে উঁকি দিয়ে তাকাল। চারজনই বিবস্ত্র পড়ে আছে। একজনেরও সংজ্ঞা নেই। ওদের অস্ত্র কোথায় থাকে, যোহরার জানা আছে। সে একটা বর্শা, একটা তলোয়ার, দুটা ধনুক আর তিরভরা দুটা তূনীর তুলে নিল। হাবীবুল কুদ্দুস তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। যোহরা এলে তিনি তার হাত থেকে তলোয়ারটা নিয়ে নিলেন। একটা ধনুক ও একটা তূনীর কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন। আরেকটা তূনীর ও বর্শা যোহরার কাছেই থেকে গেল।

'সব কটাকেই হত্যা করব?' যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসকে জিজ্ঞেস করল।

'দেরি না করে আমাদের এক্ষুনি বেরিয়ে যাওয়া দরকার' – হাবীবুল কুদ্দুস বললেন – 'আমাকে নদী পর্যন্ত নিয়ে চলো।'

যোহরা পথটা দেখে রেখেছে। আগে না দেখলে এপথে বের হওয়ার সাধ্য তাদের ছিল না। যোহরা আগে-আগে হাঁটতে শুরু করল। তারা পা টিপে-টিপে হাঁটছে। কানচারটা একদম খাড়া। যোহরা বর্শা আর হাবীবুল কুদ্দুস তলোয়ার তাক করে রেখেছে।

যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসকে নৌকার কাছে নিয়ে গেল। এটা খ্রিস্টানদের লুকিয়ে-রাখা নৌকা। বাঁধন খুলে দুজনে নৌকায় চড়ে বসল। হাবীবুল কুদ্দুস আস্তে-আস্তে দাঁড় বাইতে শুরু করলেন, যাতে শব্দ না হয়। প্রতিটা মুহূর্তে এবং প্রতিটা পদে ভয়, কোনো-না-কোনো দিক থেকে কেউ বেরিয়ে আসে কি-না কিংবা কোনো দিক থেকে তির ছুটে আসে কি-না। কিন্তু কিছুই হলো না। নৌকা পর্বতমালার সরু পথে বেরিয়ে গেল। নদীর শোর কানে আসতে শুরু করল।

'আল্লাহর নাম নাও যোহরা!' – হাবীবুল কুদ্দুস বললেন – 'আর একটা দাঁড় তুমিও হাতে নাও। তুমি জিহাদে অংশ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলে। আল্লাহ তোমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন। আমরা এখনও বিপদ থেকে বের হইনি। নৌকাটা নদীর মাঝে নিয়ে চলো।'

দুজনে দাঁড় বাইতে শুরু করল। নৌকা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। পর্বতমালার কালো দৈত্যগুলো পিছনে সরে যেতে এবং ধীরে-ধীরে ছোট হতে শুরু করল।

◆◆◆

পানিতে কানায়-কানায় পরিপূর্ণ নীলনদ। সময়টা নদ-নদীর ভরযৌবনের। কূল ঘেঁষে-ঘেঁষে স্রোতের গতিতে চলা নিরাপদ। মাঝে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরা একটার উপর একটা আছড়ে পড়ছে। কাজেই মাঝনদী অনিরাপদ। কিন্তু কূল ঘেঁষে চলায় অন্যদিকে ঝুঁকিপূর্ণ। শত্রুর তির এসে ইহলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারে হঠাৎ। অগত্যা কূল ছেড়ে মাঝপথেই যাওয়া শ্রেয় মনে করলেন হাবীবুল কুদ্দুস।

হাবীবুল কুদ্দুস নৌকার গতি মাঝের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে হঠাৎ অনুভব করলেন, কোনো একটা শক্তি তাকে

www.pathagar.com

নিজের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। শক্তিমান ঢেউ মাথায় করে নৌকাটা উপরে তুলছে, আবার আছড়ে ফেলে দিচ্ছে। স্রোতের গতিতে নৌকা এগিয়ে চলছে তরতর করে। হাবীবুল কুদ্দুস যোহরাকে বললেন– 'ভয় পেও না। আমরা ডুবব না। আমি দিকটা একটু নির্ণয় করে নিই।'

'আপনি আমার চিন্তা করবেন না' – যোহরা বলল– 'ডুবে যদি যাই, তো কী হবে? কাফেরদের নাপাক বেষ্টনি থেকে বেরিয়ে তো এসেছি।'

হাবীবুল কুদ্দুস চোখ তুলে পর্বতমালার দিকে তাকালেন। উঁচু-উঁচু পর্বতগুলো এখন মাটির ঢিপির মতো মনে হচ্ছে। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন– 'আমি এ-জায়গাটা চিনি। এই অঞ্চলেরই একস্থানে আমি আমার বাহিনীকে পাহাড়ি যুদ্ধের মহড়া করিয়েছিলাম। এদিকে নদীর দিকটা সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না। আমরা সোজা কায়রোই যাচ্ছি। নীলনদ আমাদের অতি দ্রুত কায়রো নিয়ে যাচ্ছে। শোকর আদায় করো যোহরা। এটা আল্লাহর সাহায্য। আল্লাহ মানুষের নিয়ত বোঝেন। তবে আমাদের কায়রোর আগে অন্য একজায়গায় থামতে হবে। কিছুদূর আগে নদীর বাঁক আছে। তারই সন্নিকটে আমাদের ফৌজের চৌকি। সামুদ্রিক টহলের জন্য তাদের কাছে অনেক নৌকা আছে। এ-চৌকির সৈন্যদের দ্বারাই আমরা ওদের সবাইকে পাকড়াও করাতে পারব। কিন্তু ওরা তো সজাগ হয়ে যাবে।'

'আমি আশা করি, কাল সন্ধ্যার আগে তাদের একজনেরও ঘুম ভাঙবে না' – যোহরা বলল – 'তারা আমার হাতে মদ খানিকটা বেশিই পান করেছে। আমি ভরা সোরাহি থেকে তাদের যে এক-এক পেয়ালা করে পান করিয়েছি, তাতে খাকি বর্ণের সামান্য পাউডারও মিশিয়ে দিয়েছি।'

'ওটা কী জিনিস?'

'মেয়েদুটোর হৃদয়ে আমি কী পরিমাণ আস্থা অর্জন করে নিয়েছিলাম, তা তো প্রতিরাতে আপনাকে অবহিত করেছি' – যোহরা বলল – 'এই গত কালের ঘটনা। তারা আমাকে হাশিশ দেখিয়ে তার ব্যবহার-প্রণালি বুঝিয়ে দিল। পরে একটা ডিবা খুলে আমাকে এই পাউডারগুলো দেখিয়ে বলল, কোনো-কোনো লোককে অনেক সময় অজ্ঞান করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এখান থেকে সামান্য পাউডার শরবত, পানি কিংবা খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর তাকে যেখানে খুশি তুলে নিয়ে যাও। আজ রাত যখন আমি মটকা থেকে সোরাহি ভরতে গেলাম, তখন ওখান থেকে অর্ধেক পাউডার তাতে মিশিয়ে নিয়েছিলাম। বস্তুটার ক্রিয়া যদি সেরূপই হয়, যেরূপ মেয়েরা বলেছে, তা হলে কাল সন্ধ্যা পর্যন্তও তাদের সংজ্ঞা ফিরে আসবার কথা নয়।'

হাবীবুল কুদ্দুসের চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে শুরু করল। এই অশ্রু আনন্দের। এই অশ্রু আবেগের। এই অশ্রু যোহরার কৃতিত্ব ও সাহসিকতার স্বীকৃতিদানের। তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন– 'আমি তোমাকে অনেক কঠিন পরীক্ষায় ফেলে

www.pathagar.com

দিয়েছিলাম। তোমাকে আমি যে-জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলাম, সে হচ্ছে পাপের, নোংরা, অথচ অত্যন্ত সুদৃশ্য জগত। আমার জন্য তুমি অনেক কুরবানি দিয়েছ।'

'আপনার জন্য নয় – ইসলামের জন্য' – যোহরা বলল – 'আমি আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, আপনি আমাকে এই পবিত্র কর্তব্য পালনের সুযোগ দিয়েছেন। আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না, আমি পাপের সেই চিত্তাকর্ষক জগতে গিয়েও নিজের আঁচলকে পাপ থেকে পবিত্র রেখেছি। ভালোই হলো যে, এখানে নিয়ে আসার পর তারা আমাকে আপনার সঙ্গে নির্জনে থাকতে দিয়েছে। অন্যথায় আপনি আমাকে জানাতে পারতেন না, তারা আপনাকে বিদ্রোহ করাবার জন্য অপহরণ করেছে। আচ্ছা, আপনি কি আমাকে এ-কাজের জন্যই ডেকে পাঠিয়েছিলেন?'

'না' – হাবীবুল কুদ্দুস উত্তর দিলেন– 'এই পরিকল্পনাটা তোমার আসার পরে মাথায় এসেছে। আমি অন্য কিছু চিন্তা করেছিলাম। তোমাকে আমার মুক্তির জন্য ব্যবহার করার পরিকল্পনা ছিল। ইচ্ছা ছিল, তোমাকে বার্তাবাহক বানাব। কিন্তু এখানে এসে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার পর আমার মাথায় এই বুদ্ধিটা এল। তোমার বুদ্ধিমত্তা ও সাফল্যে এখন আমরা মুক্ত। আমরা বাড়াবাড়ি না করে লোকগুলোর প্রতি আস্থা ও সমর্থন জ্ঞাপন করি। আমি জানতাম, খ্রিস্টানরা অস্বাভাবিক চালাক মানুষ। কিন্তু আমরা যদি ঈমান ও হুঁশ-জ্ঞান অটুট রাখি, তা হলে ওরা নির্বোধ। আমার সঙ্গে তুমি যে-লোকটাকে দেখেছিলে, সে নিজেকে মিসরি মুসলমান দাবি করত। আমি প্রথম দিনই বুঝে ফেলেছি, লোকটা খ্রিস্টান এবং আমি খ্রিস্টানদের জালে এসে পড়েছি।'

◆◆◆

মাঝনদীটা এখন পূর্বের চেয়ে বেশি উত্তাল। হাবীবুল কুদ্দুস ও যোহরা পাহাড়ি অঞ্চল থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নৌকাটা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নীলের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়েছে। দাঁড়-বৈঠা কোনো কাজ করছে না। নদীর উতলার তীব্রতায় বোঝা যাচ্ছে, এ-স্থানটায় এসে নদী সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এই সেই বাঁক, যার সম্মুখে মিসরের সামরিক চৌকির অবস্থান। হঠাৎ নৌকাটা দাঁড়িয়ে একটা পাক খেয়ে ঘুরে গেল। হাবীবুল কুদ্দুস বৈঠাটা শক্ত করে ধরে রেখেছেন। নদীর শোর আরও বেড়ে গেছে। নৌকা ঘূর্ণিপাকে পড়ে গেছে। হাবীবুল কুদ্দুস নৌকার নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে ব্যর্থ হলেন। দুই আরোহীসহ নৌকা নীলের অতলে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।

'যোহরা!' – হাবীবুল কুদ্দুস চিৎকার দিয়ে বললেন – 'তুমি আমার পিঠে চড়ে বসো।'

যোহরা হাবীবুল কুদ্দুসের পিঠে সওয়ার হয়ে উভয় বাহু দ্বারা শক্তভাবে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে রাখল।

www.pathagar.com

হাবীবুল কুদ্দুস বললেন– 'আরও শক্ত করে ধরো; আমার থেকে আলাদা হয়ো না।' বলেই পাকের উপর সাঁতরাতে-সাঁতরাতে নৌকা থেকে এমনভাবে লাফিয়ে পড়লেন, যেন ঘূর্ণিপাক থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন।

হাবীবুল কুদ্দুস যোহরাকে নিয়ে পানির মধ্যে চলে গেলেন এবং দেহের সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করে আবার ভেসে উঠলেন। তিনি ঘূর্ণিপাক থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু জায়গাটা বাঁক। উভয় দিকে চড়া। ফলে তরঙ্গ খুব উঁচু ও বিক্ষুব্ধ। যোহরা সাঁতার জানে না। সে আল্লাহর কাছে দু'আ শুরু করল। হাবীবুল কুদ্দুস তাকে পিঠে বহন করে তরঙ্গমালার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তার ও যোহরার মুখ যাতে পানির বাইরে থাকে। কিন্তু বিক্ষুব্ধ ঢেউ বারবারই তাকে ডুবিয়ে উপর দিয়ে অতিক্রম করছে।

উর্মিমালা হাবীবুল কুদ্দুসকে নদীর বাঁক থেকে বের করে নিয়ে গেল। এবার নদীটা চওড়া হয়ে গেছে। হাবীবুল কুদ্দুসের বাহু ও পা অবশ হয়ে গেছে। তিনি শক্তির শেষ বিন্দুটুকু একত্রিত করে এই স্রোত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জোর চেষ্টা চালাতে শুরু করলেন। তিনি অনুভব করলেন, যোহরার বন্ধন ঢিলা হয়ে গেছে। বুঝে ফেললেন, যোহরার মুখ ও নাকের পথে পানি ঢুকে গেছে। তাকে রক্ষা করা ও নিজে সাঁতার কাটা দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তিনি এক হাতে যোহরাকে ধরে সর্বশক্তি ব্যয় করে সাঁতার কেটে খরস্রোত থেকে বেরিয়ে গেলেন। কূল এখনও অনেক দূরে। কিন্তু এখন সাঁতার কাটা সহজ হয়ে গেছে। হাবীবুল কুদ্দুস সাহায্যের জন্য চিৎকার দিতে শুরু করলেন।

হাবীবুল কুদ্দুসের দেহটা নিস্তেজ হয়ে এল। যোহরাও তার হাত থেকে ছুটে যাওয়ার উপক্রম হলো। এমন সময় একটা নৌকা তার দিকে এগিয়ে এল। কানে শব্দ ভেসে এল– 'কে?' হাবীবুল কুদ্দুস শেষবারের মতো অবশ হাতটা উপরে তোলে খপ করে নৌকার কিনারা ধরে ফেলে বলে উঠলেন– 'ওকে আমার পিঠ থেকে তুলে নাও।' নৌকার লোকেরা যোহরাকে টেনে উপড়ে তুলে নিল। মেয়েটা চৈতন্য হারিয়ে ফেলেছে। নৌকাটা তারই বাহিনীর। এখানেই তাদের চৌকি। তারা হাবীবুল কুদ্দুসের ডাকে এদিকে এসেছে।

চৌকিতে পৌঁছে হাবীবুল কুদ্দুস নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন– 'আমি নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুস।' চৌকির কমান্ডার তাকে চিনে ফেললেন এবং যারপরনাই বিস্মিত হলেন। যোহরা অচেতন পড়ে আছে। হাবীবুল কুদ্দুস তাকে উপুড় করে শুইয়ে পিঠ ও পাঁজরে সজোরে চাপ দিলেন। তাতে মুখ ও নাকের পথে অনেক পানি বেরিয়ে গেল। তবে এখনও তার সংজ্ঞা ফেরেনি। হাবীবুল কুদ্দুস কমান্ডারকে বললেন, দুটা বড় নৌকায় দশ-দশজন করে সৈনিক আরোহণ করাও এবং পার্বত্যাঞ্চলের দিকে রওনা হও। তিনি জানালেন, পার্বত্যাঞ্চলের অভ্যন্তরে পুরাতন ও জীর্ণ যে-প্রাসাদটা আছে, তাতে দশ-বারোজন খ্রিস্টান সন্ত্রাসী অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে। তাদের তুলে আনতে হবে। তবে স্থলপথের রাস্তাটা আমার জানা নেই।'

www.pathagar.com

'আমি চিনি' – কমান্ডার বলল– 'স্থলপথে যাওয়াই সহজ হবে।'

বিশজন অশ্বারোহীর সম্মুখে হাবীবুল কুদ্দুস ও চৌকির কমান্ডার। ভোরের আলো এখনও ফোটেনি। আবছা অন্ধকার। তারা পার্বত্য এলাকায় ঢুকে পড়ল। নীরবতার খাতিরে ঘোড়াগুলো বাইরেই রেখে তারা পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল। নদী হাবীবুল কুদ্দুসের দৈহিক শক্তি চুষে নিয়েছিল। তারপরও হাঁটছেন তিনি। স্ত্রীকে অচেতন অবস্থায় চৌকিতে রেখে এসেছেন। তাকে সারিয়ে তোলার চেয়ে বেশি প্রয়োজন সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার। তারা পাহাড়-টিলার সরু অলি-গলি অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর প্রাসাদ চোখে পড়তে শুরু করল।

সবার আগে হাবীবুল কুদ্দুস খ্রিস্টান লোকটাকে দেখতে পেল। তার পাদুটো টলমল করছে। মাথাটা এদিক-ওদিক দুলছে। তাকে পাকড়াও করা হলো। সে বিড়বিড় করে উঠল। সাত-আটজন লোক রাতে যেখানে শুয়ে ছিল, সেখানেই অচেতন পড়ে আছে। এক কক্ষে সুদানি, মিসরি পুরুষদুজন ও মেয়েদুটো বেহুঁশের মতো পড়ে আছে। তারা সব কজন বিবস্ত্র। সৈনিকরা তাদের প্রত্যেককে এবং তাদের মালামাল তুলে নিল। সব কজনকে ঘোড়ার পিঠে তুলে চৌকিতে নিয়ে আসা হলো। এতক্ষণে যোহরারও চৈতন্য ফিরে এসেছে।

দুপুরের পর থেকে বন্দিদের সংজ্ঞা ফিরে আসতে শুরু করল। এখন তারা কায়রোর পথে। লোকগুলো ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা। বিশজন সৈনিক তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হাবীবুল কুদ্দুস তাদের সঙ্গে কোনো কথা বলছেন না। কাফেলা চলতে থাকল।

মধ্যরাতের পর আলী বিন সুফিয়ানের চাকর তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বলল, গভর্নর আপনাকে ডেকেছেন। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে গভর্নরের কক্ষে চলে গেলেন। গিয়াস বিলবিসও সেখানে উপস্থিত আছেন। হাবীবুল কুদ্দুসকে উপবিষ্ট দেখে আলী বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন। হাবীবুল কুদ্দুস সেই সকল সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের নাম বললেন, যাদের ব্যাপারে খ্রিস্টান সন্ত্রাসীদের আস্তানা থেকে জেনে এসেছেন। এরা বিশ্বাসঘাতক। বিদ্রোহ সফল করে তোলার কাজে এদের অংশগ্রহণের কথা ছিল। ভারপ্রাপ্ত গভর্নর তকিউদ্দীনের নির্দেশে তৎক্ষণাৎ লোকগুলোর ঘরে-ঘরে হানা দেওয়া হলো এবং সব কজনকে গ্রেফতার করা হলো। তাদের ঘর থেকে যেসব হিরা-জহরত ও সোনা-মাণিক্য উদ্ধার হলো, তা-ই তাদের অপরাধ প্রমাণিত করে দিল।

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি হাল্‌ব অবরোধের লক্ষ্যে নগরীর সন্নিকটে আল-আখদার নামক স্থানে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছেন। তিনি সিরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে নিজবাহিনীর কিছু সৈন্য তলব করে এনেছেন। হাল্‌ব সম্পর্কে সালারদের বলে রেখেছেন, এই নগরীর সাধারণ মানুষ মরণপণ লড়াই করবে, যেমনটা প্রথমবারের অবরোধে করেছিল। যদিও ভিতর থেকে তাঁর গোয়েন্দারা

www.pathagar.com

রিপোর্ট করেছিল, কয়েক বছরের গৃহযুদ্ধে হাল্‌বের অধিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। সুলতান সতর্ক থাকার পক্ষপাতী। ওখানকার শাসক এখন ইমাদুদ্দীন, যিনি শাসক হিসেবে জনগণের প্রিয় নন। তারপরও সুলতান আইউবি আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত হতে চাচ্ছেন না। তিনি এদিক-ওদিক থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে আল-আখদারে অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

সুলতান আইউবি তাঁর সালারদের সর্বশেষ নির্দেশনা প্রদান করছেন। তিনি জানালেন, কায়রো থেকে দূত এসেছে। দূতের নিয়ে আসা পত্রখানা পাঠ করার পর সুলতানের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন– 'আমার মন বলছিল, হাবীবুল কুদ্দুস আমাকে ধোঁকা দেবে না। আর আল্লাহ ইসলামের প্রতিজন কন্যাকে যোহরার জযবা ও ঈমান দান করুন।'

আলী বিন সুফিয়ান নায়েব সালার হাবীবুল কুদ্দুসের ফিরে আসার পুরো কাহিনী লিখে পাঠিয়েছেন। পত্রে তার স্ত্রী যোহরার কথাও উল্লেখ করেছেন। সুলতান তৎক্ষণাৎ পত্রের উত্তর লেখালেন। তাতে গ্রেফতারকৃত গাদ্দারদের শাস্তির কথাও উল্লেখ করলেন– 'তাদের ঘোড়ার পেছনে বেঁধে ঘোড়া শহরের রাস্তায়-রাস্তায় হাঁকাও। গাদ্দারদের গায়ের গোশত হাড্ডি থেকে আলাদা না হওয়া পর্যন্ত ঘোড়া যেন না থামে।'

দুদিন পর সুলতান আইউবি হাল্‌বের উপর চড়াও হলেন। অবরোধ নয় – আক্রমণ-অভিযান। বড় মিনজানিকের সাহায্যে নগরীর ফটকের উপর পাথর ও তরল দাহ্যপদার্থ নিক্ষেপ করা হলো। নগরীর পাঁচিলের উপর এবং ভেতরেও পাতিল নিক্ষেপ করে অগ্নিতিরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হলো। দেওয়াল ভাঙার জন্য নিয়োজিত সেনারা দেওয়াল ভাঙতে শুরু করল। কিন্তু নগরবাসী ও ফৌজের পক্ষ থেকে তেমন শক্ত প্রতিরোধ এল না।

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন, হাল্‌বের শাসনকর্তা ইমাদুদ্দীনের আমির-উজিরগণ তাঁর সহযোগীদের সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি খ্রিস্টানদের থেকে সামরিক সাহায্য ছাড়াও বহু সোনা-জহরত গ্রহণ করেছিলেন। তার আমির-উজিরদের লোভাতুর দৃষ্টি সেই সম্পদের উপর নিবদ্ধ। ভাগ দাও তো যুদ্ধ করব – অন্যথায় নয়। তারা এমন দাবি-দাওয়া উত্থাপন করে বসল যে, সুলতান আইউবির আক্রমণের ভয়ে আগে থেকেই তটস্থ ইমাদুদ্দীন আরও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

ইমাদুদ্দীন হাল্‌বের দুর্গপতি হুসামুদ্দীনকে এই আবেদন নিয়ে আইউবির কাছে পাঠালেন যে, আপনি আমাকে মসুলের সামান্য একটু অঞ্চল দান করুন। সুলতান আইউবি তার আবেদন মঞ্জুর করে নিলেন। এ-সংবাদ নগরীতে ছড়িয়ে পড়লে জনতা ইমাদুদ্দীনের বাসভবনের সম্মুখে এসে জড়ো হলো। ইমাদুদ্দীন ঘোষণা করে দিলেন, হ্যাঁ, আমি হাল্‌বের ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি; তোমরা প্রতিনিধি পাঠিয়ে আইউবির সঙ্গে বোঝাপড়া করে নাও।

www.pathagar.com

নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইয্যুদ্দীন জুরদুক ও যাইনুদ্দীনকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে সুলতান আইউবির কাছে পাঠালেন। তারা ১১৮৩ সালের ১১ জুন মোতাবেক ৫৭৯ হিজরির ১৭ সফর সুলতান আইউবির কাছে গিয়ে পৌঁছান। তারা হাল্‌বের সকল সৈন্যকে নগরীর বাইরে ডেকে এনে সুলতান আইউবির হাতে তুলে দিলেন। ফৌজের সঙ্গে হাল্‌বের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও আমির-উজিরগণও বেরিয়ে এলেন। সুলতান আইউবি তাদের প্রত্যেককে মূল্যবান পোশাক উপহার দিলেন।

আক্রমণের ষষ্ঠ দিন। সুলতান আইউবি জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল। এমন সময় সংবাদ এল, তাঁর ভাই তাজুল মুল্‌ক – যিনি এই যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন – শাহাদাতবরণ করেছেন। সুলতানের আনন্দ বেদনায় পরিণত হয়ে গেল। তাজুল মুল্‌কের জানাযায় ইমাদুদ্দীনও অংশগ্রহণ করলেন। তারপর তিনি হাল্‌ব থেকে বেরিয়ে গেলেন। সুলতান আইউবি হাল্‌বের শাসনক্ষমতা বুঝে নিলেন।

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের ভাষ্যমতে, যেসব সৈন্য দীর্ঘদিন যাবত লাগাতার যুদ্ধ করে আসছিল, সুলতান ছুটি দিয়ে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে হাল্‌বের প্রশাসনিক কার্যক্রম গোছানোর কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

গন্তব্য তাঁর বাইতুল মুকাদ্দাস।

www.pathagar.com

৫৩৮ হিজরির মহররম মাস। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি দামেশ্‌কে অবস্থান করছেন। আজ মুখটা তাঁর উজ্জ্বল। চোখে আনন্দের ঝিলিক। এর রহস্য তাঁর হাইকমান্ডের সালার ও ঘনিষ্ঠজনরা ভালোভাবেই জানেন। তিনি যখন কোনো ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন তাঁর চোখে-মুখে এই ভাবটা ফুটে ওঠে। যেসব মুসলিম আমির, শাসক ও দুর্গপতি ক্রুসেডারদের বন্ধু হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাদের প্রত্যেককে তিনি নিজের অনুগত ও পক্ষভুক্ত করে ফেলেছেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেন হাল্‌ব ও মসুলের গভর্নর ইয্‌যুদ্দীন ও ইমাদুদ্দীন। কয়েক বছরের গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে তারা সুলতান আইউবির কাছে অস্ত্রসমর্পণ করেছেন। তাদের বাহিনী এখন আইউবির যৌথবাহিনীর অধীন।

সুলতান আইউবি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ফিলিস্তিন-অভিমুখে যাত্রা করার আগে তিনি ঈমানবিক্রেতা মুসলিম আমির-শাসকদের পদানত করবেন, যাতে তারা তাঁর ও প্রথম কেবলার মাঝে প্রতিবন্ধক হতে না পারে। এই প্রতিজ্ঞা পালন করে এখন তিনি দামেশ্‌কে অবস্থান করছেন। তিনি তরবারির জোরে গাদ্দারদের সোজা পথে এনে বলেননি আমি বিজয়ী। বরং তিনি আক্ষেপ করে বলতেন, ইসলামের ইতিহাসের এই অধ্যায়টা খুবই লজ্জাজনক বলে বিবেচিত হবে, যাতে বর্ণনা করা হবে সালাহুদ্দীনের শাসনামল কালো যুগ ছিল; সে-যুগে বাইতুল মুকাদ্দাস ক্রুসেডারদের দখল ছিল আর মুসলমানরা আপসে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। অবশ্য সুলতান বলতেন, গাদ্দারদের পক্ষভুক্ত করে আমি ক্রুসেডারদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছি।

আজ যখন তিনি দামেশ্‌কে তাঁর হাইকমান্ডের সালার-উপদেষ্টা ও অসামরিক কর্মকর্তাদের বৈঠকে তলব করলেন, তখন সবাই তাঁর চেহারায় বিশেষ এক দীপ্তি ও চোখে সেই ঝিলিক দেখতে পেলেন, যা মাঝে-মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। সবাই বুঝে ফেলল, সুলতান তাঁর গন্তব্য-অভিমুখে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। আর সকলের জানা, সুলতানের গন্তব্য বাইতুল মুকাদ্দাস। 'এখন তাঁরই মুখ থেকে শুনতে হবে, কবে কোন সময় যাত্রা শুরু হবে, বিন্যাস কীরূপ হবে এবং পথ কোনটি হবে।'

www.pathagar.com

'আমার বন্ধুগণ!' – সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ভাষণ দিতে শুরু করলেন– 'আপনারা প্রত্যেকে নিশ্চয়ই একথা বলে আমাকে সমর্থন জোগাবেন যে, আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস-অভিমুখে রওনা করতে প্রস্তুত আছি। আপনাদের উদ্দেশে আজ আমি যে-বক্তব্য দেব, সন্দেহ নিরসনের লক্ষ্যে আপনারা আমাকে যেসব প্রশ্ন করবেন, আপত্তি উত্থাপন করবেন, সব আমাদের ইতিহাস হয়ে থাকবে। আমাদের শব্দ-ভাষা, আমাদের অঙ্গীকার ইতিহাসের লিপিতে পরিণত হবে। এই লিপি আমাদের সর্বশেষ প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আমরা জগতে এই ইতিহাসের লেখা রেখে যাব আর মহান আল্লাহর সমীপে নিজেদের আমল নিয়ে উপস্থিত হব। আমরা আমাদের অনাগত প্রজন্ম ও মহান আল্লাহর সমীপে লজ্জিত হব, নাকি সম্মানিত সেই সিদ্ধান্ত আমাদেরকেই নিতে হবে। বিজয়ের গ্যারান্টি আমরা কেউ দিতে পারব না। তবে আমরা প্রত্যেকে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে পারি যে, আমরা লড়াই করব, জীবন দেব – কিন্তু পিঠ দেখাব না।'...

সুলতান আইউবি সকলের প্রতি তাকালেন। তাঁর ঠোঁটে মুচকি হাসি ফুটে উঠেছে। তিনি বললেন– 'আমি আপনাদের আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত করব না। আপনাদের কারও-কারও মনে ভয় থাকতে পারে, আমাদের সৈন্যসংখ্যা ক্রুসেডারদের তুলনায় অনেক কম। তা ছাড়া আমরা নিজভূমি থেকে বহু দূরে যুদ্ধে যাচ্ছি। আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমরা সব সময় অল্প কম নয় – অনেক কম সৈন্য দ্বারা কয়েকগুণ বেশি দুশমনের সঙ্গে লড়াই করেছি এবং বিজয় অর্জন করেছি। যুদ্ধ সংখ্যা দ্বারা নয় – চেতনা ও বুদ্ধি দ্বারা লড়া হয়। ঈমান শক্ত হলে বাহু, তলোয়ার এবং মনও শক্ত হয়ে যায়। আমাদের কাছে ঈমানের কমতি নেই। বুদ্ধিরও অভাব নেই। আপনারা ঈমান অটুট রাখুন এবং শক্তিকে ব্যবহার করুন।'

'আমরা কেউই নিজেদের ও দুশমনের সামরিক শক্তির তুলনা করছি না' – কমান্ডো বাহিনীর সালার সারেম মিসরি দাঁড়িয়ে বললেন। তিনি সঙ্গীদের উপর দৃষ্টি বোলালেন। এক-এক করে সকলের প্রতি তাকালেন। সবাই তাকে সমর্থন জ্ঞাপন করলেন– 'তবে দেখা আবশ্যক, আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস পযন্ত কোন দিক থেকে এবং কোন ধারায় পৌঁছব। সাবধানতা অবশ্যম্ভাবী। আত্মম্ভরিতা পরিহার করে বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে কাজ করতে হবে।'

'আমি আপনাদের এ-কথাটি-ই বলার জন্য তলব করেছি' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি অগ্রযাত্রা ও যুদ্ধের পরিকল্পনা আপনাদের পরামর্শেই প্রস্তুত করেছি আর কয়েক রাত ভাবনা-চিন্তার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, আমাদের প্রথম মনযিল হবে হিত্তিন। আপনারা সবাই হিত্তিনের সামরিক গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত আছেন। ওখানে আমরা সেই ভূখণ্ড পেয়ে যাব, যে-ভূখণ্ডে আমি ক্রুসেডারদের লড়াতে চাই। যুদ্ধে আপনাদের উত্তম বন্ধু সেই ভূখণ্ড, আপনারা যেখানে দুশমনকে টেনে এনে যুদ্ধ করিয়ে থাকেন। এ-কথাটা আমি আপনাদের আগেও বহুবার বলেছি। কথাটা আপনারা হৃদয়ে অঙ্কন করে নিন।

www.pathagar.com

যুদ্ধের জন্য এমন অঙ্গন বেছে নিন, যা আপনাদের উপকার দেবে এবং শত্রুর ক্ষতি করবে। এ-অঙ্গন আমরা হিত্তিনের অঞ্চলে পেয়ে যাব। শর্ত হলো, আমাদেরকে গোপনীয়তা বজায় রেখে দ্রুতগতিতে আগে-ভাগে সেখানে পৌঁছে যেতে হবে এবং দুশমনকে সকল সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে তুলতে হবে।

'হিত্তিনের অঞ্চলে উঁচু ভূমিও আছে, পানিও আছে। আপনারা যদি উঁচু পাহাড় ও পানির উৎসগুলো দখল করে নিতে পারেন, তা হলে ভাবতে পারেন, আপনারা অর্ধেক যুদ্ধ জিতে গেছেন। তবে দুশমনকে সেখানে টেনে নেওয়া সহজ হবে না। আমাদের পরিকল্পনার একটি অংশও যদি অবাস্তবায়িত থাকে, তা হলে গোটা পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যাবে এবং ধ্বংস আমাদের যে-পর্যন্ত নিয়ে যাবে, সেখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসা অসম্ভব হবে। আমার ইচ্ছা, এ-মাসের মাঝামাঝিনাগাদ আমরা দামেশ্ক থেকে রওনা হব। আমি হাল্‌ব ও মিসরে দূত পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা দ্রুততার সঙ্গে যথাসম্ভব কম বিরতি দিয়ে পৌঁছে ফৌজ পাঠাবে, যাদের সঙ্গে আমাদের পথে দেখা মিলবে। আমাদের সব সৈন্যকে একস্থানে সমবেত করতে হবে। বাইরে থেকে আসা এবং এখানকার সৈন্যদের একত্রিত করে এবং তাদের সালারদের পুরো পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিয়ে বণ্টন করতে হবে। আমাদের অগ্রযাত্রা বিভিন্ন অংশের অগ্রযাত্রা হবে। প্রতিটি অংশের পথ আলাদা হবে।

'আমি যথারীতি গোপনীয়তা বজায় রাখার ব্যবস্থা করে রেখেছি। আপনাদের ছাড়া অন্য কারো – কোনো কমান্ডার বা সৈনিকের জানবার প্রয়োজন নেই আমরা কোথায় যাচ্ছি। দুশমনের অঞ্চলে আমাদের গোয়েন্দারা কাজ করছে। তারা দুশমনের খুঁটিনাটি সকল গতিবিধি ও সিদ্ধান্তের সংবাদ আমাদের পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। এখন আবশ্যক হলো, আমাদের অঞ্চলে শত্রুর যেসব গোয়েন্দা আছে, তাদেরকে অন্ধ, বধির ও বিভ্রান্ত বানিয়ে ফেলতে হবে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ তারও ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমি আপনাদের আরও একটি বিষয় বলে দিতে চাই। তা হচ্ছে, ফৌজের একটি অংশ আমার সঙ্গে থাকবে। আমি তাদের কার্ক নিয়ে যাব।'

সুলতান আইউবি হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন। তার মাথাটা নুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর মাথাটা ঝটকা দিয়ে উপরে তুলে বললেন– 'চার বছর আগে আমি একটি কসম খেয়েছিলাম; সেই কসম আমাকে পূরণ করতে হবে।'

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির সেই কসম ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি চার বছর আগের সেই ঘটনাটি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। আপনারা পড়ে এসেছেন, খ্রিস্টান শাসকগণ এমনই চরিত্রহীন ছিলেন যে, তারা মুসলমানদের কাফেলা লুণ্ঠন করতেন। এই অপকর্মটা তারা সৈন্যদের দ্বারা করাতেন। হজযাত্রীদের কাফেলা হেজাজ যাওয়া-আসার সময় তারা পথে-পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকত। এক খ্রিস্টান সম্রাট প্রিন্স অর্নাত – যিনি সে-সময় কার্কের শাসক

www.pathagar.com

ছিলেন – নিজের আদেশে এবং নিজের বিশেষ বাহিনী দ্বারা এ-কাজ করাতেন। এই অপকর্মের জন্য তিনি গর্বও করে বেড়াতেন। কোনো হজকাফেলা লুণ্ঠন করাতে পারলে তিনি এমনভাবে উল্লাস প্রকাশ করতেন, যেন বড় ধরনের বিজয় অর্জন করে ফেলেছেন। শুধু মুসলমান ঐতিহাসিকরা-ই নন – ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকরাও তার এই দস্যুবৃত্তির কাহিনী বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

১১৮৩ কি '৮৪ সালের ঘটনা। অর্নাতের বাহিনী হেজাজ থেকে মিসরগামী একটি হজকাফেলার উপর আক্রমণ চালাল এবং কাফেলা লুট করল। মিসরি কাহিনীকার মুহাম্মদ ফরিদ আবু হাদীদ লিখেছেন, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির এক কন্যাও উক্ত কাফেলায় ছিল। তবে আর কোনো ঐতিহাসিক উক্ত কাফেলায় সুলতান আইউবির কন্যা থাকার কথা উল্লেখ করেননি। একজন ঐতিহাসিক শুধু এটুকু লিখেছেন যে, সুলতান আইউবি যখন অর্নাত-বাহিনীর হজকাফেলা লুণ্ঠনের এবং কয়েকটা মেয়ের অপহরণের সংবাদ পেলেন, তখন তিনি গর্জে উঠে বলেছিলেন– 'ওরা আমার কন্যা; আমি এর প্রতিশোধ নেব।'

কাফেলায় কয়েকটা যুবতী মেয়ে ছিল। খ্রিস্টানরা তাদের তুলে নিয়ে গেল। তখনই সুলতান আইউবি কসম খেয়েছিলেন– 'অর্নাতকে আজ থেকে আমি আমার ব্যক্তিগত শত্রু মনে করছি। আমি কসম খাচ্ছি, তার থেকে আমি নিজহাতে এর প্রতিশোধ নেব।'

সবাই জানেন, তাদের সুলতান এই ধারায় ও এই ভঙ্গিতে কখনও কথা বলেননি। তিনি উত্তেজিত হয়ে কথা বলা এবং আবেগ দ্বারা তাড়িত হওয়া পছন্দ করেন না। তাঁর প্রতিটি উক্তি সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। আজ যখন তিনি প্রতিশোধের কসম খেলেন, সকলে বুঝে ফেললেন, এটা সুলতানের প্রত্যয় এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এমনিতে প্রত্যেক খ্রিস্টান সম্রাটই ইসলামের দুশমন। কিন্তু অর্নাতের বাড়তি একটা অপরাধ হলো, তিনি ইসলাম ও রাসূলে পাক (সা.) সম্পর্কে অপমানজনক উক্তি করে থাকেন। মুসলিম বন্দিদের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে রাসূলে আকরামকে (সা.) গালাগাল করেন এবং বলেন– 'ডাক তোদের কাবার প্রভূকে; এসে তোদের সাহায্য করুক। পাঠ কর তোদের রাসূলের কালেমা; তোরা মুক্ত হয়ে যা।' তারপর তিনি অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন। তার এই চরিত্র সম্পর্কে সুলতান আইউবি অবহিত ছিলেন। তাই যখনই তিনি অর্নাত নামটা উচ্চারণ করতেন, তার প্রতি মন ভরে ঘৃণা প্রকাশ করতেন।

আজ চার বছর পর সুলতান আইউবি যখন খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সেনা-অভিযানের জন্য সালারদের দিঙ্‌নির্দেশনা প্রদান করছেন, তখন তাদের উক্ত ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন– 'ওই হতভাগ্য কাফেরটা থেকে আমাকে নিজহাতে প্রতিশোধ নিতে হবে। আল্লাহ আমাকে আমার রাসূলের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার সাহস ও সুযোগ দান করুন।' তিনি সালারদের আরও নির্দেশনা দিতে গিয়ে বললেন– 'আমি আশা করছি, আমরা তিন মাস পর সেই মওসুমে হিত্তিন গিয়ে উপনীত হব, যখন সূর্যের কিরণ পানির ফোঁটাকে

www.pathagar.com

বালিকণায় পরিণত করে দেয় এবং যখন বালির সেই জ্বলন্ত কণাগুলো মানুষকে সিদ্ধ করে ফেলে এবং বালুকাময় প্রান্তরে মরিচিকা আর আকাশে উড়ন্ত বালুকণা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। আমি ক্রুসেডারদের সেই সময় যুদ্ধ করতে বাধ্য করব, যখন সূর্য মাথার উপর থাকবে। ক্রুসেডাররা লোহার বর্ম ও শিরস্ত্রাণে ঝলসে যাবে। তারা আমাদের তির-তরবারি-বর্শার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে লোহার যে-পোশাকটা পরে থাকে, সেটা প্রত্যেক ক্রুসেডারের জন্য জাহান্নামে পরিণত হয়ে যাবে।'

যুদ্ধের জন্য সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি জুন-জুলাই মাসকে নির্বাচন করেছেন। ইতিহাসবিদ ও ইউরোপীয় যুদ্ধবিষয়ক বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকগণ সুলতান আইউবির এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। এই সময়টায় মরুভূমি চুল্লি থেকে বের করা লোহার মতো গরম থাকে। ক্রুসেডার সৈন্যরা লোহার পোশাকের নিচে সংরক্ষিত থাকে। তাদের নাইটরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত বর্মপরিহিত থাকে। তির-তরবারি তাদের উপর কোনো ক্রিয়া করতে পারে না। কিন্তু সুলতান আইউবি তাদের এই নিরাপত্তাবলয়টাকে তাদের মস্ত এক দুর্বলতায় পরিণত করে দিলেন। একে তো তিনি গেরিলা ধরনের যুদ্ধ করতেন। স্বল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা দুশমনের পার্শ্বর উপর বিদ্যুদ্গতিতে আক্রমণ চালাতেন। তারা কাজ সেরে চোখের পলকে উধাও হয়ে যেত। তার এই কৌশলের কারণে দুশমনকে ছড়িয়ে যেতে এবং চলার গতিবেগ বাড়িয়ে দিতে হতো। কিন্তু এ বর্ম-শিরস্ত্রাণের কারণে তারা প্রয়োজন অনুপাতে দ্রুত দৌড়াতে পারত না। বিপরীতে সুলতান আইউবির সৈন্যদের এই সমস্যাটা ছিল না।

সুলতান আইউবি আরেকটি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন যে, তিনি যুদ্ধ তখন শুরু করবেন, যখন সূর্য মাথার উপর থাকবে এবং মরুভূমি জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হবে। এ-সময়টায় বর্ম চুলার মতো উত্তপ্ত হয়ে যায়। পিপাসায় গলা শুকিয়ে যায়। অথচ পানি থাকবে সুলতান আইউবির দখলে। মরুভূমির ঝলসানো উত্তাপ ইসলামি বাহিনীর জন্যও সমস্যা সৃষ্টি করত। কিন্তু তাদের পোশাক হতো হালকা-পাতলা। তা ছাড়া সুলতান আইউবির প্রশিক্ষণ ছিল অত্যন্ত কঠিন। তিনি উট-ঘোড়া ও সমস্ত বাহিনীকে দীর্ঘ সময়ের জন্য মরুভূমিতে রেখে দিতেন এবং নিজেও তাদের সঙ্গে অবস্থান করতেন। তিনি তাঁর ফৌজকে খাবার-পানি ছাড়া থাকারও প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছেন। তিনি রমযান মাসে প্রশিক্ষণ ও মহড়া বেশি করাতেন এবং বলতেন– 'এই পবিত্র মাসে মহান আল্লাহ আপন হাতে আমাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।'

দৈহিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও তিনি সৈনিকদের মানসিক, বরং আত্মিক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তিনি সৈনিকদের বুঝ দিতেন, তোমরা আল্লাহর সৈনিক এবং ইসলামের প্রহরী। তোমরা কোনো রাজা কিংবা সুলতানের কর্মচারী নও। তিনি গনিমতের সম্পদ সৈনিকদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। কিন্তু বুঝ দিতেন, যুদ্ধ গনিমতের জন্য লড়া হয় না এবং গনিমত জিহাদের

www.pathagar.com

পুরস্কারও নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল আত্মমর্যাদাবোধ, যা তিনি সমগ্র বাহিনীর মধ্যে সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। যেসব মুসলিম মেয়েকে খ্রিস্টানরা তুলে নিয়ে যেত, সুলতান আইউবি তাদের কথা বেশি-বেশি স্মরণ করতেন এবং সেই মুসলিম নারীদেরও, যারা খ্রিস্টান অধিকৃত অঞ্চলে তাদের হিংস্রতার শিকার হয়ে জীবন অতিবাহিত করছিল।

'যে-জাতি জাতির শহীদ ও মজলুম কন্যাদের ভুলে যায়, সেই জাতির ভাগ্যে কাফেরদের গোলামি লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।' কথাটা সুলতান আইউবি সব সময় মুখে আওড়াতেন। তিনি সৈনিকদের মাঝে ঘোরাফেরা করতেন, তাদের গল্প-গুজব ও খেলাধুলায় অংশ নিতেন। বলতেন– 'প্রতিশোধ সৈন্যরাই নিয়ে থাকে। ফৌজ যদি দায়িত্ব পালন না করে, তা হলে তাদের জন্য এ-জগতেও লাঞ্ছনা, পরজগতেও লাঞ্ছনা।'

◆◆◆

বড় ক্রুশটা সম্মুখে রাখা। পাশে দণ্ডায়মান ক্রুশের মোহাফেজ, যিনি আক্রার প্রধান পাদরি। খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে এটি সেই আসল ক্রুশ, যার উপর হযরত ঈসাকে (আ.) শূলি দেওয়া হয়েছিল। তারা মনে করে, এ-ক্রুশের গায়ে এখনও হযরত ঈসা (আ.)-এর রক্তের দাগ আছে। একে 'বড় ক্রুশ' বলা হয়। এ-কারণেই আক্রার পাদরিকে 'বড় ক্রুশের মোহাফেজ' বলা হয় এবং তার আদেশ-নিষেধ সম্রাটদের আদেশ-নিষেধ অপেক্ষা বেশি গুরুত্ব পায়। খ্রিস্টান সম্রাটগণও তার আদেশ-নিষেধ মান্য করেন। খ্রিস্টান ও ইহুদি মেয়েদের তারই অনুমতিক্রমে মুসলমানদের অঞ্চলে গুপ্তচরবৃত্তি, চরিত্রহনন ইত্যাদি কাজের জন্য প্রেরণ করা হয়। যে-মেয়ে এ-কাজের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে দায়িত্ব পালনে রওনা হয়, ক্রুশের মহান মোহাফেজ তাকে দু'আ দিয়ে বিদায় জানান। সেই মেয়েদের থেকে বড় ক্রুশের উপর হাত রাখিয়ে আনুগত্য ও ক্রুশকে ধোঁকা না দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নেওয়া হয়। এরূপ প্রতিজ্ঞা খ্রিস্টান ফৌজের প্রতিজন অফিসার ও সৈনিকের থেকেও নেওয়া হয়। শেষে এমনি ছোট্ট একটি ক্রুশ তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

নাসেরা নামক একটা জায়গায় খ্রিস্টান সম্রাটগণ সমবেত হয়েছেন। তাদের মধ্যে গাই অফ লুজিনান, রেমন্ড অফ ত্রিপোলি, গ্র্যান্ড মাস্টার জেরাড, মাউন্ট ফেরাত, হামফ্রে অফ তুরান, এমাল্‌রিক ও প্রিন্স অর্নাত অফ কার্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কনফারেন্সে আক্রার পাদরিও উপস্থিত আছেন। হলঘরটা কাপড়ের তৈরী একটি সুদৃশ্য প্রাসাদ। প্রাসাদেরই মতো তার কক্ষ, বারান্দা, গলি। রং-বেরঙের বাতির আলো বিদ্যমান। সব মিলে হলটা মর্মরনির্মিত প্রাসাদের চেয়েও বেশি সুদৃশ্য ও মনোরম। তারই আশপাশে মেহমানদের থাকার জায়গা, নাইট ও সৈন্যদের তাঁবু। মদের মটকার সঙ্গে আছে সেসব রূপসী মেয়ে, যাদের জাদুকরী রূপ ভাইকে ভাইয়ের এবং পিতাকে পুত্রের শত্রুতে পরিণত করে।

www.pathagar.com

একটা শামিয়ানার তলে বড় ক্রুশটা রাখা আছে। তার সামনে খ্রিস্টান সম্রাটগণ, তাদের সেনাপতি ও নির্বাচিত নাইটগণ উপবিষ্ট। সবাই জানেন, এটি একটি ঐতিহাসিক সমাবেশ এবং এখানে ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায় রচিত হতে যাচ্ছে।

এ-অধ্যায়ের শিরোনাম 'সালাহুদ্দীন আইউবিকে চিরতরে শেষ করে দাও'।

'ক্রুশের প্রহরীগণ!' – আক্রার পাদরি বললেন – 'এ হচ্ছে সেই ক্রুশ, যার গায়ে হাত রেখে তোমরা সবাই শপথ নিয়েছ। আজ এই ক্রুশ আক্রা থেকে তোমাদের সম্মুখে এ-কারণে রাখা হয়েছে, যাতে তার সঙ্গে তোমরা যে-অঙ্গীকার করেছ, তা যেন তাজা হয়ে যায়। আজ তোমাদেরকে এক রক্তক্ষয়ী ও সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই যুদ্ধ তোমাদেরকে লড়তেই হবে। তোমরা সবাই যোদ্ধা, সবাই সেনাপতি। তোমাদের জীবন রণাঙ্গনে অতিবাহিত হয়েছে। আমি সেই অঙ্গনের লোক নই। আমি তোমাদের ধর্মের নেতা। আমি তোমাদের বলতে এসেছি, সালাহুদ্দীন আইউবিকে পরাজিত করে আরব বিশ্বে ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জেরুজালেম আমাদের আছে এবং থাকবে। আমাদেরকে মক্কা-মদীনাও দখল করতে হবে এবং এই পবিত্র ক্রুশকে মুসলমানদের কা'বাঘরে স্থাপন করতে হবে, তাকে ঈসা মসীহর উপাসনালয় বানাতে হবে।

'মনে রেখো, তোমরা মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে পৌঁছে গিয়েছিলে। কিন্তু মুসলমানরা তোমাদের আর এগুতে দেয়নি। মুসলমানরা তাদের পবিত্র ভূমির সুরক্ষার জন্য যে-উন্মাদনার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, তোমাদেরও সেই উন্মাদনার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। সালাহুদ্দীন আইউবির দৃষ্টি জেরুজালেমের উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে। সে বলছে, এটা বাইতুল মুকাদ্দাস। এটা নাকি তাদের প্রথম কেবলা। তোমরা যদি তার থেকে জেরুজালেমকে রক্ষা করতে চাও, তা হলে মক্কার উপর দৃষ্টি রাখো। মনে এ-কথাটা জাগরূক রাখো, আমাদের যুদ্ধ সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে নয় – এটি ক্রুশ বনাম ইসলামের লড়াই। এটি দুটি ধর্মের, দুটি বিশ্বাসের যুদ্ধ। এই যুদ্ধে যদি আমরা জয়ী হতে না পারি, তা হলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম লড়াই করবে। তারাও যদি ইসলামের বিনাশ ঘটাতে না পারে, তা হলে তাদের পরের প্রজন্ম যুদ্ধ করবে। দুটি ধর্মের একটির পতন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকবে। তবে পতন ইসলামেরই হবে এবং সমগ্র পৃথিবীতে ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

'মুসলমানদের পরাজিত করতে আমরা অন্য পন্থাও ঠিক করে রেখেছি। কিন্তু সেটি এখনও সফল হয়নি। তোমাদের সকলেরই জানা থাকবে সেই অভিযানে আমরা কী পরিমাণ মেয়ে নষ্ট করেছি। বিপুল পরিমাণ সম্পদ এবং অস্ত্রও হারিয়েছি। এসব সম্পদ ও অস্ত্র আমরা সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে মুসলিম আমিরদের পেছনে ব্যয় করেছি। সেসব মেয়ে ও হিরা-জহরতের বিনিময়ে আমরা এটুকু অর্জন করেছি যে, মুসলমানদের মাঝে মদ ও বিলাসিতার স্বভাব

www.pathagar.com

গড়ে উঠেছে। তারই বদৌলতে আমরা তাদের ছয়-সাত বছর যাবত আপসে যুদ্ধ করিয়ে চলছি। তাদের গৃহযুদ্ধ থেকে আমরা এটুকু লাভবান অবশ্যই হয়েছি যে, মুসলমানদের সামরিক শক্তি বহুলাংশে নষ্ট হয়ে গেছে এবং আইউবির অনেক অভিজ্ঞ ও দক্ষ সৈনিক ও কমান্ডার মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এই গৃহযুদ্ধ থেকে আমরা এই স্বার্থও উদ্ধার করেছি যে, সাত-আট বছর যাবত আমরা সালাহুদ্দীন আইউবিকে তার নিজ-অঞ্চল থেকে বের হতে দিইনি। এই সময়টায় আমরা যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি এবং জেরুজালেমের প্রতিরক্ষা এত শক্ত করে তুলেছি যে, আইউবির পক্ষে জেরুজালেমের পথে পা রাখাই অসম্ভব হয়ে গেছে।

'কিন্তু গৃহযুদ্ধের আগে আইউবির অবস্থা যেমন ছিল, এখন সেই অবস্থা সে পুনরায় অর্জন করে নিয়েছে। সে হাল্‌ব-মসুলের সৈন্যদেরও পেয়ে গেছে। সকল মুসলিম আমির তার সমর্থক হয়ে গেছে। মুজাফফর উদ্দীন ও কাকবুরির মতো সালার – যারা তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং আমাদের বন্ধু হয়ে গিয়েছিল – তার কাছে চলে গেছে। সে গাদ্দারদের এমন দুর্বল ও অসহায় করে তুলেছে যে, এখন আর তারা আমাদের কোনো কাজে আসছে না। এখন এমন কোনো মুসলিম শাসক অবশিষ্ট নেই, যে সালাহুদ্দীন আইউবির উপর পেছন থেকে হামলা চালাবে। আমরা হাশিশিদেরও পরীক্ষা করে দেখেছি। চার-পাঁচটা সংহারী আক্রমণেও তারা আইউবিকে হত্যা করতে পারেনি। এখন আমাদের এ-ছাড়া আর কোনো গতি, আর কোনো পথ অবশিষ্ট নেই যে, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আইউবির উপর আক্রমণ চালাব। কিন্তু আমাদের সেনাপতিরা পরামর্শ দিয়েছে, আক্রমণ যেন তাকে আগে করতে দিই। তারা আমাকে এর দুটি কারণ বর্ণনা করেছে। এক হচ্ছে, তার বাহিনীকে এত দূরে নিয়ে যাওয়া দরকার, যেখানে রসদের পদ রুদ্ধ ও বিপজ্জনক হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় কারণ, সালাহুদ্দীন আইউবি যে-ধারায় যুদ্ধ করে, তাতে আমরা আমাদের সৈন্যদের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়ে পড়ি। এখন যেহেতু দুশমনের অঞ্চলে আমাদের কোনো সহযোগী রইল না, তখন আক্রমণের ঝুঁকি আমাদের বুঝে-শুনেই নিতে হবে।

'আমাদের বেশি অপেক্ষা করতে হবে না। গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুসারে সালাহুদ্দীন আইউবি জেরুজালেম-অভিমুখে রওনা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছে। এখন তোমাদের দেখতে হবে, সে কোন পথে আসে। সোজা জেরুজালেমের দিকে আসে, না কী করে। এই বাস্তবতা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, তার বিরুদ্ধে একা লড়াই করে আমরা পেরে উঠব না। এখন তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছ। বড় ক্রুশকে এখানে টেনে আনার উদ্দেশ্য হলো, তোমরা সবাই একসঙ্গে ক্রুশের উপর হাত রেখে শপথ নাও, তোমরা দুশমনের বিরুদ্ধে একপ্রাণ হয়ে যুদ্ধ করবে এবং ইসলামের পতন না ঘটা পর্যন্ত ঘরে ফিরবে না।'

সবাই উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুশের গায়ে হাত রাখল এবং আক্রার পাদরির উচ্চারিত বাক্যগুলো আওড়িয়ে শপথ নিল।

www.pathagar.com

◆◆◆

খ্রিস্টান সম্রাটদের ঘুম ভাঙতে পরদিন অনেক বেলা হয়ে গেল। রাতের বৈঠকের পর তারা মদ-নারী আর নাচ-গানে মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। প্রত্যেকে আপন-আপন পছন্দের নারীটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। তাদের মনমাতানো রূপ, অর্ধনগ্ন দেহ, বিক্ষিপ্ত রেশমি চুল, হৃদয়কাড়া নাচ আর মদ এই ভূখণ্ডকে ভূস্বর্গে পরিণত করে ফেলল। পরদিন সূর্যোদয় হয়ে গেছে। কিন্তু গভীর সুষুপ্তি খ্রিস্টানদের এই রাজকীয় ক্যাম্পে কবরের নীরবতা আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

প্রিন্স অর্নাতের তাঁবু থেকে এক তরুণী বের হলো। অতিশয় রূপসী ও দীর্ঘাঙ্গিনী মেয়ে। আকর্ষণীয় গাত্রবর্ণ। টানা-টানা কাজলকালো চোখদুটোয় যেন জাদুর ক্রিয়া। এই রং আর এই চোখ খ্রিস্টান কিংবা ইহুদি মেয়েদের নয়। সুদান, মিসর কিংবা দামেশ্‌কের মেয়ে বলে মনে হলো। মেয়েটা অবর্ণনীয় রূপসী হওয়ার পক্ষে এটুকু প্রমাণই যথেষ্ট যে, প্রিন্স অর্নাত তাকে পছন্দ করে সঙ্গে এনেছেন।

মেয়েটাকে দেখে এক বৃদ্ধা চাকরানি দৌড়ে তার কাছে চলে গেল। এখানে সম্রাটদের চাকর-চাকরানিদের সংখ্যা এখানকার সেনাসংখ্যা অপেক্ষা বেশি। অর্নাত মেয়েটাকে প্রিন্সেস লিলি বলে ডাকেন। আকারে-গঠনে, উচ্চতায়-অবয়বে তাকে রাজকন্যাই মনে হলো। সে চাকরানিকে বলল– 'শুধু আমার জন্য তাড়াতাড়ি নাস্তা নিয়ে আসো আর গাড়ি প্রস্তুত করো; আমি ভ্রমণে যাব।'

অর্নাত গভীর ঘুম ঘুমিয়ে আছেন। জাগ্রত হতে তার কোনো তাড়া নেই। শুধু পাদরি সকাল-সকাল জাগ্রত হয়ে উপাসনা সেরে আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন। লিলির এখন কোনো কাজ নেই। নাস্তা আসতে-আসতে সে প্রস্তুত হয়ে গেল। খাওয়া শেষ হতে-না-হতে গাড়িও এসে হাজির। দুই ঘোড়ার সুদৃশ্য গাড়ি। কার্ক থেকে অর্নাতের সঙ্গে এ-গাড়িতে করেই এসেছিল সে।

গাড়িতে চড়ে বসার আগে মেয়েটা গাড়োয়ানকে বলল– 'এই এলাকাটা খুবই সুদৃশ্য ও মনোরম লাগছে। আমি ভ্রমণে যেতে চাই। তুমি কি অঞ্চলটা চেন?'

'ভালোভাবেই চিনি প্রিন্সেস' – গাড়োয়ান উত্তর দিল – 'আপনি যদি ভ্রমণে যেতে চান, তা হলে তির-ধনুক-তূনীরও নিয়ে নিই। শিকারও খেলতে পারবেন। এই অঞ্চলে হরিণ বেশি নেই বটে; তবে মাঝে-মাঝে দেখাও যায়। অনেক খরগোশ আছে, পাখিও আছে।'

লিলি মুচকি হেসে বলল– 'তুমি কি আমাকে তিরন্দাজ মনে করছ? আচ্ছা যাও; নিয়ে আসো।'

'কোনো সমস্যা নেই' – গাড়োয়ান বলল – 'আপনি যুদ্ধে তো আর যাচ্ছেন না। শিকারের গায়ে ছোড়া তির যদি ব্যর্থ যায়, তা হলে সমস্যার কী আছে?

গাড়োয়ান ছুটে গিয়ে তির-ধনুক-তূনীর নিয়ে এল।

গাড়ি ছাউনি থেকে অনেক দূরে চলে গেল। এলাকাটা সবুজ-শ্যামল। গাছ-গাছালিও আছে অনেক। আছে উঁচু-উঁচু টিলা-টিপি। সময়টা মার্চ-এপ্রিল।

www.pathagar.com

বসন্তকাল। তাতে এলাকাটা অধিকতর সুদৃশ্য হয়ে উঠেছে। গাড়ি ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলছে। লিলির কথায় একটা ঝাড়ের নিচে গাড়ি থেমে গেল। লিলি নেমে পড়ল। গাড়োয়ানের নাম সায়বাল। ধর্মে খ্রিস্টান এবং উক্ত অঞ্চলেরই অধিবাসী। বয়স ত্রিশের কিছু বেশি। সুদর্শন ও দীর্ঘকায় যুবক। এসব দেখেই অর্নাত তাকে নিজের গাড়ির চালক হিসেবে নির্বাচন করেছেন। লিলিরও লোকটা বেশ পছন্দ। প্রাণোচ্ছল ও অনুগত লোক। লিলির অর্নাতের সান্নিধ্যে আসার এক বছর পর সায়বাল তাদের কাছে এসেছিল।

'আচ্ছা, মুসলমানদের সীমান্ত কোথা থেকে শুরু হয়েছে?' লিলি গাড়ি থেকে নেমে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করল।

'কোনো ফৌজ যে-স্থানে পৌঁছে ছাউনি ফেলে অবস্থান গ্রহণ করে, সেটিই তাদের সীমানা হয়ে যায়' – গাড়োয়ান উত্তর দিল – 'আমি আপনাকে এটুকু বলতে পারব, এখান থেকে আট-দশ মাইল দূরে সমুদ্রের দিকে বিস্তীর্ণ একটা ঝিল আছে। তার নাম গ্যালিলি। তারই কূলে তাবরিয়া নামক একটা পল্লী। তার থেকে খানিক এদিকে হিত্তিন নামে বিখ্যাত একটা গ্রাম। ওই ঝিলটা অতিক্রম করে গেলেই মুসলমানদের অঞ্চল শুরু।'

'তার মানে মুসলমানদের অঞ্চল এখান থেকে বেশি দূরে নয়' – লিলি বলল – 'আমরা কি গাড়িতে করে ঝিল পর্যন্ত যেতে পারব?'

'আমরা কার্ক থেকে ঘোড়াগাড়িতে করে এসেছি' – সায়বাল বলল– 'ঝিল অনেক কাছের এলাকা। ঘোড়া ক্লান্তি ছাড়াই সে-পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারবে।'

লিলি কৌতূহলী কিশোরীর মতো পথ-ঘাট জিজ্ঞেস করতে শুরু করল। গাড়োয়ান মাটিতে রেখা টেনে নকশা এঁকে তাকে রাস্তা বোঝাতে শুরু করল।

'এখান থেকে দামেশ্‌ক যাওয়ারও তো পথ আছে, না?' লিলি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ; আছে' বলে গাড়োয়ান তাকে দামেশ্‌কের পথও বুঝিয়ে দিল।

◆◆◆

লিলি তূনীর থেকে তির বের করে ধনুকে সংযোজন করে গাছে পাখি দেখতে শুরু করল। ওই এক গাছে কী একটা পাখি যেন বসে আছে। লিলি তির ছুড়ল। কিন্তু তার আক্রমণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। লিলি অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। গাড়োয়ান এগিয়ে এসে নিশানা ঠিক করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিল। লিলি এদিক-ওদিক কয়েকটা তির ছুড়ল।

'আরও সামনে চলো' – লিলি গাড়িতে চড়ে বসতে-বসতে বলল – 'কোথায় হরিণ আছে, সেখানে চলো। হরিণ তো মারতে পারব।'

সায়বাল লিলিকে আরও দেড়-দু-মাইল দূরে নিয়ে গেল। একজায়গায় গাড়ি থামিয়ে বলল, একটু অপেক্ষা করুন; হরিণ কিংবা খরগোশ পেয়ে যাবেন। বলেই সায়বাল একদিকে চলে গেল। পা-বিশেক দূরে একটা গাছ আছে। সায়বাল তার সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রিন্সেস লিলির জন্য হরিণ-খরগোশ খুঁজতে লাগল। তার পিঠটা লিলির দিকে। লিলি ধনুকে তির সংযোজন করল।

www.pathagar.com

তারপর সায়বালের পিঠটাকে নিশানা বানাল। কেউ দেখলে এটাই ভাবত, মেয়েটা ঠাট্টা করছে। সে ধনুক টেনে ধরল। তার হাতে ধনুকটা কাঁপছে। একটা চোখ বন্ধ করে সায়বালের পিঠটা নিশানা বানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

লিলি ধনুকটা আরও টেনে ধরে তিরটা ছুড়ে দিল। তির সায়বালের কাঁধ ঘেঁষে গাছটার ডালে গিয়ে গেঁথে গেল। সায়বাল হঠাৎ চকিত হয়ে মোড় ঘুরিয়ে তাকাল। প্রথমে গাছের ডালে গেঁথে-যাওয়া-তিরটার প্রতি এবং পরে লিলির দিকে তাকাল। লিলি হাসছে না। তার চেহারায় গাম্ভীর্য, যেমনটা সায়বাল ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি। তবু সে হেসে বলল– 'আপনি বুঝি আমাকে তিরের নিশানা বানিয়ে অনুশীলন করছেন?' বলেই সে লিলির দিকে এগিয়ে যেতে উদ্যত হলো।

লিলি ঝটপট তূনীর থেকে আরও একটা তির বের করে ধনুকে সংযোজন করে বলে উঠল– 'থামো, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো; এদিক-ওদিক হয়ো না।'

সায়বাল দাঁড়িয়ে গেল। লিলি ধনুকটা সামনে নিয়ে টেনে ধরল। সায়বাল চিৎকার করে বলে উঠল– 'প্রিন্সেস! এ আপনি কী করছেন!'

লিলির ধনুক থেকে তির বেরিয়ে গেল। সায়বালের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ। সে বসে পড়ল। তিরটা শাঁ শব্দ তুলে তার পাশ ঘেঁষে অতিক্রম করে গেল। সায়বাল লিলির মর্যাদা ও নিজের অবস্থানের কথা ভুলে গেল। লিলি তূনীর থেকে আরও একটা তির বের করতে উদ্যত হলো। সায়বাল অতি দ্রুততার সঙ্গে তার দিকে ছুটে গেল। অত তাড়াতাড়ি তির বের করে ধনুকে সংযোজন করার অভিজ্ঞতা লিলির নেই। সায়বাল তার দিকে এগিয়ে এলে সে দৌড়ে আড়ালে চলে গেল। কিন্তু সায়বাল তো পুরুষ এবং তাগড়া যুবক। পৌঁছে গিয়ে সে লিলিকে ধরে হাত থেকে ধনুকটা আর কাঁধ থেকে তূনীরটা কেড়ে নিল।

'আমি সেই দাস শ্রেণীর মানুষ নই, যাদের উপর তাদের মনিবরা সব রকম অবিচার করে থাকেন' – সায়বাল বলল এবং ধনুকে একটা তির সংযোজন করে লিলির প্রতি তাক করে ধরল– 'আপনি কি আমার উপর তীর অনুশীলন করতে চাচ্ছেন? না-কি এটা আমার আন্তরিক সেবা ও আনুগত্যের প্রতিদান?'

লিলির মুখে কোনো উত্তর নেই। মেয়েটার ওষ্ঠাধর কাঁপছে। তার চোখে অশ্রু নেমে এসেছে। সায়বাল ধনুকটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে ধীর পায়ে লিলির দিকে এগিয়ে গেল।

'আমি বুঝতে পারলাম না, আপনি আমার উপর কেন তির চালালেন এবং কেনইবা আপনার চোখে অশ্রু নেমে এল?' সায়বাল জিজ্ঞেস করল।

'তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পার?' লিলি এমন এক কণ্ঠে বলল, যেটি কোনো রাজকন্যার কণ্ঠ নয়। এটি এক ভয়-পাওয়া সাধারণ মেয়ের কণ্ঠ।

'আপনার জন্য আমি জীবনও দিতে পারি' – সায়বাল বলল – 'বলুন আপনার কীরূপ সাহায্যের প্রয়োজন?'

www.pathagar.com

'পুরস্কার দিয়ে লাল করে দেব' – লিলি বলল – 'প্রতিদান হিসেবে আমাকে দাবি করবে, তো তাও মেনে নেব। তুমি আমাকে গ্যালিলি ঝিলের ওপারে মুসলমানদের অঞ্চলে নিয়ে চলো। আমাকে দামেশ্‌কে দিয়ে আসো। তারপর এই গাড়ি আর এই ঘোড়াদুটো তোমার হবে। পুরস্কার আলাদা পাবে।'

'আমার মনে হচ্ছে, আপনার মাথায় কোনো গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে' – সায়বাল বলল – 'চলুন; আমরা ফিরে যাই।'

'যদি আমার কথা না শোন, তা হলে ফিরে গিয়ে অর্নাতকে বলব, এখানে তুমি আমার সঙ্গে অসদাচরণ করেছ।' লিলি সায়বালের কানে-কানে বলল।

'ভালোই হলো, কথাটা বলে ফেলেছেন' – সায়বাল বলল – 'এখন না আপনি ফিরে যেতে পারবেন, না আমি ফিরে যাব। হাত-পা বেঁধে আমি আপনাকে গাড়িতে করে কোনো এক নগরীতে নিয়ে কোনো ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে ফেলব। আচ্ছা বলুন তো, মুসলমানদের অঞ্চলে যেতে চাচ্ছেন কেন?'

এবার লিলি টের পেয়েছে, সে জালে আটকা পড়েছে। সে বসে পড়ল এবং মাথাটা উভয় হাঁটুর মধ্যখানে গুজিয়ে কোঁকাতে শুরু করল। সায়বাল তার প্রতি তাকিয়ে আছে। লিলি তার অপরিচিত মেয়ে নয়। কিন্তু এখন তাকে গভীর চোখে দেখতে শুরু করেছে, যেন নতুন কাউকে দেখছে। মেয়েটার মাথার চুল, গায়ের রং, চলন-বলন কোনোটাই খ্রিস্টান মেয়েদের মতো নয়। তার জানা আছে, খ্রিস্টানদের কাছে অনেক অপহৃতা মুসলিম মেয়েও আছে। এই মেয়েটাও তেমনি অপহৃতা হতে পারে। কিন্তু – কিন্তু একে তো সে আজ তিন-চার বছর যাবত হাসি-খুশিই দেখতে পাচ্ছে। সায়বাল লিলির পাশে বসে পড়ল।

'যদি মুসলমান হয়ে থাক, তো বলো' – সায়বাল বলল –'সম্ভবত তোমাকে অপহরণ করা হয়েছিল।'

'আর তুমি প্রিন্স অর্নাতকে বলে দিয়ে পুরস্কার গ্রহণ করবে' – লিলি বলল – 'তুমি তাকে বলে দেবে, আমি পালাবার চেষ্টা করেছিলাম।'

লিলি দেখল, সায়বালের গলায় একটা ফিতা ঝুলছে। সে ফিতাটা ধরে টান দিলে ক্ষুদ্র একটা ক্রুশ বেরিয়ে এল। লিলি বলল– 'এটা হাতে নিয়ে কসম খাও, আমাকে ধোঁকা দেবে না; অর্নাতকে বলবে না আমি তোমার গায়ে তির ছুড়েছিলাম।'

সায়বাল মেয়েটার আসল পরিচয় জেনে ফেলল। বলল– 'ক্রুশহাতে-খাওয়া-কসম মিথ্যা হবে। সে ফিতাটা গলা থেকে খুলে ফেলল এবং ক্রুশটা একদিকে ছুড়ে ফেলে দিল– 'মুসলমান ক্রুশহাতে কসম খায় না।'

লিলি চমকে উঠে সায়বালের দিকে তাকাল, যেন লোকটার কথায় তার বিশ্বাস হচ্ছে না। সে দূরে মাটিতে পড়ে-থাকা-ক্রুশটার প্রতি তাকাল। কোনো খ্রিস্টান – সে যতই পাপিষ্ঠ হোক না কেন – ক্রুশের অবমাননা করে না। সায়বাল নিশ্চিত হয়ে গেছে, লিলি কোনো মুসলমান পিতার কন্যা।

www.pathagar.com

'তোমার কাছে আমি আমার গোপনীয়তা ফাঁস করে দিয়েছি' – সায়বাল বলল – 'বলো, তোমাকে কখন এবং কোথা থেকে অপহরণ করা হয়েছিল?'

'আমি হজ করে পিতামাতার সঙ্গে মিসর ফিরছিলাম' – লিলি ভয়-পাওয়া-শিশুটির মতো কম্পিত কণ্ঠে বলল – 'অনেক বড় কাফেলা ছিল। তখন আমার বয়স ছিল ষোলো কি সতেরো বছর। চার-সাড়ে বছর আগের কথা। কার্কের সন্নিকটে এই কাফেররা কাফেলার উপর আক্রমণ চালাল এবং মালপত্র লুটে নিল। তারা অনেক রক্ত ঝরাল। আমি জানি না, আমার পিতামাতা মারা গেছেন, না জীবিত আছেন। কাফেররা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। বোধহয় আমার দুর্ভাগ্যই ছিল, আমি এত রূপসী ছিলাম যে, কার্কের শাসনকর্তা প্রিন্স অর্নাত আমাকে পছন্দ করেন এবং নিজের কাছে রেখে দেন।

'প্রিন্স অর্নাতের সামনে আমি অনেক কান্নাকাটি করলাম, কাকুতি-মিনতি করলাম। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। তিনি বললেন, আমি রাজত্ব ত্যাগ করব; তবু তোমাকে ছাড়ব না। তারপর তিনি আমাকে বিবাহও করেননি এবং নিজের ধর্মও গ্রহণ করে নিতে বলেননি। আমি তার ভোগের উপকরণ হয়ে থাকলাম। তার কাছে আরও কয়েকটা রূপসী মেয়ে ছিল। তারা আমার শত্রু হয়ে গেল। কিন্তু অর্নাত শুধু আমাকেই সঙ্গে রাখেন এবং আমি যা বলি শোনেন। অগত্যা ভাগ্যলিপি মনে করে আমি এই অবস্থাটা মেনে নিলাম। এ ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না। নারীর ভাগ্যই এমন যে, যখন যার কব্জায় যায়, তখন তার মালিকানা ও দাসি হয়ে যায়।'

লিলি বলতে-বলতে থেমে গেল। সায়বালকে গভীর দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বলল– 'তুমি কি আমার সমস্ত কথা প্রিন্স অর্নাতকে বলে দেবে? শুনে তিনি আমাকে কী শাস্তি দেবেন?'

'আমি যদি সত্যি-সত্যি সায়বাল হতাম, তা হলে তা-ই করতাম, তুমি যার আশঙ্কা করছ' – গাড়োয়ান বলল – 'আমি সিরীয় মুসলমান। আমার নাম বকর ইবনে মুহম্মদ।'

'তুমি সেই গোয়েন্দাদের একজন তো নও, যাদের সম্পর্কে অর্নাত বলে থাকেন, আমাদের দেশে মুসলমান গোয়েন্দা লুকিয়ে আছে?' মেয়েটা জিজ্ঞেস করল এবং বলল– 'আমার নাম ছিল কুলসুম।'

'আমি যা কিছুই হই-না কেন' – বকর উত্তর দিল – 'আমি মুসলমান। আমি তোমাকে ধোঁকা দেব না। এটা কোনো নতুন বিষয় নয় যে, একটা অপহৃতা মুসলিম মেয়ের এমন এক মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেছে, যে কিনা খ্রিস্টান বেশে খ্রিস্টানদের কর্মচারী হয়ে কাজ করছে। এরূপ ঘটনা আগেও বহু ঘটেছে। এমনও হয়েছে যে, ভাই গোয়েন্দা হয়ে খ্রিস্টানদের শহরে ঢুকে পড়েছে, তো সেখানে তার সেই বোনের সাক্ষাৎ পেয়ে গেছে, যে বহু বছর আগে অপহৃতা হয়েছিল। বিস্মিত হয়ো না কুলসুম। তুমি হজ সম্পাদন করে ফিরে যাচ্ছিলে। আল্লাহ তোমার হজ কবুল করে নিয়েছেন। আমি আলেম নই যে, তোমাকে

www.pathagar.com

বলব, আল্লাহ তোমাকে এই শাস্তিটা কেন দিলেন? তবে এখন মনে হচ্ছে, আল্লাহ তোমার দ্বারা বড় কোনো মহৎ কাজ করাবার জন্যই এ-জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছিলেন। তা তুমি কি শুধুই পালাতে চাও, না-কি পালাবার পেছনে কোনো উদ্দেশ্যও আছে?'

'অনেক বড় উদ্দেশ্য' – কুলসুম বলল – 'তুমি বোধহয় জান না আক্রার পাদরি এই খ্রিস্টান সম্রাটদের এখানে কেন তলব করেছেন। রাতে অর্নাত যখন তার তাঁবুতে এলেন, তখন তিনি নেশায় ঢুলুঢুলু করছিলেন। তিনি আমাকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি অনেক বড় একটা রাজ্যের রানি হতে যাচ্ছ। সালাহুদ্দীন আইউবি দিনকয়েকের মেহমানমাত্র। তিনি আমাদের জালে এগিয়ে আসছেন এবং খুব দ্রুত আসছেন। আমি আনন্দ প্রকাশ করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের পরিকল্পনা কী? তিনি বিস্তারিত বলে শেষে বললেন, এখানে যে-কজন খ্রিস্টান সম্রাট এসেছেন, তারা ক্রুশের গায়ে হাত রেখে ঐক্য ও পরস্পর আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন।'

'তারা কি সালাহুদ্দীন আইউবির কোনো অঞ্চলের উপর আক্রমণ করবেন?' বকর জিজ্ঞেস করল।

'আমার পালাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি সুলতান আইউবির কাছে সংবাদ পৌঁছাব ক্রুসেডারদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা কী, তারা কী পরিমাণ সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে এবং তাদের কোথায়-কোথায় বণ্টন করে ছড়িয়ে রেখেছে। অর্নাত আমাকে বলেছেন, তারা আক্রমণ করতে যাবেন না। বরং সালাহুদ্দীন আইউবিকে আক্রমণ করার সুযোগ দেবেন, যাতে তিনি নিজ অবস্থান থেকে দূরে সরে আসেন এবং তাঁর রসদের পথ দীর্ঘ হয়ে যায়। তাদের আরও পরিকল্পনা, আইউবি যদি তাড়াতাড়ি আক্রমণ না করেন, তা হলে তারা তিন দিক থেকে এগিয়ে গিয়ে হামলা চালাবেন।'

'হঠাৎ তোমার মাথায় চিন্তা এল কেন যে, সংবাদটা সুলতান আইউবিকে পৌঁছানো দরকার?' বকর ইবনে মুহাম্মদ জিজ্ঞেস করল এবং বলল– 'কুলসুম! আমি এই ময়দানের সৈনিক। আমি যদি বলি, তুমি অর্নাতের নির্দেশে ভুল তথ্য পৌঁছিয়ে সুলতান আইউবিকে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছ, তা হলে কী উত্তর দেবে?'

'তা হলে বলব, তুমি আনাড়ি মানুষ' – কুলসুম উত্তর দিল – 'তুমি যদি সুলতান আইউবির গোয়েন্দা হয়ে থাক, তা হলে তুমি অযোগ্য গোয়েন্দা। বোকামি করে তুমি নিজবাহিনীকে ক্রুসেডারদের হাতে খুন করিয়ে ফেলবে। অর্নাত যদি সুলতান আইউবিকে বিভ্রান্ত করতে চাইতেন, তা হলে কি অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করতে পারতেন না? যদি কাজটা আমাকে দিয়েই করাতে চাইতেন, তা হলে রাতে আমাকে গাড়িতে বসিয়ে মুসলমানদের অঞ্চলের কাছাকাছি রেখে আসতে পারতেন না? শোনো বকর! মনোযোগসহকারে শোনো। আমি তোমার গায়ে প্রথম যে তিরটা ছুড়েছিলাম, সেই চিন্তাটা

www.pathagar.com

বিদ্যুতের মতো হঠাৎ করেই আমার মাথায় এসেছিল। আমি আসলেই শুধু ভ্রমণের জন্য বের হয়েছিলাম। তির-ধনুক এনেছ তুমি।

'এখানে এসে আমি মুসলমানদের সীমান্ত কত দূর জানবার জন্য তোমাকে সীমান্ত ও দামেশ্‌কের পথের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তুমি যখন বললে, অঞ্চলটা এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে, তখন মনে ভাবনা জাগল, কোনো প্রলোভন দেখিয়ে তোমাকে নিয়েই যাব কি-না। কিন্তু আবার ভাবলাম, তুমি তো খ্রিস্টান, আমাকে সাহায্য করবে কি-না কীভাবে বিশ্বাস করি। পরে এই আশঙ্কাই প্রবল হয়ে দেখা দিল যে, বললে হিতে বিপরীত হবে এবং তুমি আমাকে মুসলমানদের গুপ্তচর সাব্যস্ত করে অর্নাত থেকে পুরস্কার নেবে আর আমি ফেঁসে যাব। আমার সামনে কোনো পথ ছিল না। তুমি খানিক দূরে গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে আমি একটা পাখির গায়ে ছোড়ার জন্য ধনুকে তির সংযোজন করলাম। তখন আমার দৃষ্টি তোমার পিঠের উপর নিবদ্ধ ছিল।

'তখনই মাথায় ভাবনা এল, একটা কাজ করতে পারি। লোকটা যখন এত কাছাকাছি পজিশনমতো দাঁড়িয়ে আছে, তো তিরটা তাকেই বিদ্ধ করি না কেন। একটার বেশি দুটা ছুড়তে হবে না। তুমি মরে যাবে। আমি গাড়িতে চড়ে তোমার দেখানো পথে পালিয়ে যাব। অন্য কোনো সমস্যার কথা আমি চিন্তা-ই করিনি। বোধ হয় আমার মধ্যে বিবেক কম আর আবেগ বেশি ছিল। আর আবেগের মধ্যে প্রতিশোধের স্পৃহাই অধিক ছিল। আমি কম্পিমান হাতে তির চালিয়ে দিলাম। পরে আমার মাথায় এই বুদ্ধিটুকুও এল না যে, বলব, তির ভুলবশত বেরিয়ে গেছে। বললে তো তুমি অজুহাতটা মেনে নিতে। কারণ, তোমার জানা আছে, আমি কোনোদিন ধনুক হাতে নিইনি।

'মোটকথা, তোমাকে হত্যা করে মুসলমানের এলাকায় পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার মুক্তির আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু আমি সফল হইনি।'

'আগে কি কখনও পালাবার চিন্তা মাথায় এসেছিল?' বকর জিজ্ঞেস করল।

'প্রথম-প্রথম অনেক চিন্তা করেছি' – লিলি উত্তর দিল – 'কিন্তু পরে বাস্তবতাকে মেনে নিতে বাধ্য হলাম যে, পালাতে পারব না। অর্নাত আমাকে সত্যিকার অর্থেই রাজকন্যা বানিয়ে রেখেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। তিনি বলতেন, তোমার প্রতি আমার হৃদয়ে যতটুকু ভালবাসা জন্মে গেছে, ইতিপূর্বে অন্য কোনো মেয়েকে আমি এতটা ভালবাসিনি। আমি তার সঙ্গে মদও পান করতে থাকি। না করে উপায় ছিল না। দৈহিকরূপে আমি তার জীবনে একাকার হয়ে গিয়েছিলাম। এমন রাজকীয় জীবন তো আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু একা হলেই আমি মুসলমান হয়ে যেতাম এবং আমার মনে হতো, আমি এইমাত্র হজ করে এসেছি। মাঝে-মধ্যে আমি আল্লাহকে গালাগালও করে ফেলতাম। অনেক সময় মনে হতো, আমি আল্লাহকে ভুলে যাচ্ছি।

'এমনি সময়ে সুলতান আইউবি কার্ক অবরোধ করলেন এবং অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করে নগরীর বিপুল অংশ ধ্বংস করে দিলেন। আমি প্রস্তুত হয়ে গেলাম,

www.pathagar.com

আমাদের বাহিনী শহরে ঢুকে পড়বে আর আমি অর্নাতকে নিজহাতে হত্যা করে ফেলব। কিন্তু এক মাস পর সুলতান অবরোধ তুলে নিলেন এবং ফেরত চলে গেলেন। অর্নাত অট্টহাসি হেসে আমাকে বলল, আমি লোকটাকে আবারও বোকা ঠাওরে দিলাম। আমি তার সঙ্গে চুক্তি করেছি, আগামীতে হাজীদের কাফেলার প্রতি হাত বাড়াব না। আমি তার সঙ্গে আর যুদ্ধ না করারও চুক্তি করেছি।

'আমি মনে খুব ব্যথা পেলাম। সুলতান আইউবির ফেরত না যাওয়া উচিত ছিল। আমাকে মুক্ত না করে তাঁর অবরোধ তুলে নেওয়া ঠিক হয়নি।'

'সুলতান আইউবির সামনে এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে আছে' – বকর বলল – 'তাঁকে, বরং আমাদেরকে বাইতুল মুকাদ্দাস মুক্ত করতে হবে, যা কিনা আমাদের প্রথম কেবলা। আমাদেরকে ফিলিস্তিনিনের মাটি দখলমুক্ত করতে হবে, যেটি আমাদের নবী-রাসূলগণের জন্মভূমি। সুলতান আইউবি যদি এক একটি মুসলিম নারীর মুক্তির জন্য বেরিয়ে পড়েন, তা হলে তিনি তাঁর পবিত্র লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাবেন এবং লড়াই করতে-করতেই নিঃশেষ হয়ে যাবেন। জাতি আপন পবিত্র লক্ষ্যের খাতিরে আপন সন্তানদের কুরবান করে থাকে।'

'অর্নাতের একটা মন্দ স্বভাব আমাকে ভুলতে দেয়নি যে, আমি মুসলমান' – কুলসুম বলল – 'তিনি আমাদের রাসূলে খোদার শানে গোস্তাখি করেন। আরও বলেন, সালাহুদ্দীন আইউবি তার প্রথম কেবলা দখল করার জন্য হাত-পা ছুড়ছে আর আমরা তার খানায়ে কাবাকে নিশ্চিহ্ন করে সেখানে আমাদের উপাসনালয় গড়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি।'

ক্রুসেডারদের এই প্রতিজ্ঞা-পরিকল্পনার উল্লেখ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরাও করেছেন। একবার তারা মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে পৌঁছেও গিয়েছিল। সুলতান আইউবির কার্ক অবরোধ করে এক মাস পরে তুলে নেওয়াও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। অর্নাত যুদ্ধ ও ভবিষ্যতে হাজীদের কাফেলা লুণ্ঠন না করার চুক্তি করেছিলেন বলে সুলতান অবরোধ প্রত্যাহার করেছিলেন তা নয়। সুলতানের তো জানা ছিল, খ্রিস্টানরা চুক্তি করেই ভঙ্গ করার জন্য। অবরোধ তুলে নেওয়ার আসল কারণ ছিল, সুলতান বায়তুল মুকাদ্দাস জয়ের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। অর্নাত এই চুক্তির দু-বছর পর আরেকটি হজকাফেলার উপর আক্রমণ করেছিলেন। চুক্তির মেয়াদ ছিল ১১৮৮ সাল পর্যন্ত। সুলতান আইউবি ১১৮৭ সালে হিত্তিন অভিমুখে রওনা হন এবং অর্নাতকে নিজহাতে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে দামেশ্‌ক ত্যাগ করেন।

◆◆◆

কুলসুম বকর ইবনে মুহাম্মদকে নিজের ইতিবৃত্ত শোনাতে থাকল–

'অর্নাতের সঙ্গে আমি হাসি-খুশিও থাকলাম এবং আমার হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুনও জ্বলতে থাকল। তিনি মাঝে-মধ্যে আমাকে বলতেন, সালাহুদ্দীন আইউবির গোয়েন্দারা বেশ-ভূষা বদল করে আমাদের ভেতরে ঢুকে এখানকার তথ্য নিয়ে যায়। তিনি আরও বলেছেন, অতিশয় রূপসী খ্রিস্টান ও ইহুদি

www.pathagar.com

মেয়েরা মুসলমানদের অঞ্চলে মুসলমান নাম-পরিচয় ধারণ করে তাদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ফাঁদে ফেলে ক্রুশের স্বার্থে ব্যবহার করছে। অর্নাত আমাকে ওই মেয়েদের কাহিনী শোনাতেন। শুনে কয়েকবার আমার মাথায় চিন্তা এসেছে, এই মেয়েরা আপন ধর্মের জন্য নিজেদের সম্ভ্রম বিসর্জন দিচ্ছে! সম্ভ্রম তো সেই সম্পদ, যার সুরক্ষার জন্য নারীরা জীবনের ঝুঁকি বরণ করে থাকে। এ কেমন ধর্ম! এরা কেমন নারী!

'আমার সম্ভ্রম সুরক্ষিত নেই – লুণ্ঠিত হয়ে গেছে। আমি মনে-মনে প্রতিজ্ঞা নিলাম, আমিও আমার ধর্মের জন্য কুরবানি দেব। কিন্তু তার জন্য সুযোগের তো প্রয়োজন। আমি সুযোগ পাচ্ছিলাম না। এখন এখানে এসে অর্নাত আমাকে এমনসব মহামূল্যবান সম্পদ দান করেছেন যে, সেই সম্পদ নিয়ে আমাকে সুলতান আইউবির কাছে পৌঁছুতই হবে। বোধ করি আল্লাহ এই পুণ্যের জন্যই আমাকে এই জাহান্নামে পাঠিয়েছিলেন। তুমি কি বলতে পার, এই সংবাদে সুলতান আইউবির কোনো উপকার হবে কি-না?'

'অনেক' – বকর বলল – 'কিন্তু এই সংবাদ নিয়ে আমি তোমাকে যেতে দেব না। তুমি যাবে না। একা তুমি কিংবা আমরা দুজনই নিখোঁজ হয়ে গেলে প্রিন্স অর্নাত অমনি ধরে নেবেন, আমরা গোয়েন্দা ছিলাম। ফলে তারা তাদের পরিকল্পনায় রদবদল করে ফেলবে আর আমরা সুলতান আইউবির কাছে যে-সংবাদ পৌঁছাব, তা তাঁর পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

'তার মানে, এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো সুলতানের কাছে পৌঁছুবে না!' ভগ্ন মনে কুলসুম বলল।

'পৌঁছবে এবং অবশ্যই পৌঁছে যাবে' – বকর বলল – 'কিন্তু ব্যবস্থাটা কার্কে গিয়ে করব।'

'তুমি যাবে?' – কুলসুম জিজ্ঞেস করল – 'আমি তো এখান থেকে পালাতেও চাই।'

'আমি যাব না' – বকর বলল – 'তুমিও যাবে না। কার্কে আমাদের সহকর্মীরা আছে। তথ্য পৌঁছানোর দায়িত্ব তাদের। আমার কাজ তথ্য সংগ্রহ করা। এ-কাজ এখন তুমিও করবে। তোমার কাজ শেষ হয়নি। সবে শুরু হয়েছে। সুলতানের জন্য কী ধরনের তথ্যের প্রয়োজন, আমি তোমাকে বলে দেব। সেসব তথ্য তুমি আমাকে দেবে আর আমি দামেশ্‌ক পৌঁছাব।'

'তো এই নরকে আমাকে থাকতেই হচ্ছে, না?' কুলসুম ক্ষুণ্ন মনে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ' – বকর উত্তর দিল – 'তোমাকে এই নরকে আর আমাকে মৃত্যুর মুখে পড়েই থাকতে হবে – এ-ত্যাগ তোমাকে দিতেই হবে কুলসুম! সুলতান আমাদের বলে থাকেন, একজন গোয়েন্দা কিংবা একজন কমান্ডো তার গোটা বাহিনীর জয় কিংবা পরাজয়ের কারণ হতে পারে। কিন্তু একজন গুপ্তচর সব সময় মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। গুপ্তচর দুশমনের হাতে পড়ে গেলে তাকে

www.pathagar.com

তৎক্ষণাৎ খুন করা হয় না। তাকে নির্যাতন করা হয়, কষ্ট দেওয়া হয়। আপন ধর্ম ও মাতৃভূমির জন্য কাউকে-না-কাউকে জীবন্ত চামড়া খসানোর মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেই হয়। একটি জাতির নাম-চিহ্ন তখন মুছে যেতে শুরু করে, যখন তাদের মধ্যে কুরবানির জযবা নিঃশেষ হয়ে যায়। তুমি এখানে চার বছর কাটিয়ে দিয়েছ। আর চারটা মাস কাটাও। অর্নাতকে এখন আর মনিব মনে করো না। তাকে আগের চেয়ে বেশি ভালবাসা দেখাও। মনে-মনে বুঝ রাখো, তুমি এমন একটা বিষধর নাগকে কব্জা করে রেখেছ, যে তোমার হাত থেকে ছুটে গেলে ইসলামি দুনিয়াকে ছোবল মারবে।'

'বলে যাও বকর, বলে যাও' – কুলসুম বলল – 'আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বলো, মহান আল্লাহর দরবারে আমি কীভাবে মুখ দেখাতে পারব।'

বকর বলতে শুরু করল। কুলসুমকে পরিপূর্ণ দিঙ্‌নির্দেশনা দিয়ে বলল– 'তোমার ও আমার মাঝে অন্য কোনো সম্পর্ক আছে বিষয়টি কাউকে বুঝতে দিয়ো না। এখানে আমাদের গোয়েন্দাদের খুঁজে বের করতে নানাবেশে খ্রিস্টান গোয়েন্দারাও ঘুরে ফিরছে। আরও মনে রাখবে, এখানে গোয়েন্দা আমরা দুজনই নই। আমাদের আরও অনেক সহকর্মী আছে। খ্রিস্টান সম্রাট ও সেনাপতিগণ যে-নগরীতে অবস্থান করছেন, তারা ওখানে দায়িত্ব পালন করছে। তাদের একজন অপরজন থেকে অধিক সাহসী ও বুদ্ধিমান। অন্তরে প্রবঞ্চনা রাখবে না যে, আমরা দুজনে মিলে বিরাট কাজ করে ফেলেছি। ভেবো না আমরা আল্লাহর বিরাট উপকার করে ফেলেছি। এসব আমাদের কর্তব্য, যা আমাদের পালন করতে হবে। তার জন্য যত কষ্টই করতে হয় আমরা বরণ করে নেব।'

ছাউনিতে ফিরে এসে কুলসুম যখন নিজের তাঁবুর সামনে গাড়ি থেকে নামল, এখন সে প্রিন্সেস লিলি আর বকর ইবনে মুহাম্মদ সায়বাল। কুলসুম যখন গাড়ি থেকে নামছিল, তখন সায়বাল গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ভৃত্যের মতো মাথানত করে দাঁড়িয়ে থাকল। মেয়েটা যখন তাঁবুতে গিয়ে প্রবেশ করল, তখন প্রিন্স অর্নাত একটা মানচিত্রের উপর ঝুঁকে রয়েছেন। ঢুকেই হাসি মুখে বলে উঠল– 'ভ্রমণে গিয়েছিলাম; শিকারও খেলেছি।'

'কী মেরেছ?' অর্নাত মানচিত্র থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই জিজ্ঞেস করলেন।

'কিছুই না' – কুলসুম উত্তর দিল – 'সব কটা তিরই ব্যর্থ গেছে। তবে সত্বর যোগ্যতা এসে যাবে।' বলে সে-ও মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল– 'অগ্রযাত্রার চিত্র, না-কি প্রতিরক্ষার?'

'অগ্রযাত্রা সালাহুদ্দীন আইউবি করবেন' – অর্নাত অন্যমনস্কের মতো বললেন – 'আর প্রতিরক্ষাও তাকেই করতে হবে। আমরা তাকে জালে টেনে আনছি। তার নিঃশ্বাস নাকের ডগায় এনেই তবে আমরা অগ্রযাত্রা করব। তখন আমাদের ঠেকাবার মতো কেউ থাকবে না। তুমি তোমার তাঁবুতে চলে যাও লিলি। আমাকে অনেক কিছু ভাবতে হবে। আজ রাত আমাদের কনফারেন্স বসবে।

www.pathagar.com

তাতে যুদ্ধের পরিকল্পনা ও মানচিত্র প্রস্তুত করা হবে। আমাকে সম্পূর্ণ ঠিক-ঠিক পরামর্শ দিতে হবে। আমি এই অভিযানের হিরো হতে চাই।'

◆◆◆

'তার নাম কুলসুম। বকর ইবনে মুহম্মদ তার সহকর্মী।' সুলতান আইউবির ইন্টেলিজেন্স বিভাগের উপপ্রধান হাসান ইবনে আবদুল্লাহ সুলতানকে কার্কের গুপ্তচরদের প্রেরিত রিপোর্ট শোনালেন।

সুলতানের চোখ রক্তজবার মতো লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন– 'কে বলতে পারবে, আমাদের কত কন্যা ওই কাফেরদের কব্জায় আটক আছে এবং তাদের বিলাসিতার উপকরণে পরিণত হয়ে আছে। অর্নাতকে আমি ক্ষমা করব না। মনে রেখো হাসান! এই মেয়েটাকে ওখান থেকে উদ্ধার করতেই হবে। তবে এখনই নয়।'

'কার্কে আমাদের যেসব লোক আছে, তারাই উপযুক্ত সময়ে তাকে উদ্ধার করে আনবে।' হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন।

আক্রার পাদরি ও খ্রিস্টান সম্রাটগণ তিন দিন নাসেরায় অবস্থান করলেন। তারা যুদ্ধ-পরিকল্পনার নকশা প্রস্তুত করে ফেলেছেন। কুলসুম অর্নাত থেকে সবকিছু জ্ঞাত হয়ে বকরকে অবহিত করেছে। ক্রুসেডাররাও সুলতান আইউবির কিছু-কিছু তথ্য জেনে ফেলেছে। মসুল, হাল্‌ব, দামেশ্‌ক, কায়রো সব অঞ্চলে তাদের গোয়েন্দা আছে। তারা ক্রুসেডারদের সঠিক তথ্য সরবরাহ করছে। ক্রুসেডাররা এ-ও জেনে গেছে যে, মিসর থেকেও ফৌজ আসছে। সুলতান আইউবি খুব তাড়াতাড়ি অগ্রযাত্রা করবেন, তা-ও তারা জেনে ফেলেছে। ফলে তারা প্রতিরক্ষাযুদ্ধ লড়ে পরে আইউবিকে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা ঠিক করেছে। এ-লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন জায়গায় সৈন্য মোতায়েন করে রেখেছে। তবে তারা এখনও জানতে পারেনি, সুলতান আইউবি কোনদিক থেকে আসবেন এবং যুদ্ধের অঙ্গন কোনটা হবে। তারা অনুমানের ভিত্তিতে আইউবির সেনাসংখ্যা, কতজন আরোহী, কতজন পদাতিক হতে পারে ঠিক করে নিয়েছে।

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ কার্ক থেকে আগত তাঁর লোকদের থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট গ্রহণ করেছেন। তারাই তাকে কুলসুম ও বকর সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেছে। হাসান সেই রিপোর্ট সুলতানকে অবহিত করেছেন।

'এ-সংবাদ সেই সংবাদগুলোর সত্যতা প্রমাণ করছে, যেগুলো অন্যান্য অঞ্চলের গোয়েন্দারা আমাদের পাঠিয়েছে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'এ তো আমি আগেই বলেছি, ক্রুসেডাররা আমাদের অপেক্ষা করছে। এবার কার্কের রিপোর্ট তার সত্যায়ন করল। এই রিপোর্টে নতুন তথ্যটি হলো ক্রুসেডারদের সামরিক শক্তির পরিমাণ। তাদের সঙ্গে দু-হাজার নাইট থাকবে। এটা নিঃসন্দেহে বিরাট শক্তি। নাইটরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত বর্মপরিহিত ও সুরক্ষিত থাকে। তাদের ঘোড়া সাধারণ জঙ্গি ঘোড়ার তুলনায় বেশি শক্তিশালী ও

www.pathagar.com

কর্মচঞ্চল। রৌদ্রতাপের ব্যারোমিটার যখন উচ্চাঙ্গে থাকবে, তাদের আমি তখন যুদ্ধ করতে বাধ্য করব।'

'আর সেই বর্মপরিহিত নাইটদের সঙ্গে আট হাজার অশ্বারোহী সৈনিকও থাকবে' – হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন – 'পদাতিক বাহিনীর সংখ্যা ত্রিশ হাজারের বেশি জানানো হয়েছে।'

'আমার জন্য একটি নতুন সুসংবাদ হচ্ছে, আর্মেনীয় সম্রাটের বাহিনীও ক্রুসেডারদের সঙ্গে আসছে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'এরা ক্রুসেডারদের ত্রিশ-বত্রিশ হাজার সৈনিকের অতিরিক্ত। এদেরসহ দুশমনের সেনাসংখ্যা চল্লিশ হাজার হয়ে যাবে। কার্কের রিপোর্ট ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদিতে আমরা নিশ্চিত হতে পারি, ক্রুসেডাররা প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়বে এবং আমাকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করবে। সে মোতাবেক আমার এই সিদ্ধান্ত সঠিক বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আমি হিত্তিনের উপকণ্ঠে লড়াই করব। আমি এই অঞ্চল সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত।

◆◆◆

'বন্ধুগণ! মহান আল্লাহ আমাদের উপর যে-দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সেসব পালনে গাঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবার সময় এসে পড়েছে' – সুলতান আইউবি দামেশ্‌কে নিজকক্ষে সালার ও নায়েব সালারদের উদ্দেশে বললেন – 'ক্ষমতার জন্য লড়াই করা এবং ক্ষমতার জন্য মৃত্যুবরণ করার উদ্দেশ্যে আমাদের সৃষ্টি করা হয়নি। তারপরও আমরা আপসে অনেক খুনাখুনি করেছি। সেই সুযোগে দুশমন ফিলিস্তিনের মাটিতে জেঁকে বসেছে। জাতি আমাদের হাতে তরবারি তুলে দিয়েছিল এবং এই ভরসায় সঙ্গ দিয়েছিল যে, আমরা ইসলামের শত্রুদের নির্মূল করব এবং পবিত্র ভূখণ্ডকে কাফেরদের নাপাক অস্তিত্ব থেকে মুক্ত করব।

'আপনারা কয়েক বছর যাবত অবিরাম যুদ্ধ করে আসছেন। কিন্তু আসল যুদ্ধ সবে শুরু হয়েছে। মস্তিষ্কে এই যুদ্ধের লক্ষ্য তাজা করে নিন। সিদ্ধান্ত নিন, আমাদেরকে একটি স্বাধীন ও মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে হবে এবং আল্লাহ পাকের মহান ধর্মকে কুফরের অশুভ ছায়া থেকে মুক্ত রাখতে হবে। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম ও তারিক ইবনে যিয়াদ সালতানাতে ইসলামিয়াকে যে-পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন, আমাদেরও ইসলামি সাম্রাজ্যকে সে-পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। তাদের পরে আগত বংশধরদের কর্তব্য ছিল, আল্লাহর পয়গামকে সেখান থেকেও সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তার পরিবর্তে আমাদের ধর্মের শত্রুরা আমাদের ঘরে এসে জেঁকে বসেছে এবং তারা খানায়ে কাবা ও রওজায়ে মুবারককে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। কেন, এমনটা কীভাবে সম্ভব হলো? যেখানে মাথায় রাজত্বের উন্মাদনা চেপে বসে, সেখানে সীমান্ত অনিরাপদ হয়ে পড়ে এবং আমির-শাসকরা ক্ষমতার খাতিরে আপন ধর্ম, আদর্শ ও আত্মমর্যাদাবোধকে বিসর্জন দিয়ে দেন।

www.pathagar.com

'আমাদের পতনের কারণ ক্ষমতার নেশা ও সম্পদের মোহ। তারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আর এখন পৃথিবী আমাদের উপর রাজত্ব করছে। আমরা আখেরাতকে ভুলে বসেছি। আমরা শত্রু-বন্ধুর পরিচয় জানি না। আমাদের সামরিক চেতনার উপর ধ্বংসশীল জগতের স্বপ্নের জাদু প্রভাব বিস্তার করে বসেছে। মনে রাখুন আমার বন্ধুগণ! আমি আপনাদের বহুবার বলেছি, জাতির ভাগ্য তরবারির আগা দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়। সেনাপতি যখন সিংহাসনে বসে মাথায় মুকুট পরিধান করে, তখন তাঁর হাতে কোষ থেকে তরবারি বের করার শক্তি থাকে না। তাদের হৃদয়ে আপন বোধ-বিশ্বাস ও স্বজাতির মর্যাদা সুরক্ষার চেতনা থাকে না। শেষে ধর্মটা প্রতারণার কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া ব্যতীত আর কোনো কাজের থাকে না।

'আজ আমরা ইসলামের মর্যাদার খাতিরে শুধু এজন্য আপন ঘর-পরিজন ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে এবং দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে সক্ষম হয়েছি যে, আমরা ক্ষমতাপূজারিদের খতম করে দিয়েছি। আমরা আস্তিনের সাপগুলোর মস্তক পিষে ফেলেছি। তারপরও আমরা যদি হেরে যাই, তা হলে বুঝতে হবে, আমাদের নিয়ত সঠিক ছিল না।'

সুলতান আইউবি এরূপ আবেগময় ও দীর্ঘ ভাষণ-বক্তৃতায় অভ্যস্ত নন। কিন্তু যে-লক্ষ্যে তিনি বের হচ্ছেন, তার জন্য সবাইকে মানসিক ও আত্মিকরূপে প্রস্তুত করা জরুরি। এরা তাঁর অনুগত ও বিশ্বস্ত সালার-নায়েব সালার। এদের মাঝে মুজাফফর উদ্দীনের মতো সুযোগ্য ও দুঃসাহসী সালারও উপস্থিত আছেন, যিনি একসময় সুলতানের সঙ্গ ত্যাগ করে তাঁর বিরোধী শিবিরে চলে গিয়েছিলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিলেন। তকিউদ্দীন, আফজালুদ্দীন, ফর্‌রুখ শাহ ও আল-মালিকুল আদিলের মতো সালারগণও সঙ্গে আছেন, যারা তাঁর রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়। সালার কাকবুরি তাঁর ডান হাত। সামরিক যোগ্যতা ও চেতনার দিক থেকে তারা একজনও কম নন। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি এই প্রথমবার ফিলিস্তিনের মাটিতে আক্রমণ করতে যাচ্ছেন এবং তাঁর গন্তব্য বাইতুল মুকাদ্দাস।

অভিযানটা সহজ নয়। ক্রুসেডারদের সামরিক শক্তি যেমন পরিমাণে বেশি, তেমনি মানে উন্নত। তাদের জন্য সুবিধা হচ্ছে, তারা প্রতিরক্ষার জন্য নিজভূমিতে লড়াই করবে, যেখানে তাদের রসদের কোনো অভাব নেই এবং তারা নিজেদের অবস্থানের কাছে। সুলতান আইউবি তাঁর অবস্থান থেকে বহু দূরে অভিযানে যাচ্ছেন, যেখান পর্যন্ত তাঁর রসদ পৌঁছানোর পথ ঝুঁকিপূর্ণ ও দূরে। যুদ্ধবিদ্যার হিসাব অনুসারে আক্রমণকারী পক্ষই বেশি সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকে। সে-কারণে আক্রমণকারী পক্ষের সেনাসংখ্যা প্রতিপক্ষের তুলনায় তিনগুণ না হোক দ্বিগুণ তো বেশি হতেই হয়। কিন্তু সুলতান আইউবি আক্রমণকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সেনাসংখ্যা প্রতিপক্ষের তুলনায় কম। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এই যুদ্ধ দীর্ঘতা লাভ করবে এবং ঘরে ফেরা সম্ভব হবে না।

www.pathagar.com

তাই তিনি সালারদের তারিক ইবনে যিয়াদের সেই অভিযানের কথা স্মরণ রাখতে বলে দিলেন, যাতে তিনি রোম-উপসাগর অতিক্রম করে নৌকাগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে ফিরে যাওয়ার চিন্তা মাথা থেকে বেরিয়ে যায়।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় 'সুলতান আইউবির উপর কী বিভীষিকা নেমে এসেছিল' শিরোনামে লিখেছেন–

'সুলতান আইউবির বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাঁর প্রথম কর্তব্য। কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা এবং পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব। অধিক-থেকে-অধিকতর রাজ্যকে আল্লাহর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিশ্বমানবতাকে আল্লাহর অনুগত বানানো তাঁর প্রধান ব্রত। তিনি যেখানে তাঁর যত বাহিনী ছিল, সবাইকে এশতরা নামক স্থানে সমবেত হওয়ার আদেশ জারি করলেন। আদেশনামায় তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশের উদ্ধৃতিও উল্লেখ করেছেন।'

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির দৃষ্টিভঙ্গি ভবিষ্যতের ঘন আধাঁরের উপর উঁকি মারছে। তিনি হিত্তিনের মাটিকে রণাঙ্গন বানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। হিত্তিন ফিলিস্তিনের একটা অখ্যাত গাঁ। কিন্তু সুলতান আইউবি গ্রামটাকে এতই মর্যাদা দিলেন যে, খ্রিস্টজগতের সমর-বিশ্লেষকগণ আজও পর্যালোচনা করে চলেছেন, ক্রুসেড যুদ্ধের এই হিরো কীরূপ কৌশল-স্ট্রাটেজি প্রয়োগ করে এমন শক্তিমান ও উন্নত অস্ত্রসজ্জিত শত্রুপক্ষকে এমন লজ্জাজনক পরাজয়ের মুখে নিপতিত করলেন যে, একজন ছাড়া খ্রিস্টানদের বাকি সব কজন সম্রাট বন্দি হয়ে গেলেন!

যুদ্ধবিদ্যার খুঁটিনাটি ও সূক্ষাতিসূক্ষ বিষয়াবলি বোঝেন এমনসব সামরিক বিশ্লেষক ও ঐতিহাসিকগণ সুলতান আইউবির অন্যান্য গুণাবলি ছাড়াও তাঁর ইন্টেলিজেন্স, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ও কমান্ডো অপারেশনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বকর ইবনে মুহাম্মদের মতো গোয়েন্দাদের আপন জীবনকে মৃত্যুর মুখে রেখে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা এবং সেসব তথ্য সুলতানের কাছে পৌঁছানো আরেক বাস্তবতা। কুলসুমের মতো নির্যাতিতা মেয়েরা রাজকীয় বিলাসী জীবন পরিত্যাগ করে নিজ-নিজ উদ্যোগে ইসলামি বাহিনীর সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছিল। ইতিহাস সেই অখ্যাত গাজী ও শহীদদের নাম জানাতে অপারগ, যারা পর্দার আড়ালে ও মাটির তলে যুদ্ধ করে হিত্তিনকে ইসলামের মর্যাদার সুমহান প্রতীকে পরিণত করেছিলেন।

সুলতান আইউবি সব সময় যুদ্ধের জন্য জুমার দিন রওনা হতেন। কারণ, এটি পুণ্যময় ও বরকতময় দিন। এই মুবারক দিনে প্রত্যেক মুসলমান মহান আল্লাহর সমীপে সেজদাবনত হয়। আর মুজাহিদ যখন আপন জাতিকে ইবাদাতে নিমগ্ন রেখে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন সমগ্র জাতির দু'আ

www.pathagar.com

তাদের সঙ্গ নেয়। হিত্তিন অভিমুখে রওনা হওয়ার জন্যও সুলতান এই জুমা দিবসকেই নির্বাচন করলেন।

১১৮৭ সালের ১৫ মার্চ। সুলতান আইউবি ফৌজের মাত্র একটি অংশকে সঙ্গে নিয়ে কার্কের সন্নিকটে একস্থানে গিয়ে ছাউনি ফেললেন।

খ্রিস্টান গুপ্তচররা সঙ্গে-সঙ্গে তাদের বাহিনীকে সংবাদটা পৌঁছিয়ে দিল, সুলতান আইউবি কার্কের কাছাকাছি এসে অবস্থান নিয়েছেন। এর থেকে বুঝে নেওয়া হলো, সুলতান কার্ক অবরোধ করবেন। কিন্তু আসলে তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে মিসর ও সিরিয়ার হজকাফেলা। হাজীরা হজ সম্পাদন করে ফিরে আসছে। তাদের উপর কার্কের অদূরেই আক্রমণ হয়ে থাকে। কার্কের শাসনকর্তা প্রিন্স অর্নাত এ-কাজে বেশ পারঙ্গম। কাফেলাগুলোকে নিরাপদে এলাকাটা পার করিয়ে দেওয়ার জন্যই সুলতান আইউবি এখানে এসে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি ক্রুসেডারদের ধোঁকা দিতে চান, যেন তারা তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ছড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়। তিনি তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা সালারদের অবহিত করে রেখেছেন।

◆◆◆

কার্কের রাজপ্রাসাদে যেন কম্পন শুরু হয়েছে। প্রিন্স অর্নাতকে মধ্যরাতে ঘুম থেকে জাগ্রত করে বলা হলো, বিশাল এক বাহিনী নগরীর অনতিদূরে ছাউনি ফেলেছে। অর্নাত ধড়মড় করে উঠে বসেই বললেন– 'আইউবি ছাড়া আর কে হতে পারে!'

কুলসুমও অর্নাতের শয্যায় শয়িত ছিল। কথার শব্দে জাগ্রত হয়ে সে-ও অর্নাতের সঙ্গে দৌড়ে নগরীর প্রধান ফটকের উপর দিককার প্রাচীরের উপর উঠে গেল। ওখানে হাজার-হাজার বাতি জ্বলছে দেখা যাচ্ছে। তাঁবু স্থাপন করা হচ্ছে। রাতের নিস্তব্ধতায় ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনির শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

অর্নাত তার বাহিনীকে অবরোধের মধ্যে যুদ্ধ করার জন্য প্রাচীরের উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। ফটকের উপর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা শক্ত করা হলো। অর্নাত ছুটে বেড়াচ্ছেন। কুলসুমের কথা একদম ভুলে গেছেন তিনি। কুলসুম ফিরে গিয়ে দেখতে পেল, অর্নাতের রক্ষীবাহিনী সজাগ হয়ে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। একজায়গায় সেই ঘোটকযানটি দণ্ডায়মান, যেটাতে করে কুলসুম নাসেরা গিয়েছিল এবং ভ্রমণে বের হয়েছিল। তার পাশে বকর ইবনে মুহাম্মদ প্রস্তুত দাঁড়িয়ে আছে। ওখানকার প্রতিজন মানুষ যার-যার ডিউটিতে চলে গেছে।

কুলসুম বকরকে উদ্দেশ করে আদেশের সুরে বলল– 'গাড়িটা এদিকে নিয়ে আস সায়বাল।'

বকর গাড়ি নিয়ে এলে কুলসুম তাতে চড়ে বসল এবং তাকে একদিকে নিয়ে গেল। অর্নাতের হেরেমের নারীরাও জাগ্রত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। তারা তাদের ভাষায় প্রিন্সেস লিলিকে গাড়োয়ানকে আদেশ দিতে এবং গাড়িতে চেপে বসে

www.pathagar.com

যেতে দেখেছে। একজন দাঁত কড়মড় করে বলল– 'এই হতভাগী মুসলমানের বাচ্চাটা নিজেকে রানি ভাবতে শুরু করেছে! ওকে নিশানা বানাতেই হবে।'

'সময় এসে পড়েছে' – আরেকজন বলল – 'সালাহুদ্দীন আইউবির অবরোধ খুব ভয়ংকর হয়ে থাকে। তিনি আগুন নিক্ষেপ করবেন, মিনজানিকের সাহায্যে পাথর ছুড়বেন, ভেতরে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবেন। এরূপ অস্থিতিশীল মুহূর্তের কোনো এক সুযোগে আমরা ডাইনিটাকে ঠিকানা লাগিয়ে দেব।'

'তোমার প্রেমিকপ্রবর সেনাপতিটাও তো কিছু করতে পারল না!' তৃতীয়জন বলল।

'কিছু করবার লোক আরও বহু আছে' – সে উত্তর দিল – 'কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরের অবস্থা দেখো। তারপর প্রিন্স অর্নাত অন্য কোনো প্রিন্সেসকে খুঁজে বেড়াতে বাধ্য হবেন।'

কুলসুম গাড়িটা একটা অন্ধকার জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখল। বকর গাড়ির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। কুলসুম তাকে জিজ্ঞেস করল– 'আমাদের লোকেরা কি ভেতর থেকে ফটক খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে না?'

'চেষ্টা করা হবে' – বকর বলল – 'এই ফৌজ যদি আমাদের হয়ে থাকে, তা হলে আমার বিস্ময় লাগছে, আমাদের আগে অবহিত করা হলো না কেন! সুলতান আইউবি তো এমন ভুল করেন না। আমার সন্দেহ হচ্ছে। সকালে জানতে পারব, এ ফৌজ কার।'

'আমরা কি এখান থেকে পালাতে পারব?' কুলসুম জিজ্ঞেস করল।

'পরিস্থিতি বলবে।' বকর উত্তর দিল।

'এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে আমি অর্নাতকে হত্যা করতে পারি।' কুলসুম বলল।

'এমন যেন না কর' – বকর ইবনে মুহাম্মদ বলল – 'ফৌজ নগরীতে ঢুকে পড়লে আমরা চোখ রাখব, যেন তিনি পালাতে না পারেন। নতুন কোনো খবর?'

'অর্নাত নজর রাখছিলেন সুলতান আইউবি কোন দিকে অগ্রযাত্রা করেন' – কুলসুম বলল – 'এখন পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে গেছে। প্রথম-প্রথম বলতেন, আইউবি ফৌজ নিয়ে গ্যালিলি ঝিলের দিকে যাচ্ছেন।'

'বেশিক্ষণ থাকা যাবে না' – বকর বলল – 'চলো; ফিরে যাই।'

◆◆◆

পরদিন ভোরবেলা। কার্কের পাঁচিলের উপর দূরপাল্লার ধনুক হাতে তিরন্দাজগণ দণ্ডায়মান। পাথর ও অগ্নিগোলার পাতিল নিক্ষেপকারী মিনজানিক বসানো হয়েছে। ফৌজ প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রিন্স অর্নাত পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে সুলতান আইউবির বাহিনীর প্রতি তাকিয়ে আছেন। এতক্ষণে নিশ্চিত হওয়া গেছে, এটি সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিরই বাহিনী। তবে সুলতান নিজে সঙ্গে আছেন কি-না জানা যায়নি। কিন্তু বাহিনীর মধ্যে অবরোধ জাতীয় কোনো

www.pathagar.com

তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তাঁবু স্থাপন করা আছে। সৈনিকরা স্বাভাবিক ক্রিয়া-কর্মে রত।

এ-দিনটা কেটে গেছে। তারপর অতিবাহিত হয়ে গেছে আরও ছয় দিন। অর্নাতের অপেক্ষার পালা যত দীর্ঘ হচ্ছে, অস্থিরতা তত বাড়ছে। তিনি যে-বিষয়টি জানতে পারেননি, তা হচ্ছে, রাতে সুলতান আইউবি তার অশ্বারোহী কমান্ডো বাহিনীটিকে সেপথে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন, যে-পথে হজকাফেলার আসবার কথা। দিনকয়েক পর প্রথম কাফেলাটি আসতে দেখা গেল। এটি মিসরের কাফেলা। সুলতান আইউবির অশ্বারোহী বাহিনী তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। কাফেলা সুলতানের ছাউনির কাছাকাছি পৌঁছলে তিনি ছুটে এগিয়ে গিয়ে হাজীদের সঙ্গে মুসাফাহা করলেন। পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সকলের হাতে চুমো খেলেন এবং বিশ্রাম ও আহারের জন্য তাঁবুতে নিমন্ত্রণ জানালেন। আইউবির কমান্ডোরা বহুদূর পর্যন্ত কাফেলার সঙ্গে গেল। এক দিন পরই সিরীয় হাজীদের কাফেলাও এসে পড়ল। সুলতান তাদেরও স্বাগত জানালেন, আপ্যায়ন করলেন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিদায় জানালেন।

এ-সময়ে কার্কের অভ্যন্তরে খ্রিস্টান বাহিনী প্রস্তুতিসহকারে অবস্থান করল। জনমনে আতঙ্ক ছেয়ে গেছে। সুলতান আইউবির গোয়েন্দারা নিজ-নিজ কর্তব্য সম্পাদনে ব্যস্ত থাকল। এক সকালে অর্নাত সংবাদ পেলেন, সুলতান আইউবির ফৌজ চলে যাচ্ছে। অর্নাত শুধু এটুকুই দেখলেন যে, হাজীদের দুটি কাফেলা সুলতান আইউবির বাহিনীর নিরাপত্তায় অতিক্রম করে গেছে। আসল কাহিনী কী ছিল সে শুধু আইউবির গোয়েন্দারাই জানে। সুলতান রওনা দেওয়ার আগে গোয়েন্দাদের জানিয়ে দিয়েছেন, আমরা অন্যত্র যাচ্ছি। গোয়েন্দারা সুলতানকে অর্নাতের গতিবিধির খোঁজখবর জ্ঞাত করতে থাকল।

১১৮৭ সালের ২৭ মে। সুলতান আইউবি এশতরা নামক স্থানে ছাউনি ফেললেন। সেখানে মিসর ও সিরিয়ার ফৌজ তাঁর সঙ্গে মিলিত হলো। সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আল-মালিকুল আফজাল – যার বয়স ষোলো বছর – প্রখ্যাত সেনাপতি মুজাফফর উদ্দীনের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। এভাবে তাঁর সমস্ত বাহিনী একত্রিত হয়ে গেল। সর্বশেষ নির্দেশনার জন্য তিনি তাঁর সালার ও নায়েব সালারদের সমবেত করলেন। সুলতান বললেন–

'আমার বন্ধুগণ! আল্লাহ আপনাদের সাহায্য করুন। অন্তর থেকে পরিবার-পরিজন ও বাড়ি-ঘরের চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিন। হৃদয়ে প্রথম কেবলার ভাবনা ঠাঁই করে নিন এবং যে আল্লাহ মুসলমানের প্রথম কেবলাকে ক্রুসেডারদের নাপাক দখল থেকে মুক্ত করার এবং কাফেরদের হাতে সম্ভ্রমহারা বোন-কন্যাদের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেওয়ার তাওফীক দান করেছেন, তাকে স্মরণ রাখুন।'

'আজ আমরা বাস্তব কথা বলব। আমাদের সংখ্যা শত্রুর মোকাবেলায় কম। আমাদের মোকাবেলা সাত-সাতজন খ্রিস্টান সম্রাটের সঙ্গে, যাদের সঙ্গে থাকবে

www.pathagar.com

মাথা থেকে পা পর্যন্ত বর্মাবৃত দু-হাজার দুশো নাইট। বাকি সৈন্যরাও আধা-বর্মাচ্ছাদিত। তদুপরি এই বাহিনীর জন্য সুবিধাটা হচ্ছে, তাদের ঠিকানা কাছে এবং এই পুরোটা অঞ্চল তাদের নিজেদের, যেখানে তাদের রসদসংকটে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। ফলে আমাদের দুটি যুদ্ধ লড়তে হবে। একটি সরাসরি শত্রুর মোকাবেলায় আর অপরটি আমাদেরকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তার মোকাবেলায়। এই সংকট-সমস্যাগুলো আমাদেরকে শত্রুর দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে।'

সুলতান আইউবি নকশাটা সামনে মেলে ধরে যুদ্ধক্ষেত্র কোনটা হবে তরবারির আগা দ্বারা সবাইকে দেখিয়ে দিলেন। যেসব সালার অঞ্চল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তারা চমকে উঠে সুলতান আইউবির দিকে তাকালেন। তাদের চোখে বিস্ময়। সুলতান তাদের বিস্ময়ভাব বুঝে মুচকি হাসলেন।

'এটা হিত্তিনের উপকণ্ঠীয় ময়দান' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আপনারা ভাবছেন, এ-অঞ্চল তো শুকিয়ে-যাওয়া-গাছের বাকলের মতো শুকনা, উঁচু-নিচু এবং ঋতুর নির্মমতায় চৌচির। আরও ভাবছেন, এই এলাকার মাটি এতই পিপাসু যে, মানুষ-ঘোড়া যাকেই পাবে, তারই রক্ত চুষে খাবে। আপনারা দেখেছেন, তার এখানে-সেখানে উঁচু-নিচু পাথরখণ্ড ছড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, জায়গাটা ঠিকই ঘাস-পাতা, তরুলতাহীনই এবং পিপাসাকাতরও। রোদের সময় লোহার মতো গরম থাকে। আপনাদের জিজ্ঞাসু চোখে যে-প্রশ্নটি উঁকি মারছে, আমি তাও বুঝি। আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছেন, সে কোন বাহিনী, যারা নরকময় এই অঞ্চলে যুদ্ধ করতে পারবে? হ্যাঁ; সে হলো আমাদের বাহিনী। আপনাদের হাল্‌কা-পাতলা আরোহী সৈন্যরা এই অঞ্চলে প্রজাপতির মতো উড়ে বেড়াবে আর লোহার ভারী পোশাকে আবৃত খ্রিস্টান নাইট আর অর্ধবর্মপরিহিত সৈন্যদের নাচাতে থাকবে। দুশমনের এই আরোহী ও পদাতিক সৈন্যরা লোহার উত্তাপে অল্পসময়ে পিপাসায় বেহাল হয়ে যাবে এবং লোহার ভার তাদেরকে অতটুকু ছুটে বেড়াতে দেবে না, যতটুকু ছুটে বেড়াবে আমাদের সৈন্যরা।

'আপনারা জানেন, আমি প্রতিটি অভিযান পবিত্র জুমাদিবসে শুরু করে থাকি। আমি সেই সময়ে রওনা হব, যখন মসজিদগুলোতে মুসলমানরা তন্ময় হয়ে খুতবা শুনবে। এটা দু'আ কবুলের হওয়ার সময়। আমি প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় নির্দেশনা পাঠিয়েছি, জুমাদিবসের দু'আয় যেন মুসল্লিরা সেই মুজাহিদদের কথা স্মরণ রাখে, যারা জুমার নামায থেকে বঞ্চিত হয়ে যুদ্ধের ময়দানে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ে, আবার উঠে দাঁড়ায় এবং জুমা না পড়তে পারার কাফফারা রক্তের নজরানা দ্বারা আদায় করে। আর এ-সময়টা ঠিক সেই সময়, যখন সূর্য মাথার উপরে থাকবে এবং লোহাকে কামারের চুল্লির মতো উত্তপ্ত করে তুলবে।

'আর এই দেখুন; এটা গ্যালিলির ঝিল আর এটা হচ্ছে নদী' – তলোয়ারটা লাঠির মতো নকশার উপর মেরে-মেরে সুলতান আইউবি বলছেন – 'আর এটা

www.pathagar.com

হলো এই অঞ্চলের একমাত্র পুকুর, যাতে পানি আছে। বাদ বাকি সব পুকুর-কূপ শুকিয়ে গেছে। এই সেই মাস, যাকে ক্রুশের পুজারিরা জুন বলে। আমাদেরকে পানি আর দুশমনের মধ্যখানে অবস্থান নিতে হবে। আমি মুখের ভাষায় দুশমনকে পানি থেকে বঞ্চিত করে ফেলেছি। বাস্তবে তাদের পিপাসায় মারা আপনাদের কাজ। দুশমন হিত্তিনের এই অঞ্চলে যুদ্ধ এড়াতে চেষ্টা করবে। কিন্তু আমি তাদের এখানেই যুদ্ধ করাব। আমি ফৌজকে চার ভাগে বিভক্ত করেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মুজাফফর উদ্দীন ও আল-আফজাল আমাদের মাঝে উপস্থিত নেই। তারা বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে গ্যালিলি ঝিলের দক্ষিণ দিয়ে জর্ডান নদী পার হয়ে গেছে। এই বাহিনীটি তুর পর্বত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। সম্ভবত পৌঁছে গেছেও। এটা একটা ধোঁকা, যা আমি দুশমনকে প্রদান করছি।'

সুলতান আইউবি ফৌজের অবশিষ্ট তিন অংশের বিস্তারিত ও তাদের মিশন বর্ণনা করলেন। একটি অংশ সুলতান নিজের সঙ্গে রাখলেন। ঐতিহাসিকদের মতে, এই বাহিনীকে রিজার্ভ ও টাস্কফোর্স হিসেবে ব্যবহার করার কথা ছিল। শেষ পর্যায়ে চূড়ান্ত অপারেশনে অংশ নেওয়া এদের দায়িত্ব ছিল। সবগুলো অংশকে নানা জায়গা দিয়ে নদী পার করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্রুসেডাররা তাদের গুপ্তচর ও সোর্সদের মাধ্যমে এই গতিবিধি প্রত্যক্ষ করছিল। কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিল না আইউবির পরিকল্পনা কী। সুলতান আইউবি নিজে গ্যালিলির পশ্চিমতীর হয়ে তাবরিয়া নামক স্থানে এক পাহাড়ের উপর ছাউনি ফেলেন।

◆◆◆

ক্রুসেডাররা আরও একটা প্রতারণার শিকার হলো। সুলতান আইউবি সাধারণত কমান্ডো ধরনের যুদ্ধ লড়তেন এবং গেরিলা আক্রমণ চালাতেন। স্বল্প-থেকে-স্বল্পতমসংখ্যক সৈন্য দ্বারা দুশমনের বিপুল সৈন্যের উপর 'আঘাত করো আর পালিয়ে যাও' নীতি অনুযায়ী হামলা করতেন এবং দুশমনকে ছড়িয়ে দিতেন। ক্রুসেডাররা সুলতান আইউবির এ-ধারার যুদ্ধেরই মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকত। তাঁর বাহিনীর যে-অংশটি মুজাফফর উদ্দীন ও আল-আফজালের কমান্ডে নদী পার হয়ে গিয়েছিল, সেটি ক্রুসেডারদের সেনাচৌকিগুলোর উপর গেরিলা আক্রমণ শুরু করে দিল। এতে ক্রুসেডাররা বিভ্রান্তির শিকার হলো যে, সুলতান আইউবি তাঁর বিশেষ ধারায়-ই যুদ্ধ করবেন। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁর পরিকল্পনা ভিন্ন। কমান্ডোসেনাদের তিনি যথারীতি সেই মিশনই বুঝিয়ে দিলেন, যা প্রতিটি যুদ্ধে দিয়ে থাকেন।

খ্রিস্টান ফৌজ দুর্গের ভিতরেও আছে, বাইরেও আছে। সুলতান আইউবি দ্রুত তাঁর বাহিনীকে এমনভাবে বিন্যস্ত করে ফেললেন যে, গ্যালিলি ঝিল ও উক্ত অঞ্চলের একমাত্র পুকুরটা তাঁর দখলে এসে পড়ল। খ্রিস্টান বাহিনীর একটা অংশ সাইফুরিয়া নামক স্থানে সমবেত হলো। কিন্তু সুলতান আইউবি সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে তাবরিয়ায়ই বসে থাকলেন। তিনি দুশমনকে হিত্তিনের কাছাকাছি নিয়ে আসতে চাইছেন। যখন দেখলেন, ক্রুসেডাররা অগ্রসর হচ্ছে না,

www.pathagar.com

তখন তিনি পদাতিক বাহিনীকে খানিক সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে অল্প কিছু সৈন্য দ্বারা তাবরিয়ার উপর আক্রমণ করে বসলেন এবং আদেশ জারি করলেন, তাবরিয়াকে ধ্বংস করে নগরীতে আগুন লাগিয়ে দাও।

তাঁর আদেশ পালিত হলো।

তাবরিয়ার দুর্গ নগরী থেকে সামান্য দূরে। ফৌজ দুর্গে ছিল। নগরীর সুরক্ষার জন্য ফৌজ দুর্গ থেকে বেরিয়ে নগরীর উদ্দেশ্যে রওনা হলো। সুলতান আইউবি তাদের পথ আটকে ফেললেন। তিনি বাহিনীর অপর অংশকে বিভিন্ন দিকে রওনা করিয়ে দিয়েছিলেন। ক্রুসেডারদের যে-বাহিনী দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছে, তার কমান্ডার হলেন সম্রাট রেমন্ড। তাবরিয়ার পাথুরে অঞ্চলে তার ও সুলতান আইউবির মুখোমুখি যুদ্ধ হলো। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ সেই যুদ্ধের চোখে দেখা চিত্র এভাবে অঙ্কন করেছেন–

'উভয় বাহিনীর আরোহী সেনারা প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রথমে সামনের অংশটি তির ছুড়তে-ছুড়তে পরস্পরের দিকে এগিয়ে গেল। পরে পদাতিক বাহিনীকেও মাঠে নামানো হলো। ক্রুসেডাররা চোখে মৃত্যু দেখতে শুরু করল। মুসলমানদের পিছনে নদী আর সামনে শত্রু। পিছনে সরে যাওয়ার জন্য তাদের কোনো জায়গা নেই। সে-কারণে উভয় বাহিনী এমন উন্মাদের মতো লড়াই করে, যার বিবরণ বলে বোঝানো সম্ভব নয়।'

সারাটা দিন যুদ্ধ অব্যাহত থাকল। রাতে মুসলমান কমান্ডোরা দুশমনকে অস্থির করে রাখল। দুশমনের ফৌজ ও ঘোড়া পিপাসার্ত। পানি মুসলমানদের দখলে। গেরিলারা দুশমনকে পানির সন্ধানে যেতে দিচ্ছে না। পরদিন ক্রুসেডাররা টিলায় চড়ে যুদ্ধ করল। মুসলমানরা এগিয়ে এসে-এসে আক্রমণ করতে থাকল। কিন্তু উপরে থাকায় ক্রুসেডাররা আজ বেশি সুবিধা ভোগ করছে। টিলাটা ঘিরে ফেলে মুসলমানরা উপরে উঠতে শুরু করল। পদাতিক তিরন্দাজরা উপর থেকে তাদের উপর তির ছুড়তে লাগল। এমন সময় ক্রুসেডাররা দেখল, তাদের কমান্ডারের পতাকা দেখা যাচ্ছে না। তখনই জানা গেল, কমান্ডার রেমন্ড রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে গেছেন। অথচ তিনি বড় ক্রুশের উপর হাত রেখে জোটের শরীকদের অনুগত থাকার এবং রণাঙ্গনে পিঠ না দেখানোর শপথ নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, হিত্তিনের এই যুদ্ধে বড় ক্রুশটা নিয়ে আসা হয়েছিল।

ক্রুসেডারদের পলায়নের পথ বন্ধ। এখন তারা প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়ছে। উঁচু জায়গাগুলো তাদের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ওই দিনটাও কেটে গেল। মুসলিম সৈন্যরা বিপুল পরিমাণ শুষ্ক ঘাস ও কাঠ সংগ্রহ করে ক্রুসেডারদের চারপাশে আগুন ধরিয়ে দিল। রাতে আইউবির সৈন্যরা ঘাস-কাঠ সংগ্রহ করে আগুনের তেজ বৃদ্ধি করতে থাকল। সারা দিনের পিপাসাকাতর ও ক্লান্ত খ্রিস্টান সৈন্যরা টিলার উপর ঝলসে যেতে থাকল। তাদের একটা ইউনিট পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু মুসলমানরা তাদের একজনকেও জীবন নিয়ে পালাতে দেয়নি।

www.pathagar.com

পরদিন ক্রুসেডাররা অস্ত্রসমর্পণ করল এবং সেনাপতিগণসহ সবাই সুলতান আইউবির হাতে বন্দি হয়ে গেল।

◆◆◆

সুলতান আইউবির বাহিনীর অপর তিন অংশ বিভিন্ন স্থানে কখনও ক্রুসেডারদের পার্শ্বর উপর আক্রমণ করে বেরিয়ে যাচ্ছে, কখনওবা পিছনের উপর হামলা চালিয়ে এদিক-ওদিক সরে যাচ্ছে। এক-দুটা প্লাটুন এমন ধারায় দুশমনের সামনে অবস্থান নিয়ে আছে যে, তারা এই এগিয়ে যাচ্ছে, তো এই পিছিয়ে আসছে। এভাবে দুশমন হিত্তিনের ময়দানে এসে পড়ল। কিন্তু ততক্ষণে তারা এবং তাদের ঘোড়াগুলো পিপাসায় আধমরা হয়ে গেছে।

১১৮৭ সালের ৩ জুলাই। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি হিত্তিনের জন্য যে-পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছিলেন, এদিন সেই অনুপাতে অভিযান শুরু করলেন। এই দিনটিও ছিল পবিত্র জুমার বরকতময় দিন। ইতিপূর্বে গোয়েন্দারা – যাদের মধ্যে কুলসুম ও বকর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য – রিপোর্ট করেছিল, সাত খ্রিস্টান সম্রাট জোট বেঁধেছেন। মোকাবেলায় সুলতান আইউবির সেনাসংখ্যা বাড়ানোর তো সুযোগ ছিল না। কিন্তু তিনি যুদ্ধকৌশল, বাহিনীর বণ্টন, বিন্যাস, কমান্ডো গেরিলাদের ব্যবহার, তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা, রণাঙ্গনে দ্রুত চলাচলের ধরন ইত্যাদিতে রদবদল করে নিয়েছেন এবং নতুন করে কিছু কার্যকর কৌশল ঠিক করে রেখেছেন। তিনি দুশমনকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে হিত্তিনে নিয়ে এসেছেন। আশপাশের দুর্গ ও বসতিগুলোও দখল করে নিয়েছেন। পানির উৎস তাঁর নিয়ন্ত্রণে। ঋতুর রুদ্ররোষও তাঁর পক্ষে।

শত্রুবাহিনী যখন হিত্তিন এসে উপনীত হলো, তখন তারা জানত না, তারা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির নিপুণভাবে পাতা জালে এসে প্রবেশ করেছে। আইউবির গেরিলা বাহিনী দুশমনের প্রহরাচৌকি, টহলসেনা, আউটপোস্ট ও রসদের জন্য প্রলয় সৃষ্টি করে রেখেছে। রাতে তারা না শত্রুসেনাদের আরাম করতে দিচ্ছে, না সেনাপতিদের ভাবনা-চিন্তার সুযোগ দিচ্ছে।

১১৮৭ সালের ৪ জুলাই সুলতান আইউবির বাহিনীর মধ্যম অংশ মুখোমুখি আক্রমণ করে বসল। টিলা-টিপির কারণে যুদ্ধের অঙ্গনটা সংকীর্ণ। ক্রুসেডাররা এদিক-ওদিক থেকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলেই মুসলিম সেনারা তৎপর হয়ে উঠছে। তিরন্দাজগণ উঁচুতে অবস্থান গ্রহণ করে ক্রুসেডারদের উপর তির ছুড়ছে। সুলতান আইউবি একবার উপরে উঠছেন, আবার নিচে নামছেন। তাঁর দূত সংবাদ ও বার্তা আদান-প্রদান করছে। লোহার বর্ম খ্রিস্টান নাইটদের পুড়ে মারছে। তাদের ঘোড়াগুলো পিপাসায় কাতর। সম্মুখে পানি দেখা যাচ্ছে। এই পানি তাদের পিপাসাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। কিন্তু পানির দখল আইউবির হাতে।

ক্রুসেডাররা হেডকোয়ার্টারে সাহায্যের আবেদন পাঠাল। অল্প সময়ে নতুন সৈন্য এসে পড়ল। তারা শেষবারের মতো একটা জবাবি আক্রমণ চালাল।

www.pathagar.com

ক্রুসেডাররা মুসলিম বাহিনীর যে-অংশটির উপর আক্রমণ চালাল, তার সেনাপতি তকিউদ্দীন। আক্রমণ প্রতিহত করতে তিনি তার বাহিনীকে অর্ধবৃত্তাকারে বিন্যস্ত করে দিলেন। দুশমন সোজা ধেয়ে এল। তকিউদ্দীন বৃত্তের মুখ বন্ধ করে দিলেন। ক্রুসেডাররা তার বেষ্টনিতে আটকা পড়ে গেল। মুসলিম অশ্বারোহীরা তাদের কেটে-পিষে নিঃশেষ করে ফেলল।

এখন যুদ্ধের চিত্রটা হলো, ক্রুসেডাররা হিত্তিনের ময়দানে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ লড়ছে। হিত্তিন থেকে দূরে কোথাও তাদের যদিও কোনো ইউনিট থেকে গিয়ে থাকে, তা হলে মুসলমানরা তাদের সেখানেই বেকার করে দিয়েছে। এই প্রথম ও শেষবারের মতো আক্রার পাদরি 'বড় ক্রুশ'সহ রণাঙ্গনে উপস্থিত রয়েছেন। তিনি মনে বড় আশা নিয়ে এসেছিলেন। খ্রিস্টান সম্রাটগণ এই ক্রুশেই হাত রেখে আমৃত্যু অটল থেকে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সম্রাটগণ তার আশার গুড়ে বালি ছিটিয়ে পিঠ দেখাতে শুরু করেছেন। গাই অফ লুজিনান দুজন সঙ্গীসহ পালাতে শুরু করলে মুসলিম সৈনিকরা দেখে ফেলল এবং তাকে জীবিত ধরে ফেলল।

আক্রার পাদরি মৃত্যুবরণ করেছেন। 'বড় ক্রুশ' মুসলমানদের হাতে চলে এসেছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ এই ক্রুশ সম্পর্কে কিছু লিখেননি। সে-কালের লিপি থেকে প্রমাণিত হয়, বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের পর সুলতান আইউবি ওখানকার খ্রিস্টানদের সম্মানার্থে ক্রুশটা তাদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত হিত্তিন যুদ্ধ চূড়ান্তে পৌঁছে গেল। ক্রুসেডারদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ ছিল না। অসংখ্য-অগণিত সৈন্য প্রাণ হারিয়েছে। অবশিষ্টরা অস্ত্রসমর্পণ করে আইউবির হাতে বন্দি হয়ে গেছে। যুদ্ধশেষে সুলতান আইউবির সম্মুখে যেসব বন্দিকে হাজির করা হলো, তাদের মধ্যে রেমন্ড ছাড়া জোটবাহিনীর ছয় সম্রাটই আছেন। আছেন প্রিন্স অর্নাতও, সুলতান যাকে নিজহাতে হত্যা করার কসম খেয়েছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন এবং কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদও বর্ণনা করেছেন, সুলতান আইউবি খ্রিস্টান সম্রাট জেফ্রেকে শরবত পান করতে দিয়েছিলেন। জেফ্রে অর্ধেক পান করে গ্লাসটা অর্নাতকে দিয়ে দিলেন।

অর্নাত শরবত পান করতে উদ্যত হলেন। সুলতান আইউবি গর্জে উঠে দোভাষীর মাধ্যমে বললেন– 'ওকে (অর্নাতকে) বলো, ওকে আমি নই – ওর সম্রাট শরবত দিয়েছে। আরবি মেজবান শুধু সেই শত্রুকে শরবত পান করায়, যার জীবন ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আমি অর্নাতকে শরবত দেইনি।'

বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন, সে-সময় সুলতান আইউবির চোখ থেকে যেন জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছিল।

সুলতান চাকরদের বললেন, এদের খাওয়ার ব্যবস্থা করো। সবাই তাঁবুতে বসে আহার করলেন। সুলতান পুনরায় জেফ্রে ও অর্নাতকে তাঁবুতে ডেকে পাঠালেন। অর্নাতকে বললেন– 'তুমি সব সময় আমার রাসূলকে অবমাননা করতে। এখন মুসলমান হওয়া ব্যতীত তোমার মুক্তির আর কোনো পথ নেই।'

www.pathagar.com

অর্নাত প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানালেন।

সুলতান আইউবির এটাই কামনা ছিল। তিনি ঝট করে তরবারিটা বের করে এক আঘাতে অর্নাতের একটা বাহু দেহ থেকে আলাদা করে ফেললেন এবং চিৎকার করে বলে উঠলেন– 'শয়তান! আমার প্রিয় রাসূলের অবমাননা করেছিস্! গালিগুলো যদি আমাকে দিতি, তবু তোর জীবনটা রক্ষা পেত।'

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান আইউবির তাঁবুতে তাঁর যে দু-তিনজন সালার ছিলেন, তারা তরবারির আঘাতে অর্নাতকে হত্যা করে ফেললেন। সুলতান আইউবি শ্লেষমাখা কণ্ঠে বললেন– 'এই নাপাক মরদেহটা বাইরে কোথাও ফেলে দাও।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন– 'সুলতান আইউবি অর্নাতের দেহটা তাঁবুর বাইরে আর আত্মাটা জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছেন।'

সহকর্মীর এই পরিণতিদর্শনে সম্রাট জেফ্রের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি বুঝে নিলেন, এবারকার পালা আমার। কিন্তু সুলতান আইউবি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে কাঁধে হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বললেন– 'রাজা রাজাকে হত্যা করে না। কিন্তু লোকটার অপরাধ এমন ছিল যে, আমাকে এক সময় তাকে নিজহাতে হত্যা করার শপথ করতে হয়েছিল। আপনি ভয় পাবেন না।'

আটক সম্রাটদের বন্দিদের তাঁবুতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন।

◆◆◆

এখন রাত। কার্কের রাজপ্রাসাদ নীরব-নিস্তব্ধ। প্রিন্স অর্নাত সেখানে নেই। নেই তার সেনাপতিরাও। আছে কেবল হেরেমের নারীরা। কুলসুমও আছে। তার চাকর-চাকরানিরাও আছে। দুর্গে অল্প কজন সৈন্য আছে। অর্নাতের মৃত্যুসংবাদ এখনও সেখানে পৌঁছেনি। রাতের প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এতক্ষণে কুলসুমের শুয়ে পড়ার কথা।

এক মহিলা পা টিপে-টিপে কুলসুমের শয়নকক্ষে প্রবেশ করল। তার হাতে খঞ্জর। সে কুলসুমের পালঙ্কের কাছে পৌঁছে গেল। কক্ষে আলো নেই। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মহিলা খঞ্জরধারী হাতটা উঁচু করে পূর্ণ শক্তিতে আঘাত হানল। কিন্তু কেউ চিৎকার দিল না। খঞ্জর পালঙ্কে গেঁথে গেল। মহিলা বিছানা হাতড়াল। কুলসুম নেই। মেয়েটা কোথাও গেছে মনে করে মহিলা পালঙ্কের পাশ ঘেঁষে লুকিয়ে বসে থাকল।

খানিক পর চাপা পায়ে কে একজন কক্ষে ঢুকল বলে অনুভূত হলো। শব্দটা পালঙ্কের নিকটে চলে এল। মহিলা উঠে তার উপর খঞ্জরের আঘাত হানল। পরক্ষণেই উলটো তার পেটে খঞ্জর গেঁথে গেল। তারপর কিছুক্ষণ দুটি খঞ্জরের সংঘর্ষ চলল। আঘাত-পালটা আঘাত চলল। তারপর দুজনই বাইরে বেরিয়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। হেরেমের অন্য মেয়েরা ছুটে এল। দেখল, আঘাত-খাওয়া দুজনই মারা গেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কুলসুম নেই। এরা দুজনই হেরেমের

www.pathagar.com

নারী। দুজনই কুলসুমকে হত্যা করতে গিয়েছিল। সেদিনই তারা কুলসুমকে হত্যা করার পরিকল্পনা এঁটেছিল। কিন্তু কাজটা কে করবে, তাতে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেল। ফলে অন্ধকার কক্ষে কুলসুম মনে করে তারাই একে অপরকে হত্যা করে ফেলল।

ততক্ষণে কুলসুম শুধু প্রাসাদ থেকেই নয় – কার্ক থেকেও বেরিয়ে গেছে। সেদিনই বকর তার সঙ্গীদের মারফত জানতে পারল, হিত্তিনে ক্রুসেডারদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। কার্কের গোয়েন্দারাই তাকে পরামর্শ দিয়েছে, তুমি কুলসুমকে নিয়ে পালিয়ে যাও। রাতে দুর্গের ফটক খোলানো কুলসুমের পক্ষে ব্যাপার নয়। সবাই জানে, এই মেয়েটা প্রিন্স অর্নাতের প্রেমাস্পদ। বকর ইবনে মুহম্মদ সায়বাল সেজে তাকে ঘোটকযানে করে নিয়ে যাচ্ছে। হেরেমের কোনো নারী কুলসুমকে যেতে দেখেনি।

শহর থেকে দূরে একস্থানে পৌঁছে তারা দুটা ঘোড়া পেয়ে গেল। এগুলো তাদেরই গোয়েন্দাদের ব্যবস্থাপনায় সেখানে অপেক্ষমাণ দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা সেখানেই ছেড়ে দেওয়া হলো। তারা ঘোড়ায় আরোহণ করে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরদিন পথে নিজবাহিনীর এক দূত তাদের জানাল, ক্রুসেডাররা পরাজয়বরণ করেছে। অর্নাত মৃত্যুবরণ করেছে। সুলতান আইউবি এখনও হিত্তিন ও নাসেরায় অবস্থান করছেন। কুলসুম সুলতান আইউবির কাছে যেতে চাচ্ছে।

তারা গ্যালিলি ঝিলে পৌঁছে গেল। কুলসুমকে যখন সুলতান আইউবির সম্মুখে উপস্থিত করা হলো, তখন মেয়েটা তাঁর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল।

'আমার কন্যা' – সুলতান আইউবি মেয়েটাকে ধরে তুলে দাঁড় করিয়ে সস্নেহে বললেন– 'আমার এই বিজয়ে না-জানি তোমার মতো আরও কত মেয়ের অবদান রয়েছে।'

'আমি অর্নাতের লাশটা দেখতে চাই।' কুলসুম আবেদন জানাল।

'সব কটার লাশ নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'অর্নাতকে আমি নিজহাতে শাস্তি দিয়েছি। আগামী কাল তোমাকে কায়রো পাঠিয়ে দেব। আমাকে এখন বহুদূর যেতে হবে। যেখানে থাকবে, আমার জন্য দু'আ কোরো, যেন আমি কেবলই সম্মুখে অগ্রসর হতে পারি। দু'আ কোরো, সূর্য যেখানে অস্ত যায়, যেন আমি সেই পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিতে পারি।'

হিত্তিনের জয় ছিল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই জয়ের মাধ্যমে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ফিলিস্তিনের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন এবং তাতে ঢুকে পড়েছিলেন। এত বিশাল একটা অঞ্চল জয় করার ফলে সুলতানের জন্য ফিলিস্তিনজয় সহজ হয়ে গিয়েছিল। তিনি এই অঞ্চলটাকে ক্যাম্প বানিয়ে নিলেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাস-অভিমুখে অগ্রযাত্রার প্রস্তুতি ও অস্ত্র-রসদ ইত্যাদি সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

www.pathagar.com

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি হিত্তিনে যে-বিজয় অর্জন করেছেন, তা কোনো সাধারণ বিজয় ছিল না। সাত-সাতজন খ্রিস্টান সম্রাট ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুলতান আইউবির সামরিক শক্তিকে চিরতরে নিঃশেষ করতে এবং তারপর পবিত্র মক্কা-মদীনা দখল করতে এসেছিলেন। কিন্তু ফল ফলেছে উলটো। মরুর টিলা যেমন ঝড়ের কবলে পড়ে বালিকণার মতো মরুতে মিশে যায়, তেমনি তাদের নিজেদের সামরিক শক্তিই বরং নিঃশেষ হয়ে গেছে। চারজন বিখ্যাত ও শক্তিমান সম্রাট আইউবির হাতে বন্দি হয়েছেন, যাদের মধ্যে জেরুজালেমের (বাইতুল মুকাদ্দাস) শাসনকর্তা গাই অফ লুজিনান অন্যতম। খ্রিস্টান বাহিনীর মনোবল ভেঙে গেছে এবং আইউবি-বাহিনীর মনোবল চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। তবে গেরিলা অপারেশন এখনও চলছে। আইউবির গেরিলারা পলায়নপর খ্রিস্টান সৈন্যদের পাকড়াও করছে। ক্রুসেডারদের মনোবল এমনভাবে ভেঙে গেছে যে, কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের ভাষায়– 'এক ব্যক্তি – যার সম্পর্কে আমার বিশ্বাস আছে, লোকটি সত্য বলে – আমাকে বলেছে, সে নিজচোখে দেখেছে, মুসলিম বাহিনীর এক সৈনিক ত্রিশজন খ্রিস্টান সৈন্যকে এক রশিতে বেঁধে নিয়ে আসছিল।' এমন তো একাধিক দৃশ্য দেখা গিয়েছিল, এক একজন মুসলিম সৈনিক কয়েকজন করে খ্রিস্টান সৈন্যকে নিরস্ত্র করে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছে। কোনো-কোনো ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ক্রুসেডারদের পরাজয়ের এরূপ একাধিক কাহিনী বর্ণনা করেছেন এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির সামরিক যোগ্যতার প্রশংসা করেছেন।

হিত্তিন ও তার আশপাশে এবং আরও দূরে যেখানে-যেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেই মাইলের-পর-মাইল বিস্তৃত অঞ্চলে ক্রুসেডারদের লাশ পড়ে আছে। গুরুতর আহতরা ছটফট করে-করে প্রাণ হারিয়েছে। সাধারণ আহতরাও মারা গেছে। তার কারণ জখম নয় – পিপাসা। লোহাপরিহিত নাইটদের নিরাপত্তাবর্মগুলো উত্তপ্ত চুল্লিতে পরিণত হয়ে তাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এ-কালের এক ঐতিহাসিক এ্যান্থনি ওয়েস্ট সেকালের ঐতিহাসিকদের সূত্রে লিখেছেন, হিত্তিনের রণাঙ্গনে লাশের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজারেরও অধিক। লাশগুলো তুলে আনার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। তাদের যেসব সহকর্মী জীবিত ছিল, তারা হয়ত বন্দি হয়ে গিয়েছিল, নতুবা বিক্ষিপ্ত হয়ে পালিয়ে

www.pathagar.com

গিয়েছিল। অ্যান্থনি ওয়েস্ট লিখেছেন, তাদের লাশগুলো চিল-শকুন ও শিয়াল-কুকুররা খেয়ে ফেলেছিল। দিনকয়েকের মধ্যেই লাশগুলো কঙ্কালে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। যারা উপর থেকে দৃষ্টিপাত করেছেন, তারা দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত ভূখণ্ডটাকে হাড়ের কারণে শাদা দেখেছেন। সেই কঙ্কালগুলোর মাঝে ছোট-ছোট হাজার-হাজার ক্রুশ ছড়িয়ে পড়ে ছিল, যেন বৃক্ষ থেকে পাকা ফলগুলো ছিঁড়ে পড়ে শুকিয়ে গেছে।

সুলতান আইউবি লাশগুলো সরিয়ে অঞ্চলটাকে পরিষ্কার করার গরজ বোধ করেননি। কারণ, তিনি সেখানে অবস্থান করবেন না। তাঁর গন্তব্য বাইতুল মুকাদ্দাস; কিন্তু তিনি আলোচনা করছেন আক্রার। আক্রার বড় ক্রুশটা সুলতানের তাঁবুর বাইরে পড়ে আছে। তার মোহাফেজ বড় পাদরি মারা গেছেন। ক্রুসেডারদের মনোবল ভেঙে যাওয়ার এটাও একটা কারণ।

◆◆◆

'আমাদের এখন সোজা আক্রায় আক্রমণ চালাতে হবে' – সুলতান আইউবি তাঁর সালার ও নায়েবদের উদ্দেশে বলছেন – 'আমি মহান আল্লাহর শোকর আদায় করছি যে, আমার রিজার্ভ বাহিনীটি গোটাই অক্ষত রয়ে গেছে।'

তিনি সকলের উপর চোখ বুলিয়ে মুচকি হেসে বললেন– 'মনে করো না নিজের ও বন্ধুদের ক্লান্তির অনুভূতি আমার নেই। আল্লাহ তোমাদের এর বিনিময় দান করবেন। তোমাদের বিশ্রাম হবে মসজিদে আকসায়। আমরা যদি এখানে বিশ্রামের জন্য বসে পড়ি, তা হলে ক্রুসেডাররা জড়ো হয়ে সতেজ ও প্রস্তুত হয়ে যাবে। তাদের আমি ক্ষতস্থান পরিষ্কার করারও সুযোগ দিতে রাজী নই।'

সালারগণ খানিক বিস্মিত হলেন। তাদের আশা ছিল, এবার সুলতান আইউবি বাইতুল মুকাদ্দাস-অভিমুখে অগ্রযাত্রার আদেশ দেবেন। অথচ তিনি কিনা আক্রা-আক্রমণের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলেন। খ্রিস্টানদের বড় ক্রুশটা তাঁর পিছনে রাখা আছে। তিনি ক্রুশটার প্রতি তাকালেন এবং কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। উপস্থিত লোকজন চুপচাপ বসে আছে।

হঠাৎ তিনি দ্রুত সালারদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বলে উঠলেন– 'আমার বন্ধুগণ! এটি দুটি বিশ্বাসের যুদ্ধ। এটি হক ও বাতিলের সংঘাত। এই ক্রুশটার উপর জমাট হয়ে থাকা রক্ত দেখো। এই রক্ত হযরত ঈসার নয়। এই রক্ত সেই পাদরিরও নয়, যাকে খ্রিস্টজগত এই ক্রুশের মোহাফেজ বলে বিশ্বাস করে। এই রক্ত সেই পাদরিদেরও নয়, যারা এত বড় ক্রুশটাকে যুদ্ধের ময়দানে এনে রেখেছিল। এরা সবাই আল্লাহর সৈনিকদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু এই রক্ত তাদের একজনেরও নয়। এই রক্ত অসত্যের রক্ত। এই রক্ত ভিত্তিহীন বিশ্বাস ও মানুষের গড়া চিন্তা-চেতনার রক্ত।'

সুলতান আইউবির কণ্ঠে আবেগের জোশ তৈরি হয়ে গেছে। তিনি বললেন–

'আমি প্রতিটি যুদ্ধাভিযান জুমার দিন শুরু করে থাকি। অগ্রযাত্রা জুমার দিন করি। জুমা বরকতময় দিবস আমি প্রতিটি অভিযান জুমার খুতবার সময় শুরু

www.pathagar.com

করি। কারণ, এটি দু'আ কবুলের সময়। তোমরা যখন দুশমনের সঙ্গে যুদ্ধে রত থাক, তোমাদের উপর তিরবৃষ্টি হতে থাকে, দুশমনের মিনজানিকগুলো তোমাদের উপর আগুন ও পাথর বর্ষণ করতে থাকে, সে-সময় জাতির প্রতিজন মানুষের হাত মহান আল্লাহর দরবারে তোমাদের নিরাপত্তা ও বিজয়ের জন্য উত্তোলিত থাকে। তোমরা কি দেখনি, আমি এই যুদ্ধের জন্যও রওনা জুমার দিন করেছিলাম এবং জুমার দিন যুদ্ধ শুরু করেছিলাম? এখন তোমরা বিজয়ী। তোমাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে। এটা আমাদের সুমহান বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার জয়। এই যুদ্ধ ছিল চাঁদ-তারা বনাম ক্রুশের যুদ্ধ। চাঁদ-তারা জয়লাভ করেছে। কথাগুলো আমি তোমাদের কেন বলছি? এজন্য যে, তোমাদের কারও মধ্যে যদি বিশ্বাসসংক্রান্ত কোনো শোবা-সন্দেহ থাকে, তা হলে দূর হয়ে যাবে। তোমরা আল্লাহর রশিকে আরও শক্তভাবে ধারণ করো।

'বোধ হয় তোমাদের অবাক্ লাগছে, আমি আক্রা-আক্রমণের সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছি। তার কারণ, ক্রুসেডাররা একবার আমাদের পবিত্র মক্কা ও মদীনা-অভিমুখে অগ্রযাত্রা করেছিল। প্রিন্স অর্নাত মক্কা থেকে মাত্র দু-ক্রোশ দূর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। আমি অর্নাত থেকে পবিত্র মক্কার প্রতি কুনজরে তাকাবার প্রতিশোধ নিয়ে ফেলেছি। এবার অন্যান্য সম্রাট ও নাইটদের থেকে প্রতিশোধ নেব। আক্রা তাদের মক্কা। আমি নগরীটা পদানত করব। মসজিদে আকসার যে অবমাননা চলছে, আমি তার প্রতিশোধ নেব। আর সামরিক বিচারে বাইতুল মুকাদ্দাসের আগে আক্রা জয় করা এ-কারণেও জরুরি যে, তাতে ক্রুসেডারদের মনোবল ভেঙে যাবে।'

সুলতান আইউবি বিশাল একটা নকশা – যেটা তিনি নিজহাতে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন – খুলে সকলের সামনে মেলে ধরলেন এবং হিত্তিনের উপর আঙুল রেখে বললেন– 'এখন তোমরা এখানে'। তিনি আঙুলটা এমনভাবে দ্রুত আক্রার দিকে নিয়ে গেলেন, যেন কিছু একটা কাটার জন্য খঞ্জরের আগা চালালেন। বললেন– 'ক্রুসেডারদের শাসনক্ষমতাকে দুভাগে বিভক্ত করে আমি তার মধ্যখানে এসে পড়ব। আক্রায় দখল প্রতিষ্ঠিত করে টায়ের, বৈরুত, হিফা, আসকালান ও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সকল উপকূলীয় নগর ও পল্লীকে ধ্বংস করে দেব। সামরিক-বেসামরিক কোনো খ্রিস্টানকে সেসব অঞ্চলে আমি থাকতে দেব না। উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর দখল নেওয়া এ-কারণেও জরুরি যে, ইউরোপের আরও কতিপয় সম্রাট তাদের খ্রিস্টান ভাইদের সাহায্যার্থে সৈন্য, অর্থ ও সামরিক সরঞ্জাম পাঠাবে। উপকূল তোমাদের দখলে থাকলে দুশমনের কোনো রণতরী কূলে ভিড়তে পারবে না। এখান থেকে আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস-অভিমুখে রওনা হব। যুদ্ধ আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে।'

ফিলিস্তিন ও লেবাননের মানচিত্র দেখলে আপনি গ্যালিলি ঝিলের পাড়ে হিত্তিন ও তার বিপরীত দিকে সমুদ্রের কূলে আক্রা দেখতে পাবেন। দক্ষিণে বাইতুল মুকাদ্দাস। হিত্তিন থেকে আক্রার দূরত্ব পঁচিশ মাইল আর বাইতুল

www.pathagar.com

মুকাদ্দাস সত্তর মাইল। আজকের লেবানন ও ফিলিস্তিনের উপর সেদিন খ্রিস্টানদের দখল ছিল। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি পরিকল্পনা ঠিক করেছিলেন, তিনি হিত্তিন থেকে আক্রা পর্যন্ত এমনভাবে অগ্রযাত্রা করবেন যে, পথের প্রতিটা অঞ্চল দখল করতে থাকবেন এবং সেসব অঞ্চল থেকে খ্রিস্টানদের বিতাড়িত করে শুধু মুসলমানদের থাকতে দেবেন। সামরিক বিশেষজ্ঞগণ একে অতিশয় চমৎকার একটি পরিকল্পনা বলে অভিহিত করেছেন। সুলতান আইউবি এই পরিকল্পনা ক্রুসেডারদের সামরিক শক্তিকে দুভাগে বিভক্ত করার লক্ষ্যে প্রস্তুত করেছিলেন। ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় তাঁর বাহিনী ক্রুসেডারদের এত বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও কম ছিল। কিন্তু তাঁর রণকৌশলগুলো ক্রুসেডারদের অপেক্ষা উন্নত এবং চলাচলের গতি অত্যন্ত তীব্র ছিল।

◆◆◆

'আক্রার প্রতিরক্ষা অনেক শক্ত' – সুলতান আইউবি তাঁর সালারদের উদ্দেশে বললেন – 'আমাদের গোয়েন্দারা জানিয়েছে, ওখানে শক্ত-সমর্থ যুবক মুসলমানরা কারাগারে আটক রয়েছে। নারী-শিশুরাও বন্দিত্বে জীবন কাটাচ্ছে। ওখানকার খ্রিস্টান নাগরিকরা নগরীর প্রতিরক্ষায় জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করবে। মুসলিম যুবকরা যেহেতু বন্দি, তাই ভেতর থেকে তারা আমাদের কোনো সাহায্য করতে পারবে না। আমি অবরোধ দীর্ঘ করতে চাই না। তোমাদের আক্রমণ ঝড়গতির হওয়া চাই। আক্রা পর্যন্ত আমাদের অগ্রযাত্রার নিরাপত্তা বিধান করবে আমাদের কমান্ডোরা। অগ্রযাত্রা হবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। পথে কোনো লোকালয় অক্ষত থাকবে না। তবে সৈনিকরা গনিমত কুড়ানোর জন্য থামবে না। এ-কাজের জন্য আলাদা বাহিনী থাকবে।'

আক্রায় মুসলমানদের অবস্থা হচ্ছে, দু-চারজন বৃদ্ধ ও পঙ্গু ছাড়া সবাই মানবতের ও আতঙ্কের জীবন যাপন করছে। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ কারাগারে আটক মুসলমানদের সংখ্যা চার হাজারের অধিক লিখেছেন। অন্যান্য ঐতিহাসিকরা পাঁচ থেকে ছয় হাজারের কথা বলেছেন। মোটকথা, আক্রা মুসলমানদের জন্য কারাগারে পরিণত হয়েছিল। কোনো মুসলমানের বোন-কন্যা নিরাপদ ছিল না। ক্রুসেডারদের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানরা চলমান লাশে পরিণত হয়ে যাক এবং তাদের শিশুদের মধ্যে ধর্ম ও জাতীয়তার অনুভূতিই জাগ্রত না হোক। সেখানকার মসজিদগুলো বিরান হয়ে গিয়েছিল।

১১৮৭ সালের ৪ জুলাইয়ের পর ক্রুসেডাররা সেখানকার মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এত দিন যেসব মুসলমান নিজঘরে অবস্থান করার সুযোগ পেয়েছিল, তাদেরও ধরে-ধরে উন্মুক্ত কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। সে ছিল একধরনের বেগারক্যাম্প। ওখানে মুসলমানদের দ্বারা পশুর মতো কাজ করানো হতো।

১১৮৭ সালের ৪ জুলাইয়ের পর আর তাদের বেরুতে দেওয়া হয়নি। তাদের পিছনে কঠোর পাহারা বসিয়ে দেওয়া হলো। তা থেকেই হতভাগ্যরা অনুমান

www.pathagar.com

করে নিয়েছিল, খ্রিস্টানদের কোথাও পরাজয় ঘটেছে কিংবা ইসলামি ফৌজ তাদের নগরী অবরোধ করেছে। মহিলারা আল্লাহর দরবারে মিনতি করতে শুরু করল। কারাগারের বাসিন্দাদের মাঝে নতুন মাত্রায় বেদনার ছায়া নেমে এল। মায়েরা দু'আর জন্য অবুঝ সন্তানদের হাত উচ্চে তুলে ধরে বলতে শুরু করল– 'বেটা! বলো, হে আল্লাহ! আপনি ইসলামকে বিজয় দান করুন। বলো, হে আমার আল্লাহ! আপনি বাইরের মুসলমানদের হিম্মত দান করুন, যেন তারা আমাদেরকে জালেমদের কবল থেকে বের করে নিতে পারেন।'

হাজার-হাজার শিশু, হাজার-হাজার নারী আল্লাহর সমীপে হাত তুলে দু'আ করছে, আকুল ফরিয়াদ জানাচ্ছে। মায়েদের কান্না দেখে শিশুরাও কাঁদতে শুরু করেছে। তবে অবলা নারী আর অবুঝ শিশুদের এই ক্রন্দনরোলের সঙ্গে হান্টারের শব্দও ভেসে আসছে। তারা তাকিয়ে দেখল, বিপুলসংখ্যক নতুন কয়েদি নিয়ে আসা হচ্ছে। এরা নগরীর সেইসব মুসলিম বাসিন্দা, যারা এত দিন আপন-আপন বাড়ি-ঘরে বসবাস করছিল। তাদের নারী-শিশুদেরও নিয়ে আসা হয়েছে। তাদেরই উপর হান্টারের আঘাত হানা হচ্ছে।

৬ কি ৭ জুলাই মধ্যরাতের পর হঠাৎ নগরীতে হট্টগোল শুরু হয়ে গেল এবং কোনো-কোনো জায়গা থেকে অগ্নিশিখা উত্থিত হতে শুরু করল। শাঁ-শাঁ করে তির এসে এই মুক্ত কারাগার পর্যন্ত আঘাত হানতে শুরু করল। এই কারাগারের চারদিক শুকনা কাঁটা আর রশির জালের বেড়া দেওয়া। রাতে চারদিকে স্থানে-স্থানে বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে, যাতে বন্দিদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা যায়। এক বন্দি বাইরে থেকে আসা একটা তির তুলে হাতে নিয়ে বাতির আলোতে নিরীক্ষা করে দেখেই চিৎকার দিয়ে উঠল– 'আমি এই তির চিনি! এটা ইসলামি ফৌজের তির!'

এমন সময় বেড়ার জালের ফাঁক গলিয়ে শাঁ করে আরেকটা তির ধেয়ে এসে লোকটার বুকে গেঁথে গেল। কোনো এক খ্রিস্টান সান্ত্রী বন্দিকে চুপ করানোর জন্য তিরটা ছুড়েছে। শহর জেগে উঠেছে। নগরী ও দুর্গের পাঁচিলের উপর দৌড়-ঝাঁপ-হট্টগোল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধনুক থেকে তির বের হওয়ার শব্দও বেড়ে চলেছে। বাইরে আল্লাহু আকবার তাকবীরধ্বনি আসমান-জমিন কাঁপিয়ে তুলছে। একটু পরপর ধ্রাম-ধ্রাম শব্দ কানে ভেসে আসছে। এগুলো বড়-বড় পাথর পড়ার শব্দ, যা কিনা সুলতান আইউবির সৈন্যরা মিনজানিকের সাহায্যে পাঁচিলের উপর নিক্ষেপ করছে।

◆◆◆

এটা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির অবরোধ। তবে অবরোধের চেয়ে আক্রমণই বেশি। শহরে অগ্নিগোলা নিক্ষেপক মিনজানিক ছাড়াও ফটক ও পাঁচিলের উপর ভারী পাথর নিক্ষেপকারী বড় মিনজানিকও ব্যবহার করা হচ্ছে। উঁচু-উঁচু মাচান সঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে। এক-একটা মাচানে দশ থেকে বিশজন করে সৈনিক দাঁড়াতে পারে। সেগুলোর তলায় চাকা লাগানো। উট ও ঘোড়া

www.pathagar.com

এগুলো টেনে এনেছে। এই চলমান মাচানগুলো দেওয়াল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু খ্রিস্টানরা নগরীর প্রতিরক্ষায় প্রাণান্ত যুদ্ধ লড়ছে। সাধারণ জনগণও সৈনিকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছে। তারা সুলতান আইউবির চলন্ত মাচানগুলোর উপর বৃষ্টির মতো তির ছুড়ে-ছুড়ে মুসলিম সৈনিকদের খতম করে চলছে। যে-মাচানগুলো পাঁচিলের সন্নিকটে পৌঁছে গেছে, খ্রিস্টান সৈনিকরা সেগুলোর উপর জ্বলন্ত প্রদীপ ও তরল দাহ্যপদার্থের পাতিল ছুড়ে-ছুড়ে তাদের ভস্ম করে দিচ্ছে।

ভিতরে বন্দিশালায় হাজার-হাজার কয়েদি সমকণ্ঠে জিকির করছে। মহিলারা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে হাত তুলে আল্লাহর দরবারে আকুতি জানাচ্ছে। হঠাৎ একব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল– 'নাস্‌রুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাত্‌হুন কারীব'। আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটে। সঙ্গে-সঙ্গে সকল নারী, শিশু ও পুরুষের কণ্ঠ এক কণ্ঠে পরিণত হয়ে গেল, যা যুদ্ধের হট্টগোল থেকে অধিক উচ্চ হয়ে দেখা দিল এবং বিকট শব্দের রূপ ধারণ করে শহরময় ছড়িয়ে পড়ল।

দু-তিনজন সান্ত্রী ভিতরে ঢুকে বন্দিদের থামানোর চেষ্টা শুরু করল। কিন্তু কয়েকজন উত্তেজিত কয়েদি উঠে সান্ত্রীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফটক খোলা ছিল। অবশিষ্ট কয়েদিরা কারাগার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু তিরবৃষ্টি সামনের লোকগুলোকে মাটিতে ফেলে দিল। পরক্ষণেই অনেকগুলো ঘোড়া ছুটে এল। আরোহীদের হাতে বর্শা ছিল। পলায়মান কয়েদিরা ভিতরে ঢুকে পড়ল। যারা পিছনে রয়ে গেল, তারা আরোহীদের বর্শার আঘাতে শহীদ হয়ে গেল। বন্দিদের পলায়নচেষ্টা ব্যর্থ হলো। নারী ও শিশুরা আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা সমস্বরে কালেমা তায়্যেবার জিকির শুরু করল।

রাতভর সুলতান আইউবির জানবাজ সৈন্যরা পাঁচিল পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার এবং পাঁচিলে ছিদ্র করার কিংবা সুড়ঙ্গ খনন করার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকল আর উপর থেকে খ্রিস্টানরা তাদের উপর তির, পাথর ও আগুন নিক্ষেপ করতে থাকল। সুলতান আইউবি অনুপম কুরবানি দিয়ে যাচ্ছেন। নগরীর পাঁচিলের একস্থানে বড় মিনজানিকের সাহায্যে ভারী-ভারী পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে। রাত পোহাবার পর দেখা গেল, পাঁচিলের উপর সবখানে সবদিকে আক্রার সাধারণ মানুষ ও সৈনিকরা মাছির মতো ছেয়ে আছে। তারা তির বর্ষণ করছে। আরও দেখা গেল, প্রাচীরের একটা জাঢগায় ফাটল ধরেছে। সুলতান আইউবি ঘোড়ার পিঠে চড়ে সামান্য পিছনে একস্থানে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি অবলোকন করছেন। তিনি আদেশ করলেন, যেখান থেকে দেওয়াল ফাটছে, তার উপর ও ডান-বাম থেকে দুশমনের উপর তির বর্ষণ করো। তিনি অপর দিককার তিরন্দাজদেরও তলব করে উক্তস্থানে নিয়োজিত করলেন। সুড়ঙ্গ খননকারী বাহিনীকে বললেন, তোমরা দৌড়ে পাঁচিলের কাছে পৌঁছে যাও।

জানবাজরা পৌঁছে গেল। প্রাচীরের উপর এত অধিক ও এত তীব্র গতিতে তির বর্ষিত হচ্ছে যে, উপরের লোকদের পক্ষে মাথা তোলাও কঠিন হয়ে গেল।

www.pathagar.com

জানবাজরা প্রাচীরে এতটুকু ছিদ্র করে ফেলেছে যে, সেই পথে দুজন লোক একসঙ্গে অতিক্রম করতে পারবে। মুসলিম সৈনিকরা আবেগতাড়িত হয়ে কারও কোনো আদেশ ছাড়াই ছুটে একজন-একজন করে ভিতরে ঢুকে যেতে শুরু করল। খ্রিস্টানরা প্রাচীরের উপর থেকে নিচে নামতে-নামতে বহু মুসলমান সৈন্য ভিতরে ঢুকে পড়ল। খ্রিস্টানরা প্রাণপণ মোকাবেলা করল। কিন্তু আক্রার নির্যাতিত মুসলিম নারী-শিশুদের ফরিয়াদ আরশে পৌঁছে গেছে।

এটিই সুলতান আইউবির আসল শক্তি।

◆◆◆

নগরীর ভিতরে হুলস্থুল শুরু হয়ে গেছে। খ্রিস্টানদের বড় ক্রুশ মুসলমানদের কব্জায় চলে গেছে এবং তার মোহাফেজ মারা গেছেন এ সংবাদ সেখানে আগেই পৌঁছে গেছে। হিত্তিনের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে-যাওয়া খ্রিস্টান সৈন্যও এই নগরীতে এসে পৌঁছেছে। কিছু জখমিও এসেছে। তারা নিজেদের পরাজয় ও পিছুহটার ঘটনাকে যৌক্তিক প্রমাণিত করার জন্য অত্যন্ত ভীতিকর গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে। সুলতান আইউবির জানবাজরা যখন নগরীর প্রাচীর ভেঙে ফেলল এবং অপ্রতিরোধ্য বানের মতো ভিতরে ঢুকতে শুরু করল, তখন সেই গুজবের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সৈন্যরা মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়েছে বটে; কিন্তু জনসাধারণের মাঝে হুলস্থুল শুরু হয়ে গেছে। তারা নগরী ছেড়ে পালাতে ফটকগুলোর উপর আছড়ে পড়ল এবং দু-তিনটা ফটক খুলে ফেলল।

মুসলিম আরোহী সেনারা কমান্ডারদের আদেশে দ্রুতগতিতে ঘোড়া হাঁকাল। বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো ফটক অতিক্রমকারী জনসাধারণকে পিষে-পিষে ঘোড়াগুলো ভিতরে ঢুকে পড়ল। এবার মুজাহিদদের স্রোত কেউ ঠেকাতে পারল না। নগরীর প্রতিটা দ্বার খুলে গেছে। ক্রুসেডাররা অস্ত্রসমর্পণ শুরু করেছে।

এখনও সূর্য ডোবেনি। আক্রার শাসনকর্তা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি খ্রিস্টান বাহিনীর সেনাপতি ও কমান্ডারদের একস্থানে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে সেই জায়গাটায় চলে গেলেন, যেখানে হাজার-হাজার নিরপরাধ মুসলমান বন্দি অবস্থায় পড়ে আছে। প্রহরীরা পালিয়ে গেছে। বন্দিরা ফটক ও দড়ির জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

সুলতান আইউবি তাদের থেকে বেশ দূরে দাঁড়িয়ে গেলেন। ওগুলো মানুষ তো নয় – মানুষের লাশ। নারী ও শিশুদের দেখামাত্র তাঁর চোখ থেকে ঝরঝর করে অশ্রু বেরিয়ে এল।

'যাও, রশিগুলো কেটে দাও; ওদের মুক্ত করে দাও' – সুলতান আইউবি কান্নাজড়িত কণ্ঠে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন – 'আর ওদের বোলো না, আমি শহরে আছি; আমি ওদের মুখ দেখাতে পারব না।'

আদেশ পেয়ে কয়েকজন অশ্বারোহী দ্রুত ছুটে গেল। তারা কারাগারের কাঠের বেড়া ভেঙে ফেলল এবং কয়েক জায়গায় রশির জাল কেটে পিছনের ঝোপ-কাঁটা সরিয়ে দিল। কয়েদিরা হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসতে শুরু করল।

www.pathagar.com

ওটা যেন এক মুহূর্তও থাকার জায়গা নয়। অশ্বারোহীরা তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চিৎকার দিয়ে বলতে শুরু করল– 'ধীরে-সুস্থে বের হও; এখন আর তোমাদের কেউ ধরতে আসবে না। ওই দেখো, দুর্গের উপর তোমাদের পতাকা উড়ছে।'

'তারা আমাদেরই পাপের শাস্তি ভোগ করছে' – সুলতান আইউবি কাছে দণ্ডায়মান এক সালারকে বললেন – 'এ ছিল বিশ্বাসঘাতকদের পাপ, যার শাস্তি এই নিরপরাধ মানুষগুলো ভোগ করল। যারা আপন দীনের শত্রুদের বন্ধু হিসেবে বরণ করল, তারা একটুও ভাবল না তাদের জনগণের পরিণতি কী হবে। ক্ষমতালোভী গাদ্দাররা যদি আমার পথ আগলে না দাঁড়াত, তা হলে আমাদের এই হাজার-হাজার শিশু-কন্যার এমনি দশা ঘটত না। হযরত ঈসা (আ.) প্রেম, ভালবাসা ও শান্তির পাঠ শিখিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রুশের পুজারিদের হৃদয়-মন মুসলিমবিরোধী ঘৃণায় এতটাই পরিপূর্ণ যে, তারা আপন পয়গম্বরের নীতি-আদর্শেরও পরোয়া করছে না। পৃথিবীতে দুটিমাত্র ধর্ম টিকে থাকবে। ইসলাম ও খ্রিস্টবাদ। আমরা যদি হৃদয় থেকে ক্ষমতার লোভ ও ভোগ-বিলাসিতার মোহ দূর করতে না পারি, তা হলে এই দুর্বলতার সুযোগে খ্রিস্টবাদ ইসলামের পতন ঘটিয়ে ছাড়বে।'

খ্রিস্টান সেনাপতি ও কমান্ডারদের যেখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, সুলতান আইউবি সেখানে গেলেন। তিনি বললেন– 'এদের সবাইকে নদীর কূলে নিয়ে যাও এবং প্রত্যেককে হত্যা করে নদীতে ফেলে দাও। অন্যান্য যুদ্ধবন্দিদের বাছাই করো। যাদের জীবিত রাখা আবশ্যক মনে হবে, তাদের দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দাও আর বাকিদের খতম করে দাও। কোনো নিরস্ত্র নাগরিকের গায়ে হাত তোলো না। তাদের যারা নগরী ত্যাগ করে চলে যেতে চায়, তাদের যেতে দাও। যারা এখানে থাকতে চাইবে, তাদেরকে সসম্মানে থাকতে দাও।'

১১৮৭ সালের ৮ জুলাই আক্রার দখল সম্পন্ন হয়ে গেল।

রাতে যখন সুলতান আইউবি আহার থেকে অবসর গ্রহণ করলেন, তখন তাকে সংবাদ জানানো হলো, অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ একজন কয়েদিকে আপনার সামনে হাজির করা হচ্ছে।

'কে সে?' – সুলতান আইউবি খানিক বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন।

'হারমান – ক্রুসেডারদের আলী বিন সুফিয়ান।'

হারমান খ্রিস্টানদের গোয়েন্দাপ্রধান। আলী বিন সুফিয়ানের মতো বিচক্ষণ গোয়েন্দা এবং মানুষের চরিত্র ধ্বংসে অভিজ্ঞ। যেসব খ্রিস্টান ও ইহুদি মেয়েকে মুসলিম অঞ্চলে গুপ্তচরবৃত্তি ও চরিত্র ধ্বংসের কাজে পাঠানো হতো, তাদের প্রশিক্ষণ দিতেন এই হারমান। মিশনের বেশ কটা মেয়েসহ তিনি আক্রায় অবস্থান করছিলেন। তিনি নগরী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আইউবির এক গোয়েন্দা পিছু নিয়ে তাকে ধরে ফেলল। ছদ্মবেশ সত্ত্বেও গোয়েন্দা তাকে চিনে ফেলল। সঙ্গের মেয়েগুলোকে কৃষাণীর পোশাক পরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। গোয়েন্দা এক কমান্ডারকে বিষয়টা অবহিত করল।

www.pathagar.com

কমান্ডার দু-তিনজন সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে হারমানের কাফেলাটা ঘিরে ফেলল। হারমান মেয়েদের ছাড়া সঙ্গে সোনা-দানাও নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি মেয়েগুলোকে কমান্ডার ও সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং সোনাগুলোও তাদের সামনে রেখে দিয়ে বললেন– 'যার যে মেয়েকে পছন্দ হয় নিয়ে নাও। আর এই সোনাগুলোও ভাগ করে নাও।'

'আমার সব কটা মেয়েই পছন্দ হয়' – কমান্ডার বলল – 'আর সোনাগুলোও সব নিয়ে নেব। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।'

কমান্ডার সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে এল এবং সোনাগুলোসহ সব কজনকে সুলতান আইউবির ব্যক্তিগত কর্মকর্তার হাতে তুলে দিল। হারমান সুলতান আইউবির জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান কয়েদি। তাকে সুলতান আইউবির সম্মুখে উপস্থিত করা হলো।

'তুমি আমার ভাষা জান' – সুলতান আইউবি হারমানকে উদ্দেশ করে বললেন – 'তাই আমার ভাষায়-ই কথা বলো। আমি তোমার বিদ্যা ও বিচক্ষণতার স্বীকৃতি প্রদান করছি। আমি তোমার যতটুকু মূল্যায়ন করতে পারব, ততটুকু তোমার সম্রাটরা করেনি। আমি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।'

'আপনি যদি আমার সঙ্গে কোনো কথা বলা ছাড়া আমার হত্যার আদেশ দিয়ে দেন, তবেই ভালো হবে' – হারমান বললেন – 'আমাকে যদি আক্রার সেনাপতি ও কমান্ডারদের মতো নিহতই হতে হয় এবং আমার মৃতদেহটা মাছের আহারে পরিণত হতেই হয়, তা হলে কথা বলে লাভ কী?'

'তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না হারমান!' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি যাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তার সঙ্গে কথা বলি না।'

সুলতান আইউবি দারোয়ানকে ডেকে হারমানকে শরবত পান করাতে বললেন। হারমানের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি আরবের রীতি সম্পর্কে অবহিত আছেন যে, আরবি মেজবান যদি দুশমনকে পানি বা শরবত পান করতে দেয়, তো তার অর্থ দাঁড়ায়, তিনি অন্তর থেকে শত্রুতা দূর করে ফেলেছেন এবং তাকে জীবন ভিক্ষা দিয়েছেন।

দারোয়ার শরবত এনে দিলে হারমান তা পান করলেন।

'আপনি বোধহয় জানতে চাইবেন, আমাদের কোন-কোন অঞ্চলে কী পরিমাণ সৈন্য আছে' – হারমান বললেন – 'আপনি এ-ও জানতে চাইবেন, তাদের লড়াই করার যোগ্যতা কীরূপ?'

'না' – সুলতান আইউবি বললেন – 'বরং তুমিই আমাকে জিজ্ঞেস করো, তোমাদের কোন অঞ্চলে কী পরিমাণ সৈন্য আছে। আমার গোয়েন্দারা তোমাদের বুকের উপর বসে থাকে। তা ছাড়া তোমাদের কোন অঞ্চলে কত সৈন্য আছে, তা আমার জানবার কোনো গরজ নেই। হিত্তিনে তোমাদের সৈন্য কম ছিল না। কম ছিল আমার। এখন আরও কমে গেছে। কিন্তু কোনো

www.pathagar.com

বাহিনীই এখন আমাকে পবিত্র ভূমি থেকে বিতাড়িত করতে পারবে না। তুমি হয়ত সংবাদ শুনবে, সালাহুদ্দীন আইউবি মারা গেছেন – পিছপা হননি।'

'যে-কমান্ডার আমাকে ধরে এনেছে, আপনার সকল কমান্ডারের চরিত্র যদি তার মতোই হয়, তা হলে আমি আপনাকে নিশ্চয়তার সঙ্গে বলব, যত বৃহৎই হোক কোনো শক্তিই আপনাকে এখান থেকে তাড়াতে পারবে না' – হারমান বললেন – 'আমি তাকে যে-মেয়েগুলোর অফার দিয়েছিলাম, তারা আপনার পাথরসম সালার ও দুর্গপতিদের মোমে পরিণত করেছে এবং তাদেরকে ক্রুসেডারদের ছাঁচে ঢেলে তৈরি করেছে। আর সোনা এমন একটা বস্তু, যার চমক চক্ষুকে নয় – বিবেককেও অন্ধ করে তোলে। আমি সোনাকে শয়তানের সৃষ্টি বলে থাকি। অথচ আপনার কমান্ডার সোনাগুলোর প্রতি চোখ তুলেও তাকাল না। আমার দৃষ্টি সব সময় মানবীয় স্বভাবের দুর্বলতাগুলোর উপর নিবদ্ধ থাকে। ভোগ-বিলাসিতা ঈমানকে খেয়ে ফেলে। আপনার বিরুদ্ধে আমি এই অস্ত্রটাই ব্যবহার করেছিলাম। কোনো সেনা-অধিনায়কের মধ্যে যখন এসব দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে যায় কিংবা তৈরি করে দেওয়া হয়, তখন পরাজয় তার কপালের লিখন হয়ে যায়। আমি আপনার বলয়ে যে-কজন গাদ্দার জন্ম দিয়েছি, তাদের মধ্যে প্রথমে এই দুর্বলতাগুলোই সৃষ্টি করেছি। ক্ষমতার নেশা মানুষকেসহ ডুবে মরে যায়।'

'আমার বাহিনীর চরিত্র সম্পর্কে তোমার অভিমত কী?' সুলতান আইউবি জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনার বাহিনীর চরিত্র যদি তেমন হতো, যেমনটি আমি তৈরি করার চেষ্টা করছিলাম, তা হলে আপনার বাহিনী আজ এখানে থাকত না' – হারমান বললেন – 'আপনি যদি দুশ্চরিত্র আমির, সালার, শাসক ও উজিরদের পতন না ঘটাতেন, তা হলে তারা সেই কবে আপনাকে আমাদের কারাগারে নিক্ষেপ করত। আমি আপনার প্রশংসা করছি যে, আপনি অন্তরে ক্ষমতার মোহ জায়গা দেননি।'

'হারমান!' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি তোমাকে জীবন দান করেছি। তোমাকে আমার বন্ধুরূপে বরণ করে নিয়েছি। বলো, আমার বাহিনীর চরিত্রকে আমি কীভাবে অটুট ও উচ্চ রাখতে পারি। আর আমার মৃত্যুর পর এই চরিত্র কীভাবে অটুট থাকতে পারে।'

'মহামান্য সুলতান!' আমরা এই যে যুদ্ধটা লড়ছি, এটা আমার-আপনার কিংবা আমাদের সম্রাটদের আর আপনার যুদ্ধ নয়। এটা কালিমা ও কাবার যুদ্ধ। এই যুদ্ধ আমাদের মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকবে। আমরা রণাঙ্গনে লড়ব না। আমরা কোনো দেশ জয় করব না। আমরা মুসলমানদের মন জয় করব, মস্তিষ্ক জয় করব। আমরা মুসলমানদের কোনো ভূখণ্ড অবরোধ করব না – অবরোধ করব তাদের ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা। আমাদের এই মেয়েরা, আমাদের ধন-ঐশ্বর্য ও সভ্যতার আকর্ষণ – আপনি যাকে বেহায়াপনা বলেন – ইসলামের প্রাচীরে ফাটল ধরিয়ে দেবে। তারপর মুসলমানরা আপন সভ্যতা-সংস্কৃতিকে

www.pathagar.com

ঘৃণা করবে আর ইউরোপের রীতি-নীতিকে ভালবাসবে। সেই সময়টা আপনি দেখবেন না। আমিও দেখব না। আমাদের আত্মারা আর উত্তরসূরীরা দেখবে।'

সুলতান আইউবি জার্মান বংশোদ্ভূত খ্রিস্টান গোয়েন্দাপ্রধান হারমানের বক্তব্য গভীর মনোযোগসহকারে শুনছেন। হারমান বলছেন–

'আমরা পারস্য, আফগানিস্তান ও হিন্দুস্তানের উপর কেন দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিনি? আমরা আরবকে কেন যুদ্ধক্ষেত্র বানালাম? তার একমাত্র কারণ, সমগ্র পৃথবীর মুসলমান এই ভূখণ্ডের প্রতি মুখ করে ইবাদত করে এবং এখানে মুসলমানদের কাবা অবস্থিত। আমরা মুসলমানদের এই কেন্দ্রটি ধ্বংস করছি। আপনার বিশ্বাস, আপনার রাসূল মসজিদে আকসা থেকে 'আকাশভ্রমণে' গিয়েছিলেন। আমরা তার মিনারের উপর ক্রুশ স্থাপন করেছি এবং সেখানকার মুসলমানদের বোঝাচ্ছি, তোমাদের বিশ্বাস ভুল যে, তোমাদের রাসূল কখনও এখানে এসেছিলেন এবং এখান থেকে মেরাজে গিয়েছিলেন।'

'হারমান!' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি তোমার দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যয়-পরিকল্পনার প্রশংসা করছি। নিজের ধর্মের প্রতি এমনই অনুগত ও নিষ্ঠাবান হওয়া উচিত, যেমন তুমি হয়েছ। সে-জাতিই জীবিত থাকে, যারা আপন ধর্ম ও সভ্যতা লালন ও সংরক্ষণ করে এবং তার আশপাশে এমন দুর্ভেদ্য প্রাচীর দাঁড় করিয়ে রাখে, যাতে কোনো মিথ্যা ধর্ম বা কালচার তার কোনো ক্ষতিসাধন করতে না পারে। আমি জানি, ইহুদিরা আমাদের চরিত্র ও চেতনা ধ্বংসের মিশন নিয়ে কাজ করছে এবং তোমাদের সঙ্গ দিচ্ছে। আমি বাইতুল মুকাদ্দাস যাচ্ছি – সেই লক্ষ্যে যাচ্ছি, যে-লক্ষ্য নিয়ে তোমরা এখানে এসেছিলে। এটা আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রভূমি। আমার রাসূলকে আল্লাহ পাক এখান থেকে মেরাজের সৌভাগ্য দান করেছিলেন। আমি তাকে ক্রুশের দখল থেকে মুক্ত করব।'

'তার পর কী হবে?' – হারমান বললেন – 'তারপর আপনি এই জগত থেকে চলে যাবেন। মসজিদে আকসা পুনরায় আমাদের উপাসনালয়ে পরিণত হবে। আমি যে-ভবিষ্যদ্বাণী করছি, তা আপনার জাতির স্বভাব-চরিত্রকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেই করছি। আমরা আপনার জাতিকে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে বিভক্ত করে তাদেরকে একে অপরের শত্রু বানিয়ে দেব। তারপর ফিলিস্তিনের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলব। ইহুদিরা আপনার জাতির যুবক-যুবতীদের মধ্যে যৌনপূজার বীজ বপণ করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের মধ্যে এখন আর কোনো নুরুদ্দীন জঙ্গি বা সালাহুদ্দীন আইউবি জন্ম নেবে না।'

সুলতান আইউবি মিটিমিটি হেসে হারমানের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন– 'তোমার কথাগুলো অনেক মূল্যবান। আমি তোমাকে দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দিচ্ছি। সেখানে তোমাকে সসম্মানে রাখা হবে।'

'আর আমার সঙ্গের মেয়েগুলো?'

www.pathagar.com

সুলতান আইউবি কিছুক্ষণ গভীর ভাবনায় হারিয়ে থাকলেন। পরে বললেন– 'আমি নারীদের যুদ্ধবন্দি বানাই না। তোমার মেয়েগুলোকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দিতে পারি।'

'মহামান্য সুলতান!' – হারমান বললেন – 'এরা অত্যন্ত রূপসী মেয়ে। এক নজর দেখলে আপনি এদের হত্যা করতে পারবেন না, বন্দিশালায়ও নিক্ষেপ করতে পারবেন না। আপনার ধর্মে দাসিকে বিয়ে করার অনুমতি আছে। দাসিদের হেরেমে রাখা যায়।'

'আমার ধর্ম এই বিলাসিতার অনুমতি দেয় না' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি নিজের ঘরে কিংবা কোনো মুসলমানের ঘরে সাপ পুষতে পারি না।'

'কিন্তু এদের তো কোনো অপরাধ নেই' – হারমান বললেন – 'এ-কাজের জন্য এদেরকে শৈশব থেকেই প্রস্তুত করা হয়েছিল।'

'এ-কারণেই আমি তাদের হত্যার নির্দেশ দিচ্ছি না' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি এদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। তোমার এই ভাবনার আমি প্রশংসা করছি যে, তুমি এই মধুর বিষ আমার জাতির মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছ। কিন্তু আমি তোমার মতো ভাবনা ভাবতে পারি না। এদের বলে দাও, আক্রা থেকে বেরিয়ে যাক। আমার আওতার ভিতরে কোথাও কাউকে পাওয়া গেলে হত্যা করে ফেলব।

♦♦♦

সুলতান আইউবি দু-তিন দিনের মধ্যে আক্রায় তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন। মসজিদগুলোকে পাক-পরিষ্কার করিয়ে নামাযের উপযোগী করে তুললেন। গনিমতের সম্পদ যা হাতে এসেছে, তার সিংহভাগ সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। এত দিন যারা খ্রিস্টানদের কারাগারে আবদ্ধ ছিল, একটা অংশ তাদের দান করলেন। কিন্তু সুলতানের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা ফিলিস্তিনের মানচিত্রটার উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে। তাঁর আঙুল লেবানন ও ইসরাইলের কূল ঘেঁষে-ঘেঁষে এগিয়ে চলছে। তাঁর মন-মস্তিষ্কের উপর বাইতুল মুকাদ্দাস চেপে বসে আছে। এদিক-ওদিককার কোনো খবর তাঁর নেই। বাহিনীর কোন ইউনিট কোথায় অবস্থান করছে, তাঁর জানা আছে। কমান্ডোসেনাদের বণ্টন-বিন্যাস বেশ উন্নত ও যুৎসই ছিল। প্রতিটি ইউনিটের সঙ্গে তাঁর যথারীতি যোগাযোগ আছে।

'সুলতানে আলী মাকাম!' সুলতান আইউবি হাসান ইবনে আবদুল্লাহর কণ্ঠ শুনতে পেলেন।

'হাসান!' – মানচিত্র থেকে চোখ না সরিয়েই সুলতান আইউবি বললেন – যা বলবার তাড়াতাড়ি বলে ফেলো। আমার হাতে সময় নেই যে, প্রতিটি কথা রাষ্ট্রীয় রীতি-নীতি অনুসরণ করে শুনব, বলব। আর আমার 'মাকাম' সেদিন উচ্চ হবে, যেদিন আমি বিজয়ী বেশে বাইতুল মুকাদ্দাস প্রবেশ করব।'

'ত্রিপোলি থেকে খবর এসেছে, রেমন্ড মারা গেছে।'

'আহত ছিল?'

www.pathagar.com

'না সুলতান!' – হাসান ইবনে আবদুল্লাহ উত্তর দিলেন – 'লোকটা অক্ষত এবং সুস্থই ত্রিপোলি পৌঁছে গিয়েছিল। পরদিন নিজকক্ষে তার লাশ পাওয়া গেছে। বোধ হয় আত্মহত্যা করেছে।'

'লোকটা অতটা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ছিল না' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আগেও কয়েকবার পরাজয়বরণ করে ময়দান থেকে পালিয়েছিল। যাক গে, আমি তার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করছি। লোকটা আমাকে হত্যা করার জন্য হাশিশিদের দ্বারা তিনবার আক্রমণ করিয়েছিল।'

ঐতিহাসিকগণ রেমন্ড-অব-ত্রিপোলির মৃত্যুর নানা কারণ উল্লেখ করেছেন। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ ফুসফুসের ব্যাধি লিখেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক লিখেছেন, হাশিশিরা তাকে বিষ খাইয়েছিল। রেমন্ড অসচ্চরিত্র ও কুটিল মনের খ্রিস্টান শাসক ছিলেন। মুসলমানদের গৃহযুদ্ধে জড়ানোর হীন কারসাজিতে তারও হাত ছিল। খ্রিস্টান শাসকদের মাঝেও পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করতে কুণ্ঠিত হতেন না। হাসান ইবনে সাব্বাহর ফেদায়িদের সঙ্গে তার সখ্য ছিল। সুলতান আইউবির উপর একাধিক সংহারী আক্রমণ করিয়েছিলেন। এক-দুজন খ্রিস্টান সম্রাটকেও ফেদায়িদের দ্বারা হত্যা করাবার চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু সফল হননি। সে-যুগের কাহিনীকারদের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, রেমন্ড জোটের শরীক সম্রাটদের সঙ্গে বড় ক্রুশে হাত রেখে শপথ করে পরে হিত্তিনের রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ত্রিপোলি পৌঁছার পরদিনই তাকে নিজকক্ষে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। জীবনের শেষ রাতে হাশিশিদের নেতা শেখ সান্নান তার কাছে গিয়েছিল।

তার আগে অপর খ্যাতিমান খ্রিস্টান সম্রাট বল্ডউইনও মৃত্যুবরণ করলেন। এই লোকটি ফিরিঙ্গিদের যুদ্ধবাজ সম্রাট ছিলেন। বাইতুল মুকাদ্দাসের তত্ত্বাবধান তার দায়িত্বে ছিল। বল্ডউইন যুদ্ধবিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি জানতেন, সুলতান আইউবি বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করতে চাচ্ছেন। তাই বাইতুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা করার জন্য তিনি তার বাহিনীকে নিয়ে মুসলিম অঞ্চলগুলোতে ঘুরে-ফিরে যুদ্ধ করতে থাকেন। এটা তার যোগ্যতার প্রমাণ যে, তিনি ইয্যুদ্দীন, সাইফুদ্দীন ও গোমস্তগিনকে ঐক্যবদ্ধ করে সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং নিজের এই রণময়দানকে যুদ্ধসরঞ্জাম, মদ, সোনা-মাণিক্য ও সুন্দরী মেয়েদের দ্বারা সুসংগঠিত করতে থাকলেন। বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন। হিত্তিন যুদ্ধের দিনকয়েক আগে মারা যান। তার স্থলে গাই অফ লুজিনান বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসনক্ষমতা হাতে নেন।

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির সৈনিকরা যে-ধরনের গেরিলা ও কমান্ডো অভিযান পরিচালনা করেছিল, ইতিহাস আজও তার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারেনি। গেরিলারা শত্রু-অঞ্চলে ধ্বংসলীলা চালাতে পারে; কিন্তু কোনো ভূখণ্ড

www.pathagar.com

দখল করতে পারে না। ভূখণ্ড দখল করে সেনাবাহিনী। সুলতান আইউবি তাঁর গেরিলা ও ফৌজকে যে-পরিকল্পনা প্রদান করেছিলেন, তা হচ্ছে, বাইতুল মুকাদ্দাসের আশপাশে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত অঞ্চল থেকে খ্রিস্টান বাহিনীকে উৎখাত ও ধ্বংস করা, উপকূলীয় অঞ্চলসমূহের দুর্গগুলো জয় করা এবং দুশমনের যেসব অস্ত্র ও রসদ হস্তগত হবে, সেগুলো নিরাপদ জায়গায় এনে জমা করা।

সুলতান আইউবি তাঁর বাহিনীকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দিয়ে রেখেছিলেন। এটাই ছিল তার আসল শক্তি। সুলতান তাঁর সালারদের বলে রেখেছেন, যখন যে-নগরী কিংবা পল্লী জয় করবে, সৈনিকদের সেখানকার নির্যাতিত মুসলমানদের করুণ চিত্র দেখাবে। তাদেরকে সেইসব মসজিদ দেখাবে, যেগুলোকে খ্রিস্টানরা বিরান ও অবমাননা করেছে। তাদের সেই মুসলিম নারীদের দেখাবে, খ্রিস্টানদের হাতে যাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছে। তাদেরকে ভালোভাবে দেখাও, আমাদের শত্রু কীরূপ এবং তাদের পরিকল্পনা কী।

এ-কারণেই সুলতান আইউবির ক্ষুদ্র-থেকে-ক্ষুদ্রতম সেনাদল বৃহৎ-থেকে-বৃহত্তম শত্রুসেনাদলের উপর গজব হয়ে আপতিত হতো। সুলতান আইউবি যা-যা দেখাতে চেয়েছিলেন, সৈনিকরা সব দেখে নিয়েছিল। সে ছিল এক উন্মাদনা। এখন সুলতান প্রতিনিয়ত একটিই শব্দ শুনতে পাচ্ছেন– 'অমুক অঞ্চল দখল হয়ে গেছে, অমুক ক্যাম্প থেকে খ্রিস্টানরা পিছু হটেছে ইত্যাদি। আইউবির বাহিনী অবিশ্রাম ও অবিরাম যুদ্ধ করছে আর সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একদিনের এক ঘটনায় সুলতান আইউবির মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল।

সুলতান কক্ষে বসে মানচিত্রের উপর ঝুঁকে হাইকমান্ডের সালার ও উপদেষ্টাদের দ্বারা পরবর্তী পরিকল্পনা প্রস্তুব করাচ্ছেন। হঠাৎ বাইরে শোর উঠল– 'আমি তোমাদের সুলতানকে হত্যা করব, তোমরা ক্রুসেডারদের তাবেদার... আমাকে ছেড়ে দাও। নারায়ে তাকবীর – আল্লাহু আকবার।' কণ্ঠটা একই ব্যক্তির। সেইসঙ্গে আরও কিছু মানুষের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে– 'ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও... সুলতান রুষ্ট হবেন... মেরে ফেলো বেটাকে... মুখে পানি ছিটাও... পাগল হয়ে গেছে ইত্যাদি।'

সুলতান আইউবি দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর ধারণা ছিল, কোনো খ্রিস্টান সৈনিক হবে হয়ত। কিন্তু এসে দেখলেন, তারই ফৌজের এক কমান্ডার, যার হাতদুটো রক্তে লাল হয়ে গেছে। গায়ের কাপড়-চোপড়ও রক্তভেজা। চোখদুটোও রক্তের মতো লাল। ঠোঁটের দুকোণ থেকে ফেনা বেরুচ্ছে। চারজন লোক তাকে ঝাঁপটে ধরে আছে। তারপরও তাকে আটকে রাখতে পারছে না।

'এই, ওকে ছেড়ে দাও।' সুলতান আইউবি গর্জে উঠে বললেন।

'সুলতান!' – কমান্ডার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল – 'এখানে এসে তোমার সকল সৈন্য আত্মমর্যাদাহীন হয়ে পড়েছে। কাফেররা কেন জীবিত বেরিয়ে যাচ্ছে? তুমি আমাদের সুলতান সেজে বসে আছ! যেসব মুসলিম নারী ও শিশু কারাগারে পড়ে ছিল, তুমি কি তাদের দেখেছ?'

www.pathagar.com

সুলতান আইউবির রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার ছুটে গিয়ে উক্ত কমান্ডারের মুখে হাত চেপে ধরল। সে কমান্ডারের বাহু ধরে এত জোরে ধাক্কা মারল যে, লোকটা তার কাঁধের উপর হয়ে সুলতান আইউবির সম্মুখে গিয়ে পড়ে গেল।

'বাধা দিও না – ওকে বলতে দাও' – সুলতান আইউবি পুনরায় গর্জে উঠে বললেন – 'এদিকে আসো বন্ধু! আমাকে বলো, এরা তোমাকে কেন ধরেছে?'

তথ্য বের হলো, লোকটা এক বাহিনীর কমান্ডার ছিল। তাকে সদ্য কারামুক্ত মুসলিম পরিবারগুলোতে খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি রিলিফ পৌঁছানোর এবং রুগ্নদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। এ-কাজের জন্য একশো সৈনিকের দুটি বাহিনী তৈরি করা হয়েছিল। এই কমান্ডার মজলুম মুসলমানদের ঘরে-ঘরে যেতে থাকল। সেই সূত্রে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের উপর কীরূপ নির্যাতন করেছিল, তার বিবরণ জানতে পারল। অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও লজ্জাকর কাহিনী। কমান্ডার তার বাহিনীর সৈনিকদের কার্কের মসজিদগুলো পরিষ্কার করতে দেখল। এক মসজিদ থেকে দুজন নারীর বিবস্ত্র গলিত লাশ উদ্ধার হলো। এই কমান্ডার তা-ও নিজচোখে দেখতে পেল।

সৈনিকরা লাশদুটো মসজিদ থেকে বের করে আনল। তাদের চোখ থেকে অশ্রু গড়াতে শুরু করল। একজন বলল– 'ওরা আমাদের বোন-কন্যাদের সঙ্গে এরূপ অমানুষিক আচরণ করল আর আমাদের সুলতান কিনা ওদের পরিবার-পরিজনসহ এখান থেকে নিরাপদে চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন!'

কমান্ডারের মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সম্মুখে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর সে পনেরো-বিশটা মেয়েকে যেতে দেখল। তার এক সহকর্মী কমান্ডার কয়েকজন সৈনিকসহ তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কমান্ডার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল– 'এরা কারা, তোমরা এদের সঙ্গে হাঁটছ কেন?'

'এরা সেই মেয়ে, যারা মিসর ও সিরিয়ায় গাদ্দার জন্ম দিয়েছিল' – সঙ্গী উত্তর দিল – 'এদের নেতা হারমান ধরা পড়েছে। সবাই খ্রিস্টান। আমাদের সুলতান এদের নেতাকে কারাগারে আটক করে এদের নগরী থেকে বের করে দূরে কোথাও সেই খ্রিস্টানদের হাতে তুলে দিতে আদেশ করেছেন, যারা আক্রা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।'

'আর তোমরা এদের জীবিত রেখে আসবে, তাই না?' কমান্ডার ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ; আদেশ তো এমনই পেয়েছি।'

'এরা কি আমাদের সেই বোনদের চেয়েও বেশি পবিত্র, যাদের উলঙ্গ গলিত লাশ মসজিদ থেকে উদ্ধার হচ্ছে এবং যাদের কারাগারে আটক রেখে নিগৃহীত করা হয়েছে?'

সঙ্গী কমান্ডার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল– 'আমি তো হুকুমের পাবন্দ।'

কমান্ডার দাঁড়িয়ে গেল এবং কাফেলার গমন দেখতে থাকল। হঠাৎ কোষ থেকে তরবারি বের করে তাদের দিকে ছুটে গেল। সে চিৎকার করে বলে

www.pathagar.com

উঠল– 'আমি কারও অনুগত নই।' সে এত তীব্রগতিতে তরবারি চালাল যে, মুহূর্তমধ্যে তিন-চারটা মেয়ের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কমান্ডার তাকে ধরার জন্য ছুটে গেল। মেয়েরা চিৎকার করে-করে এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করল। ইতিমধ্যে ধাওয়া করে-করে কমান্ডার আরও তিন-চারটা মেয়েকে হত্যা করে ফেলল। এক সৈনিক তাকে ধরার জন্য এগিয়ে গেলে বর্শার মতো করে তরবারিটা তার পেটে ঢুকিয়ে দিল। তারপর আর কেউ তার কাছে ঘেঁষতে পারল না।

এই মানসিক অবস্থা নিয়েই কমান্ডার নগরী থেকে বেরিয়ে গেল। সে কয়েকজন খ্রিস্টানকে শহর ত্যাগ করে চলে যেতে দেখে তাদের উপর আক্রমণ করে বসল। সামনে যাকে পেল হত্যা করে ফেলল এবং আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিতে থাকল। বলতে থাকল– 'আমি আত্মমর্যাদাহীন নই।'

কমান্ডারের ডাক-চিৎকার শুনে কয়েকজন সৈনিক এগিয়ে এল। তারা সবাই মিলে ঘেরাও করে লোকটাকে ধরে ফেলল এবং টেনে-হেঁচড়ে সুলতান আইউবি যে-ভবনে অবস্থান করছিলেন, তার নিকট দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। একজন বলল, একে সুলতানের আমলাদের হাতে তুলে দাও। ব্যবস্থা যা নেওয়ার তারাই নেবেন। অপরাধ গুরুতর – সুলতানের আদেশ লংঘন। সুলতান নিরস্ত্র নাগরিকের উপর হাত তুলতে বারণ করে দিয়েছিলেন। কমান্ডার চিৎকার করতে থাকল। তার চিৎকার শুনে সুলতান আইউবি বাইরে বেরিয়ে এলেন।

সুলতান ঘটনাটি বিস্তারিত শুনলেন। বিক্ষুব্ধ কমান্ডারের অভিযোগ-অনুযোগও ধৈর্যসহকারে শ্রবণ করলেন। সবাই আশঙ্কা করেছিল, সুলতান তাকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু-না, সুলতান লোকটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভিতরে নিয়ে গেলেন। তাকে শরবত পান করালেন এবং বুঝিয়ে দিলেন, আমাদের উদ্দেশ্য খ্রিস্টানদের হত্যা করা নয়। আমাদের লক্ষ্য প্রথম কেবলাকে মুক্ত করে এই পুণ্যভূমি থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করা।

কমান্ডারের মানসিক অবস্থা ভালো নয়। সুলতান আইউবি তাকে ডাক্তারের হাতে তুলে দিলেন।

'সৈনিকদের এত আবেগপ্রবণ হওয়া উচিত নয়' – সুলতান আইউবি তাঁর সালার ও উপদেষ্টাদের বললেন – 'কিন্তু ঈমান উন্মাদনার পরিসীমা পর্যন্ত পোক্ত হওয়া দরকার। আমাদের এই কমান্ডার হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। মুসলমান যদি আপন দীনের শত্রুদের দেখে উন্মাদ হয়ে যায়, তা হলে ইসলামের পতাকা সেই পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যেখানে গিয়ে এই ভূখণ্ডের পরিসীমা সমাপ্ত হয়েছে।'

হারমানের যে-মেয়েগুলো এই কমান্ডারের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের দুজন সমুদ্রের কূলে পৌঁছে গেল। সমুদ্র দূরে ছিল না। তারা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে এবং আশ্রয় সন্ধান করছে। তারা একজায়গায় চুপচাপ বসে পড়ল। খানিক পর একটা নৌকা কূলে এসে ভিড়ল। মাল্লা দুজন।

www.pathagar.com

তৃতীয়জন অফিসার গোছের লোক। ইনি সুলতান আইউবির নৌবাহিনীর অফিসার আল-ফারেস বায়দারিন। নৌবাহিনীর প্রধান হলেন আবদুল মুহসিন। তার পরবর্তী পদের আমির হুসামুদ্দীন লুলু।

সুলতান আইউবির আদেশে নৌবহর – আলেকজান্দ্রিয়ায় যার হেডকোয়ার্টার – রোম-উপসাগরে টহল দিচ্ছিল, ইউরোপের খ্রিস্টানদের জন্য যদি সেনাসাহায্য, রসদ-সরঞ্জাম ইত্যাদি আসে, তা হলে তাদের জাহাজগুলোকে পথেই যেন প্রতিহত করা হয়।

হুসামুদ্দীন লুলু ভারত মহাসাগরে অবস্থান করছিলেন। সুলতান আইউবি যেহেতু উপকূলীয় অঞ্চলগুলো দখল করতে চাচ্ছিলেন, তাই মিসরি নৌবহরকে নির্দেশ পাঠালেন, যেন ছটা সামুদ্রিক জাহাজ কূলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এগুলো যুদ্ধজাহাজ, যাতে মিনজানিক ছাড়াও অভিজ্ঞ তিরন্দাজ ও লড়াকু সৈনিক ছিল।

নৌবাহিনীপ্রধান আবদুল মুহসিন আল-ফারেসকে কমান্ডার নিযুক্ত করে ছটা জাহাজ পাঠিয়ে দিলেন। আল-ফারেস তারই একটা জাহাজ থেকে নেমে নৌকায় করে কূলে চলে এলেন। তিনি নির্দেশনা আনতে সুলতান আইউবির কাছে যাচ্ছিলেন। কূলে নেমে তিনি কৃষাণীর পোশাকপরিহিতা দুটা মেয়ের দেখা পেলেন। আল-ফারেস তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা? এখানে কী করছ? তারা উত্তর দিল, আমরা যাযাবর গোত্রের মেয়ে, যুদ্ধের কবলে পড়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছি। আমাদের বহু পুরুষ মারা গেছে। অন্যরা এদিক-ওদিক পালিয়ে গেছে।

'আর আমরা লুকিয়ে-লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি' – একমেয়ে বলল – 'খ্রিস্টানদের এজন্য ভয় করি, তারা আমাদের মুসলমান মনে করে আর মুসলমানরা মনে করে খ্রিস্টান। আমরা এখন নিরুপায় ও নিরাশ্রয়।'

'তোমরা মুসলমান, না খ্রিস্টান?'

'আমাদের যিনি মালিক হবেন, তার ধর্ম যা, আমাদের ধর্মও তা-ই হবে' – অপর মেয়ে বলল – 'আমাদের কারও-না-কারও হাতে বিক্রি হতেই হবে।'

আল-ফারেস নৌযুদ্ধে অভিজ্ঞ এবং অস্বাভাবিক সাহসী কমান্ডার। তদুপরি তিনি খোশমেজাজের প্রাণবন্ত পুরুষ। এসব গুণের কারণে তিনি সকলের প্রিয়ভাজন। সেকালে তার মতো একজন পুরুষ একসঙ্গে দু-তিনটি করে স্ত্রী রাখত। কিন্তু তিনি এখনও বিয়েই করেননি। সময়টা ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহের। আল-ফারেসকে মাসের-পর-মাস সমুদ্রে কাটাতে হচ্ছে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থল চোখে দেখাই কপালে জুটছে না। প্রতিটা নৌজাহাজের কাপ্তান স্ত্রীকে সঙ্গে রাখছে।

মেয়েগুলোর রূপ-যৌবন আল-ফারেসকে এতটা প্রভাবিত ও বিমোহিত করে তুলল যে, তার ভিতরে অনুভূতি জাগ্রত হয়ে গেল, তিনি আজ তিনটা মাসেরও বেশি সময় সমুদ্রে ঘুরে ফিরছেন। তিনি মেয়েদের বললেন, তোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে জাহাজে নিয়ে রাখতে পারি।

www.pathagar.com

'আমরা অসহায় ও অবলা নারী। আপনার কাছে আশা রাখি, আমরা প্রতারণার শিকার হব না।'

'আমি তোমাদের বিক্রি করব না' – আল-ফারেস বললেন – 'মিসর নিয়ে যাব এবং দুজনকেই বিয়ে করে নেব।'

মেয়েরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। চোখে-চোখে কথা বলে কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। তারা আল-ফারেসের আশ্রয় গ্রহণ করতে সম্মতি জ্ঞাপন করল।

আল-ফারেস মেয়েদুটোকে নৌকার মাল্লাদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন– 'এদেরকে আমার জাহাজে নিয়ে আমার কক্ষে খানা খাওয়াও। পরে এদের ওখানেই রেখে ফিরে এসে আমার অপেক্ষা করো।'

মেয়েদুটোকে নৌকায় তুলে দিয়ে আল-ফারেস প্রেমের গান গাইতে-গাইতে আক্রা-অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

◆◆◆

'আল-ফারেস!' – সুলতান আইউবি আল-ফারেসকে বললেন– 'আমি তোমার নাম জানি। তোমার দু-তিনটি সামুদ্রিক অভিযানের কীর্তির কথাও শুনেছি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। আগে তুমি একা ছোট-খাট অভিযান পরিচালনা করতে। এখন বড় মাপের বৃহৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা বিরাজ করছে। আমি বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করতে এসেছি। কিন্তু তার আগে বড়-বড় সব কটি বন্দর এলাকা দখল করতে হবে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোকে দখলে নিতে হবে। এই উপকূলীয় শহরগুলোর মধ্যে টায়ের ও আসকালান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ দূতের মাধ্যমে হবে। তোমার দু-তিনটা নৌকা সব সময় কূলে ভেড়ানো থাকতে হবে। আমি স্থলপথে যেখানেই যাব, তোমাকে অবহিত রাখব। তোমার জাহাজ সমুদ্রে টহল দিতে থাকবে। তোমার জাহাজগুলোতে অস্ত্র ও রসদের ঘাটতি নেই তো?'

'আমরা সব দিক থেকেই প্রস্তুত হয়ে এসেছি।' আল-ফারেস উত্তর দিলেন।

'বৃহৎ যুদ্ধেরও সম্ভাবনা আছে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'ক্রুসেডাররা হিত্তিনে যে-পরাজয় বরণ করেছে এবং যেরূপ শোচনীয়ভাবে পলায়ন করেছে, তা খ্রিস্টজগতের জন্য এক অসাধারণ ঘটনা। তাদের চার-চারজন সম্রাট আমার হাতে বন্দি। একজনকে আমি হত্যা করেছি। রেমন্ড মরে গেছে। তাদের অতিশয় যোগ্য ও দুঃসাহসী সম্রাট বল্ডউইনও মারা গেছে। তার ফিরিঙ্গিরা বিশাল একটা শক্তি। কায়রো থেকে আলী বিন সুফিয়ান সংবাদ পাঠিয়েছে, ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড ও জার্মানির সম্রাট ফ্রেডারিক ফিলিস্তিনে ক্রুশের রাজত্ব অটুট রাখার লক্ষ্যে নিজ-নিজ বাহিনী ও নৌবহরসহ আগমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তারা এলে পরে সিদ্ধান্ত নেব, তাদের ডাঙায় আসতে দেব, না-কি নদীতেই প্রতিহত করার চেষ্টা করব। শুনেছি, ইংল্যান্ডের নৌবাহিনী নাকি অনেক

www.pathagar.com

শক্তিশালী। সংবাদ পেয়েছি, তারা বারুদ প্রস্তুত করে এমন খোলসে ভরে নিয়েছে, যেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিলে উড়ে এসে জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমি এ-জাতীয় খোলস সংগ্রহ করে এরূপ অস্ত্র তৈরি করে নেওয়ার চেষ্টা করব। যাহোক, তুমি তোমার জাহাজগুলোকে কূলের কাছাকাছি রেখো। নৌবাহিনীপ্রধান আবদুল মুহসিন সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবে।'

আল-ফারেস প্রয়োজনীয় সব নির্দেশনা গ্রহণ করে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। রেখে-আসা-নৌকাটা তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তিনি নিজের জাহাজে পৌঁছে অন্যান্য জাহাজের কাপ্তানদের তলব করলেন এবং তাদের জরুরি নির্দেশনা দিয়ে বিদায় করে দিলেন। নিজে আপন কেবিনে চলে গেলেন, যেখানে আশ্রিতা মেয়েদুটো তার অপেক্ষায় বসে আছে। অত্যন্ত সরল-সোজা সেজেছে মেয়েগুলো। কিছুই জানে না ভান ধরে জিজ্ঞেস করল, আপনারা সমুদ্রে কী করেন? আল-ফারেস অনেক দিন যাবত সমুদ্রে নিরানন্দ জীবন যাপন করছেন। আজ একটু হাসি-আনন্দের পরিবেশ পেয়েছেন। পুরুষদের আঙুলের ইশারায় নাচানোর দীক্ষা মেয়েদুটোর আছে।

১১৮৭ সালের ২০ জুলাই সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি আক্রা ত্যাগ করেন। তাঁর গেরিলা সৈনিকরা তাঁর জন্য পথ পরিষ্কার করে রেখেছে। সমুদ্রের কূলবর্তী কয়েকটা দুর্গ ও জনপদ তিনি জয় করে ফেলেছেন। ৩০ জুলাই তিনি বৈরুত অবরোধ করলেন। খ্রিস্টানরা তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ নগরীটা রক্ষা করার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু সুলতান আইউবি পরম ত্যাগের বিনিময়ে নগরীটা দখল করে ফেললেন। আক্রার মুসলমানদের অনুরূপ করুণ অবস্থা এখানকার মুসলমানদেরও।

জুলাই মাসের ২৯ তারিখ নাগাদ বৈরুতের শাসনক্ষমতা সুসংহত করে সুলতান আইউবি আরেক বিখ্যাত উপকূলীয় শহর টায়ের অভিমুখে যাত্রা করলেন। সুলতান আইউবি গোয়েন্দা রিপোর্ট ছাড়া অগ্রযাত্রা করতেন না। তাঁকে অবহিত করা হলো, আপনার ফৌজ অনেক বেশি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এদিক-ওদিক পালিয়ে-যাওয়া খ্রিস্টান সৈন্যরা টায়েরে সমবেত হয়ে সংগঠিত হচ্ছে। সকল ফিরিঙ্গিও উপকূলীয় অঞ্চল থেকে পিছপা হয়ে টায়ের চলে গেছে। সুলতান আইউবি টায়ের আক্রমণ মুলতবি করে দিলেন। তিনি সৈন্যদের বাইতুল মুকাদ্দাসের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন।

এ-সময়ে আল-ফারেস বায়দারিনের নৌজাহাজটা কূল থেকে দূরে-দূরে টহল দিতে থাকল। মেয়েদুটোও তার জাহাজে অবস্থান করছে। ইতিমধ্যে তারা আল-ফারেসের হৃদয়ে জেঁকে বসতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আল-ফারেস কর্তব্যে অবহেলা করছেন না। একটা নিয়ম আছে, যখনই কোনো রণতরী কূলে এসে নোঙর ফেলে, সঙ্গে-সঙ্গে ছোট-ছোট অনেকগুলো নৌকা তার চারদিকে ঘুরতে শুরু করে। এগুলো গরিব পল্লীবাসীদের নৌকা। তারা নৌকায় করে এসে মাল্লা

www.pathagar.com

ও সৈনিকদের নিকট নানা রকম ফল-মূল, ডিম-মাখন ইত্যাদি বিক্রি করে। জাহাজের কাপ্তানরা তাদের কাউকে-কাউকে রশির সিঁড়ি ফেলে জাহাজে তুলে নিয়ে তাদের থেকে স্থলজগতের খবরাখবর সংগ্রহ করেন।

একদিন আল-ফারেসের জাহাজ কূলে এসে ভিড়ল। স্থলবাহিনীর কোনো এক কমান্ডারের সঙ্গে তার কথা বলার প্রয়োজন। মেয়েদুটো ছাদের উপর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটা ডিঙি নৌকা এগিয়ে এল। সেগুলোতে ফল ইত্যাদি পণ্য দেখা যাচ্ছে। তাদের থেকে কিছু ক্রয় করার জন্য তারা জাহাজের লোকদের কাছে অনুনয় করতে লাগল। একটা নৌকায় মাঝবয়সী এক বৃদ্ধ ছিল। লোকটার গায়ে গেঞ্জি ছাড়া কিছু নেই। নিতান্ত গরিব মনে হচ্ছে। সে দুটা মেয়েকে দণ্ডায়মান দেখে নৌকাটা জাহাজের একেবারে কাছাকাছি নিয়ে এল।

'কিছু নিন না শাহজাদী!' – লোকটা বিনয়ের সুরে বলল – 'আমরা নিতান্ত গরিব মানুষ। আপনাদের মতো লোকদের দয়ায়ই তো আমরা বাঁচি।'

মেয়েরা তার দিকে গভীর চোখে তাকালে সে বাঁ চোখে হাল্‌কা একটু ইঙ্গিত করল। উভয় মেয়ে খানিক বিস্মিত হয়ে একে অপরের দিকে তাকাল। লোকটা এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে একটা আঙুল বুকের উপর উপর-নিচ ও ডান-বাম করে ক্রুশের চিত্র আঁকল। একমেয়ে নিজের ডান হাতের তর্জনী বাঁ হাতের তর্জনীর উপর আড়াআড়ি রেখে ক্রুশ তৈরি করল। বৃদ্ধ মুচকি হাসল। একমেয়ে জাহাজের মাল্লাদের বলল, ওই লোকটাকে উপরে তুলে আনো।

মাল্লাদের জানা আছে, এই মেয়েদুটোর মালিক জাহাজের কাপ্তান, যিনি সব কটা জাহাজের কমান্ডার। তারা সঙ্গে-সঙ্গে সিঁড়ি ফেলল। বৃদ্ধ টুকরিতে পণ্য ভরে উপরে নিয়ে এল এবং টুকরিটা মেয়েদের সম্মুখে রাখল। মেয়েরা নেড়ে-চেড়ে পণ্য দেখতে শুরু করল। অন্য কারও তাদের কাছে ঘেঁষবার সাহস নেই।

'তোমরা এখানে এলে কীভাবে?' মাঝি জিজ্ঞেস করল।

'দৈবক্রমে' – একমেয়ে উত্তর দিল – 'হারমান ধরা পড়েছেন।'

মেয়েটি লোকটাকে পূর্ণ ঘটনা শোনাল এবং আল-ফারেস সম্পর্কে জানাল, তিনি আমাদের যাযাবর মনে করে আশ্রয় দিয়েছেন।

'কিছু ভেবেছ, কী করবে?' – মাঝি জিজ্ঞেস করছ – 'যাবে কোথায়?'

'আপাতত জীবন বাঁচানোর ব্যবস্থা করেছি' – মেয়েটা উত্তর দিল – 'আমরা কমান্ডার আল-ফারেসের মন-মস্তিষ্ক কব্জা করে ফেলেছি। সুযোগ পেলেই পালাবার চেষ্টা করব। তবে তুমি নির্দেশনা দিলে এখানে অবস্থান করেই অন্য কিছু করতে পারি।'

গরিববেশী এই বণিক মাঝি ক্রুসেডারদের গুপ্তচর এবং মেয়েগুলোকে ভালো করে জানে। মেয়েরাও তাকে বেশ চিনে। সে বলল, কূলে নেমে পালাবার চেষ্টা কোরো না। অন্যথায় শোচনীয় মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। বৈরুত পর্যন্ত মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠি হয়ে গেছে। আমাদের খ্রিস্টান সৈনিকরা প্রতিটি স্থান থেকে পিছু

www.pathagar.com

হটে যাচ্ছে। একটিমাত্র অঞ্চল টায়ের অবশিষ্ট আছে, যেখানে আমাদের আশ্রয় মিলতে পারে। এখনও এই জাহাজেই থাকো। আমি তোমাদের খোঁজখবর নেব। পরিস্থিতি আমাদের জন্য খুবই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সর্বত্র মুসলিম সৈনিকরা গিজগিজ করছে।

'তুমি এখানে কী করছ?'

'ক্রুশের গায়ে হাত রেখে যে-শপথ নিয়েছিলাম, তা পূর্ণ করার চেষ্টা করছি' – মাঝি উত্তর দিল – 'এই রণতরীগুলোর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছি। আমি এগুলো ধ্বংস করার ব্যবস্থা করব।'

'নিজেদের তরী কোথায়?'

'টায়েরের নিকটে' – মাঝি উত্তর দিল – 'এই বহর যদি সেদিকে রওনা হয়, তা হলে আগে-ভাগে সংবাদ বলে দেব। ভাগ্যক্রমে তোমরা এখানে এসে পৌঁছে গেছ। এ-কাজে তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আমিও তোমাদের এখান থেকে বের করে টায়ের পৌঁছিয়ে দিতে পারব। আচ্ছা, এবার আমাকে যেতে হবে। সংকেত ঠিক করে নাও। আমি এই জাহাজগুলোর সঙ্গে ছায়ার মতো লাগা আছি। এই জাহজ যেখানেই নোঙর ফেলবে, আমি এই বেশে সেখানেই হাজির হয়ে যাব।'

তারা সংকেত ঠিক করে নিল। মেয়েরা টুকরি থেকে কিছু জিনিস নিয়ে দাম দিয়ে দিল। টুকরিটা মাথায় করে লোকটা সিঁড়ি বেয়ে ডিঙিতে নেমে পড়ল।

◆◆◆

১১৮৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সুলতান আইউবি আরও একটা বিখ্যাত উপকূলীয় শহর আসকালান অবরোধ করলেন। এখানেও ভারী পাথর নিক্ষেপকারী মিনজানিক ব্যবহার করা হয়। সুরঙ্গ খননকারী বাহিনী রাতে প্রাচীর ভাঙার চেষ্টা করতে থাকল। নিকটেই একটা উঁচু জায়গা ছিল। সেখান থেকে মিনজানিকের সাহায্যে শহরের ভিতরে পাথর ও অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করা হলো। দ্বিতীয় দিনই অবরুদ্ধরা নগরীর ফটক খুলে দিল এবং অস্ত্রসমর্পণ করল।

১১৫৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সম্রাট ফ্রিংক এই নগরীটা দখল করেছিলেন। পুরো চৌত্রিশ বছর পর শহরটা আবার স্বাধীন হলো।

আসকালান থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস চল্লিশ মাইল পূর্বে অবস্থিত। দূরত্বটা সুলতান আইউবির দ্রুতগামী বাহিনীর জন্য দু-দিনের পথ। তাঁর কোনো-কোনো ইউনিট ও গেরিলা বাহিনী আগেই বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল। তারা ক্রুসেডারদের বাইরের চৌকিগুলো ইতিমধ্যেই ধ্বংস করে দিয়েছে। জীবনে রক্ষা-পাওয়া অবশিষ্ট খ্রিস্টান সৈন্যরা বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছাচ্ছে। সুলতান আইউবি তাঁর বিক্ষিপ্ত বাহিনীগুলোকে আসকালানে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন।

www.pathagar.com

সুলতান আইউবির অব্যাহত জয় ও ঝড়গতির অগ্রযাত্রার সংবাদ দামেশ্‌ক, বাগদাদ, হাল্‌ব, মসুল এবং ওদিকে কায়রো পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ – যিনি এসব আক্রমণ-অভিযানে সুলতান আইউবির সঙ্গে ছিলেন – তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন, 'লাগাতার জয়ের ফলে আইউবিবাহিনী ক্লান্তির কথা ভুলে গিয়েছিল। তারা একের-পর-এক অঞ্চল জয় করছিল আর বিজিত অঞ্চলের মুসলমানদের করুণ অবস্থা দেখে-দেখে বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদগ্রীব হয়ে উঠছিল। এ-ই তো ছিল সুলতান আইউবির সামরিক শক্তি।'

কাজী বাহাউদ্দীন আরও লিখেছেন– 'আসকালানে সুলতান আইউবির কাছে রূহানী শক্তিও পৌঁছতে শুরু করেছিল। তাঁরা হলেন দামেশ্‌ক, বাগদাদ ও অন্যান্য বড়-বড় শহরের আলেম, দরবেশ ও সুফীগণ। তাঁরা সুলতান আইউবির সঙ্গে বাইতুল মুকাদ্দাস প্রবেশ করতে এসেছিলেন। এসে তাঁরা সুলতান আইউবির জন্য দু'আ করলেন এবং তাঁর বাহিনীকে বাইতুল মুকাদ্দাসের গুরুত্ব ও পবিত্রতা অবহিত করলেন। তারা মুসলিম বাহিনীকে উত্তেজিত করে তুললেন। সুলতান আইউবি আলেম-দরবেশদের খুব শ্রদ্ধা করতেন। এখন তাদের সঙ্গে পেয়ে তাঁর ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন– 'এবার পৃথিবীর কোনো শক্তি আমাকে পরাজিত করতে পারবে না।'

আসকালান থেকে রওনা হওয়ার চারদিন আগে সুলতান আইউবির কাছে হাল্‌ব থেকে একজন মেহমান এলেন, যাকে দেখে সুলতান বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন। তিনি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। মেহমান নুরুদ্দীন জঙ্গির বিধবা রজী' খাতুন।

রজী' খাতুন ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন। এসেই ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড়ে গিয়ে সুলতান আইউবিকে জড়িয়ে ধরলেন। দুজনেরই আবেগ উথলে উঠল। দুজনই ভারাক্রান্ত হয়ে গেলেন।

খানিক পর অনেকগুলো উটের দীর্ঘ একটা সারি এসে দাঁড়িয়ে গেল। আরোহীরা শদুয়েক মেয়ে।

'এ কী?' সুলতান আইউবি পরম বিস্ময়ের সঙ্গে রজী' খাতুনকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আহতদের সেবা-চিকিৎসার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকটা মেয়ে' – রজী' খাতুন উত্তর দিলেন – 'এদের আমি যুদ্ধেরও প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছি। তিরন্দাজির বেশ অনুশীলন আছে। আমি জানি, তুমি মেয়েদের যুদ্ধের মাঠে দেখতে চাও না। কিন্তু তুমি আমার ও এদের জযবা বিনষ্ট করার চেষ্টা কোরো না। তুমি জান না, সিরিয়ায় তরুণীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা কত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। যেকোনো মেয়ে রণাঙ্গনে চলে যেতে অস্থির ও উদগ্রীব। তুমি অনুমতি দিলে

www.pathagar.com

আমি এক হাজার মেয়ে রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেব। তারা পুরুষদেরই মতো লড়াই করবে। এখানে যারা যুদ্ধ করছে, তাদের মায়েরা তাদের নিরাপত্তা নয় – জয়ের সংবাদ শুনতে অপেক্ষা করছে। লোকালয়ে একটাই কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে- "সংবাদ কী?" বলো সালাহুদ্দীন, কতজন পাঠাব?'

'আমি এদের আমার সঙ্গে রেখে দেব' – 'সুলতান আইউবি বললেন – 'আর কাউকে পাঠাবেন না।'

'উটের পিঠে করে আমি একটি মিম্বর এনেছি।' রজী' খাতুন বললেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চোখে অশ্রু নেমে এল। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর আবার বললেন– 'তোমার বোধহয় মনে নেই, আমার মরহুম স্বামী নুরুদ্দীন জঙ্গি এই শপথ নিয়ে মিম্বরটি তৈরি করিয়ে নিজের কাছে রেখেছিলেন যে, বাইতুল মুকাদ্দাসকে ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করে এটি মসজিদে আকসায় স্থাপন করবেন। অনেক সুন্দর মিম্বর। দামেশ্‌কে রাখা ছিল। আল্লাহ তোমাকে বিজয় দান করুন সালাহুদ্দীন। আমি দেখার অপেক্ষায় আছি, তুমি এই মিম্বরকে মসজিদে আকসায় স্থাপন করে আমার মরহুম স্বামীর শপথ পূরণ করেছ।'

সুলতান আইউবি আপ্লুত হয়ে উঠলেন। তাঁর চোখদুটো অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে এল। তিনি কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে বললেন– 'আল্লাহ যেন এই শপথ আমার দ্বারা পূর্ণ করান।'

এক যুবতী সুলতানের সন্নিকটে এসে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে সুলতানকে সালাম দিল। রজী' খাতুন বললেন– 'চেননি? আমার কন্যা শামসুন্নিসা।'

সুলতান আইউবি মেয়েটাকে যখন দেখেছিলেন, তখন ও অনেক ছোট ছিল।

'শামসুন্নিসা তোমার সঙ্গে ময়দানে থাকবে' – রজী' খাতুন বললেন – 'মেয়ে সৈনিকরা তার কমান্ডে কাজ করবে। আমাকে ফিরে যেতে হবে।'

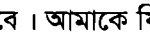

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে যে আলেম-দরবেশগণ এসেছিলেন, তারা ইবাদত-বন্দেগি, তসবিহ-তাহলিল, জিকির-অযিফা ও দু'আ-দরূদে নিমগ্ন। মাঝে-মধ্যে সৈনিকদের মাঝে ঘোরাফেরা করছেন এবং তাদের জিহাদি চেতনাকে শাণিত করার চেষ্টা করছেন। আসকালানের বাইরে যেখানে সৈনিকরা ডিউটি করছে, তারা সে-পর্যন্তও ঘুরে এসেছেন। তাদের ভাষণ-বক্তৃতার সারমর্ম মোটামুটি এরূপ–

'নব্বই বছর যাবত কাফেররা তোমাদের প্রথম কেবলা দখল করে আছে। কুরআন অধ্যয়ন করলে বুঝতে পারবে, প্রথম কেবলাকে কাফেরদের নাপাক কব্জা থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত কোনো মুসলমানের চোখে ঘুম আসতে পারে না। যে-মসজিদে আকসা থেকে আমাদের প্রিয়নবী আল্লাহর আমন্ত্রণে মিরাজে গমন করেছিলেন, সেটি এখন কাফেরদের উপাসনালয়। রাসূলে মকবুল (সা.)-

www.pathagar.com

এর পবিত্র আত্মা আমাদের অভিশম্পাত করছে। আহার-নিদ্রা-স্ত্রী সব আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাওয়া দরকার ছিল। কিন্তু নব্বইটি বছর আমরা গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছি এবং ভোগ-বিলাসিতায় লিপ্ত রয়েছি।

'আল্লাহর সৈনিকগণ! ইহুদি-খ্রিস্টাদের সুদর্শন চক্রান্তজালে ফেঁসে আমাদের শাসকরা তাদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, যারা প্রথম কেবলাকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন। বাইতুল মুকাদ্দাস সেই পবিত্র ভূমি, যেখানে আমাদের প্রিয়নবীর মুবারক পা পড়েছিল এবং তাঁর পবিত্র ললাট সিজদা করেছিল। হযরত ইরবাহীম ও হযরত সুলায়মানসহ (আ.) না জানি কত নবী-রাসূল এখানে ইবাদাত করেছেন। কিন্তু নব্বইটি বছর যাবত এখানকার মুসলমানদের উপর যে-বিভীষিকা চলছে, সেই চিত্র তোমরা নগরীতে প্রবেশ করে দেখে নিয়ো। মসজিদে আকসার উপর ক্রুশ দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদগুলো ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত হয়েছে। মুসলমানদের এমন গণহত্যা হয়েছে যে, নগরীর অলি-গলিতে রক্তের নদী বইয়ে গেছে। মুসলমানরা বন্দিত্বের জীবন যাপন করছে এবং মেয়েরা কাফেরদের দাসিতে পরিণত হয়েছে।

'হে ইসলামের জানবাজ সৈনিকগণ! আল্লাহ তোমাদের বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত ও পবিত্র করার সৌভাগ্য দান করেছেন। তোমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে, তোমরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির আমলে জন্ম নিয়েছ। তোমরা যদি ব্যর্থ হও, তা হলে সেখান থেকে তোমাদের লাশ তুলে আনা হবে। আর তোমরা শুনে বিস্মিত হবে, যে-বাইতুল মুকাদ্দাসে হযরত ঈসা (আ.) প্রেমের পাঠ শিখিয়েছিলেন, সেখানে ক্রুসেডাররা জঘন্যতম নিষ্ঠুরতার মহড়া দিচ্ছে। শুনলে তোমাদের কান্না পাবে, আবেগ উথলে উঠবে, কোনো যুদ্ধে জয়লাভ করলে খ্রিস্টানরা বাইতুল মুকাদ্দাসে উৎসবের আয়োজন করে। সেই উৎসবে তারা আমাদের যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে বিবস্ত্র করে নাচায় এবং সুঠাম সুদেহী মুসলিম যুবকদের জবাই করে তাদের গোশত রান্না করে খায়। আজ তোমাদের প্রতিজন নিরপরাধ মজলুম মুসলমানের প্রতিফোঁটা রক্তের প্রতিশোধ নিতে হবে। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গি মসজিদে আকসায় স্থাপন করার জন্য একটি মিম্বর তৈরি করিয়ে রেখেছিলেন। এখন তাঁর বিধবা সেটি এখানে এনে দিয়ে গেছেন। এই বিদুষী বীর মহিলা দুশো মেয়েযোদ্ধা নিয়ে বহুদূর থেকে এসেছেন। নুরুদ্দীন জঙ্গির স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতি তোমাদের বাস্তবায়ন করতেই হবে।'

সুলতান আইউবি গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট মোতাবেক বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধের পরিকল্পনা প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করলেন।

www.pathagar.com

সমুদ্রের নিঃসঙ্গ ও নিরানন্দ জীবনে মেয়েদুটো আল-ফারেসকে নবজীবন দিতে শুরু করেছে। কিন্তু একদিকে যেমন তারা আল-ফারেসের জন্য রহস্যময় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, তেমনি আল-ফারেসও তাদের কাছে এক বিস্ময়কর পুরুষে পরিণত হয়েছেন। মেয়েরা বলেছিল, তারা যাযাবর, তাদের গোত্রের সব মানুষ যুদ্ধের কবলে পড়ে মারা গেছে এবং তারা অনেক কষ্টে লুকিয়ে-লুকিয়ে নদীর কূলে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু আল-ফারেস দেখতে পাচ্ছেন, তাদের স্বভাব-চরিত্র, চলন-বলন ও রীতি-নীতি যাযাবরদের মতো নয়। যাযাবর মেয়েরা রূপসী হয় বটে; কিন্তু এদের মধ্যে যে-রুচিশীলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা ওদের মাঝে গড়ে ওঠে না। তা ছাড়া এদের মধ্যে যেটুকু অশ্লীলতা দেখা যাচ্ছে, যাযাবর মেয়েরা সাধারণত এমন বেহায়া হয় না।

মেয়েদের জন্য আল-ফারেস এক বিস্ময়কর পুরুষ। তাদের আশা ছিল, তিনি তাদের সঙ্গে সেই আচরণই করবেন, যেমনটা অন্য পাঁচ-দশজন মুসলমান করেছিল। ফলে মেয়েদুটো প্রথম-প্রথম নিরাশই হয়ে পড়ল। কিন্তু তারা আল-ফারেসের অন্য একটা দুর্বলতা আন্দাজ করে নিল। তা হচ্ছে, লোকটি দায়িত্বপালনে যতটা তৎপর, অবসরে ততটা অবোধ শিশুতে পরিণত হয়ে যান। তিনি মেয়েদের সঙ্গে সমবয়সী বান্ধবীর মতো খেলতে শুরু করেন এবং তাদের রূপ-লাবণ্য থেকে স্বাদ উপভোগ করেন। তিনি তাদের বিক্ষিপ্ত রেশমি চুলে বিলি কাটেন এবং তাদের মাঝে হারিয়ে গিয়ে দুনিয়ার কথা ভুলে যান।

একদিন একমেয়ে আর আল-ফারেস কক্ষে উপবিষ্ট। অপরজন বাইরে কোথাও গেছে। মেয়েটা আল-ফারেসের চেতনাকে উত্তেজিত করতে কিংবা লোকটির মাঝে চেতনা বলতে কিছু আছে কি-না জানবার চেষ্টা করল। আল-ফারেস তার খোঁচাটা বুঝে বললেন– 'প্রথমদিন যখন আমি তোমাদের বলেছিলাম, আমি জাহাজে তোমাদের আশ্রয় দিতে পারি, তখন তোমরা বলেছিলে, দয়া করে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করবেন না। আমি বলেছিলাম, তোমাদের মিসর নিয়ে যাব এবং বিয়ে করব। আমি আমার সেই প্রতিশ্রুতির উপর অটল থাকতে চাই। সাময়িক মনোরঞ্জনের জন্য আমি তোমাদের এখানে আনিনি। তোমাদের অসহায়ত্ব থেকে আমি সুযোগ নিতে চাই না। মিসর রওনা হওয়া পর্যন্ত তোমরা চিন্তা করো। যদি আমার সঙ্গে থাকা পছন্দ না কর, তা হলে যেখানে বলবে পৌঁছিয়ে দেব।'

www.pathagar.com

মেয়েটা আবেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে আল-ফারেসের গলা জড়িয়ে ধরল এবং তার গালে নিজ গালের পরশ বুলিয়ে বলে উঠল– 'আমরা তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। তোমাকেই প্রথম পুরুষ পেলাম, যার হৃদয়ে মানবতার পবিত্রতা আছে এবং যার মনোঃজগত শয়তানি চরিত্র ও পশুত্ব থেকে মুক্ত।'

মেয়েটা এমন ভাষায় ও এমন ধারায় প্রেমনিবেদন করল যে, পানির উপর সন্তরমান জাহাজটা আল-ফারেসের কাছে শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছে বলে মনে হলো। এটাই তার দুর্বলতা, যা মানবীয় স্বভাবের সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক দোষ। দীর্ঘ সময় দিন-রাত সমুদ্রে টহলদান এবং মাঝে-মধ্যে ছোটখাট সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার ফলে তার দেহে যে-ক্লান্তি এবং হৃদয়ে যে-অবসাদ নেমে এসেছিল, এক রূপসী যুবতীর দেহের পরশ ও প্রেমনিবেদনে সব দূর হয়ে গেছে।

আল-ফারেসের দেহ-মন এখন চাঙ্গা ও ঝরঝরে। এখন দায়িত্ব তার আগের তুলনায় বেশি। হাতে ছটা জাহাজের কমান্ড এবং তিনি ফিলিস্তিনকূলের সামান্য দূরে সতর্ক টহল দিয়ে ফিরছেন। সুলতান আইউবি বিদ্যুতের মতো ফিলিস্তিনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং তীরবর্তী অঞ্চলগুলো দখল করে নিয়েছেন। আর এখন আসকালানে এসে বাইতুল মুকাদ্দাস দখলের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। আল-ফারেসের দায়িত্ব, সমুদ্রপথে খ্রিস্টানদের জন্য কোনো সাহায্য কিংবা রসদ ইত্যাদি এলে তাকে কূল পর্যন্ত পৌঁছতে না দেওয়া। এই দায়িত্ব তার ঘুম হারাম করে রেখেছে। এখন মেয়েদুটো তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

আল-ফারেস একদিন মেয়েদুটোকে বললেন– 'তোমাদের মধ্যে যাযাবরের স্বভাব নেই। তার স্থলে আমি তোমাদের মধ্যে ভদ্রতা ও সামাজিকতা দেখতে পাচ্ছি। এসব কোথা থেকে এল?'

'আমরা সম্ভ্রান্ত খ্রিস্টান পরিবারে চাকুরি করেছি' – একমেয়ে উত্তর দিল – 'তারা আমাদের আতিথেয়তার রীতি-নীতি ও উঁচু স্তরের মেহমানদের সঙ্গে আচার-ব্যবহারের পন্থা-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। আপনি যদি সাধারণ মানুষ হতেন, তা হলে আপনার সঙ্গে যাবাবরের মতোই আচরণ করতাম। আপনি একটি দেশের নৌবাহিনীর একজন কমান্ডার। তাই আপনার সঙ্গে গেঁয়োর মতো আচরণ করতে পারি না।'

অপর পাঁচ জাহাজের ক্যাপ্টেনরা জেনে গেছেন, তাদের কমান্ডার আল-ফারেস নিজের জাহাজে দুটা মেয়ে এনে রেখেছেন। শুনে সবাই মুখ টিপে হাসলেন এবং টিপ্পনি কাটলেন। কিন্তু সবাই অনুভব করলেন, যুদ্ধের সময় জাহাজে অচেনা-অপরিচিত মেয়েদের রাখা নিরাপদ নয়। প্রয়োজন হলে নিজের স্ত্রীকেই তো রাখা যায়। তারা বিষয়টা নিয়ে আল-ফারেসের সঙ্গে কথাও বললেন। আল-ফারেস তাদের আশ্বস্ত করে দিলেন, কোনো সমস্যা হবে না। এদেরকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে মাত্র। সবাই জানেন আল-ফারেস সচ্চরিত্র মানুষ এবং কর্তব্যপরায়ণ কমান্ডার। আল-ফারেসের উত্তরে তারা সহজেই সন্দেহমুক্ত হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

◆◆◆

বাইতুল মুকাদ্দাসের অভ্যন্তরে বিরাজ করছে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি। এখানকার মুসলমানদের উপর যে-অত্যাচার-নিপীড়ন চলছিল, তার তুলনা অন্তত ফিলিস্তিনের অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে নেই। এই নিপীড়নের ইতিহাস অনেক পুরনো। খ্রিস্টানরা ১০৯৯ সালে বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করেছিল। মুসলমানদের অনৈক্য, ক্ষমতার মোহ ও গাদ্দারির ফল ছিল এটা। ইতিহাসে বহু হানাদার শক্তির এর চেয়েও অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড দখলের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ক্রুসেডাররা বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করে তাকে এত বেশি গুরুত্ব দিল, যেন তারা অর্ধেক দুনিয়া পদানত করে ফেলেছে। সমগ্র ইউরোপ এমনকি সমগ্র খ্রিস্টজগত ও পৃথিবীর তাবৎ গির্জার দৃষ্টি বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর নিবদ্ধ হয়ে পড়ল।

এত গুরুত্বের এক কারণ ছিল, খ্রিস্টানরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে তাদের পুণ্যভূমি মনে করত। তাদের বিশ্বাসমতে, হযরত ঈসাকে (আ.) এ-অঞ্চলেরই কোথাও শূলিবিদ্ধ করা হয়েছিল। আরেক কারণ, বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের প্রথম কেবলা। রাসূলুল্লাহ (সা.) এখান থেকেই মে'রাজে গমন করেছিলেন। এ-কারণে মসজিদে আকসার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য খানায়ে কা'বার চেয়ে কম ছিল না। মুসলমানরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে তাদের ধর্মীয় প্রাণকেন্দ্র মনে করত। এখনও এটি আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রস্থল। খ্রিস্টানরা আমাদের এই কেন্দ্রটির উপর দখল প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে চেয়েছিল। তাদের গোয়েন্দাপ্রধান হারমান ভুল বলেননি যে, এই ক্রুসেড যুদ্ধ মুসলমান ও খ্রিস্টানদের রাজাদের লড়াই নয়। এটা কালেমা ও কা'বার লড়াই, যা সেদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যেদিন দুয়ের একটির পতন ঘটবে।

হিন্দুরা যেভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে, মুসলমানদের পরাজিত করাকে এবং যুদ্ধের ময়দানে তো বটে, যে-কোনো অবস্থায় ধোঁকায় ফেলে হলেও মুসলমানদের হত্যা করাকে ধর্মীয় কর্তব্য স্থির করে রেখেছে, তেমনি খ্রিস্টানদের পাদরিরাও মুসলমানদের খুন করাকে পুণ্যের কাজ সাব্যস্ত করে রেখেছিলেন। খ্রিস্টানরা যুদ্ধের বিধান লাভ করত পোপের (প্রধান পাদরি) নিকট থেকে। আপনারা পড়েছেন, হিত্তিনের যুদ্ধে আক্রার পাদরি সেই বড় ক্রুশটা নিয়ে রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন, যাতে তাদের বিশ্বাসমতে হযরত ঈসাকে শূলিবিদ্ধ করা হয়েছিল। এ-ঘটনাই প্রমাণ করছে, কা'বার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করেছিল গির্জা এবং ক্রুসেড যুদ্ধ দুটি ধর্ম ও দুটি সভ্যতার লড়াই ছিল।

ক্রুসেড যুদ্ধগুলোতে অংশগ্রহণকারী সম্রাট, সেনাপতি ও সাধারণ সৈনিক প্রত্যেকের থেকে বড় ক্রুশের উপর হাত রেখে ক্রুশের অফাদারি এবং জীবন ও সম্পদের কুরবানির শপথ নেওয়া হতো। এই শপথের কারণেই তাদের 'ক্রুসেডার' বলা হতো এবং বাইতুল মুকাদ্দাস রক্ষায় যেসব যুদ্ধ লড়া হয়েছিল, সেগুলোকে 'ক্রুসেড যুদ্ধ' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। খ্রিস্টজগতে মুসলমানবিরোধী যুদ্ধ এবং আরব ভূখণ্ড দখল করাকে এমন উন্মাদনার রূপ দান করা হয়েছিল যে,

www.pathagar.com

মহিলারা পর্যন্ত তাদের সঞ্চিত অর্থ-সম্পদ ও অলংকারাদি অকুণ্ঠ চিত্তে গির্জার হাতে অর্পণ করতে শুরু করেছিল। সেই উন্মাদনার চূড়ান্ত রূপটা ছিল, যুবতী মেয়েরা ক্রুশের বিজয় ও মুসলমানদের পরাজয়ের লক্ষ্যে উদার মনে তাদের সতিত্ব উৎসর্গ করে দিয়েছিল। মুসলমানদের চরিত্র ও চিন্তা-চেতনা ধ্বংসে যেভাবে প্রয়োজন গির্জার পক্ষ থেকে খ্রিস্টান মেয়েদের ব্যবহার করার অনুমোদন দিয়ে রাখা হয়েছিল। মেয়েদের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল, গির্জার লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের খাতিরে সম্ভ্রম বিসর্জনকারী মেয়েরা স্বর্গ লাভ করবে।

এই বিশ্বাসেরই অনুকূলে রূপসী খ্রিস্টান মেয়েদের নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণ দিয়ে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে পাঠানো হয়েছিল। এরা মুসলিম আমিরদের হেরেমে ঢুকে গিয়ে একের-পর-এক ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করল, যার বিস্তারিত কাহিনী আপনারা পিছনে পড়ে এসেছেন। তাদেরই কারসাজিতে মুসলমানরা পরস্পর সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল এবং খ্রিস্টানদের পাতা এই সুদৃশ্য ফাঁদে এমনভাবে আটকে গেল যে, তারা আপন চিন্তা-চেতনা, স্বকীয়তা ও বোধ-বিশ্বাসকে ছুড়ে ফেলে সিংহাসনের জন্য পাগল হয়ে গেল। তারা তাদের ঈমান নিলাম করে দিল। তবে তারপরও এমন কিছু লোক অবশিষ্ট রয়ে গেল, যাদের আত্মা ঈমানের আলোতে আলোকিত ছিল। তারা বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারে রক্তের নজরানা দিতে থাকল। কিন্তু কুদরতের অমোঘ বিধান হচ্ছে, একজন গাদ্দারই সমগ্র জাতিকে আত্মমর্যাদাহীন করে তোলার জন্য যথেষ্ট। আর সেই গাদ্দার যখন ক্ষমতার মসনদে আসীন হয়, তখন তার শত্রু অপেক্ষা দশগুণ বেশি সৈন্যও পরাজয়বরণ করে।

মুসলিম শাসকদের এই গাদ্দার চরিত্রেরই ফলে ১০৯৯ সালের ১৫ জুলাই মোতাবেক ৪৯২ হিজরীর ২৩ শাবান খ্রিস্টানরা বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করে নিতে সক্ষম হয়। খ্রিস্টানদের এই বিজয়ে যেসব মুসলিম আমির ও শাসক খ্রিস্টানদের সহযোগিতা দিল এবং যেভাবে দিল, সে এক দীর্ঘ ও লজ্জাকর উপাখ্যান। উপমাস্বরূপ এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, খ্রিস্টান বাহিনী যখন বাইতুল মুকাদ্দাস-অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন শাহজার আমির তাদের প্রতিহত করা থেকে বিরত থেকেই ক্ষান্ত হননি; বরং তাদেরকে রসদ সরবরাহ করলেন এবং গাইড দিয়েও সহযোগিতা করলেন। হামাত-ত্রিপোলির আমিরগণও খ্রিস্টান বাহিনীকে নিরাপদ রাস্তা, রসদ ও উপঢৌকন দিয়ে তাদের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস দখলের জন্য রওনা করিয়ে দিয়েছিলেন। পথে তাদের আরও কয়েকটি মুসলিম রাজ্য অতিক্রম করতে হয়েছিল। তারা তাদের রাজ্য ও ক্ষমতার নিরাপত্তার খাতিরে খ্রিস্টানদের চিত্তাকর্ষক ও সুদৃশ্য উপঢৌকন সাদরে গ্রহণ করে নিল এবং খ্রিস্টান বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করল।

আরাকার আমির ছিলেন একজন ঈমানদার পুরুষ, যার সামরিক শক্তি খ্রিস্টানদের মোকাবেলায় কিছুই ছিল না। তবু তিনি খ্রিস্টান সেনাপতিদের দাবি পূরণ করতে অস্বীকৃত জানালেন এবং মোকাবেলার জন্য তাদের হুঙ্কার

www.pathagar.com

ছাড়লেন। খ্রিস্টান বাহিনী আরাকা অবরোধ করে ফেলল। ১০৯৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ মে পর্যন্ত আরাকার মুসলমানরা এমন প্রাণপণ মোকাবেলা করল যে, খ্রিস্টান বাহিনী বিপুল প্রাণহানির ক্ষতি মাথায় করে অবরোধ তুলে নিয়ে পথ পরিবর্তন করে সম্মুখে চলে যেতে বাধ্য হলো। সকল মুসলিম আমির যদি নিজ-নিজ এলাকায় বাইতুল মুকাদ্দাস-অভিমুখে অগ্রসরমান খ্রিস্টান বাহিনীকে এভাবে প্রতিহত করতেন, তা হলে খ্রিস্টানদের দেহের রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় নিঃসরিত হয়ে পথেই নিঃশেষ হয়ে যেত, তাদের বাইতুল মুকাদ্দাস দখলের পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যেত এবং ইতিহাস ভিন্নভাবে রচিত হতো।

◆◆◆

যাহোক, মুসলমান আমিরগণ সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে খ্রিস্টানদের নিরাপদে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। তার শাস্তি সেই মুসলমানরা ভোগ করল, যারা বাইতুল মুকাদ্দাসে বসবাস করছিল। সে-সময়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে যেসব মুসলিম পর্যটক অবস্থান করছিলেন, তারাও খ্রিস্টানদের পদতলে নিষ্পিষ্ট হলেন। ১০৯৯ সালের ৭ জুন খ্রিস্টানরা এই মহান ও পবিত্র শহরটি অবরোধ করল। তখন বাইতুল মুকাদ্দাসের গভর্নর ছিলেন ইফতেখারুদ্দৌলাহ। তিনি পরম বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শত্রুর মোকাবেলা করলেন। মুসলিম সৈন্যরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে খ্রিস্টানদের উপর আক্রমণ চালাল। কিন্তু খ্রিস্টানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল যেমন অগণিত, তেমনি সরঞ্জামও ছিল প্রচুর। ১০৯৯ সালের ১৫ জুলাই খ্রিস্টান বাহিনী শহরে ঢুকে পড়ল।

সমগ্র ইউরোপ ও সকল খ্রিস্টান রাজ্যে এই বিজয়ের আনন্দ উদ্‌যপিত হলো। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ংকর ও ভয়াবহ উৎসবটা পালিত হলো বিজিত নগরী বাইতুল মুকাদ্দাসে। খ্রিস্টান সৈন্যরা মুসলমানদের ঘরে-ঘরে ঢুকে লুটপাট চালাল। কোনো ঘরে কাউকে – সে অশীতিপর বৃদ্ধ হোক কিংবা দুগ্ধপোষ্য শিশু – জীবিত ছাড়েনি। বাঁচিয়ে রাখল শুধু সুন্দরী যুবতী মেয়েদের, যারা পরে তাদের পাশবিকতার শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছিল। অলি-গলিতে পলায়মান মুসলিম শিশু, নারী ও পুরুষদের অমানুষিক পন্থায় হত্যা করেছে। অবুঝ শিশুদের জীবন্ত বর্শার আগায় গেঁথে উর্ধ্বে তুলে ধরে উৎসবে মেতে উঠেছিল। তারা জনসম্মুখে নারীর সম্ভ্রমহানি করেছিল এবং নিহতদের মাথাগুলো কেটে-কেটে ফুটবল খেলেছিল।

অবশেষে মুসলমানরা একটি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বের করল। তারা নিশ্চিত ছিল, অন্তত এখানে গিয়ে আশ্রয় নিলে নিরাপত্তা পাওয়া যাবে এবং যে-কোনো ধর্মেরই অনুসারীরা এখানে তাদের উপর অত্যাচার করাকে পাপ মনে করবে। সেটি ছিল মসজিদে আকসা। মুসলমানরা পরিবার-পরিজনসহ মসজিদে আকসায় গেল। কিন্তু এখানে তারা পা রাখারও জায়গা পায়নি। অগত্যা তারা বাবে দাউদ ও অন্যান্য মসজিদে চলে গেল। স্বয়ং খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এই উদ্বাস্তু মুসলমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০ হাজার। খ্রিস্টানরা যে-

www.pathagar.com

মসজিদে আকসাকে তাদের উপাসনালয় দাবি করত, তার মর্যাদার একবিন্দু তোয়াক্কাও তারা করেনি। তারা শরণার্থীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজনকেও জীবিত রাখল না। মসজিদে আকসা, বাবে দাউদ ও অন্য সকল মসজিদ লাশে ভরে গিয়েছিল। রক্ত বেয়ে-বেয়ে মসজিদের বাইরে গড়িয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিকদের ভাষায়, খ্রিস্টানদের ঘোড়ার পা গোড়ালি পর্যন্ত মুসলিম নাগরিকদের রক্তে ডুবে গিয়েছিল।

মেয়েদের মসজিদে-মসজিদে ও মুসলমানদের অন্যান্য পবিত্রস্থানগুলোতে নিয়ে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি হতভাগ্য ছিল এই মেয়েরা আর এই যুদ্ধবন্দিরা। বন্দিদের সঙ্গে পশুর মতো আচরণ করা হয়েছে। তাদের খাবার অল্প দেওয়া হতো এবং কাজ বেশি নেওয়া হতো। সেকালে যেসব কাজে উট-ঘোড়া ব্যবহৃত হতো, সেসব কাজে এই মুসলিম বন্দিদের ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের হাতে মসজিদগুলো গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা এ-কাজ করতে অস্বীকার করেছে, তাদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। হিংস্র এক খ্রিস্টান এক বন্দিকে হত্যা করে তার দেহের গোশত কেটে রান্না করে খেল। পরে সঙ্গীদের জানাল, গোশতগুলো খেতে খুব সুস্বাদু লেগেছে। তারপর থেকে খ্রিস্টানরা মানুষ খেতে শুরু করল। যখন কোনো উৎসব কিংবা অনুষ্ঠান হতো, তারা সুস্থ-সবল মুসলমানদের ধরে এনে জবাই করে তাদের গোশত রান্না করে খেত।

খ্রিস্টান ঐতিহাসিকগণ এসব ঘটনা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু স্বয়ং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণই খ্রিস্টানদের মানবখোরির ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

মসজিদগুলোকে অবৈধ কাজে ব্যবহার করা ছাড়াও খ্রিস্টানরা সেগুলোতে ঘোড়া বাঁধত। মসজিদে আকসায় বিভিন্ন মুসলিম রাজা ও শৌখিন পর্যটকগণ সোনা-চাঁদির ঝাড় ইত্যাদি স্থাপন করেছিলেন। উপহার হিসেবে প্রাপ্ত কয়েকটি সোনার বস্তু রাখা ছিল। খ্রিস্টানরা সেসব সামগ্রী তুলে নিয়ে গেল এবং মসজিদের মিনারের উপর ক্রুশ স্থাপন করল।

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবিকে বাইতুল মুকাদ্দাসের অবমাননা ও সেখানকার মুসলমানদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের এই কাহিনী তাঁর পিতা নাজমুদ্দীন আইউব শৈশব থেকেই শোনাতে শুরু করেছিলেন। নাজমুদ্দীন আইউব উপাখ্যানটা শুনেছেন তার পিতা শাদীর কাছে। এই কাহিনী সুলতান আইউবির রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এক সময়ে তিনি শপথ করলেন, যেকোনো মূল্যে আমি বাইতুল মুকাদ্দাস মুক্ত করে ছাড়ব। আজ যখন তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করতে বের হলেন, তাঁর দুই যুবক পুত্র আল-মালিকুল-আফজাল ও আল-মালিকুয-যাহিরও তাঁর বাহিনীতে রয়েছে। বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে যে-কাহিনী তিনি তাঁর পিতা থেকে শুনেছিলেন, সেসব নিজ পুত্রদেরও শুনিয়ে দিলেন, যেন একটি মূল্যবান পৈতৃক সম্পত্তি বংশ পরম্পরায় হাতবদল হচ্ছে।

www.pathagar.com

'লক্ষ্যহীন বেঁচে থাকার চেয়ে সময়ের আগে মরে যাওয়াই ভালো' – পুত্রদের সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে ফৌজে অন্তর্ভুক্ত করার সময় সুলতান আইউবি বললেন – 'এই উক্তি তোমাদের মরহুম দাদার। আমি যখন আমার চাচা শেরেকোহ'র সঙ্গে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধে রওনা হয়েছিলাম, তখন আব্বাজান আমাকে কথাটা বলেছিলেন। তিনি বলেছেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি কোনো একটি ভূখণ্ডের শাসক হবে। হতে পারে তুমি সুলতান হয়ে যাবে। স্মরণ রেখো বেটা! আজ থেকে তুমি আমার পুত্র নও – তুমি জাতির পুত্র। কুরআন মানুষকে পিতামাতার সেবার নির্দেশ দিয়েছে। এখন থেকে দেশের জনগণ ও সালতানাত তোমার পিতামাতা। আল্লাহ সন্তানকে পিতার উপর শাসন করতে এবং তাদের কষ্ট দিতে বারণ করেছেন। সাবধান ইউসুফ! দেশের জনগণকে কষ্ট দিয়ো না। দেখবে, তোমার উপর জাতির কী-কী হক আছে। সেসব আদায় করতে সচেষ্ট হবে।"

'আর আমার প্রিয় পুত্রগণ! তোমাদের দাদা বলেছেন, ঘাড় সেদিন উঁচু করবে, যেদিন মসজিদে আকসাকে কাফেরদের থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে। আরামের ঘুম সেই রাত ঘুমোবে, যে-রাতে মসজিদে আকসায় বিজয়ের নফল নামায আদায় করতে সক্ষম হবে। আর আমাদের প্রিয় রাসূল যে-মসজিদের আঙিনা থেকে আল্লাহর দরবারে মে'রাজে গমন করেছিলেন, তাকে নিজের চোখের অশ্রু দ্বারা ধৌত করবে। আমার পুত্রগণ! যেসব শিশু বাইতুল মুকাদ্দাসের অলি-গলিতে ও মসজিদে-মসজিদে খুন হয়েছিল এবং জাতির যে-মেয়েরা লাঞ্ছিত-নিগৃহীত হয়েছিল, তারা আমাকে রাতে ঘুমোতে দেয় না। যে-মসজিদে আমার প্রিয় রাসূলের পবিত্র পা পড়েছিল, যে-মসজিদে রাসূলে পাকের পবিত্র কপাল সেজাদবনত হয়েছিল, তার ইটগুলো রাতভর আমার উপর পতিত হতে থাকে। আমি ব্যথায় কুঁকিয়ে উঠি। মুখ থেকে এমন চিৎকার বেরিয়ে আসে, যেন মসজিদে আকসায় খুন-হওয়া-শিশুরা কান্নার সুরে আযান দিচ্ছে। তারা তোমাদের ডাকছে আমার পুত্রগণ! তারা আমাকে ডাকছে।

'তোমাদের দাদা বার্ধক্যে-কম্পমান-হাতদুটো আমাকে দেখিয়ে বলতেন, আমি আমার যৌবন তোমাদের দিয়ে দিলাম। যে-কাজ আমি করতে পারিনি, তা তোমরা সম্পন্ন করো। বাইতুল মুকাদ্দাস যাও। বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারই হয় যেন তোমাদের জীবনের লক্ষ্য। ক্ষমতার মসনদে বসে যদি নিশ্চিন্তে-নির্বিঘ্নে জাতির উপর শাসন করার জন্য শত্রুকে উপেক্ষা করে চল, তা হলে এই মসনদের আয়ু দীর্ঘ হবে না। শহীদদের আত্মা জিনের রূপ ধারণ করে তোমার ক্ষমতার মসনদ উলটে দেবে। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিই যেন তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়।

'আমার প্রিয় পুত্রগণ! আজ আমি আমার পিতার উত্তরাধিকার তোমাদের হাতে অর্পণ করছি। আজ থেকে তোমরা আমার নও – মিল্লাতে ইসলামিয়ার সন্তান। আমি তোমাদের মাকে বলে দিয়েছি, তোমার কোলে কোনো সন্তান

www.pathagar.com

জন্মলাভ করেছিল, সে কথা ভুলে যাও। যদি না পার, তা হলে অন্তত তাদের বেঁচে থাকার দু'আ করো না। আমি তাদের সেই জায়গায় জবাই করতে নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে আল্লাহর পথে কুরবান করতে গলায় ছুরি চালিয়েছিলেন। দু'আ যদি করতেই হয়, আল্লাহর সমীপে ফরিয়াদ জানাও, এই সন্তানদের তুমি যে-দুধ পান করিয়েছ, তা যেন নূরান্বিত রক্তে পরিণত হয়ে মসজিদে আকসার মেঝেকে ধুয়ে দেয়। আর আল্লাহ করুন, যেন এমনই হয়। শপথ করো আমার পুত্রগণ! আমি যদি বেঁচে না থাকি, তা হলে তোমরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুক্ত করবে।'

সুলতান আইউবি তাঁর পুত্রদ্বয়কে ১০৯৯ সালের রক্তাক্ত কাহিনী শোনালেন। শেষে যখন তিনি তাদের চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন, তখন তারা সুলতানকে সেই নিয়মে সালাম করেননি, যেভাবে পুত্ররা পিতাকে সালাম করে থাকে। তারা উঠে দাঁড়ালেন। আল-আফজল বললেন– 'মহান সুলতান! শুধু শহীদ হওয়া কোনো কৃতিত্ব নয়। আমরা শহীদ হওয়ার আগে বাইতুল মুকাদ্দাসের অলি-গলিতে দুশমনের এত রক্ত প্রবাহিত করব যে, আপনার ঘোড়ার পা পিছলে যাবে আর আমরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখব, আপনি মসজিদে আকসা থেকে ক্রুশটা নিজহাতে খুলে ক্রুসেডারদের নাপাক রক্তের মাঝে ছুড়ে ফেলছেন।'

'আর সেই রক্ত নিরস্ত্র নাগরিকদের না হওয়া চাই আফজাল!' সুলতান আইউবি বললেন।

'এই রক্ত বর্মপরিহিত ক্রুসেডারদেরই হবে' – আফজাল বললেন – 'এই রক্ত সেই লোহা থেকে ঝরবে, যা দ্বারা ক্রুসেডাররা তাদের দেহকে আবৃত করে রাখে। ঈমানের তরবারি মিথ্যার ইস্পাতকেও কেটে ফেলার ক্ষমতা রাখে।'

'আল্লাহ তোমার মুখ রক্ষা করুন।' সুলতান আইউবি বললেন।

পুত্রগণ সামরিক কায়দায় পিতাকে সালাম করে বেরিয়ে গেলেন।

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি এখন বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে চল্লিশ মাইল দূরে রোম-উপসাগরের তীরে আসকালানে সেই সিংহের মতো ওঁৎ পেতে বসে আছেন, যে আপন শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত। আবেগের দিক থেকে তিনি এক্ষুনি বায়তুল মুকাদ্দাস-অভিমুখে অগ্রযাত্রা করতে তৈরী বটে; কিন্তু আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে তিনি যুদ্ধের বাস্তবতাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। এই চল্লিশ মাইলের দূরত্ব যেন আগুন-গরম পাথরে পরিপূর্ণ। এ হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাসের বিশেষ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। শুধু নগরীই প্রাচীরঘেরা নয় – নগরীর চারদিকে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত অঞ্চলেও ছোট-ছোট দুর্গ ও খ্রিস্টান বাহিনীর অসংখ্য চৌকি বিদ্যমান। টহলপ্রহরার ব্যবস্থাও বাদ নেই। বাইতুল মুকাদ্দাসের পথে অশ্বারোহী সেনারা দলে-দলে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। এখন এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আগের তুলনায় বেশি শক্ত। বাইতুল মুকাদ্দাসের ভিতরে যে-ফৌজ আছে, তার সেনাপতিরা সুলতান আইউবির প্রতিটি গতিবিধি সম্পর্কে অবগত। কিন্তু তাদের

www.pathagar.com

এতটুকু হিম্মত নেই যে, তারা সুলতান আইউবিকে আসকালানে প্রতিহত করবে কিংবা তাঁর উপর জবাবি আক্রমণ চালাবে। হিত্তিন থেকে আসকালান পর্যন্ত সুলতান আইউবি তাদের সামরিক শক্তির অনেক রক্ত চুষে নিয়েছেন।

বাইতুল মুকাদ্দাসের সম্রাট গাই অফ লুজিনান – যিনি হিত্তিনের যুদ্ধে বন্দি হয়েছেন এবং এখন দামেশ্‌কের কারাগারে আটক রয়েছেন – যে-বাহিনীটি করে সঙ্গে নিয়েছিলেন, তার কিছু অংশ মারা গেছে, কিছু বন্দিত্ববরণ করেছে। অবশিষ্টরা এমনভাবে পলায়ন করেছে যে, এখন তার অফিসার, সৈনিক ও বর্মপরিহিত নাইটরা আহত কিংবা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বাইতুল মুকাদ্দাসে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। নাইটদের মনোবলে কিছুটা প্রাণ আছে। কারণ, পদমর্যাদার লাজ তো রাখতে হবে। অন্যান্য সৈন্যরা শহরে ঢুকে ভীতি ছড়িয়ে দিয়েছে। সেনাপতিরা নাইটদের নতুন করে সংগঠিত করে নিয়েছে। এখন বাইতুল মুকাদ্দাসের ভিতরের সেনাসংখ্যা ষাট হাজার। যেহেতু জনসাধারণ জেনে ফেলেছে, সালাহুদ্দীন আইউবি নগরী জয় করতে আসছেন, তাই তারাও যুদ্ধ লড়া ও মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। নগরীর প্রতিরক্ষা আরও বেশি শক্ত করা হয়েছে।

নগরীর এক-দুটা ফটক দিনের বেলা খোলা রাখতে হচ্ছে। কেননা, রণাঙ্গন থেকে পলাতক খ্রিস্টানসেনারা একজন-দুজন-চারজন করে এসে নগরীতে প্রবেশ করছে। সুলতান আইউবির গোয়েন্দারা আগে থেকেই নগরীতে উপস্থিত। এবার পলায়মান খ্রিস্টানদের বেশে আরও কিছু গুপ্তচর এসে নগরীর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ও প্রাচীর ভালোভাবে দেখে বেরিয়েও গেছে। মুসলমানদের উপর কড়াকড়ির মাত্রা আগের চেয়ে বেশি কঠোর করে দেওয়া হয়েছে।

বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে দশ-বারো মাইল দূরে আসকালানের দিকে খ্রিস্টানদের একটা চৌকি ছিল। তাতে প্রায় একশো খ্রিস্টান সৈন্য অবস্থান করত। তারা তাঁবু স্থাপন করে রেখেছিল। ১১৮৭ সালের সেপ্টেম্বরের এক রাতে তাদের সেই চৌকির সন্নিকটে একটা বিস্ফোরণের মতো ঘটনা ঘটল। পরে অনুরূপ আরও দু-তিনটা বিস্ফোরণ ঘটল। পরক্ষণেই আগুন জ্বলে উঠল এবং তিন-চারটা তাঁবু জ্বলতে শুরু করল। সৈনিকরা জাগ্রত হয়ে এদিক-ওদিক পালিয়ে গেল। কিন্তু যেইমাত্র সৈন্যদের মাঝে বিশৃঙ্খলা শুরু হলো, অমনি তাদের উপর চতুর্দিক থেকে তির আসতে শুরু করল। জ্বলন্ত তাঁবুগুলোর আলোতে এই তিরবৃষ্টি চোখে পড়ছে। এ-ছিল দাহ্যপদার্থের সেসব পাতিলের কৃতিত্ব, যেগুলো সুলতান আইউবির একটি কমান্ডোদল মিনজানিকের সাহায্যে নিক্ষেপ করেছিল। পাতিলগুলো চৌকিগুলোতে এসে নিক্ষিপ্ত হয়ে বিস্ফোরিত হওয়ার পরপর সেখানে সলিতাওয়ালা অগ্নিতির ছোড়া হলো। এই তির এসে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দাহ্যপদার্থে আগুন ধরে গেল।

খ্রিস্টানরা এদিক-ওদিক পালিয়ে যাওয়ার পর টের পেল, তারা শত্রুবাহিনীর ঘেরাওয়ে পড়ে গেছে এবং এই ঘেরাও থেকে জীবিত বের হওয়া সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

কমান্ডোরা হুঙ্কার ছাড়তে শুরু করল– 'যদি জীবনে রক্ষা পেতে চাও, তা হলে অস্ত্রত্যাগ করে একদিকে সরে দাঁড়িয়ে যাও।' আগুনের ধ্বংসলীলার পর সুলতান আইউবির কমান্ডোদের এই হুঙ্কার ক্রুসেডারদের অবশিষ্ট দমটুকুও নিঃশেষ করে দিল। তারা অস্ত্রত্যাগ করে কমান্ডোদের হাতে আত্মসমর্পণ করল। এখন তাদের সংখ্যা পঁচিশ থেকে ত্রিশজন। তাদের ঘোড়া ও অস্ত্র ইত্যাদি দখল করে পিছনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

ভোরনাগাদ ভস্মীভূত চৌকিটাতে সুলতান আইউবির সম্মুখবাহিনীর একটি ইউনিট পৌঁছে গেল। এতে বাহিনীর অগ্রযাত্রা বেশ দূর অঞ্চল পর্যন্ত নিরাপদ হয়ে গেল। গেরিলারা বনের হায়েনাদের মূর্তি ধারণ করল। দুজন-দুজন করে জানবাজ ঝোঁপ-ঝাড়, পাথরখণ্ড ও টিলার আড়ালে লুকিয়ে-লুকিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকল। যেখানেই টহল অশ্বারোহী কিংবা পদাতিক সৈন্যদের শব্দ কানে আসছে, তারা চুপসে যাচ্ছে এবং যখনই খ্রিস্টানরা নিকটে এসে পৌঁছছে, অমনি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। যদি দুজন লোক ছয় ব্যক্তির উপর আক্রমণ চালায়, তা হলে দুজনের পরিণতি কী হয় সহজেই বোঝা যায়। কাজেই এই অভিযানে কমান্ডোরা হতাহতও হয়ে চলছে।

সে ছিল তাদের এক স্বতন্ত্র যুদ্ধ। তাদের কোনো কমান্ডার নেই। এদিক-ওদিক কোথাও লুকিয়ে বসে থাকলে তাদের জিজ্ঞেস করার কেউ ছিল না। কিন্তু দৈহিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের যে আত্মিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, তা তাদের আগুনের মতো উত্তপ্ত করে রেখেছিল। হিত্তিনের জয়ের পর সুলতান আইউবি বড় যে-শহরটি জয় করেছিলেন, সেখানকার মুসলমানদের করুণ অবস্থা ফৌজকে দেখানো হয়েছিল। তাদের দেখানো হয়েছিল মসজিদের অবমাননা ও ধ্বংসলীলা। তাদের বলা হয়েছে, এই যুদ্ধ কোনো রাজার রাজত্বের নিরাপত্তা বা পুনরুদ্ধারের জন্য লড়া হচ্ছে না; বরং এই যুদ্ধ লড়া হচ্ছে ইসলামের সুরক্ষা এবং এই মহান ধর্মের দুশমনের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে। প্রশিক্ষণের পর এই যুদ্ধ তাদের ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে।

আসকালানে সুলতান আইউবি রাতে ঘুমানোর তেমন সময় পাচ্ছেন না। গেরিলাদের পক্ষ থেকে দূতরা যাওয়া-আসা করছে ও সংবাদ আদান-প্রদান করছে। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকেও দূতরা আসছে-যাচ্ছে। এরা রাতেও আসছে। সুলতান আইউবি নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, কোথাও থেকে কোনো সংবাদ এলে যখনই আসুক তৎক্ষণাৎ যেন তাঁকে অবহিত করা হয়, যদিওবা তিনি গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে থাকেন। গেরিলারা রিপোর্ট নিয়ে আসছে, অমুক স্থানে খ্রিস্টানদের একটা চৌকির উপর আক্রমণ হয়েছে, এতজন খ্রিস্টানসেনা মারা গেছে, এতজন গেরিলা শহীদ এবং এতজন আহত হয়েছে, অমুক রাস্তাটা নিরাপদ করে ফেলা হয়েছে ইত্যাদি। সে মোতাবেক সুলতান আইউবি নকশায় অগ্রযাত্রার পথের চিহ্নে রদবদল করে নিচ্ছেন।

www.pathagar.com

♦♦♦

সুলতান আইউবি সালার ও নায়েব সালারদের সর্বশেষ বৈঠকের আয়োজন করলেন। তাতে নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন আল-ফারেসকেও তলব করা হলো। দূত যখন আল-ফারেসের কাছে গিয়ে পৌঁছল, তখন তার জাহাজ আসকালান থেকে বিশ মাইল দূরে সমুদ্রে অবস্থান করছিল। ডিঙি সে পর্যন্ত পৌঁছতে আধা দিন সময় ব্যয় হলো। আল-ফারেস সেই ডিঙিতে করে রাতেই আসকালান পৌঁছে যান। দূত তাকে বলেছিল, সুলতান সকল সালারকে তলব করেছেন। তাতেই তিনি বুঝে ফেললেন, বাইতুল মুকাদ্দাসের অভিযান সম্পর্কে বৈঠক হবে। তিনি দূতের সঙ্গে জাহাজ থেকে রওনার সময় মেয়েদুটোকে বললেন– 'আমি আসকালান যাচ্ছি।'

'সুলতান ডেকেছেন?' এক মেয়ে জিজ্ঞেস করল।

'কেন ডেকেছেন?' অপরজন জানতে চাইল।

'তোমরা আমার রাষ্ট্রীয় কাজে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন?' – আল-ফারেস বিরক্তি প্রকাশ করলেন – 'তোমাদের কয়েকবার বলেছি, আমার ব্যক্তিগত বিষয় ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করো না।'

দুজনেই হি-হি করে হেসে উঠল। একজন বলল– 'যোগ্যতা থাকলে আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার জাহাজের রক্ষণাবেক্ষণ করতাম এবং দুশমনরা আক্রমণ করলে মোকাবেলা করতাম।'

'তোমরা যার যোগ্য, আমি তোমাদের থেকে সে-কাজই নেব' – আল-ফারেস বললেন – 'আমার অনুপস্থির সময়টা নিচে কাটাবে। উপরে গিয়ে মাল্লা ও সৈনিদের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না।'

'আপনি কবে ফিরবেন?'

'সম্ভবত আজ রাতে আসতে পারব না' – আল-ফারেস উত্তর দিলেন – 'কাল সন্ধ্যানাগাদ এসে পড়ব।'

আল-ফারেস মেয়েদুটার মাঝে পুরোপুরি একাকার হয়ে গেছেন। মেয়েরা তাকে সুলতান আইউবির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রায়ই জিজ্ঞেস করত। জানতে চাইত, রোম-উপসাগরে মিসর ও সিরিয়ার নৌবহর বন্দরে আছে, না-কি সমুদ্রে? মোট জাহাজ কটা? এগুলোতে কতজন সৈন্য আছে? আল-ফারেস তাদের পরিষ্কার বলে দিতেন, আমাকে এসব ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করো না। তথাপি তারা নিজেদের রূপ-লাবণ্য ও ভাবভঙ্গির জাদু প্রয়োগ করে তার কাছে এমনসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করে বসত, যা একটি বাহিনীর গোপন সামরিক বিষয়। আল-ফারেস আবেগময় অবস্থা থেকে সঙ্গে-সঙ্গে সচেতন হয়ে যেতেন এবং তাদের প্রীতির সঙ্গে শাসিয়ে দিতেন।

নেশার অবস্থায় মানুষ হৃদয়ে লুকায়িত গোপন তথ্য উগরে দেয়। চাই নেশাটা মদের হোক কিংবা অন্য কোনো ওষুধের। কিন্তু আল-ফারেস না মদপান করতেন, না জাহাজে মদ কিংবা অন্য কোনো নেশাকর দ্রব্য রাখার অনুমতি

www.pathagar.com

ছিল। তিনি চরিত্রহীন মানুষও নন। কিন্তু এখন দুটা মেয়ের নেশা তাকে জেঁকে ধরেছে, যাদের সাহায্যে তার সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং তিনি চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। এই মেয়েদুটো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তারা দেখল, আল-ফারেসের মধ্যে না মদের অভ্যাস আছে, না তার চরিত্রে কোনো কলুষতা আছে। তারা তার উপর প্রেম-ভালবাসার নেশা জাগিয়ে তুলতে শুরু করল। কিন্তু আল-ফারেস আপন কর্তব্যে এতই পরিপক্ব যে, আবেগের উপর মাদকতা ছেয়ে গেলেও তিনি কর্তব্যে একবিন্দু ত্রুটি করছেন না।

♦♦♦

একরাত। আল-ফারেস গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন। মেয়েদুটো কেবিন থেকে বেরিয়ে উপরে চলে গেল এবং ছাদের রেলিং ধরে জোৎস্না রাতের হিমেল হাওয়া উপভোগ করতে শুরু করল।

'রোজি!' – একমেয়ে অপরজনকে বলল – 'আমি চোখে অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি। আল-ফারেস দেখতে মোম; কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলে পাথর হয়ে যান। আমার মনে হচ্ছে, এখানে আমরা কোনো কাজ করতে পারব না। এন্ড্রু এলে বলব, সম্ভব হলে তুমি আমাদের এখান থেকে কোথাও নিয়ে যাও। কী বলো, ভালো হবে না?'

ক্ষুদ্র ডিঙিতে করে জাহাজের নিকটে এসে জাহাজের মাল্লা ও সৈনিকদের নিকট এটা-ওটা বিক্রি করত যে-বৃদ্ধ, এলে মেয়েদুটো যাকে জাহাজে তুলে নিয়ে কেনা-কাটার ভান ধরে কথা বলত, এন্ড্রু সেই ব্যক্তি।

এন্ড্রু একজন নাশকতাকারী গোয়েন্দা। প্রথম সাক্ষাতের পর সে দুবার আপনবেশে এসেছিল এবং মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। মেয়েরা তাকে জানাল, আল-ফারেস তাদের জালে আসছেন না এবং কোনো তথ্যও দিচ্ছেন না। এন্ড্রুর জানবার প্রয়োজন ছিল, জাহাজগুলো কতদিন এই ডিউটিতে থাকবে এবং টায়েরের দিকে যাবে কি-না। সে মেয়েদের বলল, মনে হচ্ছে, তোমরা বিদ্যা ভুলে গেছ। এই জাহাজে তো আল-ফারেস একজনই লোক নয়। তার নায়েবও তো আছে এবং তার নিচে আরও একজন অফিসারও আছে। তোমরা তাদের একজনকে হাত করে নাও, তাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে আল-ফারেসের নায়েবকে তার শত্রু বানিয়ে দাও। জাদু প্রয়োগ করো। কী করতে হবে জান না? সবই তো জান।'

সে-রাতে একমেয়ে অপরজনকে হতাশা ব্যক্ত করে বলল,রোজি! এন্ড্রু এলে বলব, এখান থেকে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাও।

'শোনো ফ্লোরি!' –রোজি উত্তর দিল – 'এন্ড্রু এখান থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারবে না। এটা যুদ্ধজাহাজ। দেখছ না, রাতে ছাদের উপর বরং আরও উপরে মাস্তুলে মাচান পেতে এক সৈনিক দাঁড়িয়ে থাকে। পালাবার চেষ্টা করলে আমাদের সঙ্গে এন্ড্রুরও ধরা পড়ার আশঙ্কা আছে। আমাদের এত তাড়াতাড়ি নিরাশ হওয়া ঠিক হবে না।'

www.pathagar.com

'তা হলে কি অন্য কোনো অস্ত্র ব্যবহার করবে?' ফ্লোরি জিজ্ঞেস করল।

'করতে হবে' – রোজি বলল– 'আল-ফারেসের নায়েব তো পূর্ব থেকেই আমাদের কামনার চোখে দেখছে এবং মুচকি-মুচকি হাসছে। এই লোকগুলো দীর্ঘ সময় সমুদ্রে অতিবাহিত করছে। মৃত্যু সব সময় এদের মাথার উপর অপেক্ষমাণ থাকে। খোদা পুরুষের মধ্যে নারীর প্রতি যে-দুর্বলতা সৃষ্টি করেছেন, তা এমনি পরিস্থিতিতে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ইঙ্গিত করতে দেরি, সাড়া আসতে বিলম্ব হয় না। বলো, কাজটা আমি করব, না-কি তুমি? আমার তুলনায় অবশ্য তোমার অভিজ্ঞতা ভালো।'

'আচ্ছা আমিই করি।' ফ্লোরি বলল।

'কিন্তু এ-কাজের নিয়ম-নীতি মনে রাখতে হবে' – রোজি বলল – 'তথ্য নেবে; তবে তার মূল্যটা শুধু দেখাবে – পরিশোধ করবে না। লোকটার মধ্যে এমন পিপাসা সৃষ্টি করবে, যেন সে আল-ফারেসকে হত্যা করার ভাবনা ভাবতে বাধ্য হয়।'

আল-ফারেসের নায়েবের নাম রউফ কুর্দি। লোকটা আগে থেকেই মেয়েগুলোর প্রতি দুর্বলতা দেখিয়ে আসছে। এদের প্রতি তাকাত আর মিটিমিটি হাসত। তার জানা ছিল, এরা আল-ফারেসের স্ত্রী কিংবা গণিকা নয় – আশ্রিতা – যাযাবর। আল-ফারেস জাহাজে এদের আশ্রয় দিয়েছেন। মেয়েদুটো রউফ কুর্দির হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করে দিয়েছিল। সে-রাতে যখন তারা ছাদে রেলিং ধরে কথা বলছিল, রউফ কুর্দি দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাদের দেখছিল। আল-ফারেস সুলতান আইউবির বৈঠকে যোগ দিতে চলে গেছেন। জাহাজের কর্তৃত্ব এখন তার হাতে।

ফ্লোরি ছাদের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। রোজি পায়চারি করার ভান ধরে সেখান থেকে সরে গেল এবং রউফ কুর্দির পাশ দিয়ে যেতে-যেতে মুচকি একটা হাসি দিল। রউফ কুর্দি 'শোনো' বলে তাকে কাছে ডেকে নিল এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে শুরু করল। দু-চারটা কথার উত্তর দিয়ে রোজি চলে যেতে চাইলে রউফ কুর্দি তাকে বসতে বলল।

'আমি আপনার কাছে বসে থাকলে ও (ফ্লোরি) ক্ষেপে যাবে।' রোজি বলল।

'কেন?' রউফ কুর্দি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

'এ যার-যার মনের ব্যাপার' – রোজি বলল – 'আল-ফারেস একদিন নিচে ঘুমিয়ে ছিলেন। আমি উপরে এসে আপনার কাছে দাঁড়ালাম। ও দেখে ফেলল। পরে আমাকে বলল, "আমার মালিকানায় ভাগ বসাতে চেষ্টা করো না। রউফ আমার। মিসর গিয়ে আমি তার সঙ্গে চলে যাব।" ও আবার আল-ফারেসকে পছন্দ করে না। কিন্তু পাছে আল-ফারেস অসন্তুষ্ট হন সে ভয়ে আপনার কাছে ঘেঁষে না।'

রউফ কুর্দির আবেগের সমুদ্রে জোয়ার এসে পড়ল। পুরোষিত স্বভাবের দুর্বলতা তাকে কাবু করে ফেলল। ফ্লোরি-রোজির চেয়ে বেশি রূপসী মেয়েও

www.pathagar.com

রউফ দেখেছে। কিন্তু এদের রূপ ও অঙ্গভঙ্গিতে যে-আকর্ষণ রয়েছে, তা অন্যদের মধ্যে দেখেনি। এখন যখন জানতে পারল, এদেরই একজন তাকে মনে-প্রাণে কামনা করছে, তখন তার মস্তিষ্ক আবেগের উপর সেই পথে চলতে শুরু করল, যে-পথে একজন পুরুষের যাওয়া দেখা যায়; কিন্তু ফিরে আসা দেখা যায় না। রোজি তাকে আত্মহারা এক ঘোরের মধ্যে ফেলে রেখে চলে গেল। কেবিনে নামার জন্য সিঁড়িতে পা রেখে সে আড়চেখে পিছনের দিকে তাকাল। দেখল, রউফ কুর্দি ধীরে-ধীরে ফ্লোরির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

'আজ রাত ঘুমাবে না জুয়াশি?' ফ্লোরি আল-ফারেসকে নিজের যে-নামটা বলেছিল, রউফ কুর্দি কাছে গিয়ে তাকে সেই নামে ডাকল।

রোজি নিজের নাম বলেছিল আজমির। যাযাবরদের নাম এমন অদ্ভুতই হয়।

রউফ কুর্দিকে পাশে দণ্ডায়মান দেখে ফ্লোরি প্রশিক্ষণ অনুযায়ী এমন ধারায় লজ্জা প্রকাশ করল, যেমনটি নববধূও করে না। রউফ কুর্দি মেয়েটার কাঁধে হাত রাখলে সে সলাজ নতমুখে একদিকে সরে গেল।

'আজমির আমাকে তোমার সম্পর্কে কিছু কথা বলেছে' – রউফ কুর্দি বলল – 'এসব কি সত্য?'

ফ্লোরি রউফের প্রতি একবার মুখ তুলে তাকিয়েই অমনি ঘাড়টা ঘুরিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকল। রউফ কুর্দি প্রশ্নটা পুনর্ব্যক্ত করে ফ্লোরির রেলিংধরা হাতের উপর নিজের একটা হাত রাখল। ফ্লোরি ধীরে-ধীরে নিজের হাতটা উলটো করে আঙুলগুলো রউফ কুর্দির আঙুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

অল্পক্ষণ পর। ফ্লোরি এখন রউফ কুর্দির সঙ্গে তার ডিউটির স্থলে উপবিষ্ট। জাহাজ নোঙরকরা। গোটাচারেক বাতি সমুদ্রে সাঁতার কাটছে। এগুলো আল-ফারেসের জাহাজ – সমুদ্রে টহল দিয়ে ফিরছে।

মধ্যরাতে রউফ কুর্দির স্থলে তার এক অধীন অফিসার ডিউটিতে আসবার কথা। সে ফ্লোরিকে বলল, তুমি আমার কেবিনে চলে যাও; আমি আসছি।

ফ্লোরি চলে গেল।

জাহাজের ছাদ থেকে ফজরের আযান ভেসে এলে ফ্লোরি রউফ কুর্দির কেবিন থেকে বের হলো। মেয়েটা আল-ফারেসের নায়েবকে নিশ্চিত করল, তাকে সে মনে-প্রাণে কামনা করছে এবং কোনোদিনই আল-ফারেসকে স্বামী হিসেবে বরণ করবে না। সে রউফ কুর্দিকে জানাল, আল-ফারেস আমাকে বলেছিলেন, তুমি রউফের সঙ্গে কথা বলবে না। লোকটা বড্ড খারাপ মানুষ। আসলে তিনি নিজেই বদমাশ। আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন বটে; কিন্তু আমাদের অসহায়ত্ব থেকে পুরোপুরিই সুযোগ নিচ্ছেন। আমরা যদি অসহায়-নিরাশ্রয় না হতাম, তা হলে এত বেশি মূল্য কখনও দিতাম না।'

রউফ কুর্দির অন্তরে নিজের ভালবাসার প্রতারণা ও আল-ফারেসের প্রতি শত্রুতা সৃষ্টি করে ফ্লোরি তার কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল। আল-ফারেস যে-তথ্য কখনও তাদের দেননি, রউফ তার সব উগরে দিল।

www.pathagar.com

◆◆◆

সুলতান আইউবির চোখে ঘুম নেই। সারাটা রাত মিটিংয়ে কেটেছে। তিনি এমন কোনো ঝুঁকি মাথায় নিতে চাচ্ছেন না, যার ফলে বাইতুল মুকাদ্দাসের অবরোধ ব্যর্থ হতে পারে। তিনি মানচিত্রে সালার ও অন্যান্যদের বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। যেসব স্থানে এই কদিন খ্রিস্টানদের চৌকি ছিল আর এখন সেখানে তাঁর গেরিলা কিংবা সম্মুখবাহিনীর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দল অবস্থান করছে কিংবা ওখানে কিছুই ছিল না, সেসব জায়গার উপর চিহ্ন দিয়ে রাখলেন। এমন জায়গাগুলোও চিহ্নিত করে রাখলেন, যেখানে এখনও ক্রুসেডারদের চৌকি বহাল আছে এবং তাতে অনেক সৈন্য বিদ্যমান রয়েছে। সুলতান সবাইকে অবহিত করলেন, তিনি এসব চৌকি দখলের চেষ্টা-ই করেননি। কারণ, তিনি বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া নিজের সামরিক শক্তি নষ্ট করতে চাচ্ছেন না। এই চৌকিগুলো সব উঁচুতে অবস্থিত। তাই তিনি এগুলো এড়িয়ে সামান্য দূর দিয়ে পথ অতিক্রম করার কৌশল অবলম্বন করেছেন। সেগুলোতে যে-সৈন্য আছে, তারা বাইরে বেরিয়ে এসে পথরোধ করার সাহস করবে না।

'কিন্তু দূর থেকে আমাদের দেখে তাদের দূত বাইতুল মুকাদ্দাস গিয়ে সংবাদ পৌঁছাবে' – এক সালার বললেন – 'ফলে আমরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে অসতর্ক অবস্থায় ঝাপটে ধরতে ব্যর্থ হব।'

'অসতর্ক অবস্থায় ঝাপটে ধরার আশা মন থেকে ফেলে দাও' – সুলতান আইউবি বললেন – 'ক্রুসেডাররা ভালোভাবেই জানে, আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস যাচ্ছি। তাদের গতিবিধি প্রমাণ করছে, তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের পথে আমাদের মোকাবেলায় আসবে না। একে তো নগরীতে এমন বাহিনী আছে, যারা কখনও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। নগরীর নিরাপত্তার জন্য তাদের রিজার্ভ রাখা হয়েছে। সেখান থেকে গুপ্তচর রিপোর্ট নিয়ে এসেছে, এই বাহিনী দিনরাত অবরোধে লড়াই করার ও অবরোধ ভাঙার মহড়া দিচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা যেসব অঞ্চল জয় করেছি, সেখানকার পালিয়ে-যাওয়া-সৈন্যরাও বাইতুল মুকাদ্দাস চলে গেছে। তাদের মধ্যে বর্মপরিহিত নাইটও আছে। আমাদের গোয়েন্দারা জানিয়েছে, অবরোধ চলাকালে এই নাইটরা ফটকের বাইরে এসে আক্রমণ চালাবে এবং প্রতিটি আক্রমণের পর নগরীতে ঢুকে পড়বে। এই পদ্ধতি তারা আমাদের থেকেই শিখেছে। আঘাত হানো আর অদৃশ্য হয়ে যাও। কাজেই দুশমনকে অসতর্ক অবস্থায় ঝাপটে ধরার আশা বাদ দাও। দুশমন তোমাদের অপেক্ষায় প্রস্তুত দাঁড়িয়ে আছে। তারপরও খ্রিস্টানদের কোনো চৌকি থেকে কোনো দূত যেন বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছতে না পারে, সেই ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। আমি বাইতুল মুকাদ্দাস ও তাদের চৌকিগুলোর মাঝে আমাদের গেরিলাদের বসিয়ে রেখেছি। তারা কাউকে জীবিত যেতে দেবে না।

'তাদের সেনাসংখ্যার ব্যাপারে গোয়েন্দারা বিভিন্ন তথ্য বলেছে। তা থেকে আমি অনুমান করেছি, বাইতুল মুকাদ্দাসের অভ্যন্তরে খ্রিস্টানদের নিয়মতান্ত্রিক

www.pathagar.com

সেনাসংখ্যা ষাট হাজারেরও কিছু বেশি হতে পারে। এ-বিষয়টিও আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, ওখানে মুসলমানরা আটক ও নজরবন্দি অবস্থায় আছে। ফলে ভেতর থেকে তারা আমাদের কোনো সাহায্য করতে পারবে না। বিপরীতে খ্রিস্টান জনসাধারণ তাদের বাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। খ্রিস্টানরা তাদের কিশোরদেরও তিরন্দাজির প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছে। নগরীর প্রাচীরের উপর থেকে আমাদের উপর তির সঠিক অর্থেই মুষলধারার বৃষ্টির মতো আসবে। তির ছোড়ার জন্য খ্রিস্টানরা নতুন এক ধরনের ধনুক নিয়ে এসেছে, যেটি দেখতে ক্রুশের মতো। তার মাধ্যমে ছোড়া তির অনেক দূরেও যায় এবং নিশানাও অব্যর্থ হয়।'

সুলতান আইউবি নকশা ধরে-ধরে উপস্থিত সবাইকে প্রতিটি স্থান ও রাস্তা ইত্যাদি দেখিয়ে দিলেন। পরে অবরোধ সম্পর্কে জরুরি নির্দেশনা দিয়ে বললেন, এটি শেষ বৈঠক। কারও মনে কোনো সন্দেহ থাকলে দূর করে ফেলো। কোনো প্রশ্ন থাকলে তা যতই অর্থহীন হোক-না কেন জিজ্ঞেস করে উত্তর জেনে নাও। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ – যিনি সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধাভিযানে সুলতান আইউবির সঙ্গে ছিলেন – তাঁর রোজনামচায় 'সুলতান ইউসুফের উপর কী বিভীষিকা নেমে এসেছিল' শিরোনামে লিখেছেন– 'সুলতান আইউবি (উক্ত শেষ বৈঠকে) রাসূলে আকরাম (সা.)-এর একটি হাদীস শোনালেন– "যার জন্য সফলতার দরজা খুলে যায়, তাতে তার সঙ্গে-সঙ্গে ঢুকে যাওয়া উচিত। বলা যায় না, এই দরজা কখন বন্ধ হয়ে যায়।" সুলতান আইউবি দ্রুত অধিকৃত অঞ্চল ও দুর্গ জয় করতে আসছিলেন। তাই তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণে বিলম্বের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছেন– 'আল্লাহ আমাদের সফলতার দরজা খুলে দিয়েছেন; বন্ধ হওয়ার আগেই তাতে ঢুকে পড়ো।'

'আমার বন্ধুগণ!' – সুলতান আইউবি নকশাটা একধারে সরিয়ে রাখতে-রাখতে বললেন – 'হিত্তিন যুদ্ধের আগে আমি তোমাদের কয়েকটি কথা বলেছিলাম। সেই কথাগুলোই আবার বলছি। এরপর আর কথা বলার সুযোগ পাব না। পরস্পর জীবিত সাক্ষাৎ হবে কি-না, তাও বলতে পারি না। ইতিপূর্বে আমরা শুধু যুদ্ধ লড়েছি। গৃহযুদ্ধে একে অপরের রক্ত ঝরিয়েছি আর শত্রুকে আমাদের অঞ্চলে দুর্গ সুসংহত করতে ও বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিরক্ষা শক্ত করতে সময় ও সুযোগ দিয়েছি। তারপর আমরা আন্ডারগ্রাউন্ড লড়াই লড়তে থাকি। খ্রিস্টানরা আপন রূপসী কন্যাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের আমির-উজির ও সামরিক-বেসামরিক অফিসারদের কাছে পাঠাতে থাকে। তারা আমাদের সারিতে বিশ্বাসঘাতক ও কুচক্রী ঢুকিয়ে দেয়। এই নারী আর গাদ্দাররা যে-ধ্বংসলীলা চালায়, সেসব তোমাদের কারুরই অজানা নয়। আলী বিন সুফিয়ান, গিয়াস বিলবিস ও তাদের বিভাগ বড় দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সঙ্গে সেই অদৃশ্য অঙ্গনে দুশমনের মোকাবেলা করেছে। বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে আমার হাতে আমার অভিজ্ঞ অনেক কর্মকর্তা ও সালার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে।

www.pathagar.com

একের-পর-এক বিদ্রোহের ঘটনা ঘটতে থাকল আর আমরা সেগুলো দমন করতে থাকলাম।

'দুশমনের উদ্দেশ্য কী ছিল? আমাদের চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংস করা, ধর্ম ও ঈমানকে দুর্বল করা এবং আমাদের নতুন প্রজন্মকে মানসিক বিলাসিতায় অভ্যস্ত করে তোলা। আমাদের মাঝে দুশমন গাদ্দার তৈরি করেছে। তাদের লক্ষ্য ছিল, প্রথম কেবলার দখল অটুট রেখে আমাদের ঈমানবিক্রেতা ভাইদের সাহায্যে পবিত্র মক্কাও দখল করে নেবে। তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, পাঁচটি বছর আমি দক্ষিণাঞ্চলে দুশমনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে ছিলাম। রেজিনাল্ড (প্রিন্স অর্নাত) পবিত্র মদীনার সামান্য দূর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। আমার ভাই আল-মালিকুল আদিল ও নৌবাহিনীপ্রধান হুসামুদ্দীনের কৃতিত্ব যে, তারা সময়মতো তৎপর হয়ে উঠল এবং ওই খ্রিস্টানটাকে পিছনে হটিয়ে দিল। আমি লোকটাকে নিজহাতে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছি।'

'দুশমনের টার্গেট আমাদের উৎসগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে সেগুলোকে খ্রিস্টানদের উৎসে পরিণত করা। আমাদের লক্ষ্য দুশমনের এই টার্গেটকে বানচাল করা। যুদ্ধের এ-দিকটিকে তোমরা সব সময় স্মরণ রাখবে। এটি আমাদের নৈতিকতার যুদ্ধ। ইসলাম তরবারির জোরে বিস্তার লাভ করেছিল কি-না সে বিতর্ক ভিন্ন। কিন্তু আমি ইসলামের সুরক্ষার জন্য তরবারিকে জরুরি মনে করি। জাতি সেই তরবারি সৈনিকদের হাতে তুলে দিয়েছে। ইতিহাস আমাদের পানে তাকিয়ে আছে। মহান আল্লাহর দৃষ্টিও জাতির সৈনিকদের উপর নিবদ্ধ। আল্লাহর রাসূলের পবিত্র আত্মা আমাদের দেখছেন। ভেবে দেখো, আমাদের দায়িত্ব কত মহান ও কত পবিত্র। আল্লাহর সৈনিকরা শাসন করে না – আল্লাহর শাসন ও সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করে মাত্র।'

বলতে-বলতে সুলতান আইউবি আবেগময় হয়ে উঠলেন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন– 'আহ আমার বন্ধুগণ! ষোলো হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের কথা স্মরণ করো। সেদিন হযরত উমর ইবনুল 'আস ও তাঁর সঙ্গী সেনাপতিগণ বাইতুল মুকাদ্দাসকে কাফেরদের থেকে মুক্ত করেছিলেন। হযরত উমর (রা.) তখন খলীফা ছিলেন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস গমন করলেন। হযরত বিলাল (রা.) তাঁর সঙ্গে। তাঁরা সবাই মসজিদে আকসায় নামায আদায় করলেন। সেই নামাযের আযান দীর্ঘ সময় পর হযরত বিলাল (রা.) দিয়েছিলেন। হযরত বিলাল রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ওফাতের পর এমন নীরব হয়ে গিয়েছিলেন যে, মানুষ তাঁর আবেগময় কণ্ঠ ভুলে গিয়েছিল। তিনি আযান দেওয়া পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু মসজিদে আকসায় এসে হযরত উমর (রা.) তাঁকে বললেন, বিলাল! মসজিদে আকসা ও বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজা-দেওয়াল বহুদিন যাবত আযান শোনেনি। আযাদির প্রথম আযানটা তুমি-ই দাও। রাসূলে মকবুল (সা.)-এর ওফাতের পর হযরত বিলাল এ-ই প্রথম আযান দিলেন।

www.pathagar.com

'আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আমাদের আমলে মসজিদে আকসা পুনরায় আযানের সুর ভুলে গেছে। নব্বইটি বছর এই মহান মসজিদের দরজা-দেওয়াল একজন মুয়ায্যিনের পথপানে তাকিয়ে আছে। স্মরণ রেখো, মসজিদে আকসার আযান সমগ্র পৃথিবীতে শোনা হয়। খ্রিস্টানরা সেই আযানের কণ্ঠ চেপে ধরে রেখেছে। এই পবিত্র লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হও। আমরা সাধারণ কোনো যুদ্ধ লড়তে যাচ্ছি না। আমরা আপন রক্তের ইতিহাসের সেই অধ্যায়টি পুনরায় লিখতে যাচ্ছি, যা 'আমর ইবনুল 'আস ও তাঁর সঙ্গীরা লিখেছিলেন। যদি কামনা কর, মাথায় আলো নিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবে, যদি আশা কর, অনাগত বংশধর তোমাদের কবরের উপর ফুল ছিটাবে; তা হলে তোমাদেরকে সেই মিম্বরটি বাইতুল মুকাদ্দাসে স্থাপন করতে হবে, যেটি বিশ বছর আগে নুরুদ্দীন জঙ্গি ওখানে স্থাপনের জন্য তৈরি করিয়েছিলেন।'

সুলতান আইউবি মিম্বরটি সবাইকে দেখালেন এবং বললেন– 'এই মিম্বর জঙ্গী মরহুমের বিধবা ও কন্যা বয়ে এনেছে। আমাদের সেই নারীর লাজ রক্ষা করতে হবে, যিনি জাতির দুশো মেয়ে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছেন। উদ্দেশ্য, আমরা কেউ যেন যুদ্ধের ময়দানে পিপাসার মারা না যাই, কেউ যাতে আহত হয়ে ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না থাকি। তোমরা জান, আমি কখনও যুদ্ধের ময়দানে নারীর উপস্থিতির পক্ষে ছিলাম না। কিন্তু এই মেয়েগুলোকে এজন্য রেখে দিয়েছি, যেন আত্মমর্যাদা ও জাতীয় মর্যাদার এই চিহ্নটি আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান থাকে এবং আমাদের স্মরণ থাকে যে, আমাদের এদেরই মতো কন্যারা বাইতুল মুকাদ্দাসে কাফেরদের হিংস্রতা ও পাশবিকতার শিকার হয়ে আছে। মনে রেখো আমার বন্ধুগণ! যে-জাতি জাতির কন্যা ও শহীদদের কথা ভুলে যায়, আল্লাহও সে জাতিকে ভুলে যান এবং তাদের ভাগ্যে আজীবনের জন্য অভিশাপ লিখে দেন। কিয়ামতের দিন তোমরা অভিশপ্তদের মাঝে উত্থিত হবে, না-কি আল্লাহর রহমত ও রাসূলের সুপারিশপ্রাপ্তদের মাঝে, সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব তোমাদের।'

সুলতান আইউবি এরূপ আবেগময় কথা বলায় অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাসের ব্যাপারে তিনি এতই আবেগপ্রবণ ছিলেন যে, যখনই ইতিহাসের এ-ভূখণ্ডটি আলোচনায় উঠে আসত, তাঁর চোখে অশ্রু নেমে আসত এবং তিনি অস্থির হয়ে উঠে পায়চারি শুরু করতেন। এই শেষ বৈঠকে তিনি তাঁর সালার প্রমুখদের মাঝে এমন আবেগ জাগিয়ে তুললেন যে, তিনি মজলিস ত্যাগ করে বেরিয়ে যাওয়ার পরও কারও মুখ থেকে কোনো কথা ফোটেনি। তাদের গতি-প্রকৃতিই বদলে গেছে। তারা সোজা নিজ-নিজ বাহিনীর কাছে চলে গেল এবং স্ব-স্ব কমান্ডারদেরও অনুরূপ আবেগময় করে তুলল।

সবাই চলে গেলে সুলতান আইউবি নৌবাহিনীর কমান্ডার আল-ফারেস বায়দারিনকে ডেকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সমুদ্রের খবর কী?' আল-ফারেস জানালেন, আমার জাহাজ টহল দিয়ে ফিরছে এবং আমি আলেকজান্দ্রিয়া

www.pathagar.com

থেকে যথারীতি বার্তা পেয়ে আসছি, যা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, ক্রুসেডারদের নৌবহরের কোনো চিহ্ন নেই। টায়েরের বন্দর এলাকায় আমার রণতরী অবস্থান করছে এবং ছোট-ছোট পালতোলা ডিঙিতে করে মৎস্যজীবির বেশে আমার গোয়েন্দারা সেখানে যাওয়া-আসা করছে। টায়ের ও তার আগে ক্রুসেডারদের বহরে কোনো সংযোজন হয়নি। যে-তরীগুলো বিদ্যমান আছে, সেগুলো প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। তারা জাহাজে এমন অগ্নিগোলার ব্যবস্থা করে রেখেছে, যেগুলো দূর থেকে উড়ে এসে পালে আগুন ধরিয়ে দিতে সক্ষম।

'এই গোলা এত দূর থেকে আসতে পারে, যতটুকু দূর পর্যন্ত তোমাদের প্রজ্বলমান সলিতাওয়ালা তির যেতে পারে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।'

'আমাদের কারও অন্তরে কোনো ভীতি নেই' – আল-ফারেস বললেন – 'নৌকমান্ডোরা এতটা প্রস্তুত যে, নৌযুদ্ধের সময় তারা ছোট-ছোট ডিঙিতে করে দুশমনের জাহাজের কাছাকাছি গিয়ে তাতে ছিদ্র করে ফেলবে এবং তার উপর আগুনের গোলা নিক্ষেপ করবে।'

'যুদ্ধ যদি রাতে হয়' – সুলতান আইউবি বললেন – 'দিনের বেলা কোনো কমান্ডো যেন সমুদ্রে না নামে। আবেগতাড়িত হয়ে কাজ করলে শুধু জীবনই নষ্ট হবে। সাবধান থাকতে হবে আল-ফারেস! তোমরা যেমন মৎস্যশিকারীর বেশে টায়ের পর্যন্ত গোয়েন্দা পাঠাও, তেমনি দুশমনের গোয়েন্দাও কোনো-না-কোনো বেশে তোমাদের জাহাজের নিকটে এসে থাকবে। জাহাজগুলোকে পরস্পর দূরে রাখবে, যাতে হঠাৎ আক্রমণ হলে সবগুলো একসঙ্গে আক্রান্ত না হয়। এমনভাবে ছড়িয়ে রাখবে, যেন প্রয়োজনে দুশমনকে ঘিরে ফেলতে পার। দিনে পতাকা আর রাতে বাতির মাধ্যমে পরস্পর যোগাযোগ রক্ষা করবে।'

আল-ফারেস যখন সুলতান আইউবি থেকে বিদায় গ্রহণ করেন, তখন রাতের শেষ প্রহর। তিনি সেখানেই ফজর নামায আদায় করেন।

'আল-ফারেস!' – আল-ফারেস সন্নিকটেই কারও ডাক শুনতে পেলেন। মোড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, ইন্টেলিজেন্সের কমান্ডার হাসান ইবনে আবদুল্লাহ দাঁড়িয়ে। হাসান এগিয়ে কাছে এসে আল-ফারেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– 'ধন্যবাদ ভাই! একসঙ্গে দুটা মেয়েকে বিয়ে করেছ বুঝি? দুজনকেই সঙ্গে রেখেছ? নিজের সঙ্গে তাদেরও খুন করাতে চাও না-কি?'

'উহ্ হাসান ভাই!' – আল-ফারেস অন্ধকারে কণ্ঠ শুনে হাসান ইবনে আবদুল্লাহকে চিনে বললেন – 'ওরা তো আশ্রিতা মেয়ে দোস্ত! কূলে একস্থানে লুকিয়ে ছিল। বলছে যাবাবর। সমগ্র গোত্র নাকি যুদ্ধের কবলে পড়ে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে মরেছে।'

'আর ভাগ্যক্রমে শুধু তারা দুজন বেঁচে রয়েছে এবং সমুদ্রের তীর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে' – হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন – ' খ্রিস্টানরা অন্য সব কজন যাবাবরকে ঘোড়ার পায়ের তলে পিষে মারল আর এমন রূপসী দুটা মেয়েকে

www.pathagar.com

জীবিত ছেড়ে দিল! তুমি বোধ হয় সমুদ্রে থেকে-থেকে স্থলের মানুষগুলোর স্বভাব-চরিত্র ভুলে গেছ দোস্ত!'

আল-ফারেস হেসে বললেন– 'হাসান ভাই! গোয়েন্দাগিরি করতে-করতে এখন তুমি কাক-চিলকেও ক্রুসেডারদের গোয়েন্দা ভাবতে শুরু করেছ। বলতে চাচ্ছ, এই মেয়েদুটো দুশমনের গোয়েন্দা হতে পারে, তাই না?'

'হতে পারে' – হাসান বললেন – 'তুমি খানিক বেশি প্রাণোচ্ছল মানুষ আল-ফারেস! ভালো হবে, তুমি মেয়েদুটোকে টায়েরের কাছে কূলে রেখে আসো। অপরিচিত মেয়েদের জাহাজে রাখা ঠিক হচ্ছে না।'

'কেন, মিসর নিয়ে ওদের বিয়ে করে নেওয়া কি পুণ্যের কাজ হবে না?' – আল-ফারেস বললেন – 'কিংবা আমি তাদের একজনকে বিয়ে করে নেব আর অপরজনকে অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব। এরা গরিব মেয়ে। এদের কূলে কোথাও নামিয়ে দিলে জান তো খ্রিস্টানরা এদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবে!'

'হতে পারে তারাও খ্রিস্টান' – হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন – 'শোনো আল-ফারেস! তুমি অবুঝ শিশুটি নও, সাধারণ সৈনিকও নও। তুমি নৌবাহিনীর একজন অভিজ্ঞ ও গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার। ভাবতে ও বুঝতে চেষ্টা করো। আমি রিপোর্ট পেয়েছি, অবসর সময়টা তুমি ওদের সঙ্গে হেসে-খেলে কাটাও। এক হাজারবার কসম খেলেও আমি মেনে নেব না, তুমি ওদের পবিত্র মেয়ে বানিয়ে রেখেছ। তারা যদিওবা তোমাকে না দেয়, তুমি তো নিজেকে ধোঁকা দিতে পার। সুন্দরী ও যুবতী মেয়েদের জাদু যেকোনো পুরুষকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুৎ করতে পারে। অনেক কিছু হতে পারে আল-ফারেস! বলছি, মেয়েগুলোকে তুমি কোথাও রেখে আসো।'

'যদি আমি তোমার পরামর্শ অমান্য করি, তা হলে?'

'তখন আমাকে দেখতে হবে, মেয়েগুলো আসলে কারা এবং কেমন' – হাসান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন – 'যদি সন্দেহভাজন বলে প্রতীয়মান হয়, তা হলে জাহাজ থেকে নামিয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসতে বাধ্য হব। কিন্তু বিষয়টির নিষ্পত্তির ভার আমি তোমারই উপর ছেড়ে দিতে চাই। তুমি আমার পুরনো বন্ধু। তুমি নিজেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হও, যাতে আমাকে কর্তব্য পালনে বন্ধুত্বকে বিসর্জন দিতে না হয়।'

'আমার থেকে কোনো অন্যায় আচরণের আশঙ্কা কোরো না!' – আল-ফারেস বললেন – 'তুমি বন্ধুত্বের কথা বলছ। আমি তো কর্তব্যের খাতিরে আপন জীবনও কুরবান করতে প্রস্তুত আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, ওরা আমার কোনো ক্ষতি করবে না। ওদের প্রতি যদি আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগে, তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে আমি ওদের কূলে নিয়ে রেখে আসব কিংবা সমুদ্রে ফেলে দেব।'

'জাহাজে কখন ফিরবে?' হাসান ইবনে আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন।

'নামায পড়ে কিছুক্ষণ ঘুমোব। অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছি' – আল ফারেস বললেন – 'তারপর চলে যাব। সন্ধ্যানাগাদ জাহাজে পৌঁছে যাব।'

www.pathagar.com

◆◆◆

আল-ফারেস থেকে বিদায় নিয়ে হাসান ইবনে আবদুল্লাহ সেই কক্ষে চলে গেলেন, যেখানে তার বিভাগের লোকেরা থাকে। তাদের একজনকে বাইরে ডেকে এনে বললেন, আল-ফারেস বায়দারিনের জাহাজ অমুক জায়গায় নোঙর ফেলে অবস্থান করছে। তুমি জাহাজে গিয়ে আল-ফারেসের নায়েব রউফ কুর্দিকে বলবে, আমাকে হাসান ইবনে আবদুল্লাহ প্রেরণ করেছেন।

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ রউফ কুর্দির নামে বার্তা পাঠালেন– 'এই লোকটাকে কোনো কাজে জুড়িয়ে দাও। জাহাজে আশ্রিতা মেয়েদুটো সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে হবে যে, জাহাজে ওদের কোনো গোপন তৎপরতা আছে কি-না। যদি থাকে, তা হলে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি এ-কাজে তোমার সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি।'

হাসান ইবনে আবদুল্লাহ লোকটিকে জরুরি নির্দেশনা প্রদান করে একটা পালতোলা নৌকোয় তুলে বিদায় করে দিলেন। বাতাসের গতি অনুকূল ও তীব্র ছিল। নৌকা অল্প সময়ের মধ্যে জাহাজের সঙ্গে গিয়ে ভিড়ল। জাহাজ থেকে সিঁড়ি ফেলে তাকে উপরে তুলে নেওয়া হলো। লোকটি রউফ কুর্দির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর বার্তা পৌঁছাল এবং নিজেও মৌখিকভাবে উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করল। কিন্তু রউফ কুর্দির চেহারা বলছে, লোকটিকে তার ভালো লাগেনি। তবে বিপক্ষে কিছু বলাও তো সম্ভব নয়। তার জানা আছে, সুলতান আইউবির অন্তরে একজন গুপ্তচরের ততটুকু মর্যাদা আছে, যতটুকু একজন সালারেরও নেই। একজন গোয়েন্দার রিপোর্ট একজন সালারকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে। অগত্যা রউফ কুর্দি উপরে-উপরে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর এই গোয়েন্দা লোকটিকে বরণ করে নিল।

'আপনি মেয়েদুটোকে প্রথম দিন থেকেই দেখে আসছেন' – গোয়েন্দা রউফ কুর্দিকে বলল – 'তাদের ব্যাপারে আপনার সামান্যতম সন্দেহ থাকলে বলুন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমি তাদের আসকালান নিয়ে যাব।'

'না; এ-যাবত তাদের মধ্যে সন্দেহজনক কোনো আচরণ দেখিনি' – রউফ কুর্দি উত্তর দিল – 'বেশিরভাগ সময় তারা আল-ফারেসের কক্ষেই থাকে।'

সঙ্গে-সঙ্গে রউফ কুর্দির ফ্লোরির কথা মনে পড়ে গেল। গোয়েন্দা লোকটি যদি একদিন আগেও আসত, তা হলে রউফ কুর্দি বলত, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এদের এখান থেকে নিয়ে যাও। কারণ, আমাদের কমান্ডার সারাক্ষণ এদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু এই গত রাতই ফ্লোরির সঙ্গে তার ভাব গড়ে উঠেছে। রোজি তাদের এই গোপন সম্পর্কের সব জানে। রউফ কুর্দি এখন কোনো মূল্যে ফ্লোরিকে হারাতে চাচ্ছে না। তার অন্তরে আল-ফারেসের শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল বটে; কিন্তু ফ্লোরির ভাবনায় এখন আসল কথা বলা যাচ্ছে না।

'আমি আপনার সঙ্গে থাকব' – গোয়েন্দা বলল – 'আল-ফারেস যেন জানতে না পারে আমি গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছি। আপনি আদেশনামা পাঠ

www.pathagar.com

করেছেন। আমি নিজচোখে দেখব, মেয়েদুটো কেমন এবং কী করে। মেয়েগুলো শত্রুর গোয়েন্দা হতে পারে। না-ও যদি হয়, যদি শুধু এটুকু প্রমাণ পাই যে, আল-ফারেস কাজের সময়েও এদের নিয়ে নিমগ্ন থাকেন, আমি তাদের এখানে থাকতে দেব না। আল-ফারেস যদি টের পেয়ে যান আমি এখানে গোয়েন্দাগিরি করছি, তা হলে ধরে নেব, তাকে বিষয়টি আপনি বলে দিয়েছেন। কারণ, আপনি ছাড়া আমার উদ্দেশ্য আর কেউ জানে না।'

এটি যুদ্ধজাহাজ। জাহাজে আমলা-কর্মচারী আছে। আছে নৌযুদ্ধের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থলবাহিনীও। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রান্না-বান্না ও অন্যান্য কাজের জন্য আছে অনেক কর্মচারী। কাজেই একজন লোকের পক্ষে নিজের আসল রূপ গোপন রেখে অবস্থান করা কঠিন নয়। আল-ফারেস কমান্ডার। প্রত্যেককে আলাদা ডেকে-ডেকে বলে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় যে, ওই লোকটি বহিরাগত; ওর সঙ্গে কথা বোলো না।

গোয়েন্দা সেদিনই মেয়েদুটোকে দেখে রউফ কুর্দিকে জানিয়ে দিল– 'এরা যাযাবর মেয়ে নয়, বিপন্নাও নয়। আমার সন্দেহ জেগে গেছে।'

'ওরা অনেকদিন আমাদের সঙ্গে থাকছে' – রউফ কুর্দি বলল – 'আমরা তো সন্দেহ করার মতো কিছু দেখিনি!'

'আমার গোয়েন্দা চোখ যা দেখে, আপনার সাধারণ চোখ তা দেখে না' – গোয়েন্দা বলল – 'শীতল অঞ্চলের যাযাবর নারীর গায়ের রং এমনই হয়ে থাকে; কিন্তু তাদের চোখের রং এরূপ হয় না। তা ছাড়া তাদের মধ্যে এমন সাজগোজ-পরিপাটিও থাকে না। মুহতারাম! আমরা এরূপ মেয়েদের সঙ্গেই যুদ্ধ করি। এই মেয়েগুলো এখানে থাকবে না।'

'ঠিক আছে; কিছুদিন দেখুন' – রউফ কুর্দি বলল – 'পাছে এমন না হয়, মেয়েগুলো আসলেই বিপদগ্রস্তা আর আপনি তাদের আরেক বিপদের মধ্যে ঠেলে দিলেন।'

'হ্যাঁ' – গোয়েন্দা বলল – 'আমি তাড়াহুড়া করব না। কয়েকদিন দেখেই তবে সিদ্ধান্ত নেব।'

◆◆◆

সুলতান আইউবি তাঁর সালাদের ঠিকই বলেছেন, বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থানরত খ্রিস্টান সেনাপতিরা জানে, ইসলামি ফৌজ বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করতে আসছে। এদিকে সুলতান আইউবি তাঁর সালারদের সর্বশেষ দিঙ্‌নির্দেশনা প্রদান করছেন, ওদিকে বাইতুল মুকাদ্দাসে খ্রিস্টান হাইকমান্ড আপন সেনাপতিদের অবরোধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করছে।

'আমরা সালাহুদ্দীন আইউবিকে পথে প্রতিহত করব না' – খ্রিস্টানদের কমান্ডার-ইন-চিফ বললেন – 'তার বাহিনী সংখ্যায় আমাদের চেয়ে কম অবশ্যই। কিন্তু তার অস্ত্র ও রসদের কোনো ভাবনা নেই। সাহায্য-ব্যবস্থাপনা তার খুবই মজবুত ও বিশ্বস্ত। লোকটাকে বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করতে

www.pathagar.com

দাও। আমাদের কাছে দীর্ঘ সময়ের জন্য খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি মজুদ রয়েছে। অবরোধ দীর্ঘ হতে-হতে যদি খাদ্যসামগ্রীর অভাব দেখা দেয়, তা হলে আমরা নগরীর মুসলমানদের না খাইয়ে মারব। তাতে আমাদের অনেক খাদ্য বেঁচে যাবে। আমার সবচেয়ে বেশি ভরসা নাইটদের উপর। তারা বাইরে বেরিয়ে আক্রমণ করবে এবং ফিরে আসবে। আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আইউবির অবরোধ ব্যর্থ হবে।'

'আপনি বাহিনীর অবস্থা বিবেচনায় আনেননি' – এক সেনাপতি বলল – 'নগরীতে অবস্থানরত বাহিনীর অর্ধেক এমন যে, তারা হিত্তিন থেকে আসকালান পর্যন্ত সংঘটিত যুদ্ধগুলো থেকে পালিয়ে এসেছে এবং তাদের যুদ্ধ করার স্পৃহায় ভাটা পড়ে গেছে। বরং একথা বললেও ভুল হবে না যে, এদের উপর সালাহুদ্দীন আইউবির ভীতি সঞ্চারিত হয়ে গেছে। যেসব সৈন্য বাইরের রণাঙ্গনগুলোতে যায়নি, তাদেরই শুধু মনোবল চাঙ্গা রয়েছে।'

'আমরা এ-সমস্যার সমাধান বের করে নিয়েছি' – কমান্ডার-ইন-চিফ বললেন – 'মহামান্য পাদরি ফৌজের মাঝে ঘোরাফেরা করছেন। তিনি ইন্‌জীলের উদ্ধৃতি দিয়ে-দিয়ে সৈন্যদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন, ইসলামি বাহিনীকে পরাজিত করা জরুরি। কেন জরুরি তারও ব্যাখ্যা প্রদান করছেন। এ-ও বোঝাচ্ছেন, এটা তোমাদের ধর্মীয় কর্তব্য। সেনাপতি ও অন্যান্য কমান্ডারগণ যদি একে ধর্মযুদ্ধ জ্ঞান করে লড়াই করে, তা হলে সাধারণ সৈন্যরা ধর্মীয় চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করবে। আমরা যদি বাইতুল মুকাদ্দাসের যুদ্ধে পরাজয়বরণ করি, তা হলে রোম-উপসাগরও আমাদের আশ্রয় দিতে পারবে না। সালাহুদ্দীন আইউবি সফল হয়েছেন কেন? কারণ, তিনি পাকা ধার্মিক। আমরা তাকে গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তিনি সেইযুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। যেসব মুসলিম শাসককে আমরা তার প্রতিপক্ষ বানিয়ছিলাম, তারা তার অনুগত হয়ে গেছে। আমরা আমাদের মেয়েদের দ্বারা তার সামরিক শক্তি ও সাম্রাজ্যকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমাদের এই ত্যাগও বৃথা গেছে। এটা বোধহয় আমাদের ভুলই ছিল, আমরা মেয়েদের ব্যবহার করে এই আশায় বসে ছিলাম যে, সালাহুদ্দীন আইউবি ঘরে বসেই মরে যাক।'

'আমাদের কোনো ত্যাগ ব্যর্থ যায়নি' – সভায় উপস্থিত পোপ বললেন – 'আপনার এই চিন্তা ভুল যে, দুটি ধর্মের যুদ্ধ শুধু সৈন্যরাই লড়ে থাকে। আপন ধর্মের বিজয়-প্রতিষ্ঠা এবং শত্রুধর্মের ধ্বংসের জন্য তরবারি আবশ্যক বটে; কিন্তু শত্রুর চিন্তা-চেতনা বিনষ্টের জন্য সেই পদ্ধতিটি আবশ্যকীয় ছিল, আপনি যার ব্যাপারে বলেছেন, আমাদের সেই ত্যাগ বৃথা গেছে। উঁচুমানের রূপের বদৌলতে আমাদের যে মেয়েগুলোর পদস্থ শাসক-অফিসারদের স্ত্রী হয়ে রাজকীয় জীবন যাপন করার কথা ছিল, তারা নিজেদের এবং নিজেদের ভবিষ্যৎকে ক্রুশের জন্য কুরবান করে মুসলমানদের হেরেমে অপদস্ত-লাঞ্ছিত হয়েছে। তারা মুসলমানদের মাঝে গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়েছে, মুসলিম শাসকদের ঈমান ক্রয় করে এনেছে। একই

www.pathagar.com

দেশের গুরুত্বপূর্ণ শাসকদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে একজনকে অপরজনের শত্রুতে পরিণত করেছে। এসব কীর্তির জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

'ক্রুশের সেনাপতিগণ! তোমরা ভুলে যেয়ো না, দুশমনকে খুন করার উত্তম পন্থা হচ্ছে তাদের মাঝে মানসিক বিলাসিতা ও যৌনতা সৃষ্টি করা। তাদের তোমরা রাগ-রং ও কল্পনার সুখ-সাগরে ডুবিয়ে দাও। তাদের শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতার মোহ ও বিত্তের গোলাম বানিয়ে তোলো। মুসলমান দুঃসাহসী সৈনিক। সামরিক চেতনা ও ধর্মযুদ্ধের (জিহাদের) উন্মাদনা মুসলমানদের মাঝে যতটুকু আছে, ততটুকু আমাদের মাঝে নেই। মুসলমান যে-পরিমাণ সুদক্ষ সেনাপতি জন্ম দিয়েছে, আমরা তা পারিনি। এটা তাদের ধারা। আমরা যদি তাদের চিন্তা-চেতনা পরিবর্তন করতে না পারি, তা হলে তাদের এই চেতনা এবং ধর্মীয় উন্মাদনার এই ধারা অব্যাহত থাকবে। আর তা-ই যদি থাকে, তা হলে ক্রুশের পতন ঘটবে। ইসলাম ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ভারতবর্ষ পার হয়ে চীন পর্যন্ত চলে গেছে। চীনের নৌবাহিনীপ্রধান একজন মুসলমান। ওখানকার অনেক সেনাপতি এখনও মুসলমান। হিন্দুস্তানের পূর্বাঞ্চলে বড়-বড় দ্বীপে গিয়ে দেখো, সেখানেও আরব তথা মুসলমানদের শাসন চলছে।

'আপনি এই প্লাবন শুধু তলোয়ার দ্বারা রুখতে পারবেন না। এর জন্য আপনাকে অন্য পন্থাও অবলম্বন করতে হবে। ইসলামের যে-কেন্দ্রটাকে মুসলমানরা খানায়ে কা'বা বলে, তাকে নিষ্প্রাণ করে দিতে হবে। বাইতুল মুকাদ্দাসের দখল অটুট রাখতে হবে। মুসলমান শাসক ও রাজা-বাদশাহগণ যে যেখানে থাকুন-না-কেন, সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দিয়ে তাদেরকে অথর্ব করে রাখতে হবে। সেইসঙ্গে তাদের হেরেমে আমাদের অভিজ্ঞ মেয়েদের ঠিক সেভাবে ঢুকিয়ে দিতে হবে, যেভাবে আরবের রাজ্যগুলোতে ঢুকিয়ে রেখেছি। এই পন্থা আমরা ইহুদিদের নিকট থেকে শিখেছি। তারা মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংস ও ধর্মের মূলোৎপাটনে বেশ চমৎকার পরিকল্পনা তৈরি করে নিয়েছে এবং সেই অনুপাতে কাজও করছে। তারা আমাদের সাহায্য দিচ্ছে। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, অনতিবিলম্বে বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আমাদের একক দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তার আশপাশের দূর-দূরান্তের অঞ্চলও আমাদের দখলে এসে পড়বে। মুসলিম রাজ্যগুলো খণ্ডিত হয়ে-হয়ে একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে। অন্তত তারা নিজেরা ঐক্যবদ্ধ থাকবে না। ইহুদিদের বিশেষজ্ঞরা ঠিকই বলেছেন যে, মুসলমান নিজেদের রাজার আসনে আসীন ভাববে বটে; কিন্তু রাজত্ব ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বাগডোর আমাদের হাতেই থাকবে। এই কাজটা আপনি আমাদের উপর ছেড়ে দিন। এই গোপন ও আন্ডারগ্রাউন্ড কাজ আঞ্জাম দেওয়ার দায়িত্ব বিশেষজ্ঞজন ও ধর্মী নেতাদের। আপনি সৈনিক। আপনি যুদ্ধের ময়দানের কথা বলুন। আপনার অতিশয় ভয়ংকর এক শত্রু বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করতে আসছে। তাকে কীভাবে পরাজিত করবেন চিন্তা করুন।'

www.pathagar.com

◆◆◆

এক রবিবারের সকালবেলা। ১১৮৭ সালের সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখ। সুলতান আইউবি বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছে গেলেন। হিজরি ক্যালেন্ডার অনুসারে দিনটি ৫৮৩ সনের ১৫ রজব। ক্রুসেডাররা সুলতান আইউবির জন্য অপেক্ষমাণ ছিল। কিন্তু সুলতান এত দ্রুত এসে পড়বেন তারা ভাবেনি। তিনি পথে উঁচুতে অবস্থানরত ক্রুসেডারদের দুর্গ ও পোস্টগুলোকে এড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। দুর্গগুলো থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে সময়ের আগে সংবাদ পৌঁছোনোর জন্য দূত প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা একজনও গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। তার প্রমাণ, রাতভর পথ চলে ভোরবেলা সুলতান আইউবির সম্মুখ ইউনিট যখন শহর গিয়ে পৌঁছল, তখন নগরীর প্রাচীরের উপর দু-চারজন সান্ত্রী দণ্ডায়মান ছিল মাত্র। নগরীর ফটক বন্ধ ছিল। ভিতর থেকে গির্জার ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

নাকাড়া ও বিউগল বেজে উঠল। প্রাচীরের উপর চতুর্দিকে একের-পর-এক মানবমুণ্ড উত্থিত হতে শুরু করল। লোহার টুপি পরিহিত মাথাগুলো। সবার হাতে ধনুক। ধীরে-ধীরে মাথার সংখ্যা বাড়তে থাকল। এক পর্যায়ে মনে হলো, যেন নগরপ্রাচীরের উপর মানবমুণ্ডের আরেক প্রাচীর দাঁড় করানো হয়েছে। নগরীর পশ্চিম দিকে খোলামেলা একটা অঞ্চল। সুলতান আইউবি তাঁর বাহিনীকে সেখানে ছাউনি স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে নিজে দেখতে চলে গেছেন, প্রাচীর কোনদিক থেকে দুর্বল, কোন স্থানে ছিদ্র করা যায় এবং কোথাও থেকে সুড়ঙ্গ খনন করা যায় কি-না। শত্রুর দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙে ছিদ্র করার জন্য সুলতান আইউবির আছে একদল বিখ্যাত জানবাজ সৈনিক।

ইসলামি ফৌজ নগরীর চারদিকে অবস্থান করছে। বড় সমাবেশটা পশ্চিম প্রান্তে। সুলতান আইউবি নগরীর চারদিকে ঘুরে-ফিরে প্রাচীর পর্যবেক্ষণ করছেন। পশ্চিম দিকে অবস্থানরত বাহিনীর সালার আগুন ও পাথর নিক্ষেপকারী মিনজানিক স্থাপন করতে শুরু করেছে। ক্রুসেডাররা তাদের পরিকল্পনা অনুসারে নগরীর একটা ফটক খুলে দিল। প্রথমে বর্মপরিহিত নাইটরা ঘোড়ায় চড়ে হাতে বর্শা তাক করে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে পড়ল এবং মিনজানিক স্থাপনরত মুসলিম সৈন্যদের উপর আক্রমণ করল। তারা বের হওয়ামাত্র ফটক বন্ধ হয়ে গেল।

বেশ প্রশস্ত জায়গা। ঘোড়ার ছুটে চলতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। নাইটরা বর্মপরিহিত। তির তাদের গায়ে কোনো ক্রিয়া করতে পারছে না। তা ছাড়া তাদের এই আক্রমণ এতই আকস্মিক, তীব্র ও অপ্রত্যাশিত যে, মুসলিম সৈন্যরা কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলো। বেশ কজন মুসলিম সৈন্য নাইটদের বর্শার আঘাতে আহত ও শহীদ হয়ে গেল। অনেকে ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারাল। কয়েক মিনিটের মধ্যে কার্যসিদ্ধি করে উল্কার মতো ছুটে-আসা-নাইটরা ঝড়ের মতো কেটে পড়ল। আবারও ফটক খুলে গেল। তারা নগরীতে ঢুকে পড়ল। আবার ফটক বন্ধ হয়ে গেল।

www.pathagar.com

ময়দানে আহত মুসলিম সৈন্যরা ছটফট করছে। অক্ষত সৈনিকরা তাদের তুলে আনতে ছুটে গেল। এমন সময় দু-তিনটা নারীকণ্ঠ ভেসে উঠল– 'তোমরা সরে যাও; এ-কাজ আমাদের।' সঙ্গে-সঙ্গে অনেকগুলো মেয়ে ছুটে এল। তারা কাঠের তৈরী স্ট্রেচার নিয়ে এল। কয়েকজনের কাঁধে পানির মশক।

উপর থেকে খ্রিস্টানদের তির ছুটে আসছে। সেই তিরের আঘাতে দু-তিনটা মেয়ে লুটিয়ে পড়ল। দেখে মুসলিম তিরন্দাজ সৈন্যরা এগিয়ে এল। তারা পালটা তির ছুড়তে শুরু করল। এবার নগরীর প্রাচীরের উপর থেকে আসা তিরবৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। উভয় দিকের তিরের ছায়ায় মেয়েরা জখমিদের তুলে পিছনে গাছের ছায়ায় নিয়ে গেল।

সে-যুগের কাহিনীকার আসাদুল আসাদি তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন, সৈনিকরা যেকোনো যুদ্ধেই আহত হতো, তাদের তুলে ডাক্তারের নিকট নিয়ে যাওয়া হতো। কিন্তু এই সেবাটা করত তাদেরই মতো পুরুষ সৈনিকরা। এ-কাজে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করত না। কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাসের এই অবরোধযুদ্ধে এ-কাজের জন্য কয়েকটা মেয়ে এগিয়ে এল। তারা জখমিদের তুলে ডাক্তারের নিকট নিয়ে গেল। নিজহাতে ক্ষতস্থানে পট্টি বাঁধল এবং আহতদের মাথা কোলে তুলে নিয়ে পানি পান করাল। কয়েকজন জখমি উঠে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার ছেড়ে বলে উঠল– 'এই জখম আমাদের লড়াই থেকে বিরত রাখতে পারবে না।' কেউ বলল– 'আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস প্রবেশ করেই তবে জখমে পট্টি বাঁধাব।' আহতরা যখন দেখল, তিন-চারটা মেয়েও তিরবিদ্ধ হয়েছে, তখন তাদের সামলে রাখা কঠিন হয়ে পড়ল। মেয়েগুলো সৈনিকদের জোশ-জযবায় আগুন ধরিয়ে দিল।

◆◆◆

ওই জায়গাতেই মিনজানিক স্থাপন করতে আরেকটি বিশেষজ্ঞ সেনাদল এগিয়ে এল। তিরন্দাজি তীব্র করে দেওয়া হলো। মিনজানিক স্থাপিত হয়ে গেল। সেগুলোর সাহায্যে ভারী পাথর ও আগুনের গোলা নিক্ষেপ শুরু হয়ে গেল। পাথর-গোলা প্রাচীরের উপরে এবং প্রাচীর অতিক্রম করে ভিতরেও নিক্ষিপ্ত হতে থাকল।

ফটক আরেকবার খুলে গেল। নাইটদের ঘোড়াগুলো মিনজানিকের দিকে বাতাসের গতিতে ধেয়ে এল। এবার একপার্শ্ব থেকে মুসলিম অশ্বারোহী দল শকুনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিছন থেকে আরেকটি দল তাদের পলায়নের পথ বন্ধ করতে এগিয়ে এল। মুসলমানরা বর্শা ও তরবারির সাহায্যে নাইটদের ঘোড়াগুলোকে আহত করতে শুরু করল। কিন্তু লোহার বর্ম-শিরস্ত্রাণ নাইটদের অক্ষত ও নিরাপদ রাখল।

আহত ঘোড়াগুলোর সঙ্গে অক্ষত নাইটরাও ভূতলে লুটিয়ে পড়তে শুরু করল। এই অবস্থায় তাদের ঘায়েল করা কঠিন ছিল না। কিন্তু তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ সৈনিক। তাই তাদের ঘায়েল করা সম্ভব হলো না।

www.pathagar.com

উলটো তারা কয়েকজন মুসলিম সৈন্যকে ধরাশায়ী করে ফেলল। এবার ফিরে যেতে উদ্যত হলে মুসলিম অশ্বারোহীরা তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে বহাল-থাকা-নাইটরা মুসলমানদের প্রতিরোধ উপেক্ষা করে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ফটক বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর এই ধারা চলতে থাকল। বাইতুল মুকাদ্দাস নগরীর পশ্চিমে প্রাচীরের বাইরে এরূপ যে-যুদ্ধটা লড়া হয়েছিল, গতি, তীব্রতা, রক্তক্ষরণ ও উভয় পক্ষের বীরত্বের দিক থেকে তাকে 'নজিরবিহীন' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই সংঘাত-সংঘর্ষ থেকে উভয় বাহিনীর প্রত্যয় ও দৃঢ়তা অনুমান করা যায়। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলিম-খ্রিস্টান উভয় পক্ষের উপর উন্মাদনা সৃষ্টি করে রেখেছিল। যেসব খ্রিস্টান অশ্বারোহী আহত হয়ে বাইরে পড়ে ছিল, তারা ছিল হতভাগ্য। তাদের তুলে নিয়ে ব্যান্ডেজ-চিকিৎসা করাবার মতো কেউ ছিল না। একে তো সেপ্টেম্বর মাস – গরমের মওসুম, তদুপরি সময়টা দ্বিপ্রহর। আহত খ্রিস্টান নাইটরা লোহার পোশাকের ভিতরে পুড়ে মরতে শুরু করল। বিপরীতে মুসলিম জখমিদের নারী স্বেচ্ছাসেবীরা আহত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তুলে নিয়ে পানি পান করাত, মুখ-মাথা ধুয়ে দিত এবং পোশাক পরিবর্তন করে ব্যান্ডেজ-চিকিৎসার ব্যবস্থা করত। কয়েকটা মেয়ে মশক ভরে কোথাও থেকে পানি এনে-এনে আধমরা হয়ে গিয়েছিল।

খচ্চর-গাড়িগুলো ভারী-ভারী পাথর কুড়িয়ে এনে সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত। মিনজানিকগুলো রাতেও প্রাচীরের উপর এবং ভিতরে পাথর নিক্ষেপ করতে থাকল। তাদের দিকেও পাথর ও আগুনের গোলা আসতে শুরু করল। পিছনে সলিতাওয়ালা তির এসে আগুন ধরিয়ে দিল। দু-তিনটা মিনজানিক আগুনের কবলে এসে পড়ল। সেগুলোর প্রকৌশলীরা আগুনে ঝলসে গেল। তবু পাথরনিক্ষেপ অব্যাহত থাকল।

প্রাচীরের অন্যান্য দিক থেকেও পাথর ও আগুনের গোলা নিক্ষিপ্ত হতে থাকল। বাইরে কোথাও-কোথাও ভূমি উঁচু ছিল। সেখান থেকে নিক্ষিপ্ত পাথর-গোলা প্রাচীর অতিক্রম করে ভিতরে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে যেত। তার পিছনে-পিছনে সলিতাওয়ালা অগ্নিতিরও চলে যেত। মুসলিম সৈন্যরা নগরীতে কয়েক স্থানে আগুন ধরিয়ে দিল। বাইরে থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখা যাচ্ছিল।

♦♦♦

যেসব খ্রিস্টান সৈন্য পূর্ব থেকে নগরীর ভিতরে ছিল, তাদের মনোবল শক্ত। অন্যান্য অঞ্চল থেকে পালিয়ে-আসা-সৈন্যদের কতিপয়ের অবস্থা হচ্ছে, তারা পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর এবং কতিপয় ভীত-সন্ত্রস্ত। কিন্তু এখন সবাই কোমর বেঁধে মোকাবেলা করছে। তাদের জোশ ও মনোবল দেখে মনে হচ্ছে, তারা সুলতান আইউবিকে পিছু না হটিয়ে ছাড়বে না। অপর একটা ফটক অতিক্রম করেও একটি অশ্বারোহী বাহিনী বাইরে গিয়ে অবরোধের উপর আক্রমণ শুরু করল।

www.pathagar.com

কিন্তু সাধারণ মানুষের অবস্থা সৈনিকদের চেয়ে ভিন্ন। তাদের মাঝে আক্রা-আসকালান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আসা উদ্বাস্তুও রয়েছে। তারা আপাদমস্তক ত্রাসের প্রতীক হয়ে আছে। তারা শহরময় আতঙ্ক ছড়িয়ে রেখেছে। সুলতান আইউবির সৈন্যরা তাদের চোখের সামনে কয়েকটা জনবসতি পুড়িয়ে দিয়েছিল।

বাইতুল মুকাদ্দাসের সব কটি গির্জার ঘণ্টা অনবরত বেজে চলছে। দিন-রাত এক হয়ে গেছে। খ্রিস্টানরা গীর্জায় গিয়ে ভিড় জমিয়েছে। তারা পাদরিদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রার্থনার গান গাইছে। নগরীর বাইরে সুলতান আইউবির সৈন্যদের তাকবীরধ্বনি নগরীর ভিতরে এমন শোনা যাচ্ছে, যেন অনবরত বজ্রপাত হচ্ছে। প্রজ্বলমান অগ্নিশিখা খ্রিস্টানদের দম নাকের আগায় এনে রেখেছে। সুলতান আইউবির যেসব গোয়েন্দা খ্রিস্টানবেশে নগরীতে অবস্থান করছে, তারা ভয়ংকর-ভয়ংকর গুজব ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। একটি গুজব এই ছড়ানো হলো যে, সুলতান আইউবি বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করবেন না; নগরীটা ধ্বংস করে তিনি সকল খ্রিস্টানকে হত্যা করে ফেলবেন এবং তাদের যুবতী মেয়ে ও সকল মুসলিম অধিবাসীদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

আতঙ্কের সবচেয়ে বড় কারণটা ছিল, খ্রিস্টানদের বড় ক্রুশ সুলতান আইউবির দখলে। তার অর্থ হচ্ছে, যিশুখ্রিস্ট খ্রিস্টানদের প্রতি রুষ্ট। তা ছাড়া দীর্ঘদিন যাবত তারা মুসলমানদের উপর যে অকথ্য, নির্মম ও অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে আসছিল, সেই অপরাধবোধ তাদের তাড়া করে ফিরছিল। তারা আপন বিশ্বাস অনুসারে গির্জায় গিয়ে অপরাধ স্বীকার করে প্রার্থনা শুরু করল।

বর্তমান (বিংশ) শতাব্দির এক আমেরিকান ইতিহাসবিদ এ্যান্থনি ওয়েস্ট বেশ কজন ঐতিহাসিকের সূত্রে লিখেছেন, বাইতুল মুকাদ্দাসের অবরুদ্ধ খ্রিস্টানরা এতই আতঙ্কিত হয়ে উঠল যে, বহু খ্রিস্টান রাস্তায়-গলিতে বেরিয়ে এল। কেউ হায়-হায় কী হলো বলে বুক চাপড়াতে শুরু করল। কেউ-কেউ নিজেই নিজেকে বেত্রাঘাত শুরু করল। তাদের বিশ্বাসমতে, এটি খোদার সমীপে পাপের ক্ষমা লাভের একটি পন্থা। খ্রিস্টান যুবতী মেয়েদের মায়েরা তাদের মাথার চুল ন্যাড়া করে দিল এবং তাদের পানিতে নামিয়ে ডুব দেওয়াতে শুরু করল। তাদের বিশ্বাস ছিল, এভাবে মেয়েরা সম্ভ্রম খোয়ানো থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। পাদরিরা তাদের এই ভীতি ও শঙ্কা থেকে মুক্তি দেওয়ার বহু চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের অভয়বাণী কোনো ক্রিয়া করতে ব্যর্থ হলো।

মুসলিম অধিবাসীদের অবস্থা ছিল ভিন্ন। তিন হাজারের অধিক মুসলিম পুরুষ, নারী ও শিশু বন্দি ছিল। যারা বাড়ি-ঘরে ছিল, তারা নজরবন্দির জীবন-যাপন করছিল। খ্রিস্টানদের ভয়ে তারা মসজিদে যেত না। সকল মুসলমান জেনে ফেলেছে, সুলতান আইউবি বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেছেন। খ্রিস্টানদের ভীতি ও কাপুরুষতা দেখে কয়েকটি উত্তেজিত মুসলিম যুবক বাড়ির ছাদে উঠে আযান দিতে শুরু করল। মহিলারা ঘরে-কারাগারে যে যেখানে ছিল, মহান আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি ও দু'আ-দরূদ পাঠ করতে লাগল।

www.pathagar.com

খ্রিস্টানরা তাদের দেখেও নিশ্চুপ থাকল। কেউ কিছু বলছে না। কারণ, তারা বুঝে গেছে, তারা মুসলমানদের উপর যে-নিপীড়ন চালিয়েছিল, তার শাস্তি শুরু হয়ে গেছে। এখন অনাগত শাস্তির ভয়েই তারা কাঁপছে। তাই এখন মুসলমানদের কোনো কাজে বাধা দেওয়ার সাহস তাদের নেই। খ্রিস্টানদের এই মনোভাব আন্দাজ করে মুসলিম যুবকরা অলি-গলিতে চিৎকার শুরু করল– 'হযরত মাহ্‌দি এসে পড়েছেন। আমাদের মুক্তিদাতা এসে পড়েছেন। তিনি নগরীর দেওয়ালের উপর দিয়ে আসছেন। ফটক ভেঙে আসছেন।'

নগরীর ভিতরে হক ও বাতিলের, গির্জার ঘণ্টা ও আযানধ্বনির সংঘর্ষ চলছে। বাইরে চলছে ঘোড়া, তরবারি ও তির-বর্শার যুদ্ধ। খ্রিস্টানদের গির্জাগুলোতে প্রার্থনাগীতও উচ্চ হচ্ছে। সেই তালে-তালে কুরআন তিলাওয়াতের সুরও উঁচু হচ্ছে। অবুঝ শিশুরাও মহান আল্লাহর দরবারে সেজদায় অবনত হয়ে আছে।

কিন্তু বাইরে সুলতান আইউবি এখনও কোথাও থেকে প্রাচীর ভাঙার কিংবা সুড়ঙ্গ খননের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেননি। প্রাচীরের উপর থেকে বাইরের দিকে মুষলধারা বৃষ্টির মতো তির আসছে। মিনজানিক চালনাকারী ও পাথর বহনকারী মুসলিম সৈনিকদের হাত থেকে রক্ত ঝরছে। বর্মপরিহিত নাইটরা এখনও থেকে-থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে আক্রমণ করছে এবং যানপরনাই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ লড়ে ফিরে যাচ্ছে।

◆◆◆

চল্লিশ মাইল দূরে রোম-উপসাগরে আল-ফারেস বায়দারিনের ছটা জাহাজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে টহল দিয়ে ফিরছে। উদ্দেশ্য, যাতে টায়েরে অবস্থানরত খ্রিস্টানদের নৌবহর সৈন্য ও সরঞ্জামাদি নিয়ে আসতে না পারে। মেয়েদুটো তার জাহাজে আছে। কিন্তু বর্তমানে তিনি তাদের প্রতি মনোনিবেশ করার সুযোগ পাচ্ছেন না। নৌবাহিনীপ্রধান আল-মুহসিন তার উপর অতিশয় স্পর্শকাতর দায়িত্ব অর্পণ করে রেখেছেন। কখনও-কখনও নিজে মাস্তুলের উপর পাতা মাচানে উঠে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত গভীরচোখে সমুদ্র পর্যবেক্ষণ করছেন। অন্যান্য জাহাজে গিয়েও খোঁজখবর নিচ্ছেন, যাতে কেউ দায়িত্বে অবহেলা করতে না পারে।

এদিকে নায়েব রউফ কুর্দি ফ্লোরির সঙ্গে মিলিত হচ্ছে, যা এখন অনেকটা গোপন অভিসারের রূপ ধারণ করেছে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহর গোয়েন্দা উভয়ের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রেখে চলছে।

মিসরে নৌবহর দূর-দূরান্ত পর্যন্ত টহল দিচ্ছে। আশঙ্কা আছে, ইউরোপ থেকে, বিশেষত ইংল্যান্ড থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা করার জন্য সাহায্য আসবে। সুলতান আইউবির ঝড়গতির অগ্রযাত্রা এবং খ্রিস্টানদের প্রতিটি দুর্গ ও নগরীর উপর সফল আক্রমণের প্রেক্ষিতে তারা জার্মানির সম্রাট ফ্রেডারিক ও ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ডকে পত্র লিখেছে– 'আরব থেকে ক্রুশের পতন ঘটছে এবং বাইতুল মুকাদ্দাসকে রক্ষা করা কঠিন মনে হচ্ছে। তোমরা আসো এবং

www.pathagar.com

আমাদেরকে সাহায্য করো।' বাইতুল মুকাদ্দাসের যুদ্ধ রোম-উপসাগরেও অনুষ্ঠিত হোক এবং যুদ্ধ অনেক ভয়ংকর রূপ লাভ করুক, তা সুলতান আইউবির কাম্য। কিন্তু জার্মানি ও ইংল্যান্ড থেকে কোনো তৎপরতার সংবাদ আসছে না। পরাজিত খ্রিস্টান বাহিনীর নৌবহর টায়েরের বন্দর অঞ্চলে চুপচাপ বসে আছে। তথাপি সুলতান আইউবির নৌবাহিনীপ্রধান দুশমনের নৌবাহিনীর এই নীরবতাকে বিপদের পূর্বসঙ্কেত মনে করছেন। তাই তিনি পূর্ণ সতর্ক রয়েছেন।

◆◆◆

অবরোধের চতুর্থ রাত। এখনও কোনো সফলতা অর্জিত হয়নি। খ্রিস্টান ও অন্যান্য অশ্বারোহী সেনারা বাইরে এসে অত্যন্ত দুঃসাহসী আক্রমণ চালাচ্ছে এবং মানুষ ও পশুদের জীবনহানির ঝুঁকি বরণ করছে। চার দিনের আহত ও শহীদদের হিসাব নেওয়ার পর সুলতান আইউবির মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। তাঁর অস্ত্র ও সরঞ্জামের অভাব নেই। বিজিত অঞ্চলগুলো থেকে তিনি দীর্ঘ যুদ্ধ লড়ার জন্য বিপুল অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করে নিয়েছেন। তার অভাব শুধু লোকের। সেনাসংখ্যা দ্রুতগতিতে কমে যাচ্ছে এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রাচীর তাঁর জন্য যথারীতি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পঞ্চম দিন সুলতান আইউবি পশ্চিম দিককার ক্যাম্প প্রত্যাহার করে নিলেন এবং সেখানকার যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। দক্ষিণ দিকে একস্থানে প্রাচীর দুর্বল পেয়েছেন। পশ্চিম দিক থেকে মিনজানিকগুলো সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং দূরে পিছনে যে-তাঁবুগুলো স্থাপন করা ছিল, সেগুলো তুলে নেওয়া হয়েছে। চিত্রটা এমন, যেন সুলতান আইউবি অবরোধ প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। প্রাচীরের উপর যেসব খ্রিস্টান নাগরিক ছিল, তারা নগরীতে সংবাদ ছড়িয়ে দিল, অবরোধ উঠে গেছে এবং মুসলিম সৈন্যরা পেছনে সরে যাচ্ছে।

সুলতান আইউবি প্রাচীর থেকে দূরে বাহিনীকে স্থানান্তরিত করছেন।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নগরীতে খ্রিস্টানরা ভীতি, শঙ্কা, হা-হুতাশ ও প্রার্থনার স্থলে উল্লাসে মেতে উঠল। তারা গির্জায় সমবেত হয়ে খোদাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে শুরু করল। এই সন্ধ্যা পর্যন্ত যারা নিজেদের কৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করছিল, এখন তারা নবউদ্যমে মুসলমান নাগরিকদের উপর নিপীড়ন চালানোর পরিকল্পনা আঁটতে বসে গেছে। তারা তিরস্কার ও গালাগাল দ্বারা এর উদ্বোধন করল। মুসলমানরা স্তব্ধ, হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে পড়ল।

পরদিন শুক্রবার। ১১৮৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর। খ্রিস্টানরা প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে দেখল, দক্ষিণ দিকে যাইতুন পর্বতের উপর সুলতান আইউবির পতাকা উড়ছে, তার সম্মুখে প্রাচীর থেকে সামান্য দূরে মুসলমানরা মিনজানিক স্থাপন করেছে এবং অশ্বারোহী ও পদাতিক মিলে কমপক্ষে দশ হাজার সৈন্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত দাঁড়িয়ে আছে। পজিশন ও প্লান পরিবর্তন করে সুলতান আইউবি জুমার দিন বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আক্রমণ চালালেন।

www.pathagar.com

নগরীর উপর পাথর ও আগুনের গোলা পূর্বাপেক্ষা বেশি নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করেছে। তৎক্ষণাৎ খবর ছড়িয়ে পড়ল, মুসলমানদের আরও বেশি ফৌজ এসে পড়েছে এবং নগরী এখন এক-দুদিনের মেহমানমাত্র। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, নগরীতে আতঙ্কের নতুন ধারা শুরু হয়ে গেল। খ্রিস্টানরা ঘর থেকে বের হয়ে অলি-গলি ও হাট-বাজারে হা-হুতাশ শুরু করে দিল। মুসলমানদের আযান পুনর্বার ধ্বনিত হতে লাগল। খ্রিস্টানদের করুণ অবস্থায় স্বয়ং পাদরিও প্রভাবিত হয়ে পড়লেন। তিনি ক্রুশহাতে অলি-গলি ঘুরতে শুরু করলেন। তিনিও কেঁদে-কেঁদে প্রার্থনা করছেন।

খ্রিস্টান অশ্বরোহীগণ পুনরায় বের হয়ে মুসলমানদের মিনজানিকগুলোর উপর আক্রমণ চালাল। কিন্তু এই যুদ্ধ এখন সুলতান আইউবি নিজে তদারক করছেন। তাঁর অশ্বারোহী সেনারা তিন দিক থেকে খ্রিস্টান সৈনিকদের উপর দ্রুতগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাদের পিষে ফেলল। পরে খ্রিস্টানরা আরও দুবার বেরিয়ে আক্রমণ চালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু মুসলিম সৈনিকরা তাদের ফটক থেকে বেশি এগুতে দেয়নি। সুলতান আইউবি প্রথমবারের মতো সুড়ঙ্গ খনন ও প্রাচীর ভাঙার জন্য সম্মুখে বাহিনী পাঠালেন। প্রত্যেকের হাতে একটা করে ঢাল। তারা এই ঢালের পিছনে লুকিয়ে-লুকিয়ে এগিয়ে গেল। তা ছাড়া প্রাচীরের যে-অংশটার নিচে সুড়ঙ্গ খনন কিংবা প্রাচীর ভাঙা হবে, সুলতান আইউবির তিরন্দাজ সৈন্যরা অত্যন্ত তীব্রতার সঙ্গে তার উপর তির ছুড়তে শুরু করল।

ওখানে একটা ফটক আছে, যার উপর ভবন নির্মিত আছে। সেই ফটকের পিছনে অনুরূপ আরও একটা মজবুত ফটক আছে। দুই ফটকের মাঝে দেউড়ি। এই দেউড়ির উপরও একটা ভবন। সুলতান আইউবি তারই নিচে সুড়ঙ্গ খনন করাতে চাচ্ছেন। এই ফটকের একটু দূরে প্রাচীর খানিকটা দুর্বল মনে হলো। বড় মিনজানিকগুলো তার উপর কয়েক মণ ওজনের পাথর নিক্ষেপ করে চলছে। প্রাচীরটা বেশ চওড়া। কিন্তু অনবরত একই জায়গায় পাথর নিক্ষেপের ফলে তাতে ফাটল ধরে গেল। পাথরের বিস্ফোরণ নগরবাসীদের রক্ত শুকিয়ে ফেলতে শুরু করল।

দিনের বেলা বাহিনী ঢালের আড়ালে ও তিরের ছায়ায় ফটক পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এখন উপর থেকে তাদের উপর তির ছোড়া হচ্ছে না। রাতে কয়েকশো জানবাজ মিলে দেউড়ির নিচে ত্রিশ গজ লম্বা সুড়ঙ্গ খনন করে ফেলল, যা দেউড়িরই সমান চওড়া। এই সুড়ঙ্গের মধ্যে ঘাস ও শুকনো কাঠ ভরে তার উপর তরল দাহ্যপদার্থ ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। জানবাজ সেনারা সেখান থেকে সরে এল।

আগুনে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল। উপর থেকে ভবনটাও ধসে পড়তে শুরু করল। একসময় ভয়ংকর শব্দ করে ভবনটা ধসে পড়ে গুড়িয়ে গেল। ওদিকে প্রাচীরের উপর যে-স্থানে ভারী-ভারী পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, সেখানেও প্রাচীর ভেঙে পথ বেরিয়ে এল। এবার ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়ে

www.pathagar.com

অতিক্রম করে নগরীতে প্রবেশ করার পালা। কিন্তু এ বড় বিপজ্জনক পদক্ষেপ। ধ্বংসাবশেষ সরানোর অভিযান শুরু হয়ে গেল।

নগরীর গির্জাগুলোর ঘণ্টা আরও জোরে বাজতে শুরু করল। সুললিত আযানের পবিত্র ও জয়সূচক ধ্বনিও তীব্র হয়ে উঠল। খ্রিস্টান সম্রাট-সেনাপতিও মনোবলেও ভাটা পড়ে গেল। তারা বৈঠকে বসেছেন। সেনাপতিরা প্রস্তাব দিল, সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবী জনসাধারণ সবাই মিলে একযোগে বাইরে বেরিয়ে আইউবির বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু পোপ এ-প্রস্তাব এই বলে নাকচ করে দিলেন যে, এই পন্থা অবলম্বন করলে নগরীতে শুধু নারী ও শিশুরা রয়ে যাবে, যারা মুসলমানদের প্রতিশোধের শিকারে পরিণত হবে।

দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, তারা সুলতান আইউবির সঙ্গে সন্ধি করবে। এ-কাজে বালিয়ান নামক এক খ্রিস্টান নেতাকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হলো।

বাইরে থেকে সুলতান আইউবির সৈন্যরা দেখল, ফটকের বিধ্বস্ত ভবনের ধ্বংসাবশেষের উপর শাদা পতাকা উড়ছে। তিরন্দাজদের থামিয়ে দেওয়া হলো। পতাকার সঙ্গে তিন-চারজন লোকও আত্মপ্রকাশ করল। একজন উচ্চৈঃস্বরে বলল– 'আমরা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।' সুলতান আইউবি ঘোষণাটা শুনে বললেন– 'ওদের নিয়ে আসো।'

সুলতান আইউবি তাদের স্বাগত জানালেন এবং তাঁবুতে নিয়ে বসালেন। দলনেতা বালিয়ান কথা শুরু করল– 'আপনি অবরোধ প্রত্যাহার করে ফিরে যান।' সুলতান আইউবি শর্ত আরোপ করলেন। আসলে খ্রিস্টানরা বাইতুল মুকাদ্দাসের দখল ছাড়তে চাচ্ছে না। আর সুলতান আইউবির বাইতুল মুকাদ্দাস না নিয়ে নড়তে রাজি নন। অথচ তাঁর একজন সৈনিকও এ-পর্যন্ত নগরীতে প্রবেশ করতে পারেনি। তিনি এখনও দাবি করতে পারছেন না, তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করে ফেলেছেন। খ্রিস্টানরা এখনও বলতে পারে, বাইতুল মুকাদ্দাস তাদের দখলে আছে।

একদিকে সন্ধির আলোচনা চলছে, অপরদিকে অবরোধ লড়াই অব্যাহত রয়েছে। সুলতান আইউবি আলোচনা ও সন্ধিচুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তিনি আলোচনার সঙ্গে যুদ্ধও অব্যাহত রেখেছেন। প্রাচীরের ছিদ্র এখন বিস্তৃত হয়ে গেছে। মুসলিম জানবাজরা বিধ্বস্ত ভবনের ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করেছে এবং প্রাচীরভাঙা পথে ভিতরে ঢুকতে শুরু করেছে। কিন্তু খ্রিস্টানদের দৃঢ় প্রত্যয়, তারা নগরী হাতছাড়া করবে না। তারা উভয় জায়গা থেকে আক্রমণকারীদের বাইরে ঠেলে দিল। বাইরে থেকে সৈন্যরা স্রোতের মতো এগিয়ে গেল। সম্মুখভাগের সৈনিকরা খ্রিস্টানদের তির ও বর্শার আঘাতে লুটিয়ে পড়ল। পিছনের সৈনিকরা তাদের পদদলিত করে-করে সম্মুখে এগিয়ে যেতে থাকল। অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ইতিমধ্যে এক জানবাজ নগরীর প্রধান ফটকের উপর লাল ক্রুশখচিত পতাকাটা সরিয়ে সেখানে ইসলামি পতাকা

www.pathagar.com

উড়িয়ে দিল। খ্রিস্টান জনসাধারণ এমন হুলস্থুল শুরু করে দিল যে, তারা সৈন্যদের জন্য প্রতিবন্ধক ও সমস্যারূপে আবির্ভূত হলো।

সুলতান আইউবির জানবাজরা পাগলের মতো হয়ে গেছে। কিছু জানবাজ মসজিদে আকসায় ঢুকে উপর থেকে ক্রুশটা খুলে ছুড়ে ফেলল। সেখানেও ইসলামি পতাকা উড়তে শুরু করল। কিন্তু নগরীতে উভয় বাহিনী ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত। তবে পরিলক্ষিত হচ্ছে, ক্রুসেডারদের হিংস্রতা ও প্রতিরোধ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছে।

◆◆◆

সুলতান আইউবি খ্রিস্টান প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সন্ধির আলোচনা করছেন। বাইরের ও নগরীর ভিতরের নতুন কোনো সংবাদ এখনও তিনি জানেন না। তিনি বালিয়ানকে বললেন– 'আমি বাইতুল মুকাদ্দাসকে শক্তির জোরে মুক্ত করব বলে কসম খেয়েছি। আপনারা যদি নগরীটা আমাকে এমনভাবে দিয়ে দেন, যেন বোঝা যায় আমি ওটা জয় করেছি, তা হলে সন্ধি করা যেতে পারে।'

'সালাহুদ্দীন!' – বালিয়ান খানিকটা হুমকির সুরে বলল – 'এ-নগরীর নাম এখনও জেরুজালেম – বাইতুল মুকাদ্দাস নয়। আপনি যদি সন্ধি করতে সম্মত না হন, তা হলে আমরা আপনাকে বাধ্য করব না। তবে শুনে রাখুন, এই নগরীতে আপনার চার হাজার সৈনিক আমাদের যুদ্ধবন্দি আছে। আমাদের কাছে আটক সাধারণ মুসলমান কয়েদির সংখ্যা তিন হাজার। আমরা এই প্রত্যেক কয়েদি এবং নগরীর প্রতিজন মুসলিম অধিবাসীকে – চাই সে নারী হোক কিংবা শিশু, যুবক হোক বা বৃদ্ধ – হত্যা করে ফেলব।'

রাগে-ক্ষোভে সুলতান আইউবির চোখদুটো লাল হয়ে গেল। ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল। তিনি কিছু বলতে উদ্যত হলেন। এমন সময় তাঁবুর পর্দা ফাঁক হয়ে গেল। তাঁর এক কমান্ডার এসেছে। সুলতান তাকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে নিলেন। কমান্ডার সুলতানের কানে ফিসফিস শব্দে বলল– 'নগরী জয় হয়ে গেছে। প্রধান ফটক ও মসজিদে আকসার উপর ইসলামি পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

সুলতান আইউবি বালিয়ানের হুমকির জবাব পেয়ে গেছেন। তাঁর রক্তজবার মতো টকটকে লাল চোখে অস্বাভাবিক এক ঝিলিক ভেসে উঠল। তিনি সজোরে নিজের উরুতে একটা চাপড় মেরে খ্রিস্টান নেতা বালিয়ানকে বললেন– 'বিজেতা পরাজিতের সঙ্গে সন্ধির আলোচনা করে না। একজন মুসলমানও আর তোমাদের কয়েদি নেই।'

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান আইউবি সব সময় অত্যন্ত সহনশীলতার সঙ্গে কথা বলতেন। সেদিনও একই নিয়মে বলছিলেন। কিন্তু বালিয়ানের হুমকির পরক্ষণেই জয়ের সংবাদে তাঁর কণ্ঠে রোষ ও গর্জন সৃষ্টি হয়ে গেল। তিনি বললেন– 'তোমরা সবাই আমার বন্দি। তোমাদের সমস্ত ফৌজ আমার কয়েদি। নগরীতে অবস্থানরত প্রতিজন খ্রিস্টান আমার আসামি। এই নগরী থেকে এখন একজন খ্রিস্টানও আমার ধার্যকৃত ফি আদায় না করে বের হতে

www.pathagar.com

পারবে না। যাও; ভেতরে গিয়ে দেখো, ওটা জেরুজালেম নয় – এটি এখন বাইতুল মুকাদ্দাস।'

বালিয়ান ও তার সঙ্গের খ্রিস্টানরা ভড়কে গেল। তারা তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখল। সুলতান আইউবির অধিকাংশ সৈন্য ভিতরে ঢুকে গেছে এবং প্রধান ফটকের উপর ইসলামি পতাকা পতপত করে উড়ছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ৫৮৩ হিজরির ২৭ রজব মোতাবেক ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর শুক্রবার বিজয়ীবেশে বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলেন। হতে পারে ঘটনাটা কাকতালীয় কিংবা সুলতান আইউবি পরিকল্পনাটাই এভাবে প্রণয়ন করেছিলেন অথবা মহান আল্লাহর ইচ্ছাই এমন ছিল। একে তো শুক্রবার – সুলতান আইউবির মহৎ কাজের মহান দিবস। তদুপরি রজবের সাতাশতম রাত। এই রাতে রাসূলে আকরাম (সা.) উক্তস্থান থেকেই পবিত্র মে'রাজে গমন করেছিলেন। সকল মুসলিম ও অমুসলিম ঐতিহাসিক বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের এ-তারিখই লিখেছেন।

◆◆◆

সুলতান আইউবি যখন নগরীতে প্রবেশ করলেন, তখন মুসলমানরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। মহিলার মাথার ওড়না খুলে-খুলে সুলতানের চলার পথে ছুড়ে দিয়ে সুলতানকে স্বাগত জানাল। সুলতানের দেহরক্ষীরা ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওড়নাগুলো রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিল।

দীর্ঘ অমানুষিক নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট মুসলমানরা চিৎকার করে-করে তাকবীরধ্বনি দিতে থাকল। অনেকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। সবার চোখে অশ্রু নেমে এল। সে এক আবেগঘন ও বেদনাবিধূর দৃশ্য। প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ মোতাবেক সুলতান আইউবি এতটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন যে, জনতার ধ্বনির উত্তরে তিনি হাতদুটো উঁচু করে নাড়াতে থাকলেন ঠিক; কিন্তু ঠোঁটে হাসির বাষ্পও ছিল না। বরং তিনি উভয় ঠোঁট একত্রিত করে দাঁতে চেপে ধরে আবেগ দমন করার এবং হেঁচকি প্রতিহত করার চেষ্টা করছিলেন।

খ্রিস্টান নাগরিকরা নিজ-নিজ ঘরে নিস্তব্ধ বসে ভয়ে কাঁপতে থাকল। তারা তাদের যুবতী বোন-কন্যাদের লুকিয়ে ফেলল। ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, অনেকে মেয়েদেরকে পুরুষের পোশাক পরিয়ে দিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, মুসলিম সৈনিকরা মুসলিম নারীদের অপমানের প্রতিশোধে তাদের মেয়েদের লাঞ্ছিত করবে। কিন্তু ইউরোপীয় ঐতিহাসিক লেনপোল লিখেছেন, সালাহুদ্দীন আইউবির বাহিনী যখন খ্রিস্টান বাহিনী থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস নগরীর দখল বুঝে নিচ্ছিল, তখন তিনি যে-পরিমাণ উদারতা ও উন্নত চরিত্রের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তেমনটি অতীতে কখনও করেননি। তাঁর নির্দেশে তাঁর বাহিনীর সৈন্য ও অফিসারগণ নগরীর শান্তি ও সকলের নিরাপত্তার জন্য রাস্তায়-গলিতে টহল দিতে নেমে পড়েছিল। কোনো মুসলিম নাগরিক যেন কোনো খ্রিস্টান নাগরিকের উপর প্রতিশোধমূলক আক্রমণ না করে বসে, তারা সেদিকে তীক্ষ্ণ

www.pathagar.com

দৃষ্টি রাখলেন। তবে কোনো খ্রিস্টান নাগরিকের নগরী থেকে বের হওয়ার অনুমতি ছিল না।

সুলতান আইউবি সর্বপ্রথম মসজিদে আকসায় গমন করলেন। আবেগের আতিশয্যে তিনি মসজিদের বারান্দায় যেন উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। তিনি মসজিদের বারান্দাতেই সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ ও আহমদ মিসরির বর্ণনা মোতাবেক সুলতান আইউবির চোখ থেকে এমন ধারায় অশ্রু ঝরতে শুরু করেছিল, যেন তিনি এই মহান মসজিদটি চোখের পানিতে ধৌত করছিলেন।

মসজিদে আকসার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কয়েকজন মুসলিম শাসক আপন-আপন শাসনামলে মসজিদে সোনা-রুপার ঝাড়বাতি ও দীপাধার স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ মসজিদে নানা রকম মূল্যবান উপহারসামগ্রীও রেখেছিলেন। খ্রিস্টানরা সেসব ঐতিহ্যবাহী মূল্যবান সম্পদ ও স্মৃতিচিহ্নগুলো তুলে নিয়ে গিয়েছিল। মসজিদের মেঝে থেকে স্থানে-স্থানে মর্মরের পাত উধাও হয়ে গিয়েছিল। মেরামত ছাড়া মসজিদটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল।

মসজিদ আকসার মেরামতের প্রতি মনোনিবেশ করার আগে সুলতান আইউবি পরাজিত খ্রিস্টানদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি মনে করলেন। তিনি উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করলেন, প্রতিজন খ্রিস্টান পুরুষ দশ দিনার, মহিলারা পাঁচ দিনার এবং শিশুরা এক দিনার করে পণ আদায় করে নগরী থেকে বেরিয়ে যাও। একজন খ্রিস্টানও সেখানে থাকতে প্রস্তুত ছিল না। দীর্ঘদিনের অপরাধবোধ তাদের বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বেরিয়ে যেতে তাড়া করে ফিরছিল। পশ্চিম দিককার ফটক খুলে দিয়ে সেখানে পণ আদায় করার ব্যবস্থা করা হলো। খ্রিস্টানরা বেরিয়ে যেতে শুরু করল। সর্বপ্রথম খ্রিস্টাননেতা বালিয়ান নগরী থেকে বের হলো। তার কাছে ইংল্যান্ডের রাজা হেনরির প্রেরিত বিপুল অর্থ ছিল। সেখান থেকে ত্রিশ হাজার দিনারের বিনিময়ে সে দশ হাজার খ্রিস্টানকে মুক্ত করে নিল।

ফটকে বাইতুল মুকাদ্দাস ত্যাগকারী খ্রিস্টানদের ভিড় জমে গেল। তারা গোটা পরিবারের পণ আদায় করে-করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

বিজিত নগরীকে বিজয়ী বাহিনীর নির্বিচারে লুণ্ঠন করা একটা সাধারণ নিয়ম। বাইতুল মুকাদ্দাস তো সেই নগরী, যেখানে জয়লাভের পর খ্রিস্টানরা মুসলমানদের গণহত্যা চালিয়েছিল, তাদের বাড়ি-ঘর লুট করেছিল, যুবতী কন্যা ও মসজিদগুলোর অবমাননা করেছিল। কিন্তু সেই বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করার পর লুটপাটের পরিবর্তে সুলতান আইউবির বাহিনী এবং বাইরে থেকে তৎক্ষণাৎ পৌঁছে-যাওয়া মুসলিম ব্যবসায়ীগণ খ্রিস্টানদের ঘরের মালামাল

www.pathagar.com

ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করে নিল, যাতে তারা পণ আদায় করে বেরিয়ে যেতে পারে। এতে সেই খ্রিস্টান পরিবারগুলোও মুক্তি পেয়ে গেল, যাদের কাছে পণ আদায় করার মতো নগদ অর্থ ছিল না।

বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রধান প্যাট্রিয়ক হারকিউলেস দেখালেন ভিন্ন এক চরিত্র। তিনি সব কটি গির্জার সঞ্চিত সমুদয় অর্থ একাই কুক্ষিগত করে ফেললেন এবং গির্জাগুলোর সোনার পেয়ালা ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তু-সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেলেন। বর্ণিত আছে, তার পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, তার বিনিময়ে কয়েক হাজার গরিব খ্রিস্টান পরিবারকে মুক্ত করা যেত। কিন্তু তাদের বড় পাদরি একজনেরও পণ আদায় করেননি। শুধু নিজের পণটুকু আদায় করে বেরিয়ে গেলেন। একজন মুসলিম সৈনিক টের পেয়ে গেল, লোকটা বিপুল পরিমাণ সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে। তার রিপোর্ট মোতাবেক এক কর্মকর্তা সুলতান আইউবিকে বিষয়টি অবহিত করলেন। কিন্তু সুলতান আইউবি বললেন– 'সে যদি পণ আদায় করে থাকে, তা হলে তাকে বাধা দিয়ো না। আমি কারও থেকে অতিরিক্ত মূল্য নিতে বারণ করে দিয়েছি। আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারি না।'

সুলতান আইউবি পণ আদায় করে বাইতুল মুকাদ্দাস ত্যাগ করার মেয়াদ চল্লিশ দিন নির্ধারণ করলেন। চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কয়েক হাজার গরিব-অসহায় খ্রিস্টান নগরীতে রয়ে গেল। নব্বই বছর আগে খ্রিস্টানরা যখন বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করেছিল, তখন দূর-দূরান্ত থেকে খ্রিস্টানরা সেখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। কোনোদিন আবার সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, তাদের কল্পনায়ও ছিল না। এই অবস্থা দেখে সুলতান আইউবির ভাই আল-আদিল সুলতানের কাছে এসে হাজির হলেন।

'সুলতানে মুহতারাম!' – আল-আদিল বললেন – 'আপনি তো জানেন এই নগরীর জয়ে আমার ও আমার সেনা-ইউনিটের অবদান কতখানি। তার বিনিময়ে আমাকে এক হাজার গোলাম দান করুন।'

'এত গোলাম কী করবে?' সুলতান আইউবি জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি যা-খুশি করব।'

সুলতান আইউবি আল-আদিলকে এক হাজার খ্রিস্টান গোলাম দিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। অনুমোদন পেয়ে আল-আদিল এক হাজার খ্রিস্টানকে নির্বাচন করে তাদের ফটকের কাছে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন।

'মহামান্য সুলতান!' – আল-আদিল ফিরে এসে সুলতান আইউবিকে বললেন – 'আমি তাদের নগরী থেকে বিদায় করে দিয়েছি। তাদের কাছে পণ আদায় করার মতো অর্থ ছিল না।'

'আমি জানতাম তুমি এমনই করবে' – সুলতান আইউবি বললেন – 'অন্যথায় আমি তোমাকে একটা গোলামও দিতাম না। মানুষ মানুষের গোলাম হতে পারে না। আল্লাহ তোমার এই পুণ্য কবুল করুন।'

www.pathagar.com

এসব কাহিনী রূপকথা নয় – ঐতিহাসিকদের বর্ণিত সত্য ইতিহাস। তারা লিখেছেন, একদল খ্রিস্টান মহিলা সুলতান আইউবির কাছে এল। জানা গেল, তারা নিহত কিংবা বন্দি হওয়া খ্রিস্টানদের স্ত্রী, কন্যা, বোন। এদের কাছে পণ আদায় করার অর্থ নেই। সুলতান আইউবি তাদের শুধু মুক্তই করে দেননি, বরং প্রত্যেককে কিছু-কিছু করে অর্থ দিয়ে বিদায় করে দিলেন। তারপর তিনি ঘোষণা দিলেন, এখনও যেসব খ্রিস্টান নগরীতে রয়ে গেছে, তাদের পণ মাফ করে দেওয়া হলো; তারা এমনিতেই চলে যেতে পারে।

বাইতুল মুকাদ্দাসে শুধু খ্রিস্টান বন্দিরাই অবশিষ্ট থাকল।

ইতিমধ্যে সুলতান আইউবি মসজিদ পরিচ্ছন্ন ও মেরামতের কাজ সম্পন্ন করে ফেললেন। ঐতিহাসিক সূত্রমতে, মেরামতকাজে সুলতান স্বয়ং ইট-পাথর বহন করেছেন। ১১৮৭ সালের ১৯ অক্টোবর শুক্রবার সুলতান আইউবি জুমার নামায আদায়ের জন্য মসজিদে আকসায় গেলেন। নুরুদ্দীন জঙ্গির প্রস্তুতকৃত মিম্বরটি তাঁর সঙ্গে। তিনি নিজহাতে মিম্বরটি মসজিদে রাখলেন। দামেশ্‌ক থেকে আসা এক খতীব জুমার খুতবা পাঠ করলেন।

এবার সুলতান আইউবি মসজিদের সাজসজ্জার প্রতি মনোনিবেশ করলেন। তিনি মেঝেতে মর্মর পাথর স্থাপন করলেন এবং মসজিদটিকে মনের মতো করে সুদৃশ্য করে তুললেন।

সুলতান আইউবি নিজহাতে যে সুন্দর-সুন্দর পাথরগুলো স্থাপন করেছিলেন, আজও সেগুলো মসজিদে আকসায় বর্তমান আছে এবং তার সৌন্দর্য এতটুকুও বিনষ্ট বা বিকৃত হয়নি। এখনও সেদিনকারই মতো চকচক করছে।

◆◆◆

বায়তুল মুকাদ্দাসজয় ইসলামের ইতিহাসের বিরাট এক ঘটনা এবং সুমহান এক কীর্তি। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির জিহাদ এখনও শেষ হয়নি। তাঁকে আরব ভূখণ্ড ও ফিলিস্তিনকে খ্রিস্টানমুক্ত করতে হবে। বাইতুল মুকাদ্দাসকে তিনি একদিকে যেমন ইসলামি শক্তির শক্ত একটি ঘাঁটিতে পরিণত করলেন, তেমনি এই পবিত্র স্থানটিকে ইসলামি জ্ঞানের কেন্দ্রের রূপ দান করলেন। ৫৮৩ হিজরির ৫ রমযান মোতাবেক ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ নভেম্বর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে রওনা হন। গতি তাঁর উত্তর দিকে। তিনি পুত্র আল-মালিকুয-যাহিরকে – যিনি অন্য কোথাও অবস্থান করছিলেন – বার্তা পাঠলেন, তুমি তোমার সঙ্গীদেরসহ আমার কাছে চলে আসো। সুলতান টায়েরের উপর আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। এটি ক্রুসেডারদের একটি শক্ত ক্যাম্প ও বন্দর অঞ্চল। সুলতান নৌবাহিনীর কমান্ডার আল-ফারেসকে বার্তা পাঠালেন, যেন তিনি টায়েরের খানিক দূরে এসে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং সুলতান যখন এই নগরীটি আক্রমণ করবেন, তখন যেন তিনি

www.pathagar.com

খ্রিস্টান নৌবহরের উপর আক্রমণ চালান। সুলতান আইউবি আল-ফারেসকে যে-দিনটির কথা বললেন, সেটি ডিসেম্বরের শেষ কিংবা জানুয়ারির শুরুর দিককার কোনো একটি দিন ছিল।

মেয়েদুটো আল-ফারেসের জাহাজে অবস্থান করছে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহর প্রেরিত গোয়েন্দা জাহাজে নেই। হাসান বাইতুল মুকাদ্দাসের যুদ্ধ এবং বিজয় পরবর্তী কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এদিক থেকে অবসর হলে তার মনে পড়ল, আল-ফারেসের জাহাজে একজন লোক পাঠিয়েছিলেন। লোকটা কী করছে জানার জন্য তিনি রউফ কুর্দির কাছে একজন দূত পাঠালেন। দূতের জাহাজ পর্যন্ত পৌঁছতে কয়েক দিন সময় লেগে গেল। রউফ কুর্দি দূতকে জানাল, সেই গোয়েন্দা অনেক দিন হলো চলে গেছে।

কিন্তু গোয়েন্দা এতক্ষণে রোম-উপসাগরে মাছের পেটে হজম হয়ে গেছে। রউফ কুর্দি তার এই পরিণতি সম্পর্কে ভালোভাবে জানে। দিনকয়েক আগে গোয়েন্দা রউফ কুর্দিকে বলেছিল, আমি এই মেয়েগুলোকে এখানে থাকতে দেব না। সে দেখেছে, জাহাজ যখন কূলে গিয়ে নোঙর ফেলে, তখন ছোট-ছোট অনেক ডিঙি তার কাছে আসে এবং মৎস্যশিকারীরূপী অনেক লোক নানা জিনিস বিক্রি করে। তাদের একজনকে সে কয়েক জায়গায় দেখেছে। মেয়েদুটো তাকে রশির সিঁড়িতে করে উপরে তুলে আনে এবং কিছু ক্রয় করার পরিবর্তে তার সঙ্গে কথা বলে। জাহাজ যখন দশ-পনেরো মাইল দূরে কূলে কোথাও অবস্থান করে, তখনও এই লোকটা ডিঙি নিয়ে এসে পড়ে। এই লোকটার প্রতি গোয়েন্দার সন্দেহ জন্মে গিয়েছিল।

ফ্লোরি রউফ কুর্দির বিবেক-বুদ্ধিকে হত্যা করে ফেলেছে। মেয়েটা তাকে নানা গোপন তথ্য জিজ্ঞেস করছে আর সে অবলীলায় সব বলে দিচ্ছে।

আল-ফারেস অনেক ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। তিনি মাঝে-মধ্যে অন্যান্য জাহাজেও চলে যাচ্ছেন এবং খোঁজখবর নিচ্ছেন। একদিন রউফ কুর্দি ফ্লোরির জাদুতে বিমোহিত হয়ে আবেগের আতিশয্যে বলে দিল, জাহাজে একজন বিপজ্জনক লোক আছে; তার সঙ্গে কোনো কথা বোলো না। রউফ কুর্দি এখনও মেয়েগুলোকে যাযাবরই মনে করছে এবং তাদের আসল নাম ফ্লোরি ও রোজি সম্পর্কে অনবহিত। মেয়েগুলো মূলত অভিজ্ঞ গুপ্তচর। ফ্লোরি বুঝে ফেলল, রউফ কুর্দি যার কথা বলছে, সে একজন গোয়েন্দা। ফ্লোরি জাহাজ থেকে চলে যাক, রউফ কুর্দি বিষয়টা মেনে নিতে পারছে না। তাই সে মেয়েগুলোকে জানিয়ে দিল, এই লোকটা গোয়েন্দা; তোমরা এর ব্যাপারে সতর্ক থেকো।

এক রাতে আল-ফারেস অন্য এক জাহাজে গেলেন। মধ্যরাতে রউফ কুর্দি ও ফ্লোরি জাহাজের ছাদের উপর রেলিংয়ের সঙ্গে এমন একটা জায়গায় লুকিয়ে গেল, যার পিছনে ও ডানে-বাঁয়ে অনেক মালামাল পড়ে আছে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহর গোয়েন্দা জ্ঞাতসারে কিংবা ঘটনাক্রমে ওদিকে গেল। সে দুজনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলল। রউফ কুর্দি ভীত হওয়া কিংবা মিথ্যা বুঝ

www.pathagar.com

দেওয়ার পরিবর্তে তাকে সরিয়ে খানিক আড়ালে নিয়ে গেল এবং বলল, মেয়েটাকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে জিজ্ঞেসা করছিলাম, তোমরা আসলে কারা। আমি চলে যাচ্ছি; তুমি তার পাশে বসে যাও এবং নিজের অভিজ্ঞতা ও বিদ্যা অনুসারে কথা বলে তার থেকে তথ্য উদ্ধার করো।

গোয়েন্দাকে ফ্লোরির কাছে বসিয়ে দিয়ে রউফ কুর্দি কক্ষে গিয়ে রোজিকে জাগিয়ে তুলল। বলল, শিকার অমুক জায়গায় আছে, তুমিও যাও। আমি কেউ এসে পড়ে কি-না এদিক-ওদিক দেখতে থাকি।

রউফ কুর্দি রোজিকে হাতদুয়েক লম্বা একটা রশি দিল। রশিটা লুকিয়ে নিয়ে রোজি ছাদে এল। গোয়েন্দা ও ফ্লোরি যেখানে বসা আছে, রোজি সেখানে চলে গেল। জায়গাটায় অন্ধকার। রোজি আস্তে করে তাদের কাছে বসে পড়ল। গোয়েন্দার গল্প-গুজবের এক ফাঁকে রোজি রশিটা তার গলায় প্যাঁচিয়ে ধরল। মেয়েদুটো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ফ্লোরি সঙ্গে-সঙ্গে রশির অপর মাথা ধরে ফেলল। গোয়েন্দা নিজেকে রক্ষা করার জন্য হাত-পা ছোড়ার আগেই মেয়েরা দুদিক থেকে টান দিয়ে তার গলার ফাঁস শক্ত করে ফেলল। ক্ষণকাল ছটফট করে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর গোয়েন্দা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

রউফ কুর্দি খানিক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। এক কর্মচারী ওদিকে আসতে চাইলে একটা কাজের কথা বলে তাকে সরিয়ে দিল। মেয়েদুটো গোয়েন্দার মৃতদেহটা সমুদ্রে ফেলে দিল। তারপর রোজি চলে গেল আর ফ্লোরি ওখানেই বসে থাকল। রউফ কুর্দি তার কাছে ফিরে এল এবং দুজনে দুজনের মাঝে হারিয়ে গেল।

◆◆◆

আল-ফারেস জানেনই না তার জাহাজে কোনো গোয়েন্দা এসেছে কিংবা রউফ কুর্দি নতুন কাউকে চাকরিতে নিয়োগদান করেছে। গোয়েন্দার হত্যাকাণ্ডের তিন-চার দিন পর আল-ফারেসের মনে ভাবনা জাগল, নিজের ও অন্যান্য জাহাজের মাল্লা ও সৈনিকরা মাসের-পর-মাস সমুদ্রে নিরানন্দ জীবন যাপন করছে এবং এত দিনে নিঃসন্দেহে সবাই ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছে। অন্যান্য জাহাজে গিয়ে তিনি মাল্লা ও সৈনিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। কারুরই মন ভালো নেই। মাঝে-মধ্যে লড়াই হলেও তাদের মনের অবস্থা অন্তত এরূপ হতো না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, কোনো এক রাতে সবাইকে নিয়ে একটা বিনোদন ও ভোজসভার আয়োজন করবেন।

আল-ফারেস রউফ কুর্দি ও অন্যান্য অধীন অফিসারদের সঙ্গে কথা বললেন। আলোচনার সময় মেয়েদুটোও উপস্থিত ছিল। তারা খুশিতে আটখানা হয়ে বলল, আমরা নাচব। আল-ফারেস প্রাণোচ্ছল ও ফুর্তিবাজ মানুষ। তিনি মেয়েদের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করে নিলেন। তবে অনুষ্ঠান কোন রাতে হবে এখনও ঠিক করেননি। কারণ, তিনি স্থল থেকে সুলতান আইউবির দূতের অপেক্ষা করছেন। সময়টা ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ।

www.pathagar.com

দুদিন পর দূত এসে পৌঁছল। জানাল, সুলতান আইউবি টায়ের থেকে সামান্য দূরে এসে অবস্থান নিয়েছেন। আপনি বহর নিয়ে টায়েরের কাছাকাছি চলে যান, যাতে প্রয়োজনের সময় দ্রুত টায়ের পৌঁছে যেতে পারেন। দূত বিশেষভাবে সতর্ক করল, এখন দিন-রাত সব সময় চৌকান্না থাকতে হবে। কেননা, খ্রিস্টান রণতরীগুলো নিকটেই অবস্থান করছে।

আল-ফারেস দূতকে বিদায় দিয়ে সেদিনই সন্ধ্যায় বিক্ষিপ্ত জাহাজগুলোকে একস্থানে জড়ো করার আদেশ দিলেন। তিনি রউফ কুর্দিকে জানালেন, সম্ভবত দিনকয়েকের মধ্যেই আমাদের নৌযুদ্ধ লড়তে হবে। কাজেই অনুষ্ঠানটা দুরাত পরই আয়োজন করে ফেললে ভালো হয়।

রউফ কুর্দি মেয়েদের জানিয়ে দিল, অমুক রাত জাহাজগুলো একত্র হবে এবং আমাদের বিনোদনের আসর অনুষ্ঠিত হবে।

এন্ড্রুর আসা-যাওয়া অব্যাহত রয়েছে। হাসান ইবনে আবদুল্লাহর গোয়েন্দা তাকে কয়েক জায়গায় দেখেছিল। এখন যখন জাহাজগুলো কূলে এসে ভিড়ল, তো এন্ড্রুও এসে পড়ল। মেয়েরা যথারীতি তাকে উপরে তুলে আনল এবং কেনাকাটার ছলে তার কানে তথ্য দিয়ে দিল, অমুক রাত জাহাজগুলো এক জায়গায় জড়ো হবে এবং এই জাহাজের ছাদে বিনোদনের আসর জমবে। সে এই বলে চলে গেল যে, সে-রাতে আমার ডিঙি আসবে; তোমরা সিঁড়ি ফেলে আমাকে উপরে তুলে নিয়ো।'

◆◆◆

আজ সেই রাত। ছটা জাহাজ পাল খুলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজগুলোর কাপ্তান ও অন্যান্য অফিসার আল-ফারেসের জাহাজে এসে সমবেত হয়েছে। উন্নত মানের সুস্বাদু খাবার প্রস্তুত হচ্ছে। মাল্লা ও সৈনিকরা নিজ-নিজ জাহাজে উৎসব করছে। আল-ফারেসের জাহাজে মেয়েদুটো নাচছে। দফ ও সারেন্দার বাজনা চলছে। জাহাজে অনেকগুলো বাতি জ্বলছে। রাতকে দিনে পরিণত করা হয়েছে।

উৎসব যখন তুঙ্গে উঠল, তখন রাত অনেক কেটে গেছে। খ্রিস্টানদের দশ-বারোটা রণতরী বাতি নিভিয়ে আল-ফারেসের জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে। নবচন্দ্রের বিন্যাসে আসছে জাহাজগুলো। কাছাকাছি এসে পৌঁছার পরও কেউ জানতে পারল না, শত্রুর নৌবহর আসছে। এদিকে ছোট একটা ডিঙি আল-ফারেসের জাহাজের দিকে এগিয়ে এল। হঠাৎ আল-ফারেসের জাহাজগুলোর উপর আগুনের গোলা এসে পড়তে শুরু করল এবং এমন মুষলধারায় তির আসতে লাগল যে, মুহূর্তমধ্যে কয়েকজন মাল্লা ও সৈনিক লুটিয়ে পড়ল। আল-ফারেস ও তার কাপ্তানগণ এই আকস্মিক আক্রমণ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু জাহাজগুলো বের করে নেওয়া সম্ভব হলো না। সৈনিকরা তির ছুড়ে আক্রমণের উত্তর দিল এবং মিনজানিক দ্বারা গোলা নিক্ষেপ করল। একটা

www.pathagar.com

শত্রুজাহাজে আগুন ধরে গেল। কিন্তু খ্রিস্টানরা তাদের কার্যসিদ্ধি করে ফেলল। তাদের জাহাজ ফিরে চলে গেল।

যুদ্ধটা যেরূপ হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদের বিবরণ অনুসারে এই আক্রমণে আল-ফারেসের পাঁচটা জাহাজ পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। এ-ঘটনা ৫৮৩ হিজরির ২৭ শাওয়াল মোতাবেক ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বরে ঘটল।

জাহাজগুলো জ্বলছিল। প্রজ্বলমান জাহাজের আলোতে একব্যক্তি দেখল, একটা ডিঙিনৌকা চলে যাচ্ছে, যাতে দুজন পুরুষ ও দুজন নারী আছে। আল-ফারেস জাহাজ থেকে নৌকা নামিয়ে দিয়ে ধাওয়া করে তাদের ধরার চেষ্টা করলেন। এদিক থেকেও তির ছোড়া হলো এবং ডিঙিটা ঘিরে ফেলা হলো। পুরুষ দুজন ও এক নারী তিরবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। এক মেয়ে রক্ষা পেয়েছে। পরে তার থেকে প্রাপ্ত তথ্যে এই ধ্বংসযজ্ঞের প্রকৃত রহস্য উন্মোচিত হয়েছে।

সে-সময় সুলতান আইউবি টায়ের থেকে সামান্য দূরে ছাউনি ফেলে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকেই তাঁর সোজা টায়ের আক্রমণ করার পরিকল্পনা ছিল। রওনার এক দিন আগে তিনি সংবাদ পেলেন, ছয় জাহাজের পাঁচটা ধ্বংস হয়ে গেছে। শুনে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এ-মুহূর্তে এরূপ দুঃসংবাদ শুনতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অগ্রযাত্রা মুলতবি করে আল-ফারেস ও জাহাজের কাপ্তানদের ডেকে পাঠালেন। আল-ফারেস সোজাসাপ্টা উত্তর দিলেন, সৈনিকদের বিনোদনের জন্য আমরা একটু উৎসবের আয়োজন করেছিলাম। সবাই আনন্দে মেতে ছিল। সেই ফাঁকে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেছে।

সুলতান আইউবি তাঁর সালার ও উপদেষ্টাদের পরিস্থিতি অবহিত করলেন। সবাই পরামর্শ দিলেন, প্রচণ্ড শীত পড়ছে, বর্ষাও শুরু হয়ে গেছে। এ-মওসুমে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া অবিরাম যুদ্ধে সৈনিকরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এ-অবস্থায় তাদের দ্বারা যুদ্ধ করানো অবিচার হবে। পরিণামে পরাজয় আসতে পারে। তারা নৌবহরের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে সুলতান আইউবিকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, এত দীর্ঘ সময় সৈনিকদের বাড়ি-ঘর থেকে দূরে রাখার প্রতিক্রিয়া এমনই হয়। এমন যেন না হয় যে, বাইতুল মুকাদ্দাসের মহান বিজয় আমাদের জন্য নতুন কোনো দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সুলতান আইউবি একনায়ক শাসক নন। তিনি নায়েব-উপদেষ্টাদের পরামর্শ গ্রহণ করে নিলেন এবং আদেশ জারি করলেন, বিজিত অঞ্চলগুলো থেকে যে অস্থায়ী বাহিনী গঠন করা হয়েছিল, সেগুলো ভেঙে দেওয়া হোক এবং কিছু অর্থ দিয়ে তাদের বাড়ি-ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। তিনি তাঁর নিয়মিত সৈন্যদের একটি অংশকেও অল্প কদিনের ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন এবং নিজে ১১৮৮ সালের ২০ জানুয়ারি আক্রার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

সুলতান আইউবি মার্চ পর্যন্ত আক্রায় অবস্থান করলেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ক্রুসেড যুদ্ধ তুঙ্গে উঠে গিয়েছিল। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির বাইতুল মুকাদ্দাসজয় সমগ্র ইউরোপকে প্রচণ্ড একটা ভূকম্পনের মতো কাঁপিয়ে তুলল। সুলতান আইউবি জীবনের মিশন বাস্তবায়িত করে ফেলেছেন। বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার ছিল তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য। তবে বাইতুল মুকাদ্দাসকে ক্রুসেডারদের দখল থেকে মুক্ত করাই যথেষ্ট ছিল না। এই পবিত্র নগরীটির প্রতিরক্ষা সুদৃঢ় করাও আবশ্যক ছিল। তার জন্য নগরীর চারদিকে শক্ত প্রাচীর নির্মাণের পাশাপাশি দূর-দূরান্ত পর্যন্ত আশপাশের অঞ্চল এবং উপকূলীয় এলাকাগুলোও দখলে আনা জরুরি। ইতিমধ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল তিনি দখল করেও ফেলেছেন। অবশিষ্টগুলোর উপর তাঁর বাহিনী একের-পর-এক আক্রমণ করছে আর দখল করে নিচ্ছে।

বিজিত অঞ্চলগুলো থেকে খ্রিস্টান নাগরিকরা পালিয়ে যাচ্ছে। যেসব অঞ্চলের উপর খ্রিস্টানদের দখল ছিল, সেখানে তারা মুসলমানদের বেঁচে থাকাকে হারাম করে রেখেছিল। মুসলমানদের গণহত্যা ছিল তাদের নিত্যদিনকার কর্মসূচি এবং ধর্মীয় কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। তার বিপরীতে সুলতান আইউবি যখন যে-অঞ্চল জয় করতেন, সেখানকার খ্রিস্টান অধিবাসীদের নিজ বাহিনীর নিরাপত্তায় বের করে দিতেন, যাতে বিক্ষুব্ধ মুসলমানরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে। এখন ফিলিস্তিনেও তিনি একই নীতি অবলম্বন করলেন। একজন খ্রিস্টান নাগরিকও যাতে নিগ্রহের শিকার না হয়, সুলতান আইউবি তার নিশ্চয়তা বিধান করলেন।

হেডকোয়ার্টার থেকে যতই দূরে থাকুন-না কেন, সুলতান আইউবি তাঁর প্রতিটি ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখছেন এবং তাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছেন। নিয়ন্ত্রণের বাইরে কাউকে কিছুই করতে দিচ্ছেন না। গেরিলা বাহিনী শকুন ও সিংহের মতো পাহাড়-পর্বত ও বন-বিয়াবানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানেই খ্রিস্টান বাহিনীর কোনো ইউনিট কিংবা রসদের বহর চোখে পড়ছে, অমনি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কমান্ডো আক্রমণ করছে, হতাহত করছে ও বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তাদের ঘোড়া, অস্ত্র, রসদ ও সরঞ্জামাদি তুলে আনছে।

এই গেরিলারা যেসব কমান্ডো-অভিযান চালিয়েছে, ইসলামের ইতিহাসে সে এক বিস্ময়কর, ঈমানদীপ্ত ও অস্বাভাবিক বীরত্বের কাহিনী। তার প্রতিটি কাহিনী লিখতে গেলে এই সিরিজ শেষ হবে না। তারা ছিল ফিলিস্তিনের মাটির প্রহরী।

www.pathagar.com

তারা একজন-একজন, দুজন-দুজন ও চারজন-চারজনের দলে বিভক্ত হয়ে শত-শতজনের শত্রুসেনাদল ও ক্যাম্পের উপর আক্রমণ চালিয়ে রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যেত কিংবা নিজেদেরই রক্তে ডুবে যেত। তারা নিজেদের লাগানো আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হতো। শহীদ হওয়ার পর তাদের কপালে কাফন জোটেনি। কেউ তাদের জানাযা পড়েনি। কাউকে সসম্মানে কবরস্থ করা হয়নি।

তারা শত্রুর উপর গজবরূপে আবির্ভূত হতো। বাইতুল মুকাদ্দাসজয়ের পর তাদেরই উপর নির্ভর করে সুলতান আইউবি সমগ্র ফিলিস্তিনে সিংহের মতো হুঙ্কার দিয়ে চলছিলেন। সুলতান আইউবির এই গেরিলা ও কমান্ডো বাহিনীগুলো সম্পর্কে প্রখ্যাত ইউরোপীয় ঐতিহাসিক লেনপোল লিখেছেন–

'ওই বিধর্মীরা (মুসলমানরা) আমাদের নাইটদের মতো ভারী বর্ম পরিধান করত না। অথচ তারা আমাদের বর্মপরিহিত নাইটদের নাকানি-চুবানি খাইয়ে দিত। তাদের উপর আক্রমণ হলে তারা পালাত না। তাদের ঘোড়াগুলো সমগ্র পৃথিবীতে সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়া বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তারা যখন দেখত, খ্রিস্টানরা তাদের পিছন থেকে সরে গেছে, তখন তারা পুনরায় ফিরে আসত। তারা ছিল সেই ক্লান্তিহীন মাছির মতো, যাদের উড়িয়ে দিলে মুহূর্তের জন্য উড়াল দিয়ে আবার ফিরে এসে গায়ে বসে। সারাক্ষণ দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখলে সরে থাকে। কিন্তু যখনই এই প্রচেষ্টা বন্ধ করে দেওয়া হয়, অমনি কমান্ডো হামলা করে বসে। তারা পার্বত্যাঞ্চলের ঝড়-বৃষ্টির মতো ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে খ্রিস্টান বাহিনীর বিন্যাস চুরমার করে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেত। তারা আমাদের নাইটদের পায়ে-পায়ে অস্থির ও বাহিনীর অগ্রযাত্রাকে শ্লথ করে রাখত।'

◆◆◆

আধুনিক বিশ্বে যে ভূখণ্ডকে 'ইসরাইল' বলা হয়, এটিই সেই পবিত্র ভূমি, যাকে ক্রুসেডারদের দখল থেকে মুক্ত করার জন্য সুলতান আইউবির আমলে আল্লাহর এক-একজন সৈনিক সেখানে নিজদেহের রক্তের নজরানা দিয়েছিল। সুলতান আইউবি কয়েকটা বসতি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। মাঝে-মধ্যে মনে হতো তাঁর হৃদয়ে একবিন্দু মমতা নেই। কিন্তু তিনি মমতার এমন এক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যে, খ্রিস্টান ঐতিহাসিকরাও তার প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর কাছে অনুকম্পা ভিক্ষা চাইতে খ্রিস্টানদের এক রানিও এসেছিলেন। এসেছিল এক অসহায় গরিব খ্রিস্টান নারীও।

সেই খ্রিস্টান রানির নাম সাবিলা। মহিলা প্রখ্যাত খ্রিস্টান সম্রাট রেমন্ডের স্ত্রী। হিত্তিন যুদ্ধের সময় তিনি তাবরিয়ার দুর্গের রানি ছিলেন। রেমন্ড হিত্তিনের যুদ্ধ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পরাজিত হয়ে তার স্ত্রী সাবিলা তাবরিয়ার দুর্গ সুলতান আইউবির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সুলতান আইউবি তাকে বন্দি করেননি। সেই যুদ্ধে বাইতুল মুকাদ্দাসের সম্রাট গাই অফ লুজিনান সুলতান আইউবির হাতে বন্দি হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

বাইতুল মুকাদ্দাস জয়ের পর। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি আক্রায় ক্যাম্প তৈরি করে অবস্থান করছেন। তাঁর কাছে সংবাদ এল, রানি সাবিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। সুলতান বারণ করেননি; বরং এগিয়ে গিয়ে রানিকে স্বাগত জানালেন।

'সালাহুদ্দীন!' – রানি সাবিলা বললেন – 'আপনি কি জানেন, কত হাজার নাকি কত লাখ খ্রিস্টান উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছে? তাদের উপর এই অবিচার আপনার নির্দেশে হয়েছে।'

'আর আপনারা যে-নিরপরাধ মুসলমানদের গণহত্যা করেছেন এবং করে যাচ্ছেন, সেটা কার আদেশে হয়েছে?' – সুলতান আইউবি তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন – 'আমি যদি রক্তের বদলা রক্ত দ্বারা গ্রহণ করি, তা হলে একজন খ্রিস্টানও জীবনে রক্ষা পাবে না। তা আপনি কেন এসেছেন? আমার কাছে এই অভিযোগ দায়ের করতে?'

'না' – রানি সাবিলা উত্তর দিলেন – 'আমি একটি আবেদন নিয়ে এসেছি। গাই অফ লুজিনান আপনার হাতে বন্দি আছেন। আমি তাঁকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি।'

'আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব না, আপনি তাকে কেন ছাড়াতে চাচ্ছেন' – সুলতান আইউবি বললেন – 'তবে জানতে চাই, তাকে কোন শর্তে মুক্তি দেব?'

'আপনার পুত্র কিংবা ভাই যদি শত্রুর হাতে বন্দি হয়, তা হলে কি আপনি তাদের মুক্ত করার চেষ্টা করবেন না?' উত্তর না দিয়ে রানি সাবিলা পালটা প্রশ্ন ছুড়লেন।

'আপনাদের কাছে আমার যত কমান্ডার ও সৈনিক বন্দি আছে, তারা সবাই আমার পুত্র, সবাই আমার ভাই' – সুলতান আইউবি বললেন – 'কিন্তু যদি স্বয়ং আমিও বন্দি হয়ে যাই, তবু আপনার কাছে আমি মুক্তিভিক্ষা চাইব না। আমার কোনো পুত্র কিংবা ভাই আমাকে ছাড়িয়ে আনার জন্য আপনার নিকট যাবে না।'

'সালাহুদ্দীন!' – রানি সাবিলা বললেন– 'আপনি রাজা। আপনি নিশ্চয় বোঝেন একজন রাজার কারাগারে পড়ে থাকা তাঁর জন্য কত বড় অপমান। তিনি তো জেরুজালেম ও আশপাশের দূর-দূরান্ত অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন।'

'জেরুজালেম নয়– বায়তুল মুকাদ্দাস' – সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি বললেন – 'তোমাদের গাই এই পবিত্র ভূখণ্ডটির লুটেরা ছিলেন। আমরা কোনো লুটেরাকে সম্রাট বলি না। যদি বলতেন, তিনি ইসলামের মূলোৎপাটন করে এখানে ক্রুশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছিলেন, তা হলে আমি আপনাকেও শ্রদ্ধা করতাম এবং তাকেও। আমি সেই লোকদের মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করি, যারা আপন ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। হোক তার ধর্ম ভিত্তিহীন বা মিথ্যা বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি না নিজেকে রাজা মনে করি, না কারও রাজত্ব স্বীকার করি। রাজত্ব শুধুই আল্লাহর। আমরা তাঁর রাজত্বের প্রহরী মাত্র। আমরা আল্লাহর সৈনিক।'

www.pathagar.com

'আমরাও খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছি।' রানি সাবিলা বললেন।

'আমি যে-খোদায় বিশ্বাসী, আপনিও যদি সেই একই খোদায় বিশ্বাসী হতেন, তা হলে রাজার নয় – রাজার সাধারণ সৈনিকদের মুক্তির আবেদন নিয়ে আসতেন' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আপনার অস্বীকার না-করা উচিত যে, এই ভূখণ্ড আমাদের – আপনাদের নয়। খ্রিস্টানরা এখানে শান্তিপ্রিয় নাগরিকের মতো থাকতে পারে – রাজা হয়ে নয়। আপনি আপনার খ্রিস্টান বন্ধুদের বলে দিন, তারা মানুষহত্যা ও লুটপাট থেকে ফিরে আসুক এবং এখান থেকে বেরিয়ে যাক। আপনাদের প্রতিটা অস্ত্রই ব্যর্থ হয়েছে। আপনারা নিজেদের নিষ্পাপ মেয়েগুলোকে পাপের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং তাদের সম্ভ্রম বিকিয়ে দিয়েছেন। আপনারা আমাদের ধর্মনেতাদের ছদ্মবেশে নাশকতাকারী সন্ত্রাসী পাঠিয়ে আমার জাতির বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন। আপনারা হিরা-মাণিক্য আর মদ-নারী দ্বারা আমার জাতির মাঝে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ বপন করেছেন এবং গৃহযুদ্ধ করিয়েছেন। আপনারা হাশিশিদের দ্বারা আমাকে হত্যা করাবার একাধিক চেষ্টা চালিয়েছেন। হ্যাঁ, ক্রুশের রানি! একটা কাজে আপনারা সফল হয়েছেন যে, আপনারা ইসলামি সাম্রাজ্যকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দিয়েছেন এবং মুসলমানদের দ্বারা মুসলমানের রক্ত ঝরিয়েছেন।'

'আমার প্রিয় সুলতান!' – রানি সাবিলা বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার মানসে বললেন – 'আমি এত দীর্ঘ ও জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি। আমি একটি আবেদন নিয়ে এসেছি। আপনি গাই অফ লুজিনানকে মুক্তি দিন।'

'আমি জানি, এরপর আপনি আর আমার কাছে আসবেন না' – সুলতান আইউবি বললেন – 'কেবল আমার এই তাঁবুতেই নয় – এরপর আপনাকে কোনোদিন এই ভূখণ্ডের কোথাও দেখা যাবে না। আমি আপনাকে আলোচনার পাকে জড়িয়ে রাখতে চাই না। আপনাকে আমি একটি বার্তা দিচ্ছি। এই বার্তাটি আপনি আপনার ক্রুশের সকল পুজারির কানে পৌঁছিয়ে দেবেন।

'কোথায় আপনাদের সেই বড় ক্রুশ, যার উপর হাত রেখে আপনারা শপথ নিয়েছিলেন যে, আরব ভূমিকে পদানত করবেন, মসজিদে আকসা ও খানায়ে কা'বাকে নিশ্চিহ্ন করে নিজেদের উপাসনালয় বানাবেন? সেই ক্রুশ আমার কব্জায়। আর আপনাদের সেই প্রত্যয় এখন আমার অনুগ্রহ-অনুকম্পার প্রত্যাশী। যে-ভূখণ্ডটিকে আপনারা "জেরুজালেম" বলেন, সেটি এখন "বাইতুল মুকাদ্দাস" এবং চিরদিন "বাইতুল মুকাদ্দাস"ই থাকবে।'

'আপনার বাহিনী উন্নত এবং সংখ্যায়ও বেশি' – রানি সাবিলা বললেন – 'আমাদের বাহিনীর নেতৃত্ব ত্রুটিপূর্ণ।'

'বাস্তবকে লুকোবার চেষ্টা করবেন না রানি!' – সুলতান আইউবি বললেন – 'নিজেকে ধোঁকা দেবেন না। আত্মপ্রতারণা পরাজয়ের লক্ষণ। আমার সেনাসংখ্যা কোনোদিন খ্রিস্টান বাহিনীর চেয়ে বেশি ছিল না, উন্নতও নয়।

www.pathagar.com

আমার ফৌজের গায়ে কখনও বর্ম ওঠেনি। আপনাদের সালারদের তাঁবুতে যেরূপ রূপসী নারীরা শোভা পায়, আমার সালাররা সেরূপ নারী কখনও পায়নি। আমার সৈন্যদের অস্ত্র আপনাদের চেয়ে উন্নত নয়। তবে আমি আপনাকে আমাদের গোপন কথাটা বলে দিচ্ছি, আমার বাহিনীর কাছে একটি শক্তি আছে, যার থেকে আপনাদের বাহিনী বঞ্চিত। আমরা তাকে ঈমান ও নবীপ্রেম বলি। আপনাদের বিশ্বাস যদি সঠিক হতো, তা হলে খোদা আপনাদের জাতির প্রিয়ভাজন হতেন। কিন্তু আপনারা তো অদ্বিতীয় এক খোদাকে এক পুত্রের জনক বানিয়ে রেখেছেন। আপনারা খোদাকে মানুষের কাতারে নামিয়ে এনেছেন এবং তাঁর রাজত্বের কাছে নতি স্বীকারের পরিবর্তে নিজেদেরকে রাজার আসনে বসিয়েছেন।'

'আপনি কি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন?' রানি সাবিলা জিজ্ঞেস করলেন।

'রানি সাবিলা!' – সুলতান আইউবি রানি সাবিলার কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের সুর আঁচ করে বললেন – 'আমার আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, আমি তাদের বিবেক দিয়েছি; কিন্তু তারা চিন্তা করে না। আমি তাদের চোখ দিয়েছি; কিন্তু তারা দেখে না। আমি তাদের কান দিয়েছি; কিন্তু তারা শোনে না।' মহান আল্লাহ আরও বলেছেন, আমি যখন তাদের জন্য শাস্তি অবধারিত করি, তখন তাদের মন-মস্তিষ্কের উপর মোহর এঁটে দেই। আপনি ইসলাম গ্রহণ না করুন। কিন্তু মনে রাখবেন, বিজয় সে-ই লাভ করে, যার অন্তরে ঈমান থাকে। আমার জাতির কর্ণধারদের হৃদয় থেকে যখন আপনারা অর্থ, নারী ও মদের মাধ্যমে ঈমান বের করে দিয়েছিলেন, তখন আমরা আপসে যুদ্ধ ও রক্তারক্তিতে জড়িয়ে পড়েছিলাম। আল্লাহ আমাদের শাস্তি দিয়েছেন। সমগ্র জাতি পাপে লিপ্ত হয় না। পাপ করে কর্ণধাররা। কিন্তু শাস্তি ভোগ করে দেশের প্রতিজন নিরীহ মানুষ। জাতি পাপ করে না – তাদের বিভ্রান্ত করা হয়।

'আমার আসল শক্তি হচ্ছে, আমি যখন পরাজিত হই, তখন তার দায়ভার নিজের মাথায় তুলে নিই। তখন জাতি পরাজয়কে জয়ে পরিণত করতে সচেষ্ট হয়ে যায়। পরাজয়ের দায়ভার যদি একজন অপরজনের উপর চাপাতে চেষ্টা করে, প্রত্যেকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে থাকে, তা হলে এক পরাজয়ের পর আরেক পরাজয় সামনে এসে হাজির হয়। আমি যদি তা-ই করতাম, তা হলে দ্বিধাবিভক্ত সালতানাতে ইসলামিয়া বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ত। মুহতারামা! আমাদের গৃহযুদ্ধের জন্য দায়ী আস-সালিহ ছিল কিংবা সাইফুদ্দীন, আপনি ছিলেন অথবা গোমস্তগিন; কিন্তু আমি আমার সালারদের বলে দিয়েছি, এ-দায়ও আমার। তার মোকাবেলায় আমি প্রতিটি অস্ত্র ব্যবহার করেছি এবং আল্লাহর সৈনিকগণ রক্তের বিনিময়ে খণ্ডিত সাম্রাজ্যকে এক সুতোয় গেঁথে নিয়েছে। রক্তের আঁঠায় জোড়া-লাগানো খণ্ড পরে কোনোদিন আলগা হয় না রানি সাবিলা! আপনি স্মরণ করুন, আপনাদের বাহিনী মদীনা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। অথচ

www.pathagar.com

আজ আপনি আমার কাছে আপনার একজন সম্রাটের মুক্তিভিক্ষা চাচ্ছেন। এ কোন কাজের ফল? সেই কাজটি হচ্ছে, মহান আল্লাহ আমার উপর যে-দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, আমি জীবনের বাজি লাগিয়ে সেই কর্তব্য পালন করেছি। আল্লাহ আমাকে তার পুরস্কার দিয়েছেন।'

রানি সাবিলা মনোযোগসহকারে সুলতান আইউবির বক্তব্য শুনছিলেন। কিন্তু যৌবনদীপ্ত চিত্তাকর্ষক রূপসী নারী সাবিলার রাঙা ঠোঁটে অবজ্ঞার মুচকি হাসি, যে হাসির মর্ম সুলতান আইউবি ভালোই বোঝেন।

'আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি না' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আপনার মুখের হাসি বলছে, এই তাঁবু থেকে বের হয়েই আপনি আমার কথাগুলো মাথা থেকে এমনভাবে ছুড়ে ফেলবেন, যেভাবে হিত্তিন ও বাইতুল মুকাদ্দাসে আপনাদের বাহিনী অস্ত্রত্যাগ করেছিল। কথাগুলো আমি আপনাকে এজন্য বলছি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ আছে, যাদের চোখে আবরণ পড়ে গেছে, তাদের আবরণ খুলে দাও এবং তাদের হক ও বাতিলের পার্থক্য বুঝিয়ে দাও। ভেবে দেখুন সম্মানিতা রানি! আপনার স্বামী আমাকে হত্যা করার লক্ষ্যে চারবার সংহারী আক্রমণ করিয়েছিল। একবার আমি গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে ছিলাম। সেই অবস্থায় তারা আমার উপর হামলা চালিয়েছিল। কিন্তু হলো কী? তারা নিজেরাই খুন হলো। একবার আমি একাকি তাদের ঘেরাওয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি রক্ষা পেয়ে গেলাম আর তারা মারা গেল। আপনার সেই স্বামী নিজেই শেষ পর্যন্ত সেই ফেদায়িদের হাতে খুন হলো! কেউ তাকে রক্ষা করতে পারল না। বিষয়টা একবার ভেবে দেখুন দেখি।

'মন দিয়ে শুনুন রানি! হিত্তিনের রণাঙ্গন থেকে আপনার স্বামী যুদ্ধ না করে পালিয়ে গিয়েছিল। আপনিও বিনাযুদ্ধে তাবরিয়ার দুর্গ আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আপনারা সবাই যে বড় ক্রুশটির উপর হাত রেখে যুদ্ধ করার ও জীবন দেওয়ার শপথ করেছিলেন, সেটি সেই রণাঙ্গনেই আপনাদের সেই পাদরির রক্তে ডুবে গিয়েছিল, যাকে আপনারা ক্রুশের প্রধান মোহাফেজ বলে থাকেন। সেই ক্রুশ এখন আমার দখলে। আর আপনি আমার কাছে গাই অফ লুজিনানের মুক্তির আবেদন নিয়ে এসেছেন।'

'আপনি এ-বিষয়গুলো আমাকে কেন স্মরণ করাচ্ছেন?' রানি সাবিলা ঝাঁজালো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

'যাতে আপনি মহান আল্লাহর এই ইঙ্গিতগুলো বুঝতে পারেন' – সুলতান আইউবি উত্তর দিলেন – 'আপনার চোখের উপর রাজত্বের পট্টি বাঁধা আছে। রাজত্ব ও ক্ষমতা আপনার জন্য বিরাট এক গৌরবের বিষয়। তা ছাড়া আশা করি, আপনি এই সত্যটিও অস্বীকার করবেন না, একজন রূপসী নারী হওয়ার জন্য আপনি গর্বিতা। আমি একথা বলে আপনাকে খুশি করতে পারি যে, বাস্তবিকই আপনি সুন্দরী। তবে একথা বলে আপনাকে নিরাশও করব যে, আপনার রূপে প্রভাবিত হয়ে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নেব না। আপনার এই

www.pathagar.com

স্বল্পবসনা রূপবতী দেহখানা আমাকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করার ক্ষমতা রাখে না।'

রানি সাবিলা একজন সাধারণ মহিলার মতো হি-হি করে হেসে উঠে বললেন– 'আমাকে বলা হয়েছিল আপনি পাথর।'

সুলতান আইউবি মুচকি হেসে বললেন– 'আপনার জন্য আমি অবশ্যই পাথর। কিন্তু আসলে আমি এমন এক মোম, যা ঈমানের উত্তাপে গলে যায় আর মমতার জযবাও তাকে গলিয়ে দেয়। দৈহিক সুখভোগ ও বিলাসিতা মানুষকে অকর্মা করে তোলে। এমন ব্যক্তি না নিজের কোনো কাজে আসে, না জাতির। খোদার দরবারেও তার কোনো স্থান থাকে না।'

'আমি আপনার হৃদয়ে মমতার ঝড় সৃষ্টি করতেই এসেছিলাম' – রানি সাবিলা বললেন – 'আপনি গাইকে মুক্তি দিন। আমি শুনেছি, সাচ্চা মুসলমানের ঘরে যদি দুশমন ঢুকে পড়ে, তা হলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।'

এবার রানি সাবিলা বিনয়ের সুরেই কথা বলতে শুরু করলেন। সুলতান আইউবি বললেন, আমি গাইকে একটা শর্তে মুক্তি দিতে পারি। সে আমাকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেবে, জীবনে কখনও আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না।

রানি সাবিলা বললেন, লিখিত শপথনামা দেওয়া হবে। একথাও লেখা হবে, যদি তিনি এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন এবং পরে কখনও গ্রেফতার হন, তাহলে আপনি তাকে হত্যা করে ফেলবেন।

সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেল। রানি সাবিলা চলে গেলেন।

সুলতান আইউবি সেদিনই গাই অফ লুজিনানের মুক্তির আদেশনামা জারি করে দামেশ্‌কে দূত পাঠিয়ে দিলেন। তিন-চারদিন পর গাইকে নিয়ে আসা হলো। সুলতান বললেন, চুক্তিনামাটি তাকে তার ভাষায় পড়ে শোনাও। সে যদি প্রয়োজন মনে করে, তা হলে তার ভাষায়ও লিখে স্বাক্ষর নিয়ে নাও।

'আর তাকে বলে দাও, আমি তার সঙ্গে কোনো কথা বলব না' – সুলতান আইউবি বললেন – 'তাকে বলে দাও, আমি জানি, সে এই চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং সুযোগ পেলেই আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে। তাকে আরও বলে দাও, রানি সাবিলার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আমি তাকে মুক্তি দিইনি। আমি তাকে জানাতে চাই, আমি তার মতো অপরাধীকেও ক্ষমা করতে জানি। আমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছি। কারও নিকট থেকে আমি ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতে চাই না। আর সে যেখানে যেতে চায়, নিরাপত্তা-পাহারায় পৌঁছিয়ে দাও।'

গাই অফ লুজিনান – যিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক ছিলেন এবং হিত্তিন যুদ্ধে যুদ্ধবন্দি হয়েছিলেন – মুচলেকায় স্বাক্ষর করে সুলতান আইউবির সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। সুলতান তার প্রতি হাত বাড়িয়ে দিলেন। গাই আগ্রহের সঙ্গে সুলতানের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন– 'আইউবি, তুমি মহান'।

গাই অফ লুজিনান মুক্তি লাভ করে সুলতান আইউবির তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

♦♦♦

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ গাই অফ লুজিনানের মুক্তির ঘটনা উল্লেখ করে একে রানি সাবিলার কৃতিত্ব বলে বর্ণনা করেছেন। তারা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি রানি সাবিলার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং গাইকে নিজের মতো একজন রাজা জ্ঞান করে মুক্তি দিয়েছিলেন। তারা এ-ও বোঝাবার কসরত করেছেন যে, সাধারণ ও গরিব লোকদের প্রতি সুলতান আইউবির কোনো সমবেদনা ছিল না। কিন্তু তাদের এই মূল্যায়ন সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় এক গরিব খ্রিস্টান মহিলারও এ-জাতীয় একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন।

গাই অফ লুজিনানের মুক্তির পর যখন খ্রিস্টানরা উপকূলীয় নগরী আক্রা অবরোধ করে রেখেছিলেন, সেই সময়কার ঘটনা। খ্রিস্টান বাহিনীর ক্যাম্পের সঙ্গেই সেই খ্রিস্টান নাগরিকদের আশ্রয়-শিবির ছিল, যারা বাইতুল মুকাদ্দাস ও অন্যান্য স্থান হতে বেরিয়ে এখানে এসে সমবেত হয়েছিল। অবরোধের বয়স দু-বছর হয়ে গেছে। একদিকে সুলতান আইউবির গেরিলা সৈনিকরা অবরোধকারী খ্রিস্টান সৈনিকদের কোনো-না-কোনো অংশের উপর গেরিলা আক্রমণ চালাচ্ছে, অপরদিকে উক্ত অঞ্চলের অসামরিক মুসলমানরাও তাদের নানাভাবে বিরক্ত ও অস্থির করে চলেছে। আবার খ্রিস্টান নাগরিকরাও তাদের সৈন্যদের অনেক সাহায্য করছে।

অসামরিক মুসলমানরা উক্ত অসামরিক খ্রিস্টানদেরও উত্যক্ত ও পেরেশান করতে থাকল। তারা রাতে তাদের ক্যাম্পে ঢুকে যেত এবং তাদের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে আসত। কখনও-কখনও এক-দুজন খ্রিস্টানকেও তুলে নিয়ে আসত এবং তাদের যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে ঢুকিয়ে দিত। সাধারণ খ্রিস্টানরা নিজবাহিনীর কাছে অভিযোগ জানাতে থাকল যে, মুসলমান চোর-ডাকাতরা রাতে তাদের মালপত্র চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। বাহিনী পাহারার ব্যবস্থা করল। তথাপি এই চুরি ও অপহরণের ধারা অব্যাহত থাকল।

একরাতে একব্যক্তি খ্রিস্টানদের ক্যাম্প থেকে তিন মাস বয়সের একটা শিশুকন্যাকে তুলে নিয়ে এল। মায়ের একমাত্র কন্যা এবং দুগ্ধপোষ্য শিশু। মহিলা হাউমাউ শুরু করে দিল। পাগলপারা মা খ্রিস্টান সেনাপতির কাছে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করল। সেনাপতি তাকে পরামর্শ দিল, সুলতান আইউবির ক্যাম্প কাছেই আছে; তুমি গিয়ে বিষয়টা তাঁকে জানাও।

সকলের দৃঢ় বিশ্বাস, শিশুটাকে কোনো মুসলমানই তুলে নিয়ে গেছে।

মহিলা জিজ্ঞেস করে-করে সুলতান আইউবির ক্যাম্পে এসে হাজির হলো। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন, আমি তখন সুলতান আইউবির পাশে দাঁড়ানো ছিলাম এবং সুলতান কোথাও যাওয়ার জন্য ঘোড়ায় চড়ে বসেছেন। একব্যক্তি সংবাদ নিয়ে এল, এক গরিব খ্রিস্টান মহিলা কাঁদতে-কাঁদতে এসেছে; সে সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছে। সুলতান আইউবি বললেন, তাকে

www.pathagar.com

এক্ষুনি নিয়ে আসো; নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষ থেকে তার উপর কোনো বাড়াবাড়ি হয়ে থাকবে।

মহিলা সুলতান আইউবির সামনে এসে ঘোড়ার সন্নিকটে ধপাস করে বসে পড়ল এবং মাটিতে মাথা ঠুকে-ঠুকে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। সুলতান বললেন, উঠে বলো তোমার উপর কে জুলুম করেছে?

'আমাদের বাহিনীর সেনাপতি বললেন, তুমি সুলতান আইউবির নিকট চলে যাও; তিনি খুব দয়ালু মানুষ; তিনি তোমার ফরিয়াদ শুনবেন' – মহিলা বলল – 'আপনার লোকেরা আমার একমাত্র দুগ্ধপোষ্য শিশু কন্যাটাকে তুলে এনেছে।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন, মহিলার ফরিয়াদ-ক্রন্দনে সুলতান আইউবির চোখে অশ্রু নেমে এল। শিশুটা অপহৃত হয়েছে সাতদিন হয়ে গেছে। সুলতান আইউবি ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এলেন। তিনি আদেশ করলেন, এক্ষুনি খুঁজে বের করো, শিশুটা কে এনেছে। তিনি মহিলাকে খানা খাওয়াতে বললেন এবং নিজের সফর মুলতবি করে দিলেন।

যেসব সাধারণ মুসলমান খ্রিস্টানক্যাম্প থেকে মালপত্র নিয়ে আসত, তারা বাহিনীর সঙ্গেই থাকত। তাদের যে-লোকটা শিশুটাকে তুলে এনেছে, সে ক্যাম্পেই অবস্থান করছে। সংবাদ শুনে সে সুলতান আইউবির নিকট ছুটে গিয়ে বলল, মহামান্য সুলতান! শিশুটাকে আমি এনেছি এবং বিক্রি করে ফেলেছি। সুলতান আইউবি আদেশ করলেন, যাও; মূল্য ফেরত দিয়ে ওকে নিয়ে আসো।

সুলতান আইউবি অপহৃত শিশুটার এসে না-পৌঁছা পর্যন্ত তাঁবুতে বসে থাকলেন। শিশুটা বেশি দূরে যায়নি। ফলে পেতে তেমন সময় লাগেনি। তার মূল্য ফেরত দেওয়া হয়েছে। সুলতান নিজহাতে শিশুটাকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলেন। মহিলা সঙ্গে-সঙ্গে কলিজার টুকরাটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে এমন আবেগের সঙ্গে আদর করল যে, (শাদ্দাদের ভাষায়) আমাদের সকলের চোখ অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে এল। সুলতান আইউবি মহিলাকে একটা ঘোড়ায় চড়িয়ে বিদায় করে দিলেন।

বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর মুসলমানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং ফিলিস্তিনের প্রতি ইঞ্চি মাটি থেকে খ্রিস্টানরা উৎখাত হয়ে গেছে। খ্রিস্টানজগতে কম্পন ও হতাশা নেমে এসেছে। সে-যুগে সামরিক দিক থেকে তিনটি রাষ্ট্রকে শক্তিশালী জ্ঞান করা হতো – ফ্রান্স, জার্মানি ও ইংল্যান্ড। তাদের পোপ স্বয়ং প্রতিটি দেশের সম্রাটদের কাছে গিয়ে-গিয়ে তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন। যুদ্ধে উদ্বুদ্ধকরণে তার বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ–

'তোমরা যদি সালাহুদ্দীন আইউবির বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়াও, তা হলে সমগ্র ইউরোপ থেকে ক্রুশ উৎখাত হয়ে যাবে এবং সর্বত্র ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবে। এই যুদ্ধ সালাহুদ্দীন আইউবির ব্যক্তিগত লড়াই নয়। এ-যুদ্ধ খ্রিস্টবাদ ও ইসলামের যুদ্ধ। আমাদের বড় ক্রুশ মুসলমানদের দখলে। জেরুজালেমে মুসলমানদের পতাকা উড়ছে। হাজার-হাজার খ্রিস্টান নারী মুসলমানদের কব্জায়

www.pathagar.com

চলে গেছে। তাদের মুসলিম সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হচ্ছে। তোমরা কি ঘরে বসে ইসলামের ক্রমবর্ধমান এই ঝড়কে প্রতিহত করতে পারবে? তোমরা কী করে সহ্য করছ, যে-ক্রুশের উপর হযরত ঈসাকে শূলিবিদ্ধ করা হয়েছিল, সেটি মুসলমানদের হাতে চলে যাবে?'

এ-জাতীয় উত্তেজনাকর সত্য-মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে পোপ বড় বড় খ্রিস্টান কমান্ডারদের উত্তেজিত করে তুললেন। জার্মানির সম্রাট ফ্রেডারিক দুলাখ সৈন্য নিয়ে সকলের আগে চলে এলেন। তিনি কারও সঙ্গে জোট বাঁধবার প্রয়োজন মনে করেননি। সম্পূর্ণ নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে এসেছেন তিনি। সে অনুযায়ী তিনি দামেশ্‌কের উপর আক্রমণ চালালেন। তার জন্য দুর্ভাগ্য ছিল যে, তিনি সুলতান আইউবির রণকৌশল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। দুলাখ সৈন্যের উপর ভরসা করে তিনি আরব ভূখণ্ড দখল করতে এসেছিলেন। তার দামেশ্‌ক আক্রমণকে দ্বিতীয় ক্রুসেড যুদ্ধ বলা হয়। কিন্তু ফ্রেডারিক এই দুলাখ সৈন্য দ্বারা দামেশ্‌কের একটা ইটও খসাতে সক্ষম হননি। মুসলমান গেরিলারা তার রসদের উপর এমন দুঃসাহসী কমান্ডো-আক্রমণ চালাল যে, তারা তার হাজার-হাজার ঘোড়া ও ঘোড়াগাড়ি ছিনিয়ে এনে তার বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে তুলল।

ফ্রেডারিক শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলেন। তার রসদের অভাব দেখা দিল। বিপুলসংখ্যক সৈন্য প্রাণ হারাল। তিনি পিছনে সরে গিয়ে নতুন উদ্যমে দামেশ্‌ক-আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করলেন। কিন্তু মুসলিম গেরিলারা তার বাহিনীকে স্থির হয়ে বসতে দেয়নি। তারা তাদের পানির উৎসগুলোও দখল করে নিল। ঘটনাটা ১১৯১ সালের ২০ জানুয়ারি মোতাবেক ৫৮৬ হিজরির ২২ যিলহজের। শোকাহত হয়ে জার্মানিরা তাদের ক্যাম্পে স্থানে-স্থানে কাঠ সঞ্চয় করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। এদিকে মুসলিম সৈন্যরা নিজক্যাম্পে আনন্দে মেতে উঠল।

ফ্রেডারিকের এক পুত্র জার্মানি বাহিনীর কমান্ড হাতে তুলে নিল। তার জানা ছিল, ফ্রান্সের সম্রাট ফিলিপ অগাস্টাস ও ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ডও আসছেন। তারা রণতরী নিয়ে আসছেন। ফ্রেডারিকের পুত্র বাহিনীকে ফিলিস্তিনের উপকূলীয় নগরী আক্রার দিকে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিল। সুলতান আইউবি তার সালারদের পূর্বেই নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিলেন। সে মোতাবেক তারা খ্রিস্টান বাহিনীর উপর আক্রমণ না করে তাদের চলে যেতে দিল। সালারদের জানা ছিল, পথে তাদের কমান্ডোবাহিনী উপস্থিত রয়েছে। তাদের কৌশল ছিল, তারা শত্রুবাহিনীর একেবারে পিছন অংশের উপর আক্রমণ করে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। তারা সংখ্যায় অনেক ছিল। রাতে জার্মানরা প্যারেড করার সময় তারা ছোট মিনজানিকের সাহায্যে তরল দাহ্যপদার্থভরা পাতিল এবং পরক্ষণেই জ্বলন্ত সলিতাওয়ালা তির ছুড়ছিল। তাতে ক্যাম্পে আগুন ধরে যেত।

জার্মান বাহিনী যখন আক্রা পৌঁছল, তখন তাদের সেনাসংখ্যা কমে বিশ হাজারে নেমে এসেছিল। অথচ এই বাহিনী যখন পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করে,

www.pathagar.com

তখন সংখ্যা ছিল দুলাখ। তাদের কিছু দামেশ্‌ক-আক্রমণের সময় নিহত হয়েছে। কিছু রোগ ও ক্ষুৎ-পিপাসায় মারা গেছে। কিছু দামেশ্‌ক থেকে আক্রা যাওয়ার সময় পথে মুসলিম গেরিলাদের আক্রমণের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। সেই সৈনিকদের সংখ্যাও কম ছিল না, যারা ফৌজ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। শেষমেষ যে বিশ হাজার রক্ষা পেয়েছিল, তারা সম্পূর্ণরূপে মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল। তাদের অন্তর থেকে ক্রুশের শ্রদ্ধা ও নিজেদের শপথ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

ওদিক থেকে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সম্রাটদ্বয় নদীপথে এগিয়ে আসছেন। ইংল্যান্ডের ফৌজ – যারা কাবরাস পর্যন্ত পৌঁছে গেছে – কীরূপ এবং সংখ্যা কত, সুলতান আইউবি গোয়েন্দা-মারফত সময়মতোই জেনে ফেলেছেন। তারা ষাট হাজার। ফ্রান্সের বাহিনীর সংখ্যাও প্রায় অনুরূপ। আছে বিশ হাজার জার্মান ফৌজ। খ্রিস্টানদের আরও কিছু সৈন্য পূর্ব থেকেই পবিত্র ভূমিতে রয়েছে।

সুলতান আইউবি গোয়েন্দা-মারফত সংবাদ পেলেন, যে-সম্রাট গাই অফ লুজিনান ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না-করার মুচলেকা দিয়ে তাঁর বন্দিদশা থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন, কাউন্ট অফ কনড্রাডের সঙ্গে যোগ দিয়ে তিনি বাহিনী গঠন করেছেন, যাতে সাতশো নাইট, ন-হাজার ফিরিঙ্গি সৈন্য ও বারো হাজার ওলন্দাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় অফিসার-সৈন্য রয়েছে। এভাবে শুধু তার বাহিনীরই সেনাসংখ্যা প্রায় বাইশ হাজার। আনুমানিক হিসাবে খ্রিস্টান যৌথবাহিনীর সেনাসংখ্যা ৬ লাখে দাঁড়িয়েছে, যারা অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামের দিক থেকে ইসলামি ফৌজ থেকে অনেক উন্নত।

সুলতান আইউবির সঙ্গে দশ হাজার মামলুক ছিল। এটি তার একটি নির্বাচিত বিশেষ বাহিনী, যাদের উপর তার পুরোপুরি আস্থা ছিল। আক্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এটি বন্দর এলাকাও। প্রাকৃতিকভাবেই অঞ্চলটি এমন যে, এটি নৌবাহিনীর বিশাল ও নিরাপদ ক্যাম্পরূপে গড়ে উঠতে পারে। আক্রা নগরীতে সুলতান আইউবির সৈন্যসংখ্যা ছিল দশ হাজার। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে সাহায্য নিতে পারছেন না। কেননা, এটিই সেই ভূখণ্ড, যার জন্য খ্রিস্টানদের এই মহাসমরের আয়োজন-প্রস্তুতি। এর প্রতিরক্ষা এতটুকুও দুর্বল করা সম্ভব নয়। ইংল্যান্ডের নৌবহর অনেক শক্তিশালী ও ভয়ংকর। সুলতান আইউবি ভালোভাবেই জানেন, তাঁর মিসরি নৌবহর ইংল্যান্ডের বহরের মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে না।

সুলতান আইউবির জন্য এ এক বিশাল ও ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ, যা তাকে বরণ করে নিতে হলো। কিন্তু তিনি এই ঝড়ের মোকাবেলা কীভাবে করবেন। তাঁর বাহিনী চারটি বছর অবিরাম যুদ্ধ করছে। গেরিলা ও কমান্ডোসেনারা পাহাড়ে-জঙ্গলে লড়াই করছে আর জীবন বিলাচ্ছে। নিজেও অনুরূপ জীবন অতিবাহিত করছেন। কাজেই বাহ্যিক বিবেচনায় এখন তাঁর এই বাহিনী যুদ্ধের উপযোগী নয়। কত আর পারা যায়। শুধু ঈমানি চেতনার জোরে এই স্বল্প ও ক্লান্ত-

www.pathagar.com

পরিশ্রান্ত বাহিনীটির পক্ষে ৬ লাখ তরতাজা খ্রিস্টান বাহিনীর মোকাবেলা করা কীভাবে সম্ভব?

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন, সুলতান আইউবির অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, তিনি রাতে ঘুমাতেন না। প্রতিটি মুহূর্ত গভীর ভাবনায় ডুবে থাকতেন এবং মাথায় যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে থাকতেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছিল। একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিন দিন বিছানায় পড়ে থেকে চতুর্থ দিন উঠে বসলেন। কিন্তু শরীরে পূর্বের শক্তি আর ফিরে আসেনি। তখন বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। যৌবনে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং এখনও পাহাড়-বন-বিয়াবনে লড়াই করছেন। তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করবেন বলে কসম খেয়েছিলেন। সেই কসম তিনি পূর্ণ করেছেন। তারপর প্রতিজ্ঞা নিলেন, যে-কদিন বেঁচে থাকবেন, বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে ইসলামের পতাকা অপসারিত হতে দেবেন না। এই প্রতিজ্ঞাই তাঁর আরামের ঘুম হারাম করে দিয়েছিল।

◆◆◆

আমেরিকান ইতিহাসবিদ ও সমর বিশেষজ্ঞ এ্যান্থনি ওয়েস্ট, হ্যারল্ড ল্যাম্ব, লেনপোল, গিবন ও আরনল্ড প্রমুখ বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের সূত্রে লিখেছেন– 'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি একদিন মসজিদে আকসায় গিয়ে বসলেন। সারাটা দিন আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে দু'আ করতে থাকলেন, যেন এই নাজুক পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাঁকে তাঁর ইসলামি বাহিনীকে সঠিক ও নির্ভুল নেতৃত্বদানের যোগ্যতা দান করেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেলে তিনি মসজিদ থেকে বের হলেন। তখন তাঁর চেহারায় স্থিরতা ও প্রশান্তি বিরাজ করছিল।'

একথা ঠিক যে, সুলতান আইউবি মসজিদে গিয়ে সিজদাবনত হয়েছিলেন এবং কেঁদে-কেঁদে মহান আল্লাহর দরবারে সাহায্য ও দিঙ্‌নির্দেশনা প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু সে-সময়কার প্রত্যক্ষদর্শী ও কাহিনীকারগণ লিখেছেন, সুলতান দিনে নয় – রাতে মসজিদে আকসায় গিয়েছিলেন। তিনি সারা রাত নামায, দু'আ, দরূদ ও অজিফাপাঠে অতিবাহিত করেন এবং ফজর নামায আদায় করে মসজিদ থেকে বের হন।

সে-রাতে মসজিদে তিনি একা ছিলেন না। মসজিদের বারান্দায় এককোণে একব্যক্তি গায়ে কম্বল জড়িয়ে বসে ছিল। লোকটা কখনও সিজদা করছিল, কখনও হাত তুলে দু'আ করছিল। লোকজন ঈশার নামায আদায় করে মসজিদ থেকে চলে যাওয়ার পর লোকটা মসজিদে এসে বসেছিল। মুখটা তার কম্বলে ঢাকা ছিল।

মুআয্‌যিন যখন ফজরের আযান দিলেন, তখন সে নিজেকে কম্বলে মুড়িয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। একব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করার সময় তাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকে দেখতে থাকল। তারপর

www.pathagar.com

লোকটার পিছনে-পিছনে হাঁটতে শুরু করল। কম্বলওয়ালা ব্যক্তি ঘুরে পিছনপানে একনজর তাকিয়েই দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। তাকে অনুসরণকারী লোকটিও হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। সামনে একস্থানে অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিল। কম্বলওয়ালা তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং কী যেন বলে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। তৃতীয় ব্যক্তি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। অনুসরণকারী লোকটি তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল– 'ও কে?'

'উহ্ তুমি!' – লোকটি বলল – 'তুমি ওকে অনুসরণ করছিলে?'

'আমি তার পা দেখেছি' – অনুসরণকারী লোকটি বলল – 'লোকটা পুরুষ নয় – নারী। তোমার আত্মীয়? তুমি তাকে চেন?'

'এহতেশাম!' – লোকটি বলল – 'আমি জানি, তুমি তোমার কর্তব্য পালন করছ। যে-কারও উপর নজর রাখা তোমার দায়িত্বের অংশ। আমি তোমার থেকে কিছুই গোপন রাখব না। কিন্তু একজন নারীর মসজিদে যাওয়া গুনাহ তো নয়।'

'তা ঠিক' – এহতেশাম বলল – 'আমার সন্দেহটা হচ্ছে, সে নিজেকে কম্বলে মুড়িয়ে রেখেছে কেন? শোনো আল-'আস! রাতে আমরা তিনজন লোক মসজিদের চারদিকে পাহারার জন্য ঘোরাফেরা করতে থাকি। কারণ, সুলতান ভিতরে ছিলেন। তবে তিনি বিষয়টা জানতেন না। তিনি কাউকে কিছু না বলে মসজিদে এসেছিলেন। তিনি জানেন না, তাঁর পোশাকি রক্ষীদের ছাড়াও কেউ তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। এটি হাসান ইবনে আবদুল্লাহর ব্যবস্থাপনা। তুমি নিজেও ফৌজের একজন কমান্ডার। আমাকে তুমি ভালোভাবেই জান। সে-কারণে কথাগুলো এত খোলাখুলি বলছি।'

'বলো এহতেশাম! – আল-'আস বলল – 'বাইতুল মুকাদ্দাসে ও মসজিদে আকসার এত কাছে দাঁড়িয়ে কোনো মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না। আমি তোমাকে বলে দেব মেয়েটা কে। তার আগে তুমি বলো, তার উপর কেন তোমার সন্দেহ জেগেছে।'

'আমি রাতে তাকে বারান্দার কোণে দেখেছি' – এহতেশাম উত্তর দিল – 'সুলতানের নিরাপত্তার খাতিরে তাকে ওখান থেকে তুলে দেওয়া আবশ্যক ছিল। ঈশার সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর লোকটার চলে যাওয়া উচিত ছিল। তখন সুলতান মিম্বরের সামনে ইবাদাত ও অজিফায় নিমগ্ন ছিলেন। এই লোকটা কম্বলে আবৃত ছিল। সুলতানের উপর সংহারী আক্রমণ হতে পারত। কিন্তু মসজিদ থেকে তো কাউকে বের করে দেওয়া যায় না। আমি এ-ও দেখলাম, লোকটা অভিনব এক পন্থায় ইবাদাত করছে। সিজদা করছে, উঠছে আর দু'আর জন্য হাত তুলছে। সে নিয়ম অনুযায়ী নামায পড়েনি। আমি বিষয়টি আমার সঙ্গীদের জানালাম। তারা একজন-একজন করে ভেতরে গিয়ে এমনভাবে দেখেছে যে, সে টের পায়নি কেউ তাকে দেখছে। তারা বেরিয়ে এসে বলল, সন্দেহভাজন – নজর রাখতে হবে; কিন্তু তুলে দেওয়া যাবে না। কারণ, আমি

www.pathagar.com

তার একেবারে পেছনে বসে তার হেঁচকি শুনেছি এবং কিছু শব্দও শুনেছি। সে নিজ পাপের ক্ষমা এবং খ্রিস্টানদের পরাজয়ের দু'আ করছিল।

'আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। এমনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে রাত কেটে গেছে। ফজরের আযানের সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেল। আমরা সারা রাত পালাক্রমে তার উপর নজর রাখি। আযানের পর বেরিয়ে আসবার সময় মসজিদের বাতির আলোতে কম্বলের ফাঁক দিয়ে আমি তার পা দেখেছি, হাতও দেখেছি। সঙ্গে-সঙ্গে সে হাতখানা কম্বলে ঢেকে ফেলল। আমি তাকে অনুসরণ করতে শুরু করি।'

'হ্যাঁ, বন্ধু!' – আল-'আস বলল – 'তুমি ঠিকই দেখেছ। লোকটা পুরুষ নয় – নারী। আর খুবই রূপসী ও যুবতী। আমি তোমাকে আরও বলে দিচ্ছি, মেয়েটা একজন গুনাহগার নারী, যে কিনা বিগত দশ বছর আমাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করেছিল।'

'খ্রিস্টান?'

'খ্রিস্টান ছিল' – আল-'আস উত্তর দিল – 'এখন মুসলমান। আমি তাকে এক মুসলমানের ঘরে রেখেছি। তুমি তাকে দেওয়ানা বলতে পার। দরবেশদের মতো কথা বলে।'

'আর তুমি তার কথায় বিশ্বাস করেছ' – এহতেশাম বলল – 'তুমি রণাঙ্গনের যোদ্ধা। এই নারীদের ছলনা তুমি বুঝবে না।'

'আমার সঙ্গে আসো' – আল-'আস বলল – 'তাকে দেখো, তার সঙ্গে কথা বলো, সন্দেহ দূর করো। এটা তোমারই কাজ। বিষয়টি তুমিই ভালো বুঝবে। এটা সত্য যে, আমি তার কথায় বিশ্বাস করেছি। তার আশ্রয়ের ব্যবস্থাও আমিই করেছি। তুমি আমার সঙ্গে আসো।'

এহতেশাম আল-'আসের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল।

◆◆◆

সেটি এক বুযুর্গের ঘর, যিনি দীর্ঘদিন যাবত বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করছেন। এহতেশাম ও আল-'আস তাঁর দেউড়িতে গিয়ে বসল। বুযুর্গ নামায পড়তে মসজিদে গেছেন। এহতেশাম আল-'আসকে বলল, আচ্ছা, উনি আসুন। এই ফাঁকে বলো তো, মেয়েটা কোথা থেকে কীভাবে এসেছে। তার ব্যাপারে আরও যা জান বলো।'

'গত গ্রীষ্মের ঘটনা' – আল-'আস বলতে শুরু করলেন – 'আমি মিসরের সীমান্ত থেকে সামান্য দূরে গেরিলাদের একটি ইউনিটে ছিলাম। বাইতুল মুকাদ্দাস জয় হয়ে গেছে। টিলা-পাথর ও মরুভূমিতে আমাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছে। ওখানে আমাদের কোনো কাজ ছিল না। একসময় আমাদের ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হলো। আমার হাতে একটি সেনাদলের কমান্ড অর্পণ করা হলো। সঙ্গে ষোলোজন গেরিলা ছিল। প্রতিটি দল নিজ-নিজ গতিতে ফিরে আসছিল। একস্থানে অনেকগুলো টিলা স্তম্ভের মতো দণ্ডায়মান ছিল।

www.pathagar.com

কোনো-কোনোটি অতিশয় ভয়ংকর ও বিস্ময়কর লাগছিল। আমার এক গেরিলা রসিকতা করে বলল, এগুলো জিন-পরীদের প্রাসাদ। এখানে রূপসী ও দুশ্চরিত্র নারীর প্রেতাত্মাও থাকতে পারে। তার কথা শুনে আমাদের হাসি পেল। আমরা টিলাগুলোর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লাম।

'সেগুলোর চেয়ে আরও ভয়ংকর স্থানেও আমরা রাতযাপন করেছি। এমন-এমন জায়গায়ও বহু রাত ঘুমিয়েছি, যেখানে মানবকঙ্কাল, মাথার খুলি ইত্যাদি এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু এই টিলাগুলোর ভেতরে প্রবেশ করামাত্র ভয়ে আমাদের সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল। আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি জীবনে এ-ই প্রথমবার ভয় কী জিনিস অনুভব করলাম। আমার গোটা বাহিনী দাঁড়িয়ে গিয়ে দু'আ-দরুদ পড়তে শুরু করল। সামনে একটা টিলার ছায়ায় এক মহিলা বসে আছে। মহিলার গায়ে কোনো পোশাক নেই। তার সম্মুখে আরেক নারী চিত হয়ে শুয়ে আছে – সে-ও উলঙ্গ। উপবিষ্ট মহিলাকে যুবতী বলে মনে হলো। তার গায়ের রং গৌর। ওষ্ঠাধর মরুভূমির বালির মতো শুষ্ক ও ফাটা-ফাটা। মুখটা খোলা। মাথার চুলগুলো বিক্ষিপ্ত। বস্ত্রহীন দেহের হাড়গোড় দেখা যাচ্ছে। তবে এই অবস্থায়ও বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটা অত্যন্ত রূপসী।

'মনে প্রশ্ন জাগল, এরা মানুষ, না অন্যকিছু? মাথায় উত্তর এল, না, মানুষ হতে পারে না। এটা তো চলাচলের পথ নয় যে, এখান দিয়ে মানুষ গমনাগমন করছে আর দস্যু-তস্করা তাদের লুটে নিয়ে গেছে এবং এরা রক্ষা পেয়ে এখানে এসে লুকিয়ে রয়েছে। আমি আমার সৈনিকদের ভয় দেখাতে চাইলাম না। কিন্তু তারা নিজেরাই প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে। আমার হৃদয়েও প্রত্যয় জন্মে গেছে, এরা পাপিষ্ঠ নারীর প্রেতাত্মা বই নয়। আমি এই আশায় দূরেই দাঁড়িয়ে থাকলাম যে, ওরা অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু উপবিষ্টজন বসেই থাকল আর শয়িতজন শুয়েই রইল। উপবিষ্টজন পিটপিট চোখে আমাদের দেখতে থাকল। আমার একসঙ্গী আমাকে কানে-কানে বলল, চলুন পেছনে ফিরে যাই। পাশের থেকে একজন বলল, হ্যাঁ; চলে যাওয়াই ভালো হবে। তবে এদের দিকে পিঠ দেওয়া যাবে না। ভয়ে আমাদের গা ছমছম করে উঠল।'

'তাদের ও আমাদের মাঝে ব্যবধান বড়জোর পনের পা। আমরা সবাই খুব ধীরে একপা-একপা করে পেছনে সরে যেতে থাকলাম। এবার বসা মেয়েটা মাথায় ইঙ্গিত করল, যেন আমাদের ডাকছে। আমি পেছনপানে আরও একপা তুললে সে আবারও মাথা দ্বারা ইশারা করল। আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। আমি বাস্তবিক কোনো শব্দ শুনেছিলাম, না-কি মনে কল্পনা এসেছিল ঠিক বলতে পারব না। আমার কানে শব্দ এল– 'পলায়ন করো না আল-'আস! ওরা মানুষ বই নয়।' হঠাৎ আমার ডান হাতটা কোমরে চলে গেল। আমি তলোয়ারটা খুলে এনে কোষমুক্ত করে ফেললাম। আমার পা আপনা-আপনি সামনের দিকে এগুতে শুরু করল। আমি সঙ্গীদের কথা শুনতে

www.pathagar.com

পেলাম। তারা আমাকে সম্মুখে যেতে বারণ করছে। আমি আয়াতুল কুরসী পাঠ করতে শুরু করলাম।

'আমি মেয়েটা থেকে তিন-চার পা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। সে ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল এবং আমার দিকে পা বাড়াল। তার মাথাটা দুলছে। একপা এগিয়ে আরেক পা তুলতে উদ্যত হলো। চোখদুটো তার বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ ধপাস করে এমনভাবে পড়ে গেল যে, তার মাথাটা আমার পায়ের কাছে এসে পড়ল এবং মাথার চুলগুলো আমার পায়ের উপর ছড়িয়ে পড়ল। আমি উলঙ্গ নারীর গায়ে হাত লাগাতে ইতস্তত করছিলাম। তা ছাড়া ভয় তো আছেই।

আমার দেখবার ছিল, মেয়েটা মানুষ, না অন্যকিছু। আমি বসে তার শিরায় হাত রাখলাম। শিরা চলছে। মনে ধারণা জন্মাল, জিন-পরীদের হয়ত শিরা থাকে না। এবার তার থেকে সরে আমি শুয়ে-থাকা-মেয়েটার শিরা দেখলাম। কাঠফাটা গরম সত্ত্বেও তার দেহটা রাতের মরুভূমির বালির মতো অস্বাভাবিক শীতল। তার শিরায় প্রাণ নেই। মুখটা খোলা। চোখদুটো স্থির হয়ে আছে। শরীরটা শাদা। আমি তার মধ্যে মৃত্যুর সব লক্ষণ প্রত্যক্ষ করলাম।

'বসা থেকে ওঠে এসে যে-মেয়েটা আমার পায়ের কাছে পড়ে গিয়েছিল, তার শরীরটা গরম। এ প্রেতাত্মা কিংবা পরী হতে পারে না। আল্লাহ আমাকে বিবেক ও সাহস দান করেছেন। আমি আমার বাহিনীকে ডাক দিলাম। আমাদের সঙ্গে খাবার-পানি সবই ছিল। সঙ্গীদের বললাম, তাড়াতাড়ি দুটা চাদর আর কিছু পানি নিয়ে আসো। তারা চাদর ও পানি নিয়ে এল। সূর্য এখনও মাথার উপর ওঠেনি। এখানে উঁচু টিলার ছায়া ছিল। আমি একখানা চাদর টিলার পাদদেশে ছায়ায় বিছিয়ে তার উপর সংজ্ঞাহীন মেয়েটাকে শুইয়ে দিলাম এবং অপর চাদর দ্বারা ভালোভাবে ঢেকে রাখলাম। আমরা তার মুখে পানির ছিটা দিলাম। মুখটা খোলা ছিল। তাতে ফোঁটা-ফোঁটা পানি ঢাললাম। পানি তার কণ্ঠনালি গড়িয়ে ভেতরে চলে গেল।

'সঙ্গীরা আমাকে বারণ করল, অহেতুক বিপদ ডেকে এনো না। কিন্তু এখন আর আমার কোনো ভয় লাগছে না এবং সঙ্গীদের কথাও আমার মনে কোনো ক্রিয়া করছে না। কিছুক্ষণ পর মেয়েটা ধীরে-ধীরে চোখ মেলে তাকাল। ঠোঁটদুটো একত্র হয়ে আবার খুলে গেল। আমি আবারও তার মুখে পানি দিলাম। তারপর বীচি বের করে একটা খেজুর তার মুখে রাখলাম। সে খেতে শুরু করল। এবার মেয়েটা উঠে বসবার চেষ্টা করল। আমি তাকে ধরে তুলে বসিয়ে দিলাম।'

আল-'আস এহতেশামকে কাহিনী শোনাচ্ছে–

'আমি তাকে খাবার খেতে দিলাম। খেয়ে সে পানি পান করল। আরও খেতে চাইলে খালি পেটে অত খাওয়া ঠিক হবে না বলে বারণ করলাম। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আমি তোমার ভাষা বুঝি এবং বলতে পারি। ওই মেয়েটা মারা গেছে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কারা? বললাম, আমরা ইসলামি ফৌজের

www.pathagar.com

কমান্ডোসেনা। আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস যাচ্ছি। সে বলল, তা হলে তো তোমাদের থেকে কোনো করুণা আশা করতে পারি না। আমি বললাম, তুমি বোধহয় মুসলমান নও। সে বলল, আমি মিথ্যা বলব না। তবে সত্য বললেও তুমি আক্ষেপ করবে, কেন বাঁচিয়ে রাখলাম। আমি বললাম, তুমি শুধু এটুকু নিশ্চিত করো, তুমি মানুষ। শুনে মেয়েটা ফিক করে হেসে উঠল। তারপর আস্তে -আস্তে তার মুখের রং বদলে যেতে শুরু করল এবং তার দেহে রক্তের সঞ্চালন শুরু হয়ে গেল।

'সহসা মেয়েটার দুচোখের পাতা বুজে এল। তার খুব ঘুম পাচ্ছে। হঠাৎই সে অবোধ শিশুর মতো একদিকে কাত হয়ে পড়ে গেল এবং গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

'আমরা অনেক হত্যা ও লুণ্ঠন করেছি। বহু কমান্ডো-আক্রমণ চালিয়েছি। কয়েকজন সঙ্গী আমাদের চোখের সামনে শহীদ হয়েছে। মরা আর মারা আমাদের জন্য ছিল শিশুদের খেলার মতো। কিন্তু একজন নারীর উপর হাত তোলা – হোক সে আমাদের শত্রু – আমরা মহাপাপ মনে করেছি। আমি সঙ্গীদের বললাম, সূর্য মাথার উপর উঠে আসছে। একটু পর এখানে ছায়া থাকবে না। আশপাশে ছায়া খুঁজে বের করে বিশ্রাম নাও। মেয়েটা সজাগ হলে তাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হব।

'আমার এক-দুজন সঙ্গী বলল, মেয়েটা গুপ্তচর মনে হচ্ছে। অন্যরা ভিন্নমত পোষণ করে বলল, এখানে নারীচরের কী কাজ থাকতে পারে? এরা গুপ্তচরও নয় – মানুষও নয়। আমি বললাম, আমরা গেরিলা সৈনিক। মিসর ও ফিলিস্তিনের সীমান্ত এলাকায় তৎপর ছিলাম। আমাদের বিভ্রান্ত করতে এদের এখানে পাঠানো হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু পরক্ষণে নিজের মধ্যেই সন্দেহ জাগল, তা-ই যদি হতো, তা হলে সঙ্গে কমপক্ষে এক-দুজন পুরুষও তো থাকত।

'সূর্যাস্তের খানিক আগে মেয়েটার ঘুম ভাঙল এবং সে উঠে বসল। আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম। সে পানি পান করে আরও কিছু খেতে চাইল। আমি তাকে খাবার দিলাম। এবার সে ভালোভাবে কথা বলতে পারছে। মৃত মেয়েটার প্রতি ইঙ্গিত করে বলল, ওকে দাফন করে ফেলো। আমার সৈনিকরা ধার্মিক ছিল। একজন নিজের চাদরটা দিয়ে দিল। আমরা একটা কবর খনন করে চাদরে প্যাঁচিয়ে লাশটা দাফন করে রাখলাম।'

আল-'আস এহতেশামকে জানাল–

'মেয়েটা তোমরা কারা, কোথা থেকে এসেছ, কোথায় যাচ্ছ এসব জিজ্ঞেস করার পরিবর্তে প্রশ্ন করল, তোমরা কি কখনও খোদাকে দেখেছ? উত্তরে আমার যা বুঝে এল বললাম। সে বলল, আমি তোমার খোদাকে দেখেছি। এই – এইমাত্র দেখেছি। বলবে, তুমি স্বপ্ন দেখেছ। খোদা আমাকে বলেছেন, আমি তোমাকে চোখ দিয়েছি, তুমি অন্ধকারেও আমাকে দেখতে পাবে। তিনি আরও বলেছেন, তুমি পাপ করেছ। এরপর যদি কখনও পাপের চিন্তা কর, তা হলে

www.pathagar.com

তোমার নিজেরই হাতের খঞ্জর দ্বারা তোমার চোখদুটো তুলে ফেলব। খোদা আমাকে এ-কথাও বলেছেন, আমি তোমাকে সেই জায়গায় নিয়ে যাব, যেখান থেকে আমি আমার প্রিয় রাসূলকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিলাম।

'মেয়েটা এমন অনেক কথা বলল, যদ্দ্বারা প্রমাণিত হলো, মরুভূমির কষ্টকর সফর আর নানাবিধ বিপদ তার মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে। সে বলল, তোমরা আমার দেহটা ঢেকে দিয়েছ কেন? তাকে উলঙ্গই থাকতে দিলে কী হতো? আমি এখন শরীর নই – এখন আমি আত্মা। আত্মা যদি পবিত্র হয়ে যায়, তা হলে দেহের পাপরাশি মুছে যায় ইত্যাদি। সে বেশিরভাগ এ-জাতীয় কথাবার্তাই বলতে থাকল। তাতে আমি নিশ্চিত হলাম, মেয়েটা অন্যকিছু নয় – মানুষই। আর তার বলা ছাড়াই আমার জানা হয়ে গেল, এরা সেই খ্রিস্টান মেয়েদের দলভুক্ত, যাদেকে আমাদের আমির-উজির ও সালারদের গাদ্দার বানানোর লক্ষ্যে আমাদের দেশে পাঠানো হয়। আমার মনে সন্দেহ জাগল, মেয়েটা আমাদের বোকা ঠাওরানোর চেষ্টা করছে। তার মাথাটা আসলে পুরোপুরি ঠিক আছে।

'আমি তাকে বললাম, ঠিক-ঠিক বলে দাও, তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে? তথ্য বের করার জন্য আমি তাকে হুমকি-ধমকিও দিই। কিন্তু তার বলার ধরন ও দেওয়ানা জাতীয় কথাবার্তায় কোনো পরিবর্তন এল না। সূর্যাস্তের পর আমি তাকে আমাদের মালবাহী ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে গন্তব্যপানে রওনা হলাম।

'আমার বাহিনী সামনের দিকে এগোতে থাকল। আমি মেয়েটার ঘোড়ার সঙ্গে অনেক পেছনে পড়ে গেলাম। এখন সে নিজেকে সামলাতে পারছে। কিন্তু কথাবার্তা দরবেশসুলভই বলছে। মধ্যরাতের পর আমরা যাত্রাবিরতি দিলাম। আমি মেয়েটাকে সকলের থেকে আলাদা রাখলাম এবং নিজে তার সঙ্গে থাকলাম। আমি একবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোথায় যেতে চাও? সে বলল, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে, আমি সেখানেই যাব। বললাম, আমি তোমাকে কারাগারে নিয়ে যাচ্ছি। সে বলল, অসুবিধা নেই; শুনেছি খোদা কারাগারেও থাকেন। তারপর আমি অন্য পন্থা অবলম্বন করলাম। আমি তার খুব আপন ও অন্তরঙ্গ হয়ে গেলাম। ভাবলাম, হয়ত সে আমার সঙ্গে সওদাবাজি শুরু করবে এবং প্রলোভন দেখিয়ে বলবে, আমাকে খ্রিস্টানদের কোনো এক অঞ্চলে পৌঁছিয়ে দাও। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হলো না। এসবের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই করল না।

পরবর্তী রাতে এবার সে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করল। বলল–

'আমি দেড় বছর কায়রোতে ছিলাম। সেখানে আমার পরিচয় ছিল, আমি বড় এক ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যা। এক মুসলিম শাসকের গণিকা ছিলাম। মিসর সরকারের দুজন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে আমি তার শত্রুতে পরিণত করলাম। তারপর তিনজনকে আপসে দ্বন্দ্বে লিপ্ত করলাম। কায়রোর রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলাম। দুজন খ্রিস্টান গোয়েন্দাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করালাম। একজন বিপজ্জনক খ্রিস্টান গোয়েন্দা ও নাশকতাকারীকে – যার মৃত্যুদণ্ড

www.pathagar.com

কার্যকর হওয়ার কথা ছিল – সেই মুসলিম কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় ফেরার করালাম। অবশেষে মিসরের গোয়েন্দাপ্রধান আলী বিন সুফিয়ানকে হত্যার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলাম। সেই মুহূর্তে আমি হিত্তিন যুদ্ধের ফলাফল জানতে পারলাম। এ-ও অবহিত হলাম যে, আমাদের বড় ক্রুশ সালাহুদ্দীন আইউবির হাতে চলে গেছে আর সেই ক্রুশের প্রধান মোহাফেজ রণাঙ্গনে নিহত হয়েছেন।'

'মেয়েটা এ-সংবাদও পেল যে, কয়েকজন খ্রিস্টান সম্রাট মারা গেছেন, কতিপয় যুদ্ধবন্দি হয়েছেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসনকর্তা গাই অফ লুজিনানও বন্দি হয়েছেন। এ-সংবাদগুলো তার মাথায় হাতুড়ির আঘাত হানতে থাকল। তারপর আরও দুটি সংবাদ পেল, তাদের চরবৃত্তি ও নাশকতার গুরু হারমান বন্দি হয়েছেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের হাতে চলে গেছে।

'এ-সংবাদগুলো তার মাথাটাকে উলট-পালট করে দিল। তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কায়রো পাঠানো হয়েছিল। পাপের প্রশিক্ষণটা শৈশবেই হয়েছিল। তার ভেতরে চেতনার স্থলে ধোঁকা ও প্রতারণা ভরে দেওয়া হয়েছিল। তাকে জানানো হয়েছিল, তোমাকে বড় ক্রুশ ও যিশুখ্রিস্টের সন্তুষ্টির জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণের পর আক্রার বড় গির্জায় ক্রুশের প্রধান পাদরি তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

'বিদায়ের প্রাক্কালে পাদরি তাকে বলেছিলেন, ক্রুশের রাজত্ব অজেয় এবং তার কেন্দ্র জেরুজালেম, যার সন্নিকটে হযরত ঈসাকে শূলিবিদ্ধ করা হয়েছে। তাকে আরও বলা হলো, ইসলাম কোনো ধর্ম নয় এবং মুসলমানদের খ্রিস্টধর্মে দিক্ষিত করা কিংবা তাদের হত্যা করে পৃথিবীকে মুসলমানমুক্ত করা পুণ্যের কাজ। আর এই যে মেয়েরা ক্রুশের নামে সম্ভ্রম বিসর্জন দিচ্ছে, তাদের পরজগতে স্বর্গের হুর বানানো হবে।

এভাবে পাপকে পুণ্যরূপে উপস্থাপন করে মেয়েটাকে প্রস্তুত করা হয়েছিল।

'পরে যখন সে জানতে পারল, বড় ক্রুশও তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, তখন তার বিশ্বাস নড়বড়ে হয়ে উঠল। সে দেখতে পেল, কায়রোতে তার যে-পুরুষ সহকর্মীরা ছিল, তারা ওখান থেকে পালাতে শুরু করেছে। একদিন এক সঙ্গীর সন্ধানে গিয়ে জানতে পারল, সে উধাও হয়ে গেছে। অপর এক সঙ্গী তাকে বলল, এখন আমাদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করার মতো কেউ নেই। ভালো হবে, ইসলাম গ্রহণ করে কোনো একজন মুসলমানকে বিয়ে করে নাও। নতুবা এখান থেকে পালিয়ে যাও।

'মেয়েটা পাগলের মতো হয়ে গেছে। সে তার এক বান্ধবীকে সঙ্গে নিল। এক মুসলমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা তার প্রেমিক ছিল। ফাঁকি দিয়ে তার থেকে দুটা ঘোড়া নিয়ে সন্ধ্যার সময় দুজন বেরিয়ে পড়ল। অন্ধকার গাঢ় হলে তারা নগরী থেকে বেরিয়ে এল। তারা কিছু খাবার-পানির ব্যবস্থা করে রেখেছিল। কিন্তু মরুভূমির সফর সম্পর্কে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। কোথায় যাবে, তা-ও তারা জানত না। আশা ছিল, পথে কোথাও খ্রিস্টান সেনাদল পেয়ে

www.pathagar.com

যাবে। কিন্তু তাদের নির্বুদ্ধিতা ছিল, পথঘাট সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা না নিয়েই তারা রওনা হয়েছিল।

'রাত কেটে গেছে। পরদিন সূর্যটা মাথার উপর উঠে এসে যখন মরুভূমিকে ঝলসে দিতে শুরু করল, তখন ঘোড়া ক্লান্তি ও পিপাসায় বেহাল হয়ে পড়ল। তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। তারা মরুভূমিতে পানি ও শ্যামলিমা দেখতে শুরু করল। সেগুলোর পেছনে-পেছনে তারা ঘোড়া হাঁকিয়ে চলতে থাকল। সেদিনটা ঘোড়া কিছুটা সঙ্গ দিল বটে; কিন্তু পরদিনও যখন পানাহারের জন্য কিছু জুটল না, তখন ঘোড়াদুটো প্রথমে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর লুটিয়ে পড়ল। অতঃপর আর উঠে দাঁড়াতে ব্যর্থ হলো।

'তারপর মেয়েদুটোর যে-সফর শুরু হয়েছিল, এহতেশাম ভাই! তুমি তা ভালোভাবেই জান। নির্দয় মরুভূমি এ-ধরনের পথিকদের কোন পরিণতিতে নিয়ে পৌঁছায়, তোমার তা জানা আছে। মেয়েটা আমাকে বলেছে, আমরা মানুষকে যেসব ধোঁকা দিয়েছিলাম, মরুভূমি আমাদের তার চেয়েও বেশি নির্মম ধোঁকা দিয়েছে। আমি মরুভূমিতে নদী প্রবাহিত হতে দেখলাম। নিকটে গেলাম, তো নদী দূরে সরে গেল। আমরা তাদের পেছনে-পেছনে ছুটতে থাকলাম। আমি হাত উপরে তুলে নাড়াতাম, চিৎকার করতাম ও তাদের পেছনে-পেছনে দৌড়াতাম। বহু জায়গায় আমরা পানি পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আসলে সেগুলো পানি ছিল না।

'মেয়েটা আমাকে বলেছে, তার যে-অস্তিত্ব কায়রোর সরকারি কর্মকর্তাদের উপর জাদু প্রয়োগ করেছিল, মরুভূমিতে সেই অস্তিত্ব মরে গেছে। তার হৃদয়ে আমাদের খোদার ভাবনা এসে গেছে এবং তার মধ্যে এই অনুভূতি কাঁটার মতো বিদ্ধ হতে শুরু করেছে যে, ক্রুশের প্রধান মোহাফেজ তাকে ধোঁকা দিয়েছেন আর এখন সে অন্যদের পাপের শাস্তি ভোগ করছে। তার মধ্যে বুঝ এল, নিজের সম্ভ্রম উপস্থাপন করে কাউকে ধোঁকা দেওয়া পুণ্যের কাজ নয়। মনে এই ভাবনাও জাগল যে, মুসলমানরা তাদের মেয়েদের এভাবে ব্যবহার করে না। মরুভূমিতে একদিন তার এই অনুভূতিও জাগল, যেন সে ও তার বান্ধবী মৃত্যুবরণ করে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে কিংবা প্রেতাত্মায় পরিণত হয়ে নরকসম মরুপ্রান্তরে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে ফিরছে।

'এক রাতে সে তার বান্ধবীকে বলল, আজীবনের লালিত বিশ্বাস থেকে আমার মন উঠে গেছে এবং এখন থেকে আমি মুসলমানের খোদাকে ডাকব। উভয়ের ঠোঁট ও জিহ্বা কাঠের মতো শুকিয়ে গিয়েছিল। কণ্ঠনালিতে কাঁটা বিদ্ধ হচ্ছিল। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। আপন বিশ্বাস থেকে সরে আসা এবং শত্রুর বিশ্বাস ধারণ করার বিষয়টি তার বান্ধবী ভালো চোখে দেখেনি। তাই সে তার মতে সায় দেয়নি। একসময় বান্ধবী শুয়ে পড়লে সে দূরে একস্থানে চলে গেল। সে সিজদা করল, হাত তুলে মহান আল্লাহকে ডাকতে থাকল এবং গুনাহের ক্ষমা

www.pathagar.com

প্রার্থনা করত থাকল। মেয়েটা সারাটা রাত কেঁদে কাটাল। সিজদা ছাড়া ইবাদাতের আর কোনো পন্থা তার জানা ছিল না।

'তার ভাষ্যমতে, সে-রাতেই হঠাৎ ধোঁয়ার মতো শশ্রুমণ্ডিত একব্যক্তি তার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। সে বলল, তুমি যদি অন্তর থেকে তাওবা করে থাক, তা হলে তুমি যে-খোদার সমীপে প্রার্থনা করেছ, তিনি এই মরুভূমি থেকে তোমাকে উদ্ধার করে নেবেন।

'আমরা দশ-বারোদিন পর বাইতুল মুকাদ্দাস পৌঁছলাম। এত দিনে তার স্বাস্থ্য ঠিক হয়ে গেছে। দেহের রূপ-লাবণ্য ফিরে এসেছে। কিন্তু কথাবার্তা সেই দেওয়ানার মতোই বলতে থাকল। সেরূপ কথা যদি তোমার সঙ্গেও বলত, তুমি প্রভাবিত হয়ে যেতে। সে বহুবার বলেছে, বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর আর কোনোদিন খ্রিস্টানদের দখল প্রতিষ্ঠিত হবে না। খোদা তাদের পথেই ডুবিয়ে মারবেন। মেয়েটা এরূপ অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকল। রাতে তার ইবাদাত শুরু হতো। পন্থা একটাই – সিজদা করা, ক্রন্দন করা আর প্রার্থনা করা।

'মেয়েটা এখন এই যাঁর ঘরে থাকছে, আমি বহুদিন যাবত তাঁকে জানি। অনেক বড় আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তি। আমি তাঁর ভক্ত। আমি মেয়েটাকে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছি।'

◆◆◆

বুযুর্গ নামায পড়ে ফিরে এসেছেন। তিনি এহতেশামকে উদ্দেশ করে বললেন– 'যার কাছে ইল্‌ম আছে, আল্লাহ এই ফজিলত তাকেই দান করবেন এটা জরুরি নয়। জানি না, মেয়েটার মুখ থেকে কখন কোন ফরিয়াদ বের হয়েছিল, আল্লাহ যা কবুল করে নিয়েছেন এবং তাকে এই মর্যাদা দান করেছেন। মেয়েটা পাগল নয়। কাউকে ধোঁকাও দিচ্ছে না। নিজের ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমি তাকে নামায শেখাতে ও পড়াতে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু তার ইবাদাতের সেই একই পদ্ধতি। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য করছে আর যখন কথা বলছে, মনে হচ্ছে, সে গায়েব থেকে কোনো ইঙ্গিত পেয়েছে।'

'ও কি মসজিদে আকসায় সব সময়ই যাওয়া-আসা করে?' এহতেশাম জিজ্ঞেস করল।

'না' – বুযুর্গ বললেন – 'রাতে এ-ই প্রথমবার মসজিদে গেল। আল-'আস সকালে এসে জিজ্ঞেস করল, বললাম ও মসজিদে গেছে। আল-'আস তার পেছনে চলে গেল। সম্ভবত সে পথেই তাকে পেয়ে গেছে।'

'সন্দেহটা এখান থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে যে, যে-রাতে সুলতান আইউবি মসজিদে উপস্থিত ছিলেন, কেবল সেই রাতে কেন ও মসজিদে গেল?'

'আমি তার উত্তর দিতে পারব না।' বুযুর্গ বললেন।

এহতেশাম বলল, আমি তাকে হাসান ইবনে আবদুল্লাহর কাছে নিয়ে যাব। এটা আমার কর্তব্য। তারপর যা করার তিনি করবেন।

www.pathagar.com

মেয়েটাকে যখন জানানো হলো, তোমাকে এহতেশামের সঙ্গে যেতে হবে, সে চুপচাপ তার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল। আল-'আসও সঙ্গে গেল। হাসান ইবনে আবদুল্লাহ এহতেশাম ও আল-'আস থেকে বৃত্তান্ত শুনে মেয়েটাকেও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। মেয়েটা উত্তর দিল– 'এখন সমুদ্র থেকে আসা নৌবহর তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমাকে কেন ভয় করছ? আমাকে তোমাদের সুলতানের কাছে নিয়ে চলো। তিনি রাতে যে-দু'আ করেছেন, খোদা সব কবুল করে নিয়েছেন।'

অনেক চেষ্টার পরও তার থেকে কোনো কথা বের করা গেল না। বিষয়টি সুলতান আইউবিকে অবহিত করা হলো। সেদিনই সুলতানের আক্রা যাওয়ার কথা ছিল। তিনি বললেন, তাকে নিয়ে আসো। মেয়েটা সুলতান আইউবির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে সুলতানের ডান হাতে চুমো খেল। তারপর মাথা তুলে এগিয়ে উঁকি দিয়ে সুলতানের চোখে কী যেন দেখল। তারপর স্বগতোক্তি করার মতো করে বলল, এই চোখগুলো থেকে রাতে সিজদার মধ্যে অশ্রু ঝরেছিল। তোমাদের শত্রুর রণতরীগুলো এই অশ্রুতে ডুবে যাচ্ছে। কেউ বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রাচীরের কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। রক্তের নদী বয়ে যাবে। তারা পথেই মারা যাবে। তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। যে-অশ্রু আল্লাহর জন্য প্রবাহিত হয়, ফেরেশতারা মুক্তা জ্ঞান করে সেগুলো তুলে নেয়। খোদা সেই মুক্তাগুলোকে বিনষ্ট করেন না। নিয়ত পরিষ্কার হলে পথও সুগম হয়ে যায়।'

মেয়েটাকে আসল রূপে ফিরিয়ে আনতে অনেক চেষ্টা করা হলো। কিন্তু সে এমন ধারায় কথা বলতে থাকল, যেন অনাগত দিনগুলো সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। অবশেষে দেওয়ানা সাব্যস্ত করেই মেয়েটাকে বুযুর্গের হাতে তুলে দেওয়া হলো। বুযুর্গকে তার প্রতি নজর রাখতে বলা হলো।

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি মসজিদে আকসায় আল্লাহর সমীপে যে-অশ্রু প্রবাহিত করেছিলেন, ফেরেশতারা মুক্তা মনে করে সেগুলো তুলে নিয়ে গেছে। তিনি সর্বপ্রথম সংবাদ পেলেন, সম্রাট ফ্রেডারিক মারা গেছেন। দিনকয়েক পর অপর এক খ্রিস্টান সম্রাট কাউন্ট হেনরির মৃত্যুসংবাদ এল। ইনিও খ্রিস্টানদের যৌথবাহিনীর এক শরীক ছিলেন এবং বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুসলমানদের দখল থেকে মুক্ত করতে এসেছিলেন। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন, খ্রিস্টানরা কাউন্ট হেনরির মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ পেতে দেয়নি। সুলতান সংবাদটা জানতে পেরেছেন অন্যভাবে।

সুলতান আইউবির নৌকমান্ডোরা খ্রিস্টানদের দুটা রণতরী পাকড়াও করেছিল, যেগুলো ফিলিস্তিনের কূল থেকে সামান্য দূর দিয়ে অতিক্রম করছিল। তাতে পঞ্চাশজন খ্রিস্টান নৌসেনা ছিল। তাদের গ্রেফতার করা হলো।

পরদিন খ্রিস্টানদের আরও একটা নৌকা ধরা পড়ল। তাতে একটা কোট ছিল, যার গায়ে মণি-মুক্তা খচিত ছিল। এটি সম্রাট ছাড়া কারও কোট হতে পারে

www.pathagar.com

না। জিজ্ঞাসাবাদে খ্রিস্টান সৈন্যরা বলল, এটি কাউন্ট হেনরির কোট এবং তিনি মারা গেছেন। এই নৌকায় নৌবাহিনীর কমান্ডার গোছের একজন লোক ছিল। জানা গেল, লোকটি কাউন্ট হেনরির ভাতিজা। তাদের সবাইকে বন্দি করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো।

সম্রাট কাউন্ট হেনরি কীভাবে মারা গেলেন? কেউ বলেন, তিনি নদীতে ডুবে প্রাণ হারিয়েছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, তিনি মাত্র তিন ফুট গভীর পানিতে ডুবে মারা গেছেন। এক বর্ণনামতে, নদীতে গোসল করতে নামবার পর তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং সেখানেই মারা যান।

সুলতান আইউবি যার ব্যাপারে বেশি চিন্তিত ছিলেন, তিনি হলেন ইংল্যান্ডের যুদ্ধবাজ সম্রাট রিচার্ড, যিনি 'ব্ল্যাক প্রিন্স' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাকে 'সিংহহৃদয় রিচার্ড'ও বলা হতো। লোকটি অভিজ্ঞ ও সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। উচ্চতায় যেমন দীর্ঘ ছিলেন, তেমনি তার বাহুও ছিল লম্বা। তাতে তার তরবারি দুশমন পর্যন্ত পৌঁছে যেত; কিন্তু দুশমনের তরবারির তার নাগাল পেতে কষ্ট হতো। খ্রিস্টজগতে সকলের দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। তার সামরিক শক্তিও ছিল বেশি। তার নৌবাহিনী ছিল তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। এ-ব্যাপারটিই এখন সুলতান আইউবির ভয়ের কারণ।

সুলতান আইউবির এক নৌকর্মকর্তার নাম হুসামুদ্দীন লুলু আর নৌবাহিনীর প্রধান আবদুল মুহসিন। সুলতান আইউবি যখন সংবাদ পেলেন, রিচার্ড তার নৌবহর নিয়ে আসছেন, তখন আবদুল মুহসিনকে আদেশ পাঠালেন, যেন তিনি রিচার্ডের বহরের মুখোমুখি না হন এবং নিজের রণতরীগুলো ছড়িয়ে রাখেন। সুলতান আইউবি হুসামুদ্দীন লুলুকে কয়েকটা জাহাজ ও নৌকাসহ আসকালান ডেকে পাঠালেন। তাকে নির্দেশনা দিলেন, দুশমনের জাহাজগুলোর উপর দৃষ্টি রাখবে; কিন্তু মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। তদস্থলে নৌবাহিনীর গেরিলাদের দুশমনের বিচ্ছিন্ন জাহাজগুলোকে ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার করবে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি দেখতে পাচ্ছেন, তাঁকে সমুদ্রেও গেরিলা যুদ্ধ লড়তে হবে। সময়টা ছিল আইউবির জন্য খুবই সংকটময়। তিনি রাতে ঘুমোতেন না। তিনি মজলিশে শূরায় বলেছিলেন, আমাদের একটা উপকূলীয় নগরী বিসর্জন দিতে হবে। হতে পারে সেটা আক্রা। আমি দুশমনকে বোঝাতে চাই, আমাদের যা কিছু আছে সব আক্রায় এবং আক্রা হাতছাড়া হয়ে গেলে মুসলমানদের কোমর ভেঙে যাবে। তারপর বাইতুল মুকাদ্দাসকে মুসলমানদের দখলমুক্ত করা সহজ হবে। সুলতান আইউবি মজলিশে শূরাকে জানালেন, আমরা যদি দুশমনকে আক্রা টেনে আনতে সক্ষম হই, তা হলে দুশমন আক্রার প্রাচীরের সঙ্গেই মাথা ঠুকতে থাকবে। মজলিসে শূরা অনুমোদন দিল, আপনি যা ভালো মনে করেন, করুন।

www.pathagar.com

◆◆◆

এখন বাইতুল মুকাদ্দাস ও পবিত্র ভূমিকে সুলতান আইউবির সেই অশ্রুই রক্ষা করতে পারে, যা তিনি মসজিদে আকসায় ঝরিয়েছেন। পারে সেই দু'আ, যা সুলতান আইউবি মসজিদে আকসায় সিজদাবনত হয়ে করেছিলেন। উক্ত মেয়েটাও মসজিদে আকসায় দু'আ করেছিল। পরে সে সুলতান আইউবির চোখে উঁকি দিয়ে বলেছিল– 'আমি তোমার দুশমনের জাহাজ তোমার চোখের অশ্রুতে নিমজ্জিত হতে দেখতে পাচ্ছি।'

কোনো ঐতিহাসিক বলতে পারছেন না, সে-রাতে সুলতান আইউবি কী দু'আ করেছিলেন। তবে সব ঐতিহাসিকই বর্ণনা করেছেন, সুলতান আইউবির মতো মর্দে-মুজাহিদ রিচার্ডের যে-নৌবহরে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন, ইংল্যান্ড থেকে রওনা হয়ে রোম-উপসাগরে প্রবেশ করামাত্র সেই বহর ভয়াবহ এক ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এক পরিসংখ্যান মোতাবেক সেই বহরে ৫২০টি ছোট জাহাজ ছিল। বড় জাহাজ ছিল অনেকগুলো। বহরটি সৈন্য, ঘোড়া, রসদ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদিতে বোঝাই ছিল।

ঝড়ের কবলে পড়ে বহরটি এমনভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল যে, রিচার্ডের নিজের জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়ল। ঝড় থামার পর কয়েক দিনে যখন জাহাজগুলোকে একত্রিত করা হলো, তখন জানা গেল, পঁচিশটা বড় জাহাজ ডুবে গেছে। দুটা বিশাল মালবাহী জাহাজও পানিতে তলিয়ে গেছে। সেগুলোতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ছিল। রিচার্ডকে সবচেয়ে বেশি যে-ক্ষতিটার শিকার হতে হলো, সে হলো বিপুল অঙ্কের নগদ অর্থ, যেগুলো তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসছিলেন। সেই বিশাল অর্থভাণ্ডারটা তার রোম-উপসাগরে হারিয়ে গেল।

কারবাসের দ্বীপে এসে নোঙর ফেলে রিচার্ড জানতে পারলেন, ঝড় তার বহরের তিন-চারটা জাহাজকে কারবাসের কূলে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। তার একটাতে তার যুবতী বোন জুয়ানা এবং বোনের হবু স্বামী বেরঙ্গারিয়াও রয়েছে। এই দুজনের ব্যাপারে তিনি ধরে নিয়েছিলেন, তারা ডুবে মারা গেছে। এখন জানতে পারলেন, তারা জীবিত ও নিরাপদ আছে। কিন্তু কাবরাসের সম্রাট আইজেক জাহাজগুলোর সমুদয় মালামাল বের করে নিয়ে গেছেন এবং রিচার্ডের বোন ও বোনের হবু স্বামীকেসহ সবাইকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। রিচার্ডকে আইজেকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলো। পরাজিত করে তিনি আইজেককে একটা তাঁবুতে আটকে রাখলেন। কিন্তু আইজেক রাতে বন্দিদশা থেকে পালিয়ে গেলেন। রিচার্ড পনেরো-বিশ দিন পর্যন্ত তাকে খুঁজতে থাকলেন। অবশেষে তাকে পাওয়া গেল। রিচার্ড তার ঘোড়াটা নিয়ে নিলেন। সে এক অস্বাভাবিক দ্রুতগামী ঘোড়া। রিচার্ড যখন পবিত্র ভূমিতে যুদ্ধ করতে এলেন, তখন এই ঘোড়াটা তার সঙ্গে ছিল।

রিচার্ড যখন পবিত্র ভূমির কূলে এসে ভিড়লেন, ততক্ষণে তার জোটভুক্ত খ্রিস্টানরা আক্রা অবরোধ করে ফেলেছে। সর্বপ্রথম যার বাহিনী অবরোধে

www.pathagar.com

অংশগ্রহণ করল, তিনি হচ্ছেন গাই অফ লুজিনান, যাকে রানি সাবিলা এই শর্তে মুক্ত করিয়েছিলেন যে, তিনি সুলতান আইউবির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন না। তার সঙ্গে ফিলিপ অগাস্টাসের বাহিনী এসে যুক্ত হলো এবং অবরোধ শক্ত হয়ে গেল। শহরে মুসলিম বাহিনীর সেনাসংখ্যা ছিল দশ হাজার। রসদ-পাতি যা ছিল, তা এক বছরের জন্য যথেষ্ট ছিল।

অবরোধ ১১৮৯ সালের ১৩ আগস্ট শুরু হলো। আক্রা নগরীর অবস্থান হচ্ছে, তার একদিকে এল আকৃতির প্রাচীর। তিনদিকে নদী। নদীতে খ্রিস্টানদের নৌবহর বিদ্যমান। জাহাজগুলোকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। প্রাচীর থেকে দূরে খ্রিস্টান বাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করেছে। এভাবে স্থলের সকল পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সুলতান আইউবি নগরীতে নেই। তিনি বাইরে কোথাও অবস্থান করছেন। তিনি তাঁর গোয়েন্দাদের মাধ্যমে এবং ভাবগতি দেখিয়ে দুশমনকে আক্রায় টেনে এনেছেন। খ্রিস্টানরা যখন অবরোধ শুরু করল, তখন তাদের জানানো হয়েছিল, আইউবি ভিতরে আছেন। কিন্তু অবরোধ সম্পন্ন হওয়ার পর যখন তাদের একটি অংশের উপর পিছন থেকে আক্রমণ হলো, তখন তাদের খবর হলো, ভিতরে নয় – আইউবি বাইরে আছেন এবং তিনি খ্রিস্টানদের আক্রা অবরোধকারী বাহিনীকে অবরোধ করে রেখেছেন।

সুলতান আইউবির সমস্যা হচ্ছে, তাঁর সৈন্য কম। তথাপি আশা করছেন, তিনি অবরোধ ভেঙে ফেলতে সক্ষম হবেন। কিন্তু তার কামনা, অবরোধ বেশিদিন স্থায়ী থাকুক, যাতে খ্রিস্টানদের শক্তি এখানেই নিঃশেষ হতে থাকে। ১১৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ অক্টোবর তিনি খ্রিস্টানদের উপর জোরদার আক্রমণ চালালেন। খ্রিস্টানরা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত ছিল। ভয়াবহ এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হলো। ৯ হাজার খ্রিস্টানসেনা মারা গেল। কিন্তু তাদের ছিল দুলাখ সৈন্য। ৯ হাজারের মৃত্যুতে তাদের কোনো ক্ষতি হলো না। কীভাবে শহর জয় করবে, তার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে তারা। তাদের বাহিনী প্রাচীরের কাছে ঘেঁষতে ভয় পাচ্ছে। কারণ, প্রাচীরের উপর থেকে মুসলমানরা তাদের উপর তির ছাড়া অগ্নিগোলাও নিক্ষেপ করছে।

খ্রিস্টানরা প্রাচীরের নিকটে পৌঁছে গেল। নগরীর অভ্যন্তরে পাথর ও আগুনের গোলা নিক্ষেপ ও প্রাচীর অতিক্রমের জন্য কাঠ দ্বারা চাকাওয়ালা উঁচু মাচান তৈরি করে নিয়েছে। এত বিশাল মাচান যে, তাতে কয়েকশো সৈনিক দাঁড়াতে পারে। তাকে মুসলমানদের নিক্ষিপ্ত দাহ্যপদার্থ ও গোলা থেকে রক্ষা করার জন্য তার ফ্রেমগুলোতে তামার পাত চড়ানো হয়েছে। তারা যখন মাচানটা প্রাচীরের কাছাকাছি নিয়ে গেল, তখন মুসলমানরা প্রাচীরের উপর থেকে তার উপর দাহ্যপদার্থের পাতিল নিক্ষেপ করতে শুরু করল। পদার্থগুলো মাচানের উপর গিয়ে পতিত হলো এবং অবস্থানকারী সৈনিকদের গায়েও গিয়ে পড়ল। পরপর কয়েকটা পাতিল এসে পতিত হওয়ার পর যখন মাচানটা ভিজে গেল, এবার

www.pathagar.com

এক-এক করে প্রজ্বলমান কাঠ ছুটে আসতে শুরু করল। আগুনধরা কাঠগুলো তেলভেজা মাচানে এসে পতিত হওয়ামাত্র মাচান জ্বলে উঠল। মাচান পুড়ে ছাই হয়ে গেল এবং তাতে অবস্থানকারী সৈন্যরা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেল।

প্রাচীরের বাইরে একটা পরিখা ছিল, যেটা পার হওয়া খ্রিস্টানদের জন্য দুঃসাধ্য ছিল। তারা মাটি দ্বারা পরিখাটা ভরাট করতে শুরু করল। কিন্তু নগরীর ভিতরের সৈনিকরা এতই দুঃসাহসী যে, তাদের একটা অংশ বাইরে বেরিয়ে এসে খ্রিস্টানদের উপর আক্রমণ করে-করে ফিরে যাচ্ছে। পরিখা ভরাট করার জন্য খ্রিস্টানরা একটা পন্থা অবলম্বন করল যে, তারা তাদের মৃত সৈনিকদের লাশগুলো তাতে ছুড়ে মারছে। তখন থেকে তাদের যত সৈনিক প্রাণ হারাল, সকলের মরদেহ উক্ত পরিখায় নিক্ষেপ করা হলো। পিছন থেকে সুলতান আইউবি তাদের উপর অনবরত গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু খ্রিস্টানদের অবরোধ দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে আরও দৃঢ় হতে থাকল।

নগরীর সঙ্গে সুলতান আইউবি বার্তাবাহী কবুতরের মাধ্যমে যোগাযোগ বজায় রাখলেন। অপর মাধ্যমটি ছিল এক ব্যক্তি, যার নাম ঈসা আল-আমওয়াম। লোকটা চামড়ার গায়ে বার্তা লিখে কোমরের সঙ্গে বেঁধে সমুদ্রে সাঁতার কেটে সংবাদ আদান-প্রদান করত। কাজটা সে রাতে করত। দুশমনের নোঙর-করা জাহাজের তল দিয়ে যাওয়া-আসা করত। একরাতে সে এভাবেই এল। নগরীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রাভর্তি একটা থলে এবং লিখিত বার্তা দেওয়া হয়েছিল। কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন– 'লোকটি যখন নিরাপদে নগরীতে গিয়ে পৌঁছত, তখন একটা কবুতর উড়িয়ে দেওয়া হতো। কবুতরটা আমাদের কাছে উড়ে আসত। তাতে আমরা বুঝে নিতাম, ঈসা নিরাপদে পৌঁছে গেছে। আমরা কবুতরটা ফেরত উড়িয়ে দিতাম। যে-রাতে সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে গেল, তার পরদিন কবুতর এল না। আমরা বুঝে ফেললাম, ঈসা ধরা পড়েছে। কয়েক দিন পর আমাদের কাছে সংবাদ এল, ঈসার লাশ আক্রার কূলে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গেছে। থলেটা তার দেহের সঙ্গে বাঁধা ছিল। সোনার ওজন নিয়ে সাঁতার কাটতে সে ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল।

মীর কারাকুশ ছিলেন আক্রার শাসনকর্তা। আলী ইবনে আহমাদ আল-মাশতুব প্রধান সেনাপতি। তারা বারংবার সুলতান আইউবিকে পয়গাম পাঠাতে থাকলেন, আমরা অস্ত্র ত্যাগ করব না; আপনারা বাইরে থেকে খ্রিস্টানদের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখুন এবং যেকোনো প্রকারে হোক নগরীতে ফৌজ, অস্ত্র ও রসদ পৌঁছাতে থাকুন।

কিন্তু সুলতান আইউবি নগরীতে সাহায্য পৌঁছাবেন কীভাবে? জ্বরে তার শরীরটা পুড়ে যাচ্ছে। অনবরত রাত জাগা, মানসিক অস্থিরতা আর চারদিকে পঁচা-গলা লাশের দুর্গন্ধ এসব সুলতান আইউবির শারীরিক অবস্থা আরও শোচনীয় করে তুলেছে। তিন-চার দিন পর্যন্ত তিনি উঠে দাঁড়াতে পারেননি। তিনি দেখতে পাচ্ছেন, আক্রা তার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি তাঁবুতে অসুস্থ পড়ে আছেন। তাঁর থেকে সামান্য দূরে আক্রার বাইরে তাঁর জানবাজরা আক্রা অবরোধকারী খ্রিস্টান বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। কিন্তু অবরোধ ভাঙার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

নগরীর ভিতরে সুলতান আইউবির সৈন্যসংখ্যা দশ হাজার আর বাইরে নগরী অবরোধকারী খ্রিস্টানরা পাঁচ লাখেরও বেশি। সুলতান আইউবি নগরীর বাইরে খ্রিস্টানদের পিছনে। তাঁর কাছে আছে দশ হাজার মামলুক, যাদের উপর তাঁর ভরসা অনেক। তারা পিছন থেকে খ্রিস্টানদের উপর অত্যন্ত দুঃসাহসী আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু কোনো সাফল্য আসছে না। শত্রুর সংখ্যা বেশি হওয়ার পাশাপাশি অবরোধ না-ভাঙার আরেকটি কারণ হচ্ছে, খ্রিস্টানরা আক্রার চতুর্দিকে স্থানে-স্থানে পরিখা খনন করে রেখেছে। এই গর্তগুলো সুলতান আইউবির বাহিনীর জন্য আপদরূপে দেখা দিয়েছে। অশ্বারোহী সৈন্যরা আক্রমণ করতে এলে ঘোড়া গর্তে পড়ে যাচ্ছে।

আক্রার বাইরে বিস্তৃত অঞ্চল এখন রণক্ষেত্র। লাশের কোনো সংখ্যা নেই। আক্রার বাইরে প্রাচীরের মতো দীর্ঘ ও চওড়া পরিখা ছিল, যেটা পার হওয়া দুষ্কর ছিল। খ্রিস্টানরা তাদের মৃত সৈন্য ও ঘোড়ার লাশ দ্বারা সেই পরিখা ভরাট করে চলছে। যুদ্ধের ডামাডোল এত বেশি যে, আকাশে শকুন ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী উড়ছে না। শকুনরা নিচে নামছে এবং পেট পুরে লাশ খেয়ে-খেয়ে উড়ে যাচ্ছে।

শকুন ছাড়া আছে আর একটা পাখি – একটা পায়রা। পায়রাটা প্রায় প্রতিদিনই আক্রা থেকে উড়ে এসে সুলতান আইউবির ক্যাম্পে অবতরণ করছে এবং দীর্ঘ সময় পর ক্যাম্প থেকে উড়াল দিয়ে আবার আক্রা ফিরে যাচ্ছে। অবরোধ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাঝে এই কবুতর একদিন আক্রা থেকে উড়াল দিল। ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড তাঁবুর বাইরে দণ্ডায়মান। সঙ্গে তাঁর বোন জুয়ানা ও তার হবু স্বামী বেরঙ্গারিয়া।

'এই পায়রাটার উপর দৃষ্টি রাখবে' – রিচার্ড আদেশ করলেন – 'দেখামাত্র তার উপর বাজ ছেড়ে দেবে। এই একটা পায়রাই আমাদের পরাজয়ের কারণ হতে পারে।'

এই অল্প কদিন আগেও জুয়ানা সিসিলির সম্রাটের স্ত্রী ছিল। সম্রাট মারা গেলে জুয়ানা ভরযৌবনেই বিধবা হয়ে গেল। ফিলিস্তিন জয় করে সঙ্গের ছেলেটির সাথে বিবাহ দিতে রিচার্ড তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। জুয়ানা

www.pathagar.com

এত রূপসী যে, কেউ বলবে না, মেয়েটার বিয়ে হয়েছে। ইংল্যান্ড থেকে আসার সময় সিসিলি থেকে রিচার্ড তাকে নিয়ে এসেছেন।

রিচার্ড জুয়ানার অট্টহাসি শুনতে পেলেন। বোনের দিকে ফিরে তাকালে সে হাসি চাপিয়ে জিজ্ঞেস করল– ভাইজান! এই পায়রাটা মরে গেলে কি সালাহুদ্দীন আইউবি মরে যাবেন?'

'এই পায়রাটা পিয়ন জুয়ানা!' – রিচার্ড বললেন – 'পায়ের সঙ্গে বার্তা বেঁধে ও সালাহুদ্দীন আইউবির কাছে আক্রার অধিবাসীদের চিঠি নিয়ে যায়। আইউবি এরই মাধ্যমে সেই চিঠির উত্তর আক্রায় পৌঁছিয়ে দেন। আইউবি বাইরে থেকে আমাদের উপর যে-আক্রমণ চালাচ্ছেন, আক্রাবাসীদের বার্তা মোতাবেকই করে থাকেন। আক্রাবাসীদের জোশ-চেতনা ও অস্ত্রত্যাগ না-করার প্রত্যয় এই পায়রার কারণেই অটুট রয়েছে জুয়ানা। অন্যথায় কোনো অবরুদ্ধ বাহিনী এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এমন তীব্র আক্রমণ সহ্য করতে পারে না। তুমি তো দেখেছ, আমরা মিনজানিকের সাহায্যে পাথর ছুড়ে কয়েক জায়গা থেকে প্রাচীরের উপরের অংশ ফেলে দিয়েছি এবং আমাদের নিক্ষিপ্ত গোলা নগরীতে ব্যাপক ধ্বংস সাধন করেছে। কিন্তু তারপরও তারা আত্মসমর্পণ করছে না।'

'আপনার আসল উদ্দেশ্য এবং গন্তব্য তো জেরুজালেম, যার থেকে আপনি এখনও অনেক দূরে' – জুয়ানা বলল – 'আক্রা জয় করতে যদি কয়েক বছর সময় লাগে, তা হলে আপনি জীবনেও জেরুজালেম পৌঁছতে পারবেন কি? আমাদের গোয়েন্দা ও মুসলিম যুদ্ধবন্দিরা বলছে, নগরীর ভেতরে মাত্র দশ হাজার সৈন্য আছে। আমাদের সংখ্যা প্রথমে ছয় লাখ ছিল। এখন ৫ লাখ। অবরোধ ১১৮৯ সালের আগস্টে শুরু হয়েছিল। এখন ১১৯১ সালের আগস্ট চলছে। দুই বছর ভাইজান! অথচ এখনও আপনি দশ হাজার অবরুদ্ধ সৈন্যকে অস্ত্রসমর্পণে বাধ্য করতে পারেননি। আমি জানি, আপনি এই অবরোধ অভিযানে এসে যোগ দিয়েছেন মাসকয়েক হলো। কয়েক মাস সময়ও কম নয় ভাইয়া! কিন্তু এই কয়েক মাসে আক্রা নগরীর সামান্য প্রাচীর ভাঙা আর মিনজানিকের সাহায্যে নগরীর কিছু অংশে আগুন লাগানো ব্যতীত আপনি কোনো সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন কি? আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, নগরীর ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আপনি কিছুই অর্জন করতে পারবেন না।'

রিচার্ড তার হবু ভগ্নিপতিকে সেখান থেকে চলে যেতে বললেন। ছেলেটা চলে গেল। তিনি বোনকে উদ্দেশ করে বললেন–

'বড় ক্রুশ ও জেরুজালেমের মর্যাদা-পবিত্রতার দাবি হচ্ছে, তুমি ভুলে যাও, তুমি আমার বোন। তুমি সেই ক্রুশের কন্যা, যেটি মুসলমানদের দখলে চলে গেছে এবং যে-জেরুজালেম আমাদের নবীর উপাসনালয় ছিল, সেটিও এখন মুসলমানদের দখলে। তুমি তো জান, আমাদেরকে ইসলামের বিনাশ সাধন করতে হবে। আর তুমি নিজচোখেই দেখতে পাচ্ছ, মুসলমানরা এমনভাবে যুদ্ধ করছে, যেন তারা আত্মহত্যা করছে। এরা মৃত্যুকে পরোয়া করে না। এরা

www.pathagar.com

বিজয়ের জন্য লড়াই করে। আমি এ-ই প্রথমবার তাদের যুদ্ধ দেখলাম। এখানে আমি এ-ই প্রথম এসেছি। মুসলমানদের উন্মাদনার যে-কাহিনী আমি কানে শুনেছিলাম, এখন তা চোখে দেখলাম। আমাকে ধারণা দেওয়া হয়েছিল, মুসলমানদের ঘায়েল করার উত্তম পন্থা নারী। একজন নারী নাকি একজন ক্ষমতাধর ও যুদ্ধবাজ মুসলমানকে কুপোকাত করে ফেলতে পারে। তাদের মাঝে যে-গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেটি আমাদের সম্রাটগণ তাদেরকে ক্ষমতার মোহ, সোনার চমক ও মদ-নারীর নেশায় আচ্ছন্ন করে সংঘটিত করিয়েছিলেন। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইউবি এমন একটা পাথর যে, তাকে কোনো কিছুতেই গলানো সম্ভব হয়নি। তার যে-ভাইয়েরা আমাদের সঙ্গে এসে পড়েছিল, তিনি তরবারির জোরে তাদেরকে নিজের অনুগত বানিয়ে নিয়েছেন কিংবা তাদের অন্তরে ইসলামি চেতনা জাগিয়ে তুলেছেন।'

'হ্যাঁ; এসব কথা আমিও শুনেছি' – জুয়ানা বলল – 'মুসলিম আমির ও শাসকদের কাছে গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতার জন্য আমাদের যে-মেয়েদের পাঠানো হতো, তাদের আত্মত্যাগের কাহিনীও আমি শুনেছি। আমার মনে হচ্ছে, এই পদ্ধতি সফল হয়নি।'

'ব্যর্থও যায়নি' – রিচার্ড বললেন – 'মুসলমানদের জাতীয় চেতনা বিনষ্টের জন্য যদি আমরা এই পদ্ধতি অবলম্বন না করতাম, তা হলে তারা বহু আগে শুধু জেরুজালেমই নয় – ইউরোপেরও অর্ধেকটা দখল করে নিত। আমরা তাদের নারীদেহের রূপ-জাদু প্রয়োগ করে এবং কতিপয় উজির-সালারকে সুলতান বানানোর প্রলোভন দেখিয়ে-দেখিয়ে তাদের ঐক্য ভেঙে দিয়েছিলাম। আপসে যুদ্ধ করিয়ে-করিয়ে তাদের সামরিক শক্তি খর্ব করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে।'

'আপনি এসব কথা আমাকে কেন শোনাচ্ছেন?' – জুয়ানা জিজ্ঞেস করল – 'আপনার বলার ভঙ্গিতে হতাশা কেন? বলুন; আমি আপনার কী সাহায্য করতে পারি?'

'আমি তোমাকে বলেছি, তুমি ভুলে যাও তুমি আমার বোন' – রিচার্ড বললেন – 'তুমি ক্রুশের কন্যা। ক্রুশের বিজয়ের জন্য তুমি বহু কিছু করতে পার। তুমি দেখতে পাচ্ছ, আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করছি আবার পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎও হচ্ছে। আমরা এক পক্ষ অপর পক্ষের কাছে দূত পাঠাচ্ছি। সালাহুদ্দীন আইউবির ভাই আল-আদিলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি তাকে আমার কয়েকটা শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করার চেষ্টা করছি; কিন্তু সে রাজি হচ্ছে না। তাকে বলেছি, তোমরা জেরুজালেম আর বড় ক্রুশটা আমাদের দিয়ে দাও আর তোমরা এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাও। সালাহুদ্দীন আইউবির আমার দাবিগুলো নাকচ করে দিয়েছেন।'

'আইউবির সঙ্গে আপনি নিজে দেখা করছেন না কেন?'

'তিনি আমাকে সাক্ষাৎ দিতে রাজি হচ্ছেন না' – রিচার্ড উত্তর দিলেন – 'তা ছাড়া এখন তিনি অসুস্থ। মনে হচ্ছে, তার ভাই আল-আদিল তারই মতো

www.pathagar.com

পরিপক্ব ও দৃঢ়প্রত্যয়ী মুসলমান। সে সালাহুদ্দীন আইউবির স্থান দখল করছে। তবে আমি তার মাঝে একটা দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করেছি। লোকটি যুবক ও প্রাণোচ্ছল মানুষ। আমি তার অন্তর জয় করার চিন্তা করছি। আমি তাকে বন্ধু বানাতে সক্ষম হব। কিন্তু তোমার কাজটি আমি কীভাবে করব বলো। আচ্ছা; তোমার কি লোকটাকে ভালো লাগে?'

'তাঁর মানে আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েরা অনেক দিন যাবত যে-কাজটি করে আসছে, আমার দ্বারা আপনি সেই কাজ নিতে চাচ্ছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ' – রিচার্ড বললেন – 'তার হৃদয়টা তুমি জয় করে নাও। পাগলকরা ভালবাসা প্রকাশ করো। তাকে বিয়ে করার আগ্রহ দেখাও। আমি মধ্যখানে এসে সালাহুদ্দীন আইউবিকে বলব, যদি উপকূলীয় অঞ্চলটা আপনার ভাই আর আমার বোনকে দিয়ে দেন, তা হলে আমি আল-আদিলের সঙ্গে আমার বোনের বিয়েতে প্রস্তুত আছি। তুমি আল-আদিলকে স্বধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে প্রস্তুত করো। তাকে প্রলোভন দেখাও, আপনি এই সুবিশাল উপকূলীয় অঞ্চলের সুলতান হয়ে যাবেন। আমি আশাবাদী, তুমি তাকে সালাহুদ্দীন আইউবির প্রতিপক্ষ বানাতে সক্ষম হবে।'

জুয়ানা কিছু সময় চুপচাপ বসে থাকল। রিচার্ড উত্তরের অপেক্ষায় তার পানে তাকিয়ে রইলেন। অবশেষে মেয়েটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল– 'আমি চেষ্টা করব'।

'মুসলমানদের এই প্রক্রিয়ায় পরাজিত করা যেতে পারে' – রিচার্ড বললেন – 'আমি যুদ্ধের মাঠে তাদের পরাস্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাব। কিন্তু তার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমি হয়ত বেঁচে থাকব না। তা ছাড়া আমাকে ইংল্যান্ড ফিরে যেতে হবে। ওখানকার পরিস্থিতি সুখকর নয়। বিরুদ্ধবাদীরা আমার অনুপস্থিতিতে সুযোগ নিচ্ছে।'

◆◆◆

রিচার্ডের মাথার উপর দিয়ে উড়ে-আসা-পায়রাটা সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির তাঁবুর সম্মুখে পাতা মাচানটার উপর এসে বসল। দারোয়ান ছুটে এসে তার পা থেকে বার্তাটি খুলে তাঁবুতে নিয়ে গেল। সুলতান আইউবি শরীরে বেশ দুর্বলতা অনুভব করছেন। তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। তথাপি তিনি উঠে বসে বার্তাটি পড়তে শুরু করলেন। বার্তাটি আক্রার শাসনকর্তা মীর কারাকুশ ও সেনাপতি আল-মাশতুব পাঠিয়েছেন। পত্রে তারা নতুন কোনো সংবাদ লিখেননি। অবস্থা শোচনীয়, নগরী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু আমরা অস্ত্রসমর্পণে প্রস্তুত নই ইত্যাদি। তারা অত্যন্ত জোরালো ভাষায় বলেছেন, আপনি আশঙ্কা রাখবেন না যে, জীবন থাকতে আমরা অস্ত্রসমর্পণ করব। কিন্তু খ্রিস্টানদের উপর বাইরে থেকে আরও জোরদার আক্রমণ করে আমাদের সাহায্য করা আপনার পক্ষে অধিক জরুরি হয়ে পড়েছে। সৈনিকদের বলুন, নগরবাসীরা যেরূপ জযবার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, তোমরাও তেমনি জযবার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাও। নগরীর অর্ধেকটা পুড়ে গেছে। সৈন্যও অর্ধেক কমে গেছে। কিন্তু জনসাধারণের জোশ-

www.pathagar.com

জযবা এত প্রবল যে, তারা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে সৈন্যদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছে। মহিলারও আমাদের সঙ্গ দিচ্ছে। তারা নিজেরা কম খেয়ে সৈন্যদের খাওয়াচ্ছে।

তাঁরা আরও লিখেছেন, অনবরত পাথর নিক্ষেপের ফলে প্রাচীর কয়েক জায়গা থেকে ভেঙে গেছে। উপরের অংশ শেষ হয়ে গেছে। শত্রুরা তাদের নিহত সৈনিক ও মৃত ঘোড়ার লাশ দ্বারা বাইরের পরিখা ভরাট করে দেওয়ালের নিকটে আসার চেষ্টা করছে। আপনি যখন দফের শব্দ শুনতে পাবেন, তখন পেছন থেকে খ্রিস্টানদের উপর জোরালে আক্রমণ চালাবেন। খ্রিস্টানরা যখন প্রাচীরের উপর আক্রমণ চালাবে, আমরা তখন দফ বাজাব। আপনি এমন কিছু জানবাজ প্রস্তুত করে রাখুন, যারা সমুদ্রপথে আমাদের কাছে অস্ত্র পৌঁছিয়ে দেবে।

সুলতান আইউবি জ্বর ও শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালেন এবং চিঠির উত্তর লেখালেন। তাতে প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি আক্রাবাসীদের ধন্যবাদ জানালেন এবং আরও বীরত্বের সঙ্গে শত্রুর মোকাবেলা করে যাওয়ার আহ্বান জানালেন। তিনি লিখেছেন– 'জানবাজরা নগরীতে অস্ত্র পৌঁছাতে আগেই চলে গেছে। আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে আছেন। ইসলামের বড়ই দুর্দিন যাচ্ছে। খ্রিস্টানরা বাইতুল মুকাদ্দাস যাওয়ার পরিবর্তে আক্রা আসুক এটা আমারই প্রচেষ্টা ছিল, যাতে আমি এখানেই আটকে রেখে তাদের সামরিক শক্তি দুর্বল করে দিতে পারি। তোমরা আক্রার প্রতিরক্ষার জন্য নয় – মসজিদে আকসার সুরক্ষার জন্য লড়াই করছ।'

পত্রখানা পায়ে বেঁধে পায়রাটা রওনা করিয়ে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি তাঁর সালারদের তলব করলেন। বললেন– 'প্রতিজন কমান্ডার ও প্রত্যেক সৈনিকের কাছে গিয়ে কথা বলার সময় ও সুযোগ আমার নেই। শরীরে যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট আছে, তাকে আমি এই জিহাদে ব্যয় করতে চাই। আমার কমান্ডার ও সৈনিকদের বোলো, তোমরা আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের জন্য যুদ্ধ করো। এখন আর চিন্তা করো না, তোমরা তোমাদের সুলতানের নির্দেশে যুদ্ধ করছ। এ-ও ভেব না, তোমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ তোমাদের বিনিময় দান করবেন।'

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন– 'সুলতান আইউবি অতীতে কখনও এমন আবেগপ্রবণ হননি। কোলের শিশুটি হারিয়ে গেলে মা যেমন আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন, সুলতান আইউবিও সেদিন তেমনি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ঘুমাতেন না, বিশ্রাম করতেন না। আমি তাঁকে বহুবার বলেছি, সুলতান! স্বাস্থ্যের প্রতি একটু নজর রাখুন। এভাবে শরীরটা একেবারে শেষ করে ফেলছেন। আল্লাহকে স্মরণ করুন। জয়-পরাজয় তাঁরই হাতে।

'সুলতানের চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে এসেছিল। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন– "বাহাউদ্দীন! আমি ক্রুসেডারদের বাইতুল মুকাদ্দাস দেব না। সেই

www.pathagar.com

পবিত্র ভূখণ্ডটির অবমাননা আমি হতে দেব না, যেখান থেকে আমার প্রিয় রাসূল আল্লাহর দরবারে মে'রাজে গমন করেছিলেন, যেখানে আমার রাসূল সিজদা করেছিলেন।" তিনি হঠাৎ গর্জে উঠে বললেন– "না; বাহাউদ্দীন! না। আমি মরেও খ্রিস্টানদের বাইতুল মুকাদ্দাস দেব না।"

কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেছেন– 'এক রাতে সুলতান আইউবি এত অস্থির ছিলেন যে, আমি দীর্ঘ সময় তাঁর সঙ্গে থাকি। তাঁর ঘুম আসছিল না। আমি তাঁকে কুরআনের দুটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, এই আয়াতগুলো পড়তে থাকুন। তিনি চোখদুটো বন্ধ করে নিলেন। তাঁর ঠোঁট নড়তে শুরু করল। আয়াতগুলো পড়তে-পড়তে তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে উঠলেন– "ইয়াকুবের কোনো খবর আসেনি? সে নগরীতে ঢুকে যাবে।" তিনি আবারও ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি ঘুমের মধ্যেও অস্থিরতা প্রকাশ করছেন।

সুলতান আইউবির তাঁবু থেকে আক্রার প্রাচীরটা এমন দেখা যেত, যেন পিঁপড়েরা কোনো বস্তুর উপর দলা বেঁধে আছে। রাতে আক্রার প্রাচীরের উপর প্রদীপ হাঁটাচলা করত। অন্ধকারে প্রাচীরের উপর দিয়ে আগুনের গোলা ভিতরে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হতো। প্রাচীর টপকে ভিতর থেকে বাইরেও তেমনি গোলা আসত। আইউবির কমান্ডোসেনারা প্রতি রাতে দুশমনের উপর গেরিলা হামলা চালাত।

◆◆◆

ঘুমের ঘোরে সুলতান আইউবি যে-ইয়াকুবের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তিনি হলেন তাঁর নৌবাহিনীর একজন অতিশয় দুঃসাহসী কাপ্তান। আক্রা নগরীতে রসদ ও অস্ত্র পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। নগরীর যেদিকটায় নদী, সেদিকে খ্রিস্টানদের নৌবহর ছড়িয়ে ছিল। অথচ নগরবাসীদের জন্য সরঞ্জাম পৌঁছানো খুবই জরুরি হয়ে পড়েছিল। সুলতান আইউবি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য নৌবাহিনী থেকে স্বেচ্ছাসেবক ডেকে পাঠালেন। দুঃসাহসী কাপ্তান ইয়াকুব সুলতানের ডাকে সাড়া দিলেন।

তৎকালের কাহিনীকার কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ এবং আরও দুজন ঐতিহাসিক ইয়াকুবের কাহিনী বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। তিনি হালবের অধিবাসী ছিলেন। ইয়াকুব নৌ ও স্থলবাহিনী থেকে ৬৫০ জন সৈন্য বেছে নিলেন এবং তাদের নিজের জাহাজে তুলে নিয়ে বৈরুত চলে গেলেন। তারপর সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ রসদ ও অস্ত্র বোঝাই করে আক্রার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সেই অস্ত্র ও রসদের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, হাতে পেলে আক্রাবাসীরা বহু দিন লড়াই চালিয়ে যেতে সক্ষম হতো।

ইয়াকুব তার সৈনিকদের বলে রাখলেন, প্রয়োজনে জীবনটা কুরবান করে দিতে হবে এবং যেকোনো মূল্যে হোক জাহাজ আক্রা পৌঁছাতে হবে। কিন্তু জাহাজ আক্রার সামান্য দূরে থাকতেই খ্রিস্টানদের চল্লিশটা জাহাজ তাকে ঘিরে

www.pathagar.com

ফেলল। ইয়াকুবের জানবাজরা জীবনের বাজি লাগিয়ে মোকাবেলা করল। জাহাজ চলতে থাকল এবং ইয়াকুব জাহাজটা আক্রার কূলের দিকে নিয়ে যেতে থাকলেন। জানবাজরা দুশমনের জাহাজগুলোর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করল। এক ফরাসি ঐতিহাসিক দ্য উইনসোফ লিখেছেন, তারা জিন ও প্রেতাত্মার মতো লড়াই করেছে। তবু দুশমনের ঘেরাও থেকে বেরুতে সক্ষম হয়নি। অর্ধেকেরও বেশি মুসলিম সৈন্য খ্রিস্টানদের তির খেয়ে প্রাণ হারিয়েছে।

ইয়াকুব যখন দেখলেন, পাল ছিঁড়ে গিয়ে জাহাজ আপন গতিতে মাঝের দিকে এবং দুমশনের কব্জায় চলে যাচ্ছে, তখন তিনি তার জানবাজদের চিৎকার করে বললেন– 'আল্লাহর কসম! আমরা মর্যাদা নিয়ে মৃত্যুবরণ করব। দুশমনকে না জাহাজ দখল করতে দেব, না তার থেকে কোনো বস্তু ছিনিয়ে নিতে দেব। জাহাজ ছিদ্র করে দাও, সমুদ্রটা জাহাজের ভেতরে ঢুকে যেতে দাও।'

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনামতে, ইয়াকুবের যে-কজন জানবাজ তখনও জীবিত ছিল, তারা ডেকে গিয়ে জাহাজের তলদেশ ফুটো করতে শুরু করল। ছিদ্র হয়ে গেলে সাগর জাহাজে ঢুকতে শুরু করল। একজন জানবাজও জাহাজ থেকে লাফিয়ে জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করল না। সবাই জাহাজসহ সমুদ্রের তলদেশে হারিয়ে গেল।

এটি ১১৯১ সালের ৮ জুনের ঘটনা।

এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে সুলতান আইউবি তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর ঘোড়া সব সময় প্রস্তুত থাকত। তিনি উচ্চশব্দে আদেশ দিলেন– 'দফ বাজাও'। দফ বেজে উঠল। এটা আক্রমণের সংকেত। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁর বাহিনী আক্রমণের জন্য সমবেত হয়ে গেল। সুলতান আইউবি বললেন– 'আজ দুশমনকে ভেদ করে প্রাচীরের কাছে পৌঁছে যেতে হবে।' তিনি ঘোড়া হাঁকালেন। তাঁর সব কটি ইউনিট, আরোহী ও পদাতিক বাহিনী তাঁর পিছনে পিছনে রওনা দিল। বাহ্যত এটি ছিল এলোপাতাড়ি আক্রমণ। কিন্তু সুলতান আইউবি বাহিনীকে আগেই বিন্যস্ত করে রেখেছেন। মুসলমানদের এরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আসতে দেখে খ্রিস্টানদের পদাতিক বাহিনী তির-ধনুক নিয়ে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে গেল। তারা তির ছুড়তে শুরু করল।

আক্রমণের নেতৃত্ব সুলতান আইউবি স্বয়ং দিচ্ছিলেন। তাঁর মামলুকরা বিদ্যুতের মতো ক্রুসেডারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু ক্রুসেডারদের সৈন্য অনেক বেশি ছিল। মুসলমানরা এমনভাবে যুদ্ধ করল, যেন তাদের জীবন নিয়ে পিছনে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। অশ্বারোহীরা ঘোড়া ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে আর আক্রমণ করছে। এই যুদ্ধ যখন সমাপ্ত হলো, ততক্ষণে সাঁঝের আঁধার নেমে এসেছে। ক্রুসেডারদের ক্ষয়ক্ষতি ছিল বিপুল – সংখ্যাতীত। কিন্তু সুলতান আইউবি যে-উদ্দেশ্যে আক্রমণটা করেছিলেন, তা সাধিত হয়নি।

এরূপ হামলা এটাই প্রথম ও শেষ আক্রমণ ছিল না। আক্রা দুটা বছর অবরুদ্ধ থাকল। এ-সময় সুলতান আইউবি পিছন থেকে এরূপ কয়েকটা

www.pathagar.com

আক্রমণ করিয়েছেন। প্রতিটা আক্রমণেই তাঁর জানবাজরা বীরত্বের এমনসব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করল, যেমনটি অতীতে তারাও দেখাতে পারেনি। এ-সময়ে সুলতান আইউবি মিসর থেকেও সাহায্য পেয়ে গেলেন এবং কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র তাঁকে সৈন্য ও সরঞ্জাম পাঠাল।

পুরো কাহিনী লিখতে গেলে শেষ হবে না। শুধু জিহাদের স্পৃহা নয় – সে ছিল একটা উন্মাদনা। সেই আক্রমণগুলো দ্বারা আক্রার অবরোধ ভাঙা যায়নি বটে; তবে ক্রুসেডারদের মনে ভয় ধরে গেছে যে, মুসলমানরা এখান থেকে তাদের জীবন নিয়ে বেরুতে দেবে না। খ্রিস্টানদের সৈন্য বেশি ছিল বিধায় তাদের প্রাণহানিও ঘটেছে বিপুল। এই সুবিপুল লাশ আর গণনাতীত আহতদের দেখে খ্রিস্টানদের মনোবল ভেঙে যাচ্ছিল। মুসলমানদের এই অভাবিতপূর্ব বীরত্বে স্বয়ং রিচার্ডও প্রভাবিত হতে শুরু করেছেন।

এ-সময়ে রিচার্ড সুলতান আইউবির কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে দূত পাঠাতে থাকলেন। দূত আল-আদিলের কাছে যেত আর আল-আদিল প্রস্তাবটা সুলতানের কাছে পৌঁছিয়ে দিতেন। তার দাবি ছিল, আমাদের জেরুজালেম আমাদেরকে ফিরিয়ে দাও, আমাদের ক্রুশটা আমাদের দিয়ে দাও আর হিত্তিন যুদ্ধের আগে যেসব অঞ্চল আমাদের দখলে ছিল, সেগুলো আমাদের হাতে তুলে দাও। কিন্তু সুলতান আইউবি 'জেরুজালেম' নাম শুনে আঁতকে উঠতেন। তথাপি তিনি আল-আদিলকে রিচার্ডের সঙ্গে সন্ধিবিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখার অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। প্রায় সকল ঐতিহাসিকই লিখেছেন, আল-আদিল যখন রিচার্ডের কাছে যেতেন কিংবা রিচার্ড আল-আদিলের কাছে আসতেন, তখন রিচার্ডের বোন জুয়ানাও সঙ্গে থাকত। এই বন্ধুত্ব সত্ত্বেও আল-আদিল রিচার্ডের শর্ত মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

এই সাক্ষাৎ-যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনার মধ্যেও যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। রক্তক্ষয় দিন-দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং আক্রাবাসীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। অবরোধকারীদের মধ্যে অন্যান্য খ্রিস্টান সম্রাটও ছিলেন। তন্মধ্যে ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন উল্লেখযোগ্য। ইংল্যান্ডের সম্রাট রিচার্ড সকলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

◆◆◆

'সফলতা আমি এটুকু অর্জন করেছি যে, তিনি আমার ভালবাসা বরণ করে নিয়েছেন' – জুয়ানা রিচার্ডকে বলল – 'কিন্তু আমির-শাসকদের মাঝে যে-দুর্বলতাটা পাওনা যায় বলে আপনি জানিয়েছেন, সেটা তার মধ্যে পাইনি। তিনি আমাকে বিয়ে করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন বটে; কিন্তু তার জন্য নিজের ধর্ম ত্যাগ করার পরিবর্তে বরং আমাকে মুসলমান হতে বলছেন।'

'মনে হচ্ছে, এ-বিদ্যায় পারদর্শী মেয়েরা যেভাবে জাদু চালে, তেমনটি প্রয়োগ করতে তুমি সক্ষম হওনি' – রিচার্ড বললেন – 'আল-আদিল চরিত্রে পরিপক্ব সে আমিও দেখেছি। ইতিমধ্যে আমি তাকে বলে ফেলেছি, সে (তুমি)

www.pathagar.com

যদি আপনাকে বিয়ে করতে সম্মত হয়, তা হলে আপনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে নিন আর ভাইকে বলুন যেন তিনি উপকূলীয় অঞ্চলটা আপনাকে দিয়ে দেন, যেখানে আপনারা স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে রাজত্ব করবেন। তিনি উত্তর দিয়েছেন, ধর্মই যদি পরিবর্তন করলাম, তা হলে এত খুন-খারাবির আবশ্যক কী ছিল? আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি আমার বোনকে পছন্দ করেন? তিনি উত্তর দেন, সেকথা আপনার বোনকে জিজ্ঞেস করুন। তাকে আমি ততটুকু কামনা করি, যতটুকু সে আমাকে কামনা করে। আমি তাকে বললাম, আপনাদের এই প্রেম-ভালবাসায় আমার কোনো আপত্তি নেই।... শিকার জালে এসে পড়েছে। এখন ধরে বোতলে ভরার দায়িত্ব তোমার।'

'আচ্ছা!' – জুয়ানার হঠাৎ মনে পড়ে গেল – 'আমার সেবিকাদুটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না! রাতে এখানেই ছিল। সকাল থেকে উধাও!'

'আমার মনে হচ্ছে, ওরা উধাও-ই থাকবে' – রিচার্ড বললেন – 'ওরা মুসলমান ছিল।

'ওরা সিসিলির মুসলমান ছিল' – জুয়ানা বলল – 'আমার বিয়ের সময় থেকে ওরা আমার সঙ্গে ছিল।'

'মুসলমান যেখানকারই বাসিন্দা হোক, সকলের চেতনা একই রকম হয়' – রিচার্ড বললেন – 'সে-কারণেই আমরা এই জাতিটাকে বিপজ্জনক মনে করি এবং ঐক্য বিনষ্ট করে তাদের ছিন্নভিন্ন করে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ওরা এখানে এসে দেখল, আমরা তাদের জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি, আর অমনি স্বজাতির কাছে চলে গেল।'

রিচার্ড ঠিকই বলেছিলেন। ততক্ষণে তারা সুলতান আইউবির কাছে পৌঁছে গেছে। তারা সুলতান আইউবির সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা ব্যক্ত করে বলল, এমন কিছু কথা আছে, যা সুলতানকেই বলতে হবে। তারা সুলতান আইউবিকে জানাল, আমরা সিসিলিতে জন্মগ্রহণ করেছি এবং সেখানেই লালিত-পালিত হয়েছি। শৈশব থেকেই চাকরানি হয়ে রাজমহলে সময় অতিবাহিত করেছি। সম্রাট রিচার্ডের বোন জুয়ানা রাজার স্ত্রী হওয়ার পর বয়স, রূপ-সৌন্দর্য ও দৈহিক আকার-গঠনের সুবাদে আমাদেরকে তার ব্যক্তিগত চাকরানী নিযুক্ত করা হয়। সিসিলিতে মুসলমান ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেজন্য সেখানে ইসলাম জিন্দা ছিল। আমরাও ধর্মের কথা ভুলিনি। জুয়ানা বিধবা হয়ে যাওয়ার পর সম্রাট রিচার্ড ক্ষমতার মসনদে আসীন হন। এখানে আসবার সময় তিনি বোনকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন। এখানে এসে খ্রিস্টানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দেখে চাকরি থেকে আমাদের মন উঠে গেছে।

মেয়েদুটো দৈহিকভাবে মানানসই হওয়ার পাশাপাশি যেমন চালাক, তেমনি চৌকস। তারা সুলতান আইউবিকে জানাল, জুয়ানা রিচার্ডকে বলছিল, আমি সালাহুদ্দীন আইউবির ভাই আল-আদিলকে ফাঁসিয়ে ফেলেছি। আল-আদিল যদি ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়ে যান, তা হলে তাদের বিয়ে হয়ে যাবে। তারপর

www.pathagar.com

সালাহুদ্দীন আইউবিকে হত্যা করা ও জেরুজালেম দখল করা সহজ হবে। মেয়েদুটো এই সন্দেহও ব্যক্ত করল যে, জুয়ানা ও আল-আদিল গোপনে কোথাও মিলিত হয়ে থাকেন। তথ্যটা সুলতান আইউবিকে জানানোর জন্যই তারা ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে। কাজী বাহউদ্দীন শাদ্দাদ তাঁর রোজনামচায় এই মেয়েদুটোর নাম উল্লেখ করেননি। শুধু লিখেছেন, সুলতান আইউবি তাদের সসম্মানে দামেশ্‌ক পাঠিয়ে দেন।

◆◆◆

সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি মেয়েদুটোর রিপোর্টে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন বটে; কিন্তু তাঁরই সহোদর তাকে ধোঁকা দিচ্ছে, এতথ্য তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। প্রতিজন সালারের উপর তার পূর্ণ আস্থা ছিল। কিন্তু ভাই আল-আদিল ও দুপুত্র আল-আফজাল ও আয-যাহিরের উপস্থিতিতে তিনি বহু পেরেশানি থেকে মুক্ত থাকতেন। খ্রিস্টানদের উপর যখন পিছন থেকে আক্রমণ হতো, তার নেতৃত্ব হয় তিনি নিজে দিতেন কিংবা এই তিনজন। তা ছাড়া খ্রিস্টান সম্রাট, বিশেষত রিচার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনার দায়িত্ব আল-আদিলের উপর ন্যস্ত ছিল। সুলতান এ-বিষয়ে আল-আদিলের সঙ্গে কথা বলা আবশ্যক মনে করলেন। কিন্তু আক্রার যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছিল। মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে সাহায্য আসছিল। আল-আদিলকে কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। তাঁর সম্পর্কে সুলতান আইউবি শুধু এটুকু সংবাদ পাচ্ছিলেন যে, আজ তিনি অমুক স্থানে আক্রমণ করেছেন, আজ অমুক স্থানে। সুলতান তাঁর পুত্রদেরও দেখা পাচ্ছেন না। অসুস্থতা সত্ত্বেও এখন তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন।

অনবরত পাথর নিক্ষেপের ফলে আক্রান্ত প্রাচীর একজায়গা থেকে ভেঙে গেল। খ্রিস্টানরা সেপথে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করলে মুসলমানরা জীবনের বাজি লাগিয়ে তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করল। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল, জায়গাটা উভয় পক্ষের লাশে ভরে যাচ্ছে। অবশেষে পায়রা ভিতর থেকে বার্তা নিয়ে এল– 'কালনাগাদ যদি আমাদের কাছে সাহায্য এসে না পৌঁছায় কিংবা আপনি যদি বাইরে থেকে অবরোধ ভাঙার চেষ্টা না করেন, তা হলে আমরা অস্ত্রত্যাগ করতে বাধ্য হব। কারণ, নগরীর শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করছে। নগরী জ্বলছে। অল্প কজন সৈন্য বেঁচে আছে। যারা বেঁচে আছে, তারাও দু-বছর যাবত অবিরাম যুদ্ধ করে-করে জীবন্ত লাশ হয়ে গেছে।'

সুলতান আইউবির চোখ থেকে অশ্রু বেরিয়ে এল। তিনি তখনই সকল বাহিনীকে একত্রিত করে একযোগে তীব্র আক্রমণ চালালেন। এমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হলো যে, ইতিহাসের পাতা কেঁপে উঠতে শুরু করল। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মানবমস্তিষ্ক এরূপ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের কল্পনাও করতে অক্ষম। মুসলমানরা রাতেও খ্রিস্টানদের স্থির থাকতে দেয়নি। মধ্যরাতের পর সুলতান আইউবি তাঁবুতে ফিরে এসে এমনভাবে পালঙ্কের উপর পড়ে গেলেন, যেন তাঁর

www.pathagar.com

দেহটা জখমে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। তিনি কম্পিত কণ্ঠে আদেশ দিলেন, সকালেও এরূপ আক্রমণ হবে। কিন্তু ভোরের আলো তাঁকে যে দৃশ্য দেখাল, তাতে তাঁর মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। আক্রার প্রাচীরের উপর ক্রুসেডারদের পতাকা উড়ছে। খ্রিস্টান সৈন্যরা স্রোতের মতো নগরীর ভিতরে অনুপ্রবেশ করছে। দিনটি ছিল জুমাবার। ১৭ জুমাদাস সানি ৫৮৭ হিজরি, মোতাবেক ১২ জুলাই ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ।

আল-মাশতুব ও কারাকুশ শর্তের ভিত্তিতে চুক্তিতে সই করেছিলেন। তথাপি সুলতান আইউবিকে দেখতে হলো, ফিরিঙ্গিরা প্রায় তিন হাজার মুসলমানকে কয়েদি বানিয়ে রশিতে বেঁধে আক্রার বাইরে নিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে সামরিক লোকও আছে, বেসামরিক লোকও আছে। তাদের একস্থানে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। চারদিক থেকে খ্রিস্টান বাহিনীর আরোহী ও পদাতিক সৈন্যরা সেই হাত-পাবাঁধা নিরস্ত্র মানুষগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। খ্রিস্টানরা এত পৈশাচিকতা ও অমানবিকতা প্রদর্শন করবে, মুসলিম বাহিনীর সেই ধারণা ছিল না। যখন খ্রিস্টানরা মুসলিম বন্দিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন মুসলিম সৈন্যরা কারও নির্দেশের অপেক্ষা না করে ছুটে গিয়ে খ্রিস্টানদের উপর পূর্ণ শক্তিতে আক্রমণ করে বসল। কিন্তু ততক্ষণে হাত-পাবাঁধা বন্দিরা শহীদ হয়ে গেছে। উভয় বাহিনীর মধ্যে আবারও তীব্র রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেঁধে গেল।

◆◆◆

ইতিমধ্যে রিচার্ডও সুলতান আইউবির মতো গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তার উপর খ্রিস্টজগতের অনেক নির্ভরতা ছিল। লোকটি সিংহহৃদয় ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আক্রার অবরোধে যেখানে তিনি সফল হয়েছিলেন, সেখানে তার মনোবলও ভেঙে গিয়েছিল। মুসলমানরা এত প্রাণপণ লড়াই করে থাকে তার ধারণা ছিল না। তার গন্তব্য ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস। আক্রা জয় করার পর রোম-উপসাগরের কূল ঘেঁষে রওনা হয়েছিলেন। সম্মুখে আসকালান ও হাইফা ইত্যাদি বৃহৎ নগরী ও দুর্গের অবস্থান। সুলতান আইউবি তার মতলব বুঝে ফেললেন। তিনি এই নগরী ও দুর্গগুলোকে দখল করে এখানে ক্যাম্প স্থাপন করে বাইতুল মুকাদ্দাস আক্রমণের মতলব এঁটেছেন।

সুলতান আইউবি বাইতুল মুকাদ্দাসের খাতিরে যত বড় ও যত বেশি প্রয়োজন কুরবানি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি আদেশ জারি করলেন– 'আসকালান ধ্বংস করে দাও। দুর্গ ও নগরীকে ধ্বংস্তূপে পরিণত করো।'

শুনে সালার ও উপদেষ্টাদের মাথায় যেন বাজ পড়ল। তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এত বিশাল নগরী! এত শক্ত দুর্গ! সুলতান আইউবি গর্জে উঠে বললেন– 'নগরী আবার গড়ে উঠবে। মানুষ জন্ম নিতে থাকবে। কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধারের জন্য বোধহয় সালাহুদ্দীন আইউবি আর জন্মাবে না। নিজেদের সব কটা নগরী ও নারী-শিশুদেরসহ সমস্ত মানুষ মসজিদে আকসার জন্য কুরবান করে দাও।'

www.pathagar.com

সুলতান আইউবি বাস্তবিকই আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বাস্তবতাকে লুকোবার চেষ্টা করেননি। গেরিলা ইউনিটগুলোকে খ্রিস্টান বাহিনীর পিছনে লেলিয়ে দিলেন। তারা লুকিয়ে-লুকিয়ে অগ্রসরমান রিচার্ড বাহিনীর পিছন অংশের উপর আক্রমণ চালাতে থাকল। ফলে রিচার্ডের অগ্রযাত্রা মন্থর হয়ে গেল এবং তাদের রসদ অনিরাপদ হয়ে পড়ল। রিচার্ড আসকালান যাচ্ছিলেন। তিনি যখন সেখানে গিয়ে পৌছান, ততক্ষণে নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে গেছে। সেখানে যে মুসলিম ফৌজ ছিল, তাদের বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিরক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। রিচার্ডের পথে যে-কটা দুর্গ জয় করার কথা ছিল, সবগুলো আগেই ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মুসলমানরা এমন ত্যাগও স্বীকার করতে পারে ভেবে রিচার্ডের মাথাটা খারাপ হয়ে যেতে শুরু করেছিল। তিনি বুঝে ফেলেছেন, বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করা সহজ হবে না।

ফ্রান্সের সম্রাট রিচার্ডকে ত্যাগ করে চলে গেছেন। রিচার্ডের জন্য এ এক বিরাট ধাক্কা। তিনি আক্রা জয় করেছেন ঠিক; কিন্তু এই সফলতার মধ্যেও মুসলমানরা তার কোমর ভেঙে দিয়েছে। আক্রা হাতছাড়া হওয়া সুলতান আইউবির জন্য আক্ষেপের বিষয় ছিল। কিন্তু তাঁর কৌশল সফল হয়েছে যে, তিনি ক্রুসেডারদের সামরিক শক্তির ভিত নড়বড়ে করে দিয়েছেন।

এবার তিনি পুনরায় নিজের বিশেষ পদ্ধতির যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। সে হচ্ছে, গেরিলা ও কমান্ডো-আক্রমণের ধারা। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মুসলমান গেরিলারা রাতের অন্ধকারে ঝড়ের মতো আসত আর খ্রিস্টান বাহিনীর পিছন অংশের উপর কমান্ডো-আক্রমণ চালিয়ে বিপুল ক্ষতিসাধন করে অদৃশ্য হয়ে যেত। ফলে খ্রিস্টানদের এক মাসের পথ অতিক্রম করতে তিন মাস সময় লেগে যেত। এভাবে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি ক্রুসেডারদের অগ্রযাত্রা মন্থর করে দিয়ে নিজে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিরক্ষা শক্ত করে ফেললেন।

◆◆◆

'কিছু একটা করো জুয়ানা! ক্রুশের খাতিরে একটা কিছু করো' – রিচার্ড তার বোনকে বললেন – 'ভালবাসা দিয়ে আল-আদিলকে হাত করে নাও। যুদ্ধ করে আমরা বাইতুল মুকাদ্দাস নিতে পারব না।'

'তিনি আমাকে চাচ্ছেন' – জুয়ানা উত্তর দিল – 'রওনার সময়ও তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি বলতে পারি, তিনি আমাকে মনে-প্রাণে কামনা করছেন। কিন্তু বলছেন, আমি যেন মুসলমান হয়ে যাই। আমার কোনো শর্তই তিনি মানতে রাজি হচ্ছেন না।'

ওদিকে সুলতান আইউবি ভাই আল-আদিল, পুত্রদ্বয় ও সালারদের সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁর মুখে এখন দুটিমাত্র বুলি – ইসলাম আর বাইতুল মুকাদ্দাস। বাইতুল মুকাদ্দাস আর ইসলাম। তিনি সবাইকে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতিরক্ষার

www.pathagar.com

দিঙ্‌নির্দেশনা প্রদান করলেন। সভাশেষে আল-আদিল সুলতান আইউবির সঙ্গে নির্জনে মিলিত হয়ে বললেন– 'রিচার্ড আমাকে তার বোনকে বিয়ে করতে বলছেন। শর্ত দিচ্ছেন, ইসলাম ত্যাগ করে আমাকে খ্রিস্টান হতে হবে।'

'তোমার ভালবাসা ইসলামের সঙ্গে বেশি, না-কি রিচার্ডের বোনের সঙ্গে?'

'উভয়ের সঙ্গে।'

'তা হলে তাকে তোমার ধর্মে দিক্ষিত করে বিয়ে করে নাও' – সুলতান আইউবি বললেন – 'আমি অনুমতি দিলাম।'

'আমি আপনার কাছে বিয়ের অনুমতি নিতে আসিনি' – আল-আদিল বললেন – 'আমি আপনাকে বলতে এসেছি, রিচার্ডের মতো একজন সাহসী যুদ্ধবাজ সম্রাটও এত নিচে নামতে পারলেন! আমি স্বীকার করছি, তার বোনটাকে আমার ভালো লাগছে। কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমি আপন ধর্মের সঙ্গে গাদ্দারি করব না।'

'আর সে-ও তার ধর্মের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।'

'জাহান্নামে যাক' – আল-আদিল বললেন – 'এই অস্ত্র দ্বারা রিচার্ড বাইতুল মুকাদ্দাস নিতে পারবে না।'

সুলতান আইউবির চেহারাটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ রিচার্ডের এই হীন আচরণকে লুকোবার চেষ্টা করেছেন। তারা লিখেছেন, রিচার্ড খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের শর্তে আল-আদিলকে তার বোনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু রিচার্ডের বোন আল-আদিলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

রিচার্ড বাইতুল মুকাদ্দাসের সন্নিকটে গিয়ে ছাউনি স্থাপন করলেন। এখানে আক্রা অপেক্ষা বেশি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তিনি পূর্বে যেসব শর্ত আরোপ করে সন্ধির প্রস্তাব করেছিলেন, এখানে এসেও সুলতান আইউবিকে সেই শর্তগুলো আরোপ করতে শুরু করলেন। বারবার এক কথা কারুরই ভালো লাগে না। একবার সুলতান আইউবি বিরক্ত হয়ে রিচার্ডের দূতকে অপমান করে তাঁবু থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

এ-সময়ে সুলতান আইউবি সংবাদ পেলেন, রিচার্ডের অসুখ হয়েছে। এমন গুরুতর অসুস্থ যে, বাঁচবার আশা নেই। সুলতান রাতে তাঁবু থেকে বের হয়ে রিচার্ডের তাঁবু-অভিমুখে রওনা হলেন। কোথায় যাচ্ছেন আল-আদিল ছাড়া কাউকে বলেননি। আল-আদিল বললেন, অমুক জায়গায় রিচার্ডের বোন আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকার কথা। আপনি তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন।

জুয়ানা যথাস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে দৌড়ে এসে বলে উঠল– 'তুমি এসে পড়েছ আল-আদিল?' সুলতান আইউবি ঘোড়া থেকে নেমে জুয়ানাকে ঘোড়ায় বসিয়ে চুপি-চুপি রিচার্ডের তাঁবুর দিকে রওনা দিলেন। জুয়ানা সুলতানকে কিছু বলছিল। সুলতান আইউবি বললেন– 'তোমার ভাষা আমার ভাই বোঝে – আমি বুঝি না।'

জুয়ানার বক্তব্য সুলতান বুঝতে পারেননি।

www.pathagar.com

সুলতান আইউবি রিচার্ডের তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। রিচার্ড সত্যিই গুরুতর অসুস্থ। সুলতান আইউবির সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি দোভাষী ডাকলেন। সুলতান আইউবি প্রথম কথাটা বললেন– 'বোনকে সামলাও; আমার ভাই আপন ধর্ম ত্যাগ করবে না। বলো তোমার কষ্টটা কী? আমি তোমাকে দেখতে এসেছি। এমন ভেবো না, তোমাকে মুমূর্ষু দেখে গিয়ে আমি আক্রমণ করব। তুমি সুস্থ হও; যুদ্ধ পরে করব।'

রিচার্ড বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে উঠে বসলেন এবং সম্ভবত অলক্ষ্যেই বলে উঠলেন– 'তুমি মহান সালাহুদ্দীন আইউবি! তুমিই সত্যিকার যোদ্ধা!'

রিচার্ড সুলতান আইউবিকে কষ্টের কথা জানালেন। সুলতান বললেন– 'আমাদের অঞ্চলে রোগাক্রান্ত মানুষকে আমাদের ডাক্তাররাই সারিয়ে তুলতে পারে। ইংল্যান্ডের বাহিনী যেমন এখানে এসে অথর্ব হয়ে যায়, তেমনি তোমাদের ডাক্তাররাও আনাড়ি হয়ে যায়। আমি তোমার জন্য ডাক্তার পাঠাব।'

'সালাহুদ্দীন! আমরা আর কতকাল একে অপরের রক্ত ঝরাতে থাকব?' – রিচার্ড বললেন – 'আসো, সন্ধি করে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ফেলি।'

'কিন্তু বন্ধুত্বের যে-মূল্য তুমি দাবি করছ, আমি তা পরিশোধ করতে পারব না' – সুলতান আইউবি বললেন – 'তোমরা খুন-খারাবিকে ভয় করছ। আমার জাতি বাইতুল মুকাদ্দাসের খাতিরে নিজেদের প্রতিফোঁটা রক্ত কুরবান করে দিতে প্রস্তুত।'

ফিরে এসে সুলতান আইউবি তাঁর প্রাইভেট ডাক্তারকে রিচার্ডের চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর সেরে উঠতে বহুদিন কেটে গেছে। সুলতান আইউবি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু আক্রমণের পরিবর্তে রিচার্ডের পক্ষ থেকে সন্ধির নতুন-নতুন শর্ত এল। রিচার্ড বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। এখন শুধু এটুকু সুবিধা প্রার্থনা করছেন যে, খ্রিস্টান পর্যটকদের বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের অনুমতি দিন এবং উপকূলীয় কিছু অঞ্চল খ্রিস্টানদের দিয়ে দিন। সুলতান আইউবি রিচার্ডের এই দুটি দাবি মেনে নিলেন। তাঁর বাহিনীও যুদ্ধে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। নিজেও একদিকে যেমন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত, অপরদিকে অসুস্থ। তাই এই অবস্থায় যুদ্ধ এড়িয়ে যাওয়াই তিনি ভালো মনে করলেন।

রিচার্ড মুসলমানদের চেতনা ও নির্ভীকতায় ভয় পেয়ে গেছেন। তার স্বাস্থ্যও হাল ছেড়ে দিয়েছে। তা ছাড়া নিজদেশে বিরুদ্ধবাদীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যাওয়া তার আবশ্যক হয়ে পড়েছিল।

৫৮৮ হিজরির ২২ শাবান মোতাবেক ১১৯১ খ্রিস্টাব্দের ৩ সেপ্টেম্বর চুক্তিতে স্বাক্ষর হলো। ১১৯২ সালের ৯ অক্টোবর রিচার্ড বাহিনীসহ ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩ বছর। রিচার্ড রওনার আগে সুলতান আইউবিকে বার্তা পাঠালেন, চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণের পর আমি জেরুজালেম জয় করতে আসব। কিন্তু তার পর কোনো খ্রিস্টান আর বাইতুল

www.pathagar.com

মুকাদ্দাস জয় করতে পারেনি। অবশেষে ১৯৬৭ সালে আরবদের অনৈক্য ও তাদের যেসব দুর্বলতা সুলতান আইউবির আমলে খ্রিস্টানরা মুসলিম আমিরদের মাঝে জন্ম দিয়েছিল বাইতুল মুকাদ্দাসকে ইহুদিদের হাতে তুলে দিল।

রিচার্ডের রওনার পর সুলতান আইউবি ঘোষণা দিলেন, বাহিনীর যেসব সৈন্য হজে যেতে চাও নাম লেখাও; তাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় হজে পাঠানো হবে। তালিকা প্রস্তুত হয়ে গেল। আগ্রহী সবাইকে হজে পাঠানো হলো। স্বয়ং সুলতান আইউবির নিজের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল হজ্ব করবেন। কিন্তু জিহাদ তাকে সুযোগ দেয়নি। আর যখন অবসর পেলেন, তখন তাঁর কাছে হজে যাওয়ার অর্থ ছিল না। রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থ নিতে বলা হলো। তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, এই অর্থ আমার নয়। সুলতান আইউবি নিজেকে হজ থেকে বঞ্চিত করলেন। রাজকোষ থেকে কোনো অর্থ নিলেন না। মিসরি কাহিনীকার মুহাম্মদ ফরিদ আবু হাদীদ লিখেছেন, মৃত্যুর সময় সুলতান আইউবির সর্বমোট সম্পদ ৪৭ দেরহাম রুপা আর এক টুকরা সোনা ছিল। তাঁর নিজস্ব কোনো বাসভবন ছিল না।

◆◆◆

সুলতান আইউবি ১১৯২ সালের ৪ নভেম্বর বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে দামেশ্ক গিয়ে পৌঁছেন। তার চার মাস পর ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ এই বীর মুজাহিদ ও মহাকালের মহানায়ক ইহলোক ত্যাগ করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। তাঁর দামেশ্ক পৌঁছার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বচক্ষে দেখা পরিস্থিতি কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ এভাবে বর্ণনা করেছেন–

'... তাঁর সন্তানরা দামেশ্কে ছিল। একটানা পরিশ্রম ও সর্বশেষ অসুস্থতার পর বিশ্রামের জন্য তিনি এ-নগরীকেই বেছে নেন। সন্তানরা তাঁকে দেখে খুব আনন্দিত হয়েছিল। দামেশ্ক ও আশপাশের মানুষ তাদের বিজয়ী সুলতানকে একনজর দেখার জন্য দলে-দলে আসতে শুরু করল। স্বজাতির এই ভক্তি ও আন্তরিকতা দেখে সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি পরদিনই জনসভার আয়োজন করলেন, যেখানে তাঁর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করার এবং কারও কোনো অভিযোগ কিংবা দাবি-দাওয়া থাকলে পেশ করার অনুমতি প্রদান দিলেন। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু, ধনী-গরিব, শাসক-জনতা সবাই তাঁকে দেখতে এসে ভিড় জমাল। কবিরা সুলতানের শানে কবিতা আবৃত্তি করলেন।

'অবিরাম যুদ্ধ ও রাষ্ট্রের নানাবিধ ব্যস্ততা সুলতান আইউবিকে না দিনে কখনও বিশ্রাম নিতে দিয়েছে, না রাতে একটু শান্তির ঘুম ঘুমোতে দিয়েছে। তিনি শারীরিকভাবেও ভেঙে পড়েছিলেন এবং মানসিকভাবেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই ক্লান্ত শরীর-মনকে চাঙ্গা করে তোলার লক্ষ্যে তিনি দামেশ্কে হরিণ শিকার করাকে ব্যস্ততা বানিয়ে নিলেন। তিনি ভাই ও সন্তানদের সঙ্গে শিকারখেলায় মেতে উঠলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, দিনকয়েক বিশ্রাম নিয়ে মিসর চলে যাবেন। কিন্তু দামেশ্কের রাষ্ট্রীয় নানা কাজ তাঁকে আটকে রাখল।

www.pathagar.com

'আমি সে-সময় উজিরের দায়িত্ব নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস অবস্থান করছিলাম। একদিন দামেশ্‌ক থেকে সুলতান আইউবির একখানা পত্র এসে পৌঁছল। তিনি আমাকে দামেশ্‌ক যেতে বলেছেন। আমি তখনই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু লাগাতার মুষলধারা বৃষ্টির কারণে পথঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। উনিশ দিন পর্যন্ত আমি বেরই হতে পারলাম না। অবশেষে ২৩ মহররম শুক্রবার রওনা হয়ে ১২ সফর মঙ্গলবার দামেশ্‌ক গিয়ে পৌঁছলাম। সে-সময় বৈঠকখানায় আমির ও অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ সুলতানের অপেক্ষা করছিলেন। সুলতানকে আমার আগমনের সংবাদ জানানো হলো। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আমাকে তাঁর খাস কামরায় ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বাহু প্রসারিত করে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাঁর চেহারায় এমন প্রশান্তি ও স্থিরতা লক্ষ করলাম, যেমনটি অতীতে কখনও দেখিনি। তাঁর দুচোখ অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে এল।

'পরদিন তিনি আমাকে আবার তলব করলেন। আমি তাঁর খাস কামরায় প্রবেশ করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বৈঠকখানায় কারা আছে? আমি বললাম, আপনার পুত্র আল-মালিকুল আফজাল, কয়েকজন আমির এবং আরও অনেক ব্যক্তি। তারা আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় বসে আছেন। তিনি জামালুদ্দীন ইকবালকে বললেন, তাদের বলে দাও, আজ আমি কাউকে সাক্ষাৎ দিতে পারব না। আমার সঙ্গে তিনি জরুরি কিছু কথা বললেন। আমি চলে এলাম।

'পরদিন তিনি অতি প্রত্যুষে আমাকে আবারও ডেকে পাঠালেন। আমি যখন গেলাম, তখন তিনি বাগানে সন্তানদের নিয়ে খেলা করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বৈঠকখানায় কোনো সাক্ষাৎপ্রার্থী আছে কি? তাকে জানানো হলো, ফিরিঙ্গিদের দূত এসে বসে আছে। সুলতান বললেন, তাদের এখানেই পাঠিয়ে দাও। সন্তানরা সেখান থেকে চলে গেলেন। সর্বকনিষ্ঠ সন্তান আমির আবু বকর – সুলতান যাকে খুব স্নেহ করতেন – সেখানে থেকে গেল। ফিরিঙ্গিরা এলে শিশুটি লোকগুলোর দাড়িবিহীন চেহারা এবং তাদের পোশাক দেখে ভয়ে কাঁদতে শুরু করল। শিশুটি এর আগে কখনও দাড়িবিহীন পুরুষ দেখেনি। সুলতান আইউবি বললেন, আমার পুত্র আপনাদের দাড়িবিহীন চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেছে। কিন্তু এই সমস্যার মোকাবেলায় সুলতান শিশুটিকে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে দূতদের বললেন, আজ আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারব না। তিনি আলাপ-আলোচনা ব্যতিরেকেই তাদের বিদায় করে দিলেন।

'তাদের চলে যাওয়ার পর তিনি বললেন, খাবার যা আছে নিয়ে আসো। তাঁর সামনে হালকা কিছু খাবার এনে হাজির করা হলো। তাতে ক্ষিরও ছিল। তিনি সামান্যই খেলেন। আমি অনুভব করলাম, যেন তাঁর ক্ষুধা মরে গেছে। তাঁর সঙ্গে আমিও খেলাম। তিনি বললেন, মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ-কথাবার্তা কম করছি। আমি ক্ষুধামান্দ্য ও দুর্বলতা অনুভব করছি।

www.pathagar.com

উদ্যত হলে তিনি বললেন, বসুন; খেয়ে যাবেন। আমার সঙ্গে কাজী আল-ফজলও ছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও খাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন না। তাই অক্ষমতা প্রকাশ করে চলে গেলেন। আমি খাওয়ার রুমে চলে গেলাম। কিন্তু সুলতানের সঙ্গ ছেড়ে উঠতে আমার মন সরছিল না। ফলে মনটা তাঁর কাছে রেখেই খাওয়ার রুমে গেলাম। দস্তরখান বিছানো হয়েছে। অনেক লোক বসে আছে। আল-মালিকুল আফজাল পিতার জায়গায় বসা। আফজাল সুলতান আইউবির পুত্র বটে; কিন্তু সুলতানের জায়গায় তাকে উপবিষ্ট দেখে আমার অনেক কষ্ট লাগল। অন্য যারা বসা ছিলেন, তাদেরও প্রতিক্রিয়া আমারই মতো ছিল। অনেকের চোখ বেয়ে অশ্রু বেরিয়ে এল।

'সেদিনের পর থেকে সুলতান আইউবির স্বাস্থ্য দিন-দিন খারাপই হতে থাকল। আমি ও কাজী আল-ফজল প্রত্যহ কয়েকবার তাঁকে দেখতে যেতাম। একটু সুস্থ্যতা বোধ করলেই আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন আর অন্য সময় চোখ বুজে পড়ে থাকতেন। আমরা তাঁর প্রতি তাকিয়ে থাকতাম। তাঁর জীবনের জন্য সবচেয়ে বড় আশঙ্কাটা ছিল, তাঁর ব্যক্তিগত ডাক্তার অনুপস্থিত ছিলেন। চারজন ডাক্তার মিলে তাঁর চিকিৎসা করছিলেন। কিন্তু রোগ দিন-দিন বেড়েই চলছিল।

'অসুখের চতুর্থ দিন সুলতানের অবস্থা বেশ খারাপ হয়ে গেল। কোনো-কোনো গুরুত্বপূর্ণ হাড় বেকার হয়ে পড়ল। শরীরের ভিতরে রস শুকিয়ে যেতে শুরু করল। সুলতান আইউবি দুর্বলতার শেষ পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হলেন। ষষ্ঠ দিন আমরা তাঁকে ধরে তুলে বসালাম। তাঁকে একটা ওষুধ সেবন করানো হলো, যার পর গরম পানি পান করার প্রয়োজন ছিল। পানি আনা হলো। পানিটা হালকা গরম হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গ্লাসটা মুখের সঙ্গে লাগিয়ে সুলতান বললেন, পানি অনেক গরম। তিনি পানি পান করলেন না। পানি ঠাণ্ডা করে আনা হলো। সুলতান বললেন, এবার একেবারে ঠাণ্ডা। সুলতান সামান্যতম বিরক্তিও প্রকাশ করলেন না। শুধু হতাশা প্রকাশার্থে বললেন– 'ইয়া আল্লাহ! কেউ কি নেই, যে আমাকে হালকা গরম পানি এনে দিতে পারবে?'

'আমার ও আল-ফজলের চোখে অশ্রু নেমে এল। আমরা অন্য এক কক্ষে চলে এলাম। কাজী আল-ফজল বললেন– "জাতি কত মহান এক ব্যক্তিত্ব থেকে বঞ্চিত হতে চলছে! তাঁর স্থলে অন্য কেউ হলে এই অবস্থায় পানির গ্লাসটা মাথায় ছুড়ে মারতেন।"

'সপ্তম ও অষ্টম দিন সুলতান আইউবির অবস্থা এত খারাপ হয়ে গেল যে, তাঁর সংজ্ঞা হারিয়ে যেতে শুরু করল। নবম দিন তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। পানিও পান করতে পারলেন না। নগরীতে খবর ছড়িয়ে পড়ল, সুলতান আইউবির অবস্থা আশঙ্কাজনক। সমগ্র নগরীতে মৃত্যুর বেদনা ছেয়ে গেল। সব জায়গায় এবং সকলের মুখে তাঁর সুস্থ্যতার জন্য দু'আ চলছে। ব্যবসায়ী ও সওদাগররা এমন ভয় পেয়ে গেল যে, তারা বাজার থেকে পণ্য প্রত্যাহার করে

www.pathagar.com

'আহারের পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হাজীরা ফিরে এসেছে কি? আমি বললাম, রাস্তায় অনেক কাদা; চলাচলে ব্যাঘাত ঘটছে। আশা করি, কালনাগাদ এসে পৌঁছবে। সুলতান বললেন, আমরা তাদের অভ্যর্থনা জানাব। বলেই তিনি একজন কর্মকর্তাকে ডেকে বললেন– "হাজীরা আসছে; রাস্তায় কাদা ও পানি আছে। এখনই লোক পাঠিয়ে পথের কাদা-পানি পরিষ্কার করাও।" আমি তাঁর থেকে অনুমতি নিয়ে চলে এলাম। আমি দেখলাম, সুলতানের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও কর্মতৎপরতায় বেশ ভাটা পড়ে গেছে।

'পরদিন ঘোড়ায় আরোহণ করে তিনি হাজীদের অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে পড়লেন। আমিও ঘোড়ায় চড়ে তাঁর পিছু নিলাম। পুত্র আল-মালিকুল আফজাল আমাদের সঙ্গ নিল। মানুষের মাঝে দাবানলের মতো সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, সুলতান বাইরে এসেছেন। জনতা কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে ছুটে এল। তারা তাদের বিজয়ী সুলতানকে কাছে থেকে দেখার এবং তাঁর সঙ্গে হাত মেলাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল। সুলতান তাঁর এই পাগলপারা ভক্তদের মাঝে হারিয়ে গেলেন। পুত্র আল-মালিকুল আফজাল সন্ত্রস্ত কণ্ঠে আমাকে বলল, সুলতান তো বর্ম পরিধান করে বের হননি! আমার ভয় লাগছে; দুর্ঘটনা ঘটে যেতে কতক্ষণ! সে-সময় সুলতানের সঙ্গে দেহরক্ষী ছিল না। আমি ভিড় ঠেলে সুলতানের কাছে গিয়ে বললাম, হযরত! আপনি নিরাপত্তা পোশাক পরে বের হননি। শুনে তিনি এমনভাবে চমকে উঠলেন, যেন তাঁকে হঠাৎ ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। তিনি বললেন, পোশাকটা এখানেই নিয়ে আসো। কিন্তু পোশাক এনে দেওয়ার মতো সেখানে কেউ ছিল না। আমার বেশ ভয় লাগছিল।

'আমার মনে হতে লাগল, যেন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। আমি তাঁকে বললাম, আমি এখানকার পথ-ঘাট চিনি না। অন্য কোনো রাস্তা আছে কি, যেখানে লোকজন কম হবে এবং আপনি ফিরে যেতে পারবেন? তিনি বললেন, একটা রাস্তা আছে। বলেই তিনি ঘোড়ার মুখ সেদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। জনতার ভিড় ছিল গণনাতীত। সুলতান আইউবি ঘোড়াটা বাগিচার মধ্যকার একটা রাস্তায় তুলে দিলেন। আমি ও আল-মালিকুল আফজাল তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমি তাঁর জীবনেরও আশঙ্কা অনুভব করছিলাম এবং স্বাস্থ্যেরও। আমরা আল-মাইবানার কূপ হয়ে দুর্গে এসে প্রবেশ করলাম।

'শুক্রবার সন্ধ্যায় সুলতান আইউবি অস্বাভাবিক দুর্বলতা অনুভব করলেন। মধ্যরাতের সামান্য আগে তাঁর গায়ে জ্বর এল – চোরা জ্বর। শরীরের ভিতরে বেশি ছিল, বাইরে কম অনুভব হচ্ছিল। সকালনাগাদ তিনি খুব কাহিল হয়ে পড়লেন। কিন্তু গায়ে হাত দিলে তেমন উষ্ণতা অনুভব হচ্ছিল না। আমি তাকে দেখতে গেলাম। পুত্র আল-মালিকুল আফজাল শিয়রে বসা ছিল। সুলতান বললেন, রাতটা অনেক কষ্টে কাটিয়েছি। তিনি এদিক-ওদিককার কথা শুরু করে দিলেন। আমরা গল্প-গুজবে তাঁকে সঙ্গ দিলাম। তাতে তাঁর মন-মেজাজে প্রফুল্লতা ফিরে এল। দুপুরনাগাদ বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন। আমরা বিদায় নিতে

www.pathagar.com

'হলফনামা প্রস্তুত হয়ে গেল। পরদিন হলফ নিতে সংশ্লিষ্ট আমির-উজিরদের তলব করা হলো। সর্বপ্রথম দামেশ্‌কের গভর্নর সা'দুদ্দীন মাসউদ শপথ করলেন। তারপর সাহয়ুনের গভর্নর নাসরুদ্দীন এলেন। তিনি এই শর্তে হলফ করলেন যে, তিনি যে-দুর্গের গভর্নর, সুলতান আইউবির মৃত্যুর পর সেটি তার ব্যক্তিমালিকানা বলে গণ্য হবে। সকল আমির-উজির ও গভর্নর আনুগত্যের শপথ করলেন। দু-তিনজন হলফ করার আগে শর্ত আদায় করে নিলেন। হলফনামার ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ–

"এই মুহূর্ত থেকে বৃহত্তর ঐক্যের খাতিরে আমি আল-মালিকুন নাস্‌র (সালাহুদ্দীন আইউবি)-এর অনুগত থাকব। যতদিন তিনি জীবিত থাকেন, আমি তাঁর শাসনক্ষমতাকে অটুট রাখার লক্ষ্যে অক্লান্ত ও অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাব। তাঁর খাতিরে নিজের জীবন, সম্পদ, তরবারি, সৈন্য ও প্রজাদের ওয়াক্‌ফ করে দেব। আমি তাঁর প্রত্যেকটি আদেশ–নিষেধ মান্য করব এবং তাঁর প্রতিটি মনোবাসনা পূর্ণ করব। আর আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি, সুলতান আইউবির মৃত্যুর পর এই আনুগত্য তাঁর পুত্র আল-মালিকুল আফজালের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেব এবং তার পরে আল-মালিকুল আফজালের পুত্রদের জন্য। আমি আল্লাহকে হাজির-নাজির জ্ঞান করে প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পালন করব। তার জন্য নিজের জান-মাল, তরবারি ও সৈন্যদের ওয়াক্‌ফ করে রাখব। এই আনুগত্যের শপথে আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি।"

হলফনামার অপর অংশ ছিল–

"আমি যদি আমার এই হলফের বিরুদ্ধাচরণ করি, তা হলে এই শপথ ভঙ্গের দায়ে আমার স্ত্রী-স্ত্রীগণ তালাক হয়ে যাবে, আমি সকল ব্যক্তিগত ও সরকারি চাকরদের থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব এবং আমি খালি পায়ে পদব্রজে হজ করতে বাধ্য থাকব।"

'৫৮৯ হিজরির ২৬ সফর মোতাবেক ১১৯৩ খৃস্টাব্দের ৩ মার্চ মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা এবং সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির অসুখের একাদশ দিন। তাঁর দৈহিক শক্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর বেঁচে থাকার আশা নেই। রাতে এমন একটা সময়ে আমার ও কাজী আল-ফজল ইবনে যাকির ডাক এল, যে-সময়ে পূর্বে কখনও ডাকা হয়নি। ইবনে যাকির পুরো নাম আবুল মা'আলী মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন। হযরত ওসমান (রা.)-এর বংশের লোক। আইন ও বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করার পর সুলতান আইউবি মসজিদে আকসায় প্রথম জুমার খুতবার জন্য তাঁকেই মনোনীত করেছিলেন। পরে তাঁকে দামেশ্‌কের বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল।

'আমরা গেলে আল-মালিকুল আফজাল বললেন, আপনারা তিনজন বাকি রাত সুলতানের সঙ্গে থাকুন। তিনি শোকাহত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কাজী

www.pathagar.com

নিতে শুরু করল। প্রতিজন মানুষ কীরূপ হতাশ ও অস্থির হয়ে উঠেছিল, তা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়।

'আমি ও আল-ফজল রাতের প্রথম প্রহর তাঁর কাছে থাকতাম এবং দেখাশোনা করতাম। তিনি কথা বলতে পারতেন না। অবশিষ্ট রাত আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ভেতর থেকে কেউ এলে সুলতানের অবস্থা জিজ্ঞেস করতাম। প্রত্যুষে যখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসতাম, তখন বাইরে জনতার ভিড় দণ্ডায়মান থাকত। তারা আমাদের কাছে সুলতানের অবস্থা জিজ্ঞেস করার সাহস পেত না। আমাদের চেহারা দেখেই বুঝে নিত, অবস্থা ভালো নয়। জনতা নীরব চোখে আমাদের পানে তাকাত আর আমরাও তাদের প্রতি একনজর তাকিয়ে নতমুখে বেরিয়ে যেতাম।

'দশম দিন ডাক্তারগণ তাকে নাড়ি পরিষ্কার করার ঔষধ খাওয়ালেন। তাতে কিছুটা চৈতন্য ফিরে এল। তারপর যখন জানতে পারলাম, সুলতান যবের পানি পান করেছেন, তখন আমরা আনন্দ অনুভব করলাম। সে-রাতে তাঁর কাছে যেতে কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষমাণ ছিলাম। জামালুদ্দীন ইকবালের কাছে সুলতানের অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি ভেতরে গিয়ে তুরান শাহকে জিজ্ঞেস করে এসে জানালেন, সুলতানের উভয় ফুসফুসে বাতাস চলাচল শুরু হয়েছে। আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। জামালুদ্দীনকে বললাম, আপনি নিজে গিয়ে দেখে আসুন শরীরে ঘামের লক্ষণ আছে কি-না। তিনি ভেতরে গিয়ে দেখে ফিরে এসে জানালেন, অনেক ঘাম আসছে। এটিও শুভসংবাদ ছিল। আমরা নিশ্চিন্ত মনে চলে এলাম।

'পরদিন মঙ্গলবার। সফরের ২৬ তারিখ। সুলতান আইউবির অসুস্থ্যতার একাদশ দিবস। আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম; কিন্তু ভিতরে ঢুকতে পারলাম না। আমাদের জানানো হলো, ঘাম এত বেশি ঝরছে যে, বিছানা বেয়ে মেঝেতে গিয়ে পড়ছে। সংবাদটা ভালো ছিল না। শরীরের রস-আদ্রতা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। ডাক্তারগণ বিস্ময়ের সঙ্গে জানালেন, শরীর ভেতর থেকে শুকিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সুলতানের দেহে শক্তি বহাল আছে।

'সুলতান আইউবির পুত্র আল-মালিকুল আফজাল অনুভব করলেন, সুলতানের সেরে ওঠার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ আমির-উজিরদের থেকে আনুগত্যের শপথ নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তিনি সব কজন বিচারপতিকে রেজওয়ান মহলে সমবেত করে বললেন, আপনারা কাগজ তৈরি করে দিন, যাতে সুলতান আইউবি যত দিন বেঁচে থাকবেন, তত দিন তাঁর এবং তাঁর ওফাতের পর আল-মালিকুল আফজালের আনুগত্যের হলফনামা থাকবে। আল-আফজাল বললেন, এই হলফনামা কখনও প্রস্তুত করাতাম না। কিন্তু সুলতানের অবস্থা বিপজ্জনক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে বিধায় কাজটা না করে পারছি না।

www.pathagar.com

আল-ফজল আপত্তি তুলে বললেন, রাতভর মানুষ বাইরে দাঁড়িয়ে সুলতানের স্বাস্থ্যের সংবাদ শোনার অপেক্ষা করে। আমরা যদি সারা রাত ভেতরে থাকি, তা হলে তারা অন্য কিছু ভেবে বসবে এবং নগরীতে ভুল সংবাদ ছড়িয়ে পড়বে। আল-আফজাল যুক্তিটা মেনে নিলেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে; আপনারা চলে যান। তিনি আমাদের পরিবর্তে ইমাম আবু জাফরকে ডেকে পাঠালেন। ইমাম এলে আল-ফজল বললেন, আপনি সুলতানের কাছে থাকুন। আল্লাহ না করুন যদি রাতে মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়, তা হলে তাঁর শিয়রে বসে কুরআন তিলাওয়াত করুন। আমরা সেখান থেকে ফিরে এলাম।

'পরে ইমাম আবুজাফর সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির জীবনের শেষ রাতের যে-বৃত্তান্ত শুনিয়েছেন, আমি তা লিপিবদ্ধ করছি। তিনি বলেছেন– "আমি সুলতান আইউবির শিয়রে কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম। সে-সময় সুলতান কখনও অচেতন হয়ে পড়ছিলেন, আবার কখনও জ্ঞান ফিরে পাচ্ছিলেন। আমি বাইশতম পারার সূরা আল-হাজ্জ তিলাওয়াত করছিলাম। যখন পড়লাম– 'আল্লাহই সর্বসময় ক্ষমতার অধিকারী ও সত্য। তিনিই মৃতকে জীবিত করেন এবং প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতা রাখেন।' তখন আমি সুলতানের কণ্ঠ থেকে ফিসফিস শব্দ শুনতে পেলাম। তিনি বলছিলেন– 'এটা সত্য কথা, এটা সত্য কথা।' এই ছিল সুলতান আইউবির জীবনের শেষ উচ্চারণ। তাঁর অল্পক্ষণ পরেই কানে ফজরের আযান ভেসে এল। আমি কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে দিলাম। আযান শেষ হওয়ামাত্র সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবি অতি নীরবে ও শান্তিতে ইহজগত ত্যাগ করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেলেন।"

'আবুজাফর আমাকে আরও বলেছেন– "যখন আযান শুরু হলো, তখন সুলতান একটি আয়াত পড়ছিলেন– 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। আমরা তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।' সে-সময়ে তাঁর ঠোঁটে মুচকি হাসি ফুটে উঠেছিল। চেহারাটা তাঁর জ্বলজ্বল করছিল। সেই অবস্থাতেই তিনি আল্লাহর দরবারে পৌঁছে গেলেন।"

'আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম, ততক্ষণে সুলতান আইউবি ইহজগত ত্যাগ করে পরজগতে চলে গেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর জাতির গায়ে কোনো কারণে সত্যিকার অর্থে যদি কোনো আঘাত লেগে থাকে, সে ছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির মৃত্যু। দুর্গ, নগরী, জনতা ও তাবৎ পৃথিবীর মুসলমানদের উপর এমন কালো মেঘ ছেয়ে গেল যে, একমাত্র আল্লাহই জানতেন, তা কতটা গভীর ও গাঢ় ছিল। সাধারণত মানুষ প্রিয়জনের জন্য জীবন দেওয়ার কথা বলে থাকে। কিন্তু কাউকে জীবন দিতে দেখা যায়নি। কিন্তু আমি কসম খেয়ে বলতে পারব, সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির জীবনের শেষ রাতে কেউ যদি আমাদের জিজ্ঞেস করত, সুলতানের পরিবর্তে কে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত আছ, তা হলে আমাদের মধ্যে বহু মানুষ নিজেদের জীবন কুরবান করে সুলতানকে বাঁচিয়ে রাখতে রাজি হতো।

www.pathagar.com

'সেদিন নগরীতে প্রতিজন মানুষকে অশ্রুসিক্ত দেখা গেছে। জনতা ক্রন্দন ছাড়া সব ভুলে গিয়েছিল। কোনো কবিকে শোকগাঁথা শোনাবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। কোনো ইমাম, বিচারপতি কিংবা কোনো আলেম জনতাকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেননি। তাঁরা নিজেরাই ডুকরে-ডুকরে কাঁদছিলেন। সুলতান আইউবির সন্তানরা কাঁদতে-কাঁদতে ও চিৎকার করতে-করতে রাস্তায় নেমে পড়েছিল। তাদের দেখে মানুষের কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিল।

'যোহর নামাযের সময় হয়ে গেছে। ততক্ষণে সুলতানকে গোসল দিয়ে কাফন পরানো হয়ে গেছে। আদালতের এক কর্মকর্তা আদ-দালায়ী সুলতানকে জীবনের শেষ গোসল করালেন। আমাকে বলা হয়েছিল। কিন্তু আমার মন অতটা শক্ত ছিল না। আমি অস্বীকৃতি জানালাম। মাইয়েতকে বাইরে রাখা হয়েছে। যে-কাপড়খানা দ্বারা লাশ ঢেকে রাখা হয়েছিল, সেটি কাজী আল-ফজল দিয়েছিলেন। যখন জানাযা জনতার সম্মুখে রাখা হলো, তখন পুরুষদের ক্রন্দনরোল আর মহিলাদের বিলাপে আকাশের কলিজাও বুঝি ফেটে যেতে শুরু করেছিল।

'কাজী মুহিউদ্দীন ইবনে যাকি নামাযে জানাযার ইমামত করেন। সুলতান আইউবির নামাযে জানাযায় কত মানুষ অংশ নিয়েছিল, আমি তার সংখ্যা বলতে পারব না। শুধু এটুকু বলতে পারব, কান্না আর ফোঁপানির কারণে কেউ দু'আ-কালাম পাঠ করতে পারছিল না। অনেকে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চিৎকার করে-করে কাঁদছিল। জামাতের চারদিকে মহিলারা জড়ো হয়ে মাতম করছিল। নামাযে জানাযার পর লাশের খাটিয়া বাগিচার সেই ঘরটাতে রাখা হলো, যে-ঘরে সুলতান আইউবি অসুস্থ্যতার দিনগুলো অতিবাহিত করেছিলেন।

আসরের সামান্য আগে মহাকালের মহানায়ক সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির দাফন সম্পন্ন হয়ে গেল। জনতা যখন নিজ-নিজ ঠিকানায় ফিরে যাচ্ছিল, তখন মনে হয়েছিল, যেন কতগুলো লাশ হেঁটে যাচ্ছে। আমি সঙ্গীদের নিয়ে কবরে কুরআন পাঠ করতে থাকলাম।

'সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির জীবনে দুটি বাসনা ছিল। ফিলিস্তিনকে খ্রিস্টানদের কবল থেকে মুক্ত করা আর হজ করা। তাঁর প্রথম বাসনাটি পূর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয়টি অর্থের অভাবে পূরণ হয়নি। তাঁর কাছে হজ করার মতো অর্থ ছিল না। ব্যক্তিগত পকেট শূন্য ছিল। চাঁদ-তারা বনাম ক্রুশের যুদ্ধের মহান সিপাহসালার, মিসর, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের সম্রাট এত গরিব ছিলেন যে, অর্থাভাবে হজ করতে পারেননি! তাঁকে যে-কাফন পরানো হয়েছিল, সেটি আমি, কাজী আল-ফজল ও ইবনে যাকি চাঁদা করে ক্রয় করেছিলাম।'

ফিলিস্তিন আজও সুলতান সালাহুদ্দীন আইউবির জন্য তেমনি মাতম করছে, যেমন করেছিল ১১৯৩ সালের ৪ মার্চ দামেশ্‌কের নারীরা।

[সমাপ্ত]

www.pathagar.com

DESIGN: SHAJ CREATION NAJMUL • 01911031184

প্রকাশন

ISBN. 984-70063-0011-3

www.pathagar.com